

এইসব দিনরাত্রি

হুমায়ূন আহমেদ



www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মনে হয় এর চেয়ে অন্ধকারে ডুবে যাওয়া ভালো
এইখানে–
পৃথিবীর এই ক্লান্ত এ অশান্ত কিন্নরের দেশে
এখানে আশ্চর্য সব মানুষ রয়েছে
(এইসব দিনরাত্রি : জীবনানন্দ দাশ)

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

Nirjoy

www.BanglaBook.org



সন্ধ্যার পর থেকে নীলুর কেমন যেন লাগতে লাগল। কেমন এক ধরনের অস্বস্তি। হঠাৎ ঘুম ভাঙলে যে রকম লাগে সে রকম। সমস্ত শরীর ঝিম ধরে আছে। মাথার ভেতরটা ফাঁকা ফাঁকা।

নীলু বারান্দায় এসে দাঁড়াল। এ বাড়ির বারান্দাটা সুন্দর। কল্যাণপুরের দিকে শহর তেমন বাড়তে শুরু করেনি। গ্রাম গ্রাম একটা ভাব আছে। বারান্দায় দাঁড়ালে ঝিলের মতো খানিকটা জায়গা চোখে পড়ে। গত শীতের আগের শীতে ঝাঁকে ঝাঁকে বুনো হাঁস নামছিল। কি অদ্ভুত দৃশ্য। এ বৎসর নামবে কি না কে জানে। বোধ হয় না। শহর এগিয়ে আসছে। পাখিরা শহর পছন্দ করে না।

ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। বেশ শীত পড়েছে এবার। আজ কালের মধ্যেই লেপ নামাতে হবে। নীলু শাড়ির আঁচলে মাথা ঢেকে দূরে ঝিলের দিকে তাকিয়ে রইল।

বসার ঘরে তার ননদ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ছে। "ক, খ, গ ও চ, ছ, জ দুইটি সমকোণী ত্রিভুজ। ইহাদের কখ ও চছ বাহু দুইটি সমান। প্রমাণ কর যে...।" মিষ্টি গলা শাহানার। পড়াটা শুনতেও গানের মতো লাগছে। আজ কি ওর প্রাইভেট মাস্টারের আসার তারিখ? আজ বুধবার না মঙ্গলবার? নীলু মনে করতে পারল না। ভদ্রলোক বুধবারে আসেন। নীলু মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগল যেন আজ বুধবার না হয়।

বুধবার হলেই ভদ্রলোক আসবেন। এবং নীলুকে সারাক্ষণ তাদের আশেপাশে বসে থাকতে হবে। নজর রাখতে হবে। কারণ শাহানা গত সপ্তাহে চোখ-মুখ লাল করে তাকে বলেছে, ভাবী এই স্যারের কাছে আমি পড়ব না।

নীলু অবাক হয়ে বলেছে, কেন?

স্যারটা ভালো না ভাবী। চেয়ারের নিচে পা দিয়ে সারাক্ষণ আমার পা ছুঁতে চায়।

কি যে বলো। হঠাৎ হয়তো লেগে গেছে।

না ভাবী, হঠাৎ না। আমি যতই পা সরিয়ে নেই সে ততই নিজের পা এগিয়ে দেয়।

নীলু আর কিছু বলেনি। কিন্তু বললেই তো আর মাস্টার বদলানো যায় না। এত কম টাকায় পাওয়াও যাবে না কাউকে। মাস্টার ছাড়া চলবেও না। প্রিটেস্টে শাহানা অংকে পেয়েছে এগারো। তাদের বড় আপা গম্ভীর হয়ে জানিয়ে দিয়েছেন শাহানাকে যেন ইলেকটিভ অংকে কোচ করানো হয় প্রাইভেট মাস্টার জোগাড় করতে হয়েছে বহু ঝামেলা করে। কিন্তু বুড়োমত এই ভদ্রলোকের একি কাণ্ড। অথচ ভালো মানুষের মতো চেহারা। পড়ায়ও ভালো। কত ধরনের মানুষ থাকে সংসারে।

নীলু ছোট একটা নিশ্বাস ফেলল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে ভালো লাগছে না।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

আবার ভেতরে যেতেও ইচ্ছা করছে না। কেন জানি ইচ্ছা হচ্ছে চেঁচিয়ে কাঁদতে। এ রকম তার কখনো হয় না। নীলুর একটু ভয় ভয় করতে লাগল।

বাড়িতে সে এবং শাহানা ছাড়া দ্বিতীয় প্রাণী নেই। সবাই ঝিলগাঁয়ে এক বিয়ের দাওয়াতে গেছে। রাত এগারোটার আগে ফিরবে না। কিংবা কে জানে হয়তো আরো রাত হবে। বারোটা, একটা বাজবে।

শাহানা ভেতর থেকে ডাকল, ভাবী একটু শুনে যাও তো। নীলু ভেতরে ঢুকল।

জানালায় কে যেন খট খট করছে ভাবী। আমার ভয় ভয় লাগছে। তুমি এখানে বসে থাকো।

নীলু বসল তার পাশে। শাহানা বলল, তোমাকে এ রকম দেখাচ্ছে কেন ভাবী?

কি রকম দেখাচ্ছে?

মুখটা কি রকম কালো কালো লাগছে।

কালো মানুষ, কালো কালো তো লাগবেই।

শাহানা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ভাবীর দিকে। ভাবী কালো ঠিকই কিন্তু তার মধ্যে অদ্ভুত একটা স্নিগ্ধতা আছে। আর এত সুন্দর ভাবীর চোখ। শুধু তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করে।

এ রকম তাকিয়ে আছ কেন শাহানা?

শাহানা লজ্জা পেয়ে চোখ নামিয়ে নিল। নীলু বলল, আজ কি বার, মঙ্গলবার না বুধবার?

মঙ্গলবার।

তোমার স্যার আজ আসবে না তো?

না।

শাহানা ইতস্তত করে বলল– স্যারের কথাটা তুমি কাউকে বলোনি তো ভাবী?

না।

কাউকে বলবে না। বড় লজ্জার ব্যাপার। তুমি ভাবী ভদ্রলোককে নিষেধ করে দাও। প্রাইভেট মাস্টার আমার লাগবে না।

নীলু কিছু বলল না। আড়চোখে দেখল শাহানার ফর্সা গাল লাল হয়ে আছে। এই মেয়েটা বড় সহজেই লজ্জা পায়। তার এ জন্যে লজ্জা পাবার কি আছে?

নীলু উঠে দাঁড়াল। শাহানা বলল, যাচ্ছ কোথায় ভাবী?

যাচ্ছি না। সোফায় একটু শোব। শরীরটা ভালো লাগছে না শাহানা।

কি হয়েছে?

বুঝতে পারছি না।

শাহানা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তার কেমন ভয় ভয় করতে লাগল– সে সব কিছু না তো? তিন বছর আগে একদিন বিকেলবেলা ভাবী তার চুল বেণি করে দিচ্ছিল। হঠাৎ ক্লান্ত স্বরে বলল, শাহানা, মাকে একটু ডাকো তো শরীরটা কেমন যেন করছে।

দেখতে দেখতে নেতিয়ে পড়ল সে। কি কাণ্ড কি ছুটাছুটি। পেটে তিন মাসের

Nirjoy

www.BanglaBook.org

গাড়ি। ডাক্তার এসে বললেন অ্যাবোরসান হয়ে গেছে। হাসপাতালে ভর্তি করাতে হবে। পনেরো দিন হাসপাতালে থেকে কাঠির মতো হয়ে সে ফিরে এলো।

ডাক্তার ভয় ধরিয়ে দিলেন। বলে দিলেন খুব সাবধানে থাকতে হবে। এ্যাবোরসান হবার একটা স্বাভাবিক টেন্ডেন্সি তার আছে। কিছু কিছু মেয়ের থাকে এ রকম।

শাহানা লক্ষ করল নীলু খুব ঘামছে। সে রকম কিছু নাতো? সে ভয়ে ভয়ে ডাকল, ভাবী! নীলু তাকাল কিন্তু কিছু বলল না।

ভাবী, সে রকম কিছু না তো?

না বোধ হয়। ডাক্তার বলেছিল সাত মাস পার হলে ভয় নাই।

তোমার এখন কতদিন? আট মাস না?

হুঁ।

পানি খাবে ভাবী?

না।

ভাবী, বাড়িওয়ালাদের বাসায় গিয়ে কাউকে ডেকে আনব?

না। কাউকে ডাকতে হবে না।

শাহানা একটা বালিশ এবং চাদর এনে দিল। মৃদুস্বরে বলল, সোফার উপরই শুয়ে থাকো। চুল টেনে দিব?

কিচ্ছু করতে হবে না। তুমি পড়তে বসো তো। আমার শরীর এখন ভালোই।

সত্যি বলছ?

হুঁ। শুধু শুধু মিথ্যা বলব কেন?

শাহানার পড়ায় আর মন বসছে না। ভাবী কেমন চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে। এমন মায়া লাগছে দেখতে। শাহানার মনে হলো এই পরিবারে এসে ভাবী ঠিক সুখী হয়নি। বিয়ের পর সব মেয়েরাই নিজের একটা আলাদা সংসার চায়। ভাবীও নিশ্চয়ই চায়। কিন্তু এখানে ভাবীর কোনো আলাদা সংসার নেই।

মাসের এক তারিখে সংসারের পুরো টাকাটা মার হাতে তুলে দেয়। সব কেনাকাটা হয় মা'র হাতে। ডাল রান্না হবে না আলুভাজা হবে এই সামান্য জিনিসটাও মাকে জিজ্ঞেস করে নিতে হয়। মা'র মেজাজের দিকে লক্ষ রেখেই ভাবী সব কিছু করে তবু মাঝে মাঝে মা এমন খারাপ ব্যবহার করেন যে শাহানার নিজেরই লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে করে।

একবার ভাবী তার নিজের মা'র অসুখের খবর শুনে একশটা টাকা পাঠাল মানিঅর্ডার করে। তার রসিদ এসে পড়ল মা'র হাতে। তিনি এমন হৈচৈ শুরু করলেন, সব টাকা-পয়সা পাচার হয়ে যাচ্ছে গোপনে। নিজেদের যেখানে চলে না ..... ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভাবী লজ্জায়-অপমানে নীল হয়ে গেল। কিন্তু একটি কথাও বলল না। বারান্দায় দাঁড়িয়ে চোখ মুছতে লাগল। ভাবী না হয়ে অন্য কোনো মেয়ে হলে কি যে কাণ্ড হতো কে জানে। খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিত নিশ্চয়ই। কিন্তু ভাবী খুব স্বাভাবিক। যেন তেমন কিছু হয়নি। বিকেলে ঠিকই রান্না করল। রাতে সবাইকে খাইয়ে নিজে শাশুড়ির সঙ্গে খেতে বসল।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

মা তখন আবার টাকার প্রসঙ্গ তুললেন, বৌমা শোনো, কিছু কিছু মেয়ে আছে স্বামীর বাড়িকে নিজের বাড়ি মনে করতে পারে না। সুযোগ পেলেই বাপের বাড়িতে যা পারে পাচার করতে চেষ্টা করে। মনে করে সেটাই আসল জায়গা। এটা ঠিক নয়। বিয়ের পর বাড়ি একটা- স্বামীর বাড়ি। ভাবী শান্ত স্বরে বলল, আপনি চিন্তা করবেন না মা। আমি আর পাঠাব না। আর যেটা পাঠিয়েছি সেটা সংসারের টাকা না। আমার নিজের টাকা।

তোমার আবার টাকা এলো কোত্থেকে?

ও আমাকে মাঝে মাঝে কিছু হাত-খরচ দেয়। সেটা আমি খরচ করি না।

তোমার আবার আলাদা হাত-খরচের দরকারটা কি? তুমি তো আর স্কুল-কলেজে যাও না যে রিকশা ভাড়া বাস ভাড়া লাগবে? আর হাত খরচের সেই টাকাও তো সংসারের টাকা। ঠিক না?

জানালায় আবার খট খট শব্দ হচ্ছে। শাহানা ভয়ে ভয়ে ডাকল, ভাবী। ও ভাবী। নীলু উঠে বসল।

কি?

জানালায় কিসের যেন শব্দ হচ্ছে।

বাতাসের শব্দ। তুমি দেখো তো শাহানা ক'টা বাজে?

আটটা।

মাত্র আটটা?

কি হয়েছে ভাবী?

নীলু জবাব দিল না। হঠাৎ তলপেটে একটা তীব্র ও তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা বোধ করল। অন্য কোনো শারীরিক যন্ত্রণার সঙ্গে এর কোনো মিল নেই। এর জাত আলাদা। নীলুর চোখ ভিজে গেল। সোফা আঁকড়ে ধরে সে ব্যথার ধাক্কা সামলাতে চেষ্টা করল।

এ রকম করছ কেন ভাবী?

নীলু ক্ষীণ স্বরে বলল- মরে যাচ্ছি শাহানা। শাহানা কি করবে ভেবে পেল না। তার গা কাঁপতে লাগল।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। বাড়িওয়ালার এক ভাগ্নে চিলেকোঠার ঘরটায় থাকে। সে নাকি? শাহানা গলা ফাটিয়ে ডাকল, আনিস ভাই, আনিস ভাই। কেউ জবাব দিল না।

শাহানা দরজা খুলে বেরিয়ে এলো। ঘুটঘুটে অন্ধকার রাস্তায় বাতি নেই। সে ছুটে গেল ডান দিকের একতলা বাড়িতে। বাড়িওয়ালা রশীদ সাহেব তারুণ্যদ্বিতীয় স্ত্রী নিয়ে থাকেন। সে বাড়ি তালা বন্ধ। দোতলার বাড়িতেও কোনো পুরুষ মানুষ নেই। রোগা একজন মহিলা (যাকে শাহানা আগে কোনোদিন দেখেনি) বিরক্ত স্বরে বলল, ছুটাছুটি করে তো লাভ হবে না- টেলিফোন করো হাসপাতালে।

কোথায় আছে টেলিফোন?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

রাস্তার ওপাশে হলুদ রঙের বাড়িটাতে যাও। বাড়ির সামনে কাঁঠাল গাছ আছে। চিনতে পারছ?

শাহানা চিনতে পারল না– তবু ছুটে গেল। হলুদ বাড়ি। সামনে কাঁঠাল গাছ। রাস্তার দু'পাশেই ঘন অন্ধকার। শীতের জন্যে দরজা-জানালা বন্ধ করে রেখেছে সবাই। কেমন ভুতুড়ে লাগছে চারদিক। পান-বিড়ির একটা দোকানে কয়েকজন ছোকরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছে শাহানাকে। একজন বুড়ো রিকশাওয়ালাও গভীর মনোযোগে তাকিয়ে আছে।

এই শাহানা। কি ব্যাপার?

শাহানা কয়েক মুহূর্ত আনিসকে চিনতেই পারল না।

খালি পায়ে কোথায় যাচ্ছ?

বড় বিপদ আনিস ভাই। ভাবী যেন কেমন করছে।

বাসায় কেউ নাই?

না।

তুমি বাসায় যাও আমি বেবিট্যাক্সি নিয়ে আসি।

আনিস দৌড়ে গেল বড় রাস্তার মোড়ের দিকে। সেখানে মাঝে মাঝে বেবিট্যাক্সি পাওয়া যায়।

নীলুকে পিজিতে নেয়া হলো রাত ন'টায়। মরণাপন্ন রুগীকে ডাক্তাররা নিতান্ত অবহেলায় ইমার্জেন্সিতে ফেলে রাখেন বলে যে ধারণা প্রচলিত আছে সেটা বোধ হয় ঠিক না।

দুজন ডাক্তার নীলুকে তৎক্ষণাৎ অপারেশন টেবিলে নিয়ে গেলেন। একজন আনিসকে বললেন, রুগীর অবস্থা খুবই খারাপ, প্রচুর ব্লিডিং হচ্ছে। রক্ত লাগবে। রক্তের ব্যবস্থা করুন।

শাহানা বারান্দায় দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছে। আনিস কোনো কারণ ছাড়াই একবার তিন তলায় উঠছে একবার নিচে নেমে যাচ্ছে। রক্তের ব্যবস্থা কিভাবে করতে হয় সে কিছুই জানে না।

রাত ন'টা একচল্লিশ মিনিটে একজন ডাক্তার এসে শাহানাকে বললেন, খুকি কান্না থামাও। মেয়ে হয়েছে একটি। রুগী ভালোই আছে।

বাচ্চাটি? বাচ্চাটি?

খুব ভালো না, তবে ঠিক হয়ে যাবে।

দাঁড়ি গোফওয়ালা ডাক্তারটি হাসলেন। শাহানার ইচ্ছা হলো সে প্রচণ্ড চিৎকার করে ঢাকা শহরের সবাইকে জানিয়ে দেয়, তোমরা শোন আমাদের ভাবীর একটি মেয়ে হয়েছে। কিন্তু সে কিছুই বলতে পারল না। ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে লাগল, সে বড় ভয় পেয়েছে।

ট্যাঁ ট্যাঁ করে একটি বাচ্চা কাঁদছে। এটি কি তার বাচ্চা? একজন নার্স কি যেন বলছে কিছুই কানে যাচ্ছে না। নীলু চোখ মেলতে চেষ্টা করল, চোখ পাথরের মতো ভারী। কিছুতেই মেলে রাখা যাচ্ছে না। রাজ্যের ঘুম চোখে। চারপাশে কারা যেন হাঁটাহাঁটি

Nirjoy

www.BanglaBook.org

করছে। মুখের ঠিক উপরে হলুদ আলো। চোখ বন্ধ তবুও সে আলো কেমন করে যে চোখের ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে।

কাঁদছে। একটা ছোট্ট শিশু কেমন অদ্ভুত শব্দে কাঁদছে। বড় দেখতে ইচ্ছা করছে। নীলু ঘুমের অতলে তলিয়ে যাবার আগে পরিষ্কার শুনল, শাহানা ফুঁপাতে ফুঁপাতে বলছে– ভাবী তাকিয়ে দেখো তোমার বাবুকে।

নীলু ঘুমের মধ্যেই হাসতে চেষ্টা করল। নতুন শিশুটি কঠিন কণ্ঠে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। পৃথিবীর কোনো কিছুই এখন আর তার ভালো লাগছে না। পৃথিবীর আশা, আনন্দ সুখ একদিন হয়তো তাকে স্পর্শ করবে কিন্তু আজ করছে না। সে তার ছোট ছোট হাত মুঠি পাকিয়ে ক্রমাগত কাঁদছে।



বাবু হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমাচ্ছে।

ঘুমের মধ্যেই কি কারণে যেন তার নিচের ঠোঁট বেঁকে গেল। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল নীলু। কি অপূর্ব দৃশ্য! এমন মায়া লাগে। চোখে পানি এসে যায়, বুকের কাছটায় ব্যথা ব্যথা করে। নীলু মৃদু স্বরে ডাকল, "এই বাবু এই।" বাবুর বাঁকা ঠোঁট আবার ঠিক হয়ে যাচ্ছে। আহ! কেন এত মায়া লাগে? নীলু নিচু হয়ে তার কপালে চুমু খেল। কেমন বাসি শিউলী ফুলের গন্ধ বাবুর গায়ে। কি অদ্ভুত সেই গন্ধ।

ভাবী।

নীলু চমকে সরে গেল। কারো সামনে বাবুকে আদর করতে তার বড় লজ্জা লাগে। শাহানা হাসি মুখে দরজার পর্দা ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

বাবু জেগেছে ভাবী?

নাহ।

জাগলেই আমাকে খবর দেবে। আমি কোলে নেব।

ঠিক আছে দেব।

এ তো দেখি রাতদিনই ঘুমায়। এত ঘুমায় কেন?

কি জানি।

শাহানা এসে বসল বাবুর পাশে।

কি ছোট ছোট কান দেখেছ? ইঁদুরের কানের মতো। তাই না ভাবী?

হুঁ।

ছোট কান যাদের তাদের রাগ খুব বেশি হয়। ওর খুব রাগ হবে, মা'র চেয়েও ও বেশি রাগী হবে।

নীলু কিছু বলল না। শাহানা বাবুর হাত ধরে বসে রইল কিছুক্ষণ তারপর ইতস্তত করে বলল, ওকে কোলে নিয়ে বারান্দায় গিয়ে একটু বসব ভাবী?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

ঘুম ভাঙার আগেই?

হুঁ।

ঠিক আছে নিয়ে যাও। এসো আমি কোলে তুলে দেই।

শাওনা হাত পেতে বসল। নীলু ছোট একটা নিশ্বাস গোপন করল।

বাবুকে সে খুব কম সময়ের জন্যেই কাছে পায়। ভোরবেলা ঘুম ভাঙতেই তার শাশুড়ি মনোয়ারা এসে বাবুকে নিয়ে যান।

ঘোদ উঠলেই, বাচ্চাকে তেল মাখাতে বসেন। তেল মাখানো এত প্রবল বেগে চলে যে নীলুর ভয় ভয় লাগে। সট করে একটা নরম হাড় হয়তো ভেঙে যাবে। তেল মাখানোতেই শেষ নয়। তিনি নাক ঠিক করতে বসেন, দীর্ঘ সময় ধরে নাক টিপে টিপে ধরেন। যাতে ভবিষ্যতে বাচ্চার খাড়া নাক হয়। তারপর বুড়ো আঙুল দিয়ে থুতনিতে অল্প অল্প চাপ দেন দীর্ঘ সময় ধরে। এরকম করলে বাচ্চার মুখ পরবর্তী সময়ে ফজলি আমের মতো হবে না।

বেলা এগারোটার দিকে বাবুর গোসল হয়। নীলুর খুব ইচ্ছা গোসলটি সে নিজে করায় কিন্তু এখন পর্যন্ত সে সুযোগ পায়নি। একদিন ভয়ে ভয়ে বলেছিল, আমার কাছে দেন মা আমি করিয়ে দেই।

মনোয়ারা বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন– তুমি এসব পারবে না। কানে পানি ঢুকবে। কান পঁচবে। তোমাকে যেটা করতে বলছি সেটা করো। গরম পানি মিশিয়ে গোসলের পানিটাকে কুসুম গরম করো।

পানি কুসুম গরম করাও একটা দীর্ঘ ঝামেলার কাজ। লাল প্লাস্টিকের গামলায় নীলু কেতলি থেকে গরম পানি ঢালে। মনোয়ারা হাত ডুবিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন, একি কাণ্ড বৌমা। এ তো আগুন গরম পানি। যাও ঠাণ্ডা পানি এনে মেশাও। ঠাণ্ডা পানি মেশানোর পর তিনি আবার চেঁচিয়ে ওঠেন, এ তো দেখি বরফের মতো ঠাণ্ডা করে ফেললে। কোনো একটা কাজও কি ঠিক মতো পারো না?

গোসলের পর পরই বাচ্চার ক্ষিদে পায়। সেই দুধ খাওয়ানোর পর্বেও মনোয়ারা পাশে বসে থাকেন। নীলুর বড় লজ্জা লাগে। কিন্তু কোনো উপায় নেই।

মনোয়ারা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দুধ খাওয়ানোর ব্যাপারটা ঠিকমত হচ্ছে কি না সেদিকে লক্ষ রাখেন।

একি বৌমা, বুকের সঙ্গে এভাবে চেপে ধরে আছ কেন? দম বন্ধ করে মারতে চাও নাকি? মাথাটা আরেকটু উঁচু করে ধরো। আহ্ আঁচল ধরে এত টানাটানি করছ কেন? এখানে পুরুষ মানুষ কি কেউ আছে যে লজ্জায় মরে যাচ্ছ?

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর মনোয়ারা খানিকক্ষণের জন্যে ঘুমুতে যান। তখন আসেন নীলুর শ্বশুর হোসেন সাহেব। তিনি মাস ছয়েক হলো রিটায়ার করেছেন। ঘরে বসে থাকার নতুন জীবনযাত্রায় এখনো নিজেকে পুরোপুরি অভ্যস্ত করে তুলতে পারেননি। নানান ধরনের কাজ কর্মে ব্যস্ত থাকার চেষ্টা করছেন। কোনোটিতেই সফল হননি। ইদানীং হোমিওপ্যাথির বইটই খুব পড়ছেন। তাঁর ধারণা হয়েছে হোমিওপ্যাথির পরে চিকিৎসাশাস্ত্রে এখনো কিছু তৈরি হয়নি। ঠিকমত লক্ষণ বিচারটাই হচ্ছে আসল কথা।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

নীলু তার শ্বশুরকে খুবই পছন্দ করে। সব সময় চেষ্টা করে তাঁর জন্যে বাড়তি কিছু করতে। সেটা কখনো সম্ভব হয় না। বাঁধা আয়ের বড় সংসারে কারো জন্যে বাড়তি কিছু করা যায় না।

দুপুরে মনোয়ারা ঘুমিয়ে পড়লে হোসেন সাহেব আসেন। দরজার বাইরে থেকে চাপা গলায় বলেন– টুনী কি ঘুমাচ্ছে বৌমা?

জ্বি বাবা। আসুন।

তিনি এসে হাসি মুখে বিছানার পাশে বসেন। নিচু স্বরে ডাকেন– টুনী, টুনী। টুনটুনী, ঝুনঝুনী, খুনখুনী, শুনশুনী।

বাবুর এখনো নাম ঠিক হয়নি। যখন যার যা ইচ্ছা তাই ডাকে। একমাত্র হোসেন সাহেব প্রথম দিন থেকে টুনী ডেকে আসছেন।

এই নাম মনোয়ারার মোটেই পছন্দ নয়। প্রথম দিনেই তিনি বিরক্ত হয়ে বলেছেন– কি টুনী টুনী করছ? টুনী একটা নাম নাকি?

টুনী নামটা খারাপ কি?

টুনী নামের ছেলেপুলেরা বড় হয় না। টুনটুনী পাখির মতো ছোট থাকে।

মানুষের বাচ্চা বড় হয়ে মানুষের মতোই হবে। করো নাম হাতি রাখলেই সে হাতির মতো হবে নাকি?

বাজে তর্ক করবে না।

বাজে তর্ক কি করলাম?

আমার সামনে তুমি টুনী ডাকবে না, ব্যস। যদি ডাকতে ইচ্ছা হয় আড়ালে ডাকবে।

হোসেন সাহেব প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই স্ত্রীর কাছে পরাজয় স্বীকার করে নেন। এই একটি ক্ষেত্রে করেননি। দিনের মধ্যে বেশ কয়েকবার তিনি বেশ উচ্চস্বরেই ডাকবেন– টুনী, টুনী। ব্যাপারটা উদ্দেশ্যমূলক। তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে একটা চাল চালছেন। নিজের পছন্দের নামটি প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন। তাঁর সাধনা যে পুরোপুরি বিফলে যাচ্ছে সেটা বলা ঠিক হবে না। তিনি ছাড়াও এ বাড়ির লোকজনও এক-আধবার মনের ভুলে টুনী বলে ফেলেছে। মনোয়ারা নিজেই একদিন বলেছেন।

হোসেন সাহেবের ধারণা এ রকম ভুল এরা করতেই থাকবে এবং এক সময় টুনী নামটিই স্থায়ী হবে।

হোসেন সাহেব নিচু গলায় বললেন– দেখতে কার মতো হয়েছে বৌমা?

বুঝতে পারছি না তো। সবাই বলছে ওর বাবার মতোই হয়েছে।

সফিকের মতো হয়েছে? আরে না। সফিকের সাথে কোনো মিল নাই। তোমার সাথে কিছু মিল আছে। গায়ের রঙটা পেয়েছে তোমার শ্বাশুড়ীর। একেবারে গোলাপের মতো রঙ।

নীলু হাসি গোপন করবার জন্যে মুখ অন্যদিকে ফেরাল। সে বুড়ো মানুষটির এই দুর্বলতাটা খুব ভালো জানে, ফাঁক পেলেই তিনি স্ত্রীর প্রসঙ্গে একটি প্রশংসাসূচক মন্তব্য করে নিজেই অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন। এখন যেমন হয়েছেন। নীলু বলল– চা খাবেন বাবা? এক কাপ চা করে দেই?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

খাও। চিনি দিও না। চিনিটা শরীরের জন্যে মারাত্মক ক্ষতিকর।

খাই নাকি বাবা?

চিনি যেমন ক্ষতি করে লবণও সে রকম ক্ষতি করে। এই জন্যে প্রেসার হলে লবণ খাওয়া কমাতে বলে ডাক্তারেরা। সাদা রঙের সব খাদ্যদ্রব্যই শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর।

নীলু হেসে বলল- দুধ? দুধও তো সাদা।

হোসেন সাহেব অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে বসে রইলেন। নীলুর নিজের কাছেই খারাপ লাগতে লাগল। দুধের প্রসঙ্গটা না তুললেও হতো।

"আপনার চায়ে দুধ দেব বাবা?

নীলু তার শ্বশুরকে খুব ভালোমতই চেনে। লিকার চা এক চুমুক খেয়েই তিনি বলবেন এক চামচ চিনি দাও তো মা। চিনি দেবার পর বলবেন- আধাচামচ দুধও দাও, কেমন কষা কষা লাগছে চাটা। জ্বাল বোধ হয় বেশি হয়েছে।

নীলু চায়ের কাপ নিয়ে ঢুকে দেখল হোসেন সাহেব বাবুকে কোলে নিয়ে বসে আছেন। তিনি নীলুকে দেখে লজ্জিত ভঙ্গিতে বললেন- হাত-পা নাড়ানাড়ি করছিল। ভাবলাম উঠে পড়ে কিনা। কোলে নিতেই শান্ত।

চা নিন বাবা।

চায়ে চুমুক দিয়ে হোসেন সাহেব স্বস্তির স্বরে বললেন- আহ্ ফাস ক্লাস চা হয়েছে মা, একটু বোধ হয় চিনি দিয়েছ?

এক চামচ দিয়েছি।

ভালো করেছ। বিনা চিনির চা বিষের মতো লাগে।

নীলু বলল- সিগারেট খাবেন? দিব?

দেখি দাও। তোমার শাশুড়ি উঠে না পড়লে হয়।

উনার উঠতে দেরি আছে।

নীলু ড্রয়ার খুলে সিগারেটের প্যাকেট বের করল। হোসেন সাহেব এবং নীলুর মধ্যে এই গোপন ব্যাপার আছে। মনোয়ারা যখন ঘুমিয়ে থাকেন কিংবা বাইরে কোথাও যান তখন হোসেন সাহেব ইতস্তত করে বলেন- বৌমা দেখো তো সফিক তার সিগারেটের প্যাকেট ফেলে গেছে কিনা। ফেলে গেলে দাও একটা।

সফিক সিগারেটের প্যাকেট ফেলে যাবার লোক না। নীলু তার শ্বশুরের জন্যে সিগারেট আলাদা লুকিয়ে রাখে। মাঝে মাঝে সফিকের ছোট ভাই রফিক সেখানে ভাগ বসায়।

ভাবী গোপন জায়গা থেকে একটা সিগারেট ছাড়তো।

নীলু এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে- আমার কাছে নেই।

দাও না ভাবী, প্লিজ। এ রকম কর কেন?

উপায় নেই দিতে হয়। রফিক আয়েস করে সিগারেটে টান দিয়ে বলে- তোমার চেহারা এত মায়া মায়া কিন্তু আচার-আচরণ এত কঠিন কেন?

কঠিন কোথায়? দিলাম তো একটা।

তুমি বলেই একটা দিলে পৃথিবীর অন্য সব ভাবীরা গোটা একটা প্যাকেট আনিয়ে দিত।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

তাই নাকি?

হ্যাঁ। এখন শোনো ভাবী, তুমি তোমার মেয়েলি বুদ্ধি দিয়ে একটা সমস্যার সমাধান করো। একটা কঠিন সমস্যা।

রফিক আজগুবি একটা সমস্যা হাজির করবে। সেই সমস্যার কোনো আগা নেই মাথা নেই। যেমন গত সপ্তাহেই সে গম্ভীর মুখে বলল– আচ্ছা ভাবী ধরো একটা ছেলের একটা মেয়েকে পছন্দ হয়েছে। খুবই পছন্দ। রীতিমত 'লভ' যাকে বলে। এখন ছেলেটা মেয়েটাকে সেই কথাটা বলতে চায়। বা নিজের অনুভূতির ব্যাপারটা মেয়েটাকে বুঝতে দিতে চায়। কিভাবে সেটা করা উচিত?

নীলু হাসি মুখে বলল– মেয়েটা কে?

মেয়ে যেই হোক। তুমি সমস্যাটার সমাধান করো।

ছেলেটা একটা চিঠি লিখবে কিংবা বলবে মুখে।

তুমি একেবারে পাগল ছাগলের মতো কথা বলছ ভাবী। আমি চাচ্ছি একটা ইউনিক কিছু। যেখানে হাই ড্রামা থাকবে। সাসপেন্স থাকবে।

তাহলে এক কাজ করো মেয়েটার সামনে হঠাৎ বুকে হাত দিয়ে শুয়ে পড়ো। তারপর গড়াগড়ি খেতে থাকো। যখন চারদিকে লোকজন জমে যাবে এবং মেয়েটিও এসে পাশে দাঁড়াবে তখন ফিসফিস করে বলো...।

একটা সিরিয়াস ব্যাপার নিয়ে তোমার কাছ থেকে এরকম ঠাট্টা-তামাশা আশা করিনি। মোস্ট আনফরচুনেট।

খুব সিরিয়াস নাকি?

রফিক জবাব না দিয়ে উঠে পড়ে।

ভাইয়ে ভাইয়ে এমন অমিল হয় কি করে নীলু প্রায়ই ভাবে। সফিকের সঙ্গে রফিকের কোনো মিল নেই। সফিক উত্তর মেরু হলে রফিক দক্ষিণ মেরু।

সফিকের চরিত্রে হাল্কা কোন ব্যাপারই নেই। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠবে। কনকনে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে গোসল সারবে। নাশতা খেয়ে অফিসের জন্যে তৈরি হবে। এক ফাঁকে শুধু বলবে– নীলু দেখতো পত্রিকা এসেছে নাকি। সকালবেলা কথাবার্তা এই পর্যন্তই। তাকে কিছু জিজ্ঞেস করলে হ্যাঁ-হুঁ ছাড়া অন্য কোনো জবাব দেবে না।

পারিবারিক সমস্যার ব্যাপারগুলি সে শুনবে খুব মন দিয়ে। কখনোই কোনো প্রশ্ন করবে না। সমস্যার সমাধান করবে এক লাইনে। নীলু প্রথম দিকে বলত– কথা কম বলো কেন? কথা বলতে কি তোমার কষ্ট হয়? সফিক বলত– না, কষ্ট হয় না।

তাহলে? দিনরাত মুখ বন্ধ করে থাকো কিভাবে?

অন্যের কথা শুনতেই আমার বেশি ভালো লাগে।

এটাও সত্যি নয়। সবাই মিলে হয়তো কথাবার্তা বলছে হঠাৎ দেখা যাবে সফিক নিঃশব্দে উঠে চলে গেছে। যেন কোথাও তার কোনো ভূমিকা নেই।

ফুটফুটে একটা মেয়ে হয়েছে এই নিয়েও তার তেমন কোনো উৎসাহ নেই। শাহানা একবার বলল– ভাইয়া তুমি তো কখনো বাবুকে কোলে নাও না। সে হেসে বলেছে– ছোট বাচ্চা ঘাড় শক্ত হয়নি এই জন্যেই নেই না। একটু বড় হোক। বড়সড় হলে দেখবি কোল থেকে আর নামাব না।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

শীলুর পাশেই মনে হয় সফিকের ভেতর মায়া-মমতাটা বোধ হয় একটু কম। একটু - তাও অনেকটাই কম। নীলুর যখন এবারসন হলো। কি ভয়াবহ অবস্থা। [illegible]ই কাটাতে হলো পনেরো দিনের মতো। এই পনেরো দিনে সফিক তাকে [illegible] মাত্র তিন দিন। যেন বাইরের কোনো অল্প পরিচিত আত্মীয় তাকে দেখতে [illegible]। [illegible] পাঁচ মিনিট বসেই উঠে দাঁড়িয়ে বলেছে- যাই নীলু?

শীলুর চোখে প্রায় পানি এসে গিয়েছিল। সে কিছু বলল না। চোখের জল গোপন [illegible] অন্যদিকে তাকাল। শাহানা অবাক হয়ে বলল- এখনই যাবে কি ভাইয়া, [illegible] তো এলে।

ওখানে থেকে করব কী?

ভাবীর সঙ্গে গল্প করো।

সফিক অবাক হয়ে বলেছে- কী গল্প করব? মানুষ এমন অদ্ভুত হয় কেন? প্রায় পাঁচ বছর হয়েছে তাদের বিয়ের। এই দীর্ঘদিনে একবারও সে বলেনি- নীলু, এই নাও তোমার জন্যে একটা শাড়ি কিনলাম।

এই যে সংসারে নতুন একটি বাবু এসেছে। সবার মধ্যে কত আনন্দ কত উত্তেজনা [illegible] সফিক নির্বিকার। রাতের খাওয়া-দাওয়া চুকে গেলে ঘন্টা খানিক বারান্দায় চুপচাপ বসে থাকবে। তারপর অত্যন্ত সহজভাবে ঘুমুতে যাবে। নীলু মাঝে মাঝে কথাবার্তা বলার চেষ্টা করে।

বাবুর জন্যে কোনো নামটাম ভেবেছ?

তোমরাই ঠিক করো একটা।

বাবা টুনী রাখতে চান। টুনী কেমন লাগে তোমার?

ভালোই তো। টুনীই রাখো।

মা'র টুনী নাম একেবারেই পছন্দ না। বাবার সঙ্গে এই নিয়ে তাঁর লেগে যাচ্ছে।

সফিক হাই তুলে বলে- সামান্য একটা নাম নিয়ে এত ঝামেলা কেন?

নামটাকে এত সামান্য ভাবছ কেন? সারাজীবন এটা থাকবে। এক জীবনে কত লক্ষ লক্ষ মানুষ তাকে এই নামে ডাকবে। নামটা তো একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। ঠিক না?

হ্যাঁ। ঠিক বলেছ। তুমি মাঝে মাঝে খুব গুছিয়ে কথা বলো।

নীলুর আরো কত কথা বলতে ইচ্ছা করে। কিন্তু সফিকের নিশ্বাস অল্প সময়ের মধ্যেই ভারি হয়ে ওঠে।

সে ইদানীং খুব পরিশ্রম করছে। জয়দেবপুরে তাদের নাকি কি কনস্ট্রাকশন হচ্ছে। রোজ তিনটার সময় মতিঝিল থেকে চলে যেতে হয় জয়দেবপুরে। বাসায় ফিরতে ফিরতে রাত ন'টা-দশটা। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে বিছানায় যেতে না যেতেই ঘুম।

নীলুর ঘুম কমে গেছে। অনেক রাত পর্যন্ত সে জেগে থাকে। ঘরে একটা জিরো পাওয়ারের বাল্ব জ্বলে সারারাত। নামেই জিরো পাওয়ার আসলে বেশ আলো। স্পষ্ট সবকিছু দেখা যায়। সে প্রায়ই চুপচাপ বসে বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। এত

Nirjoy

www.BanglaBook.org

ভালো লাগে তাকিয়ে থাকতে। লাল কম্বলের ফাঁকে টুকটুকে ফর্সা একটা মুখ, ভাগ্যিস মেয়েটি তার মতো কালো হয়নি। ওর চাচার রং পেয়েছে। নীলুর মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে সারারাত বাবুকে কোলে নিয়ে বসে থাকতে। সে তার মেয়ের সঙ্গে মৃদু স্বরে কথাবার্তাও বলে– কি হয়েছে সোনামণি। ওমা ওমা ঠোঁট বাঁকা করছে কেন আবার, স্বপ্ন দেখছ মা? ভয়ের স্বপ্ন? দূর বোকা মেয়ে এইত আমি পাশে। এইতো তোমার হাত ধরে বসে আছি।

উষ্ণ একটি শয্যা। একপাশে মা অন্য পাশে বাবা তবুও ছোট বাবু মাঝে মাঝে ভয় পেয়ে বা অন্য কোনো কারণে চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠে। সে কান্না সহজে থামে না।

মনোয়ারা উঠে দরজায় ধাক্কা দেন– কি হয়েছে এই বৌমা?

কিছু না মা, এম্নি কাঁদছে।

আহ্ দরজাটা খোলো না। দেখি কি ব্যাপার।

সফিক ঘুম ঘুম চোখে দরজা খুলে দেয়। মনোয়ারা বিরক্ত স্বরে বলেন, নিশ্চয়ই পিঁপড়া কামড়েছে। কতবার বলি শোবার সময় বিছানার চাদর ভালো করে ঝাড়বে। কোনো একটা কাজও ঠিকমতো করতে পারো না কেন?

পিঁপড়া খুঁজে পাওয়া যায় না কিন্তু দু'টি মশা পাওয়া যায়। রক্ত খেয়ে লাল হয়ে আছে।

বৌমা, শোবার আগে মশারিটাও দেখে নিতে পারো না?

বাচ্চা কাঁদতেই থাকে। হোসেন সাহেব টর্চ হাতে উপস্থিত হন। গম্ভীর গলায় বলেন– পেট ব্যথা। পেট ব্যথার কান্না এ রকম থেমে থেমে হয়। এক ডোজ আর্নিকা টু হানড্রেড খেলে আরাম হবে।

মনোয়ারা চোখ লাল করে তাকাতেই তিনি চুপ করে যান। চটি ফট ফট করতে করতে রফিক এসে উপস্থিত হয়।

বড্ড বেশি ক্রাইং হচ্ছে। হোয়াট হেপেন্ড? দেখি আমার কোলে দাও তো ভাবী। এক মিনিটের মধ্যে কুল ডাউন করে দিচ্ছি।

মনোয়ারা ধমকে ওঠেন। ড্যাজর ড্যাজর করিস না। যা এখান থেকে।

আমি অসুবিধা কি করলাম? এরকম শকুন চক্ষুতে আমার দিকে তাকিয়ে আছ কেন?

কান্না যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিল তেমনি হঠাৎ করে থেমে যায়। বাবু হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমুতে শুরু করে। কে বলবে এই কয়েক মিনিট আগেই সে রীতিমত একটা বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেছিল।

রফিক হাই তুলে বলে– কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে এখন ঘুমোনো মুশকিল হবে। এক কাপ চা খেলে মন্দ হতো না। কি বলো ভাবী?

নীলু জবাব দেয় না। হোসেন সাহেব ক্ষীণ স্বরে রফিককে সমর্থন করেন।

দুধ-চিনি ছাড়া হালকা লিকারের এক কাপ চা খাওয়া যায়। আইডিয়াটা খারাপ না।

মনোয়ারা রাগী গলায় বলেন– ঘুমুতে আসো। রাত দু'টোর সময় চা বানাতে হবে? মাথাটা খারাপ হয়েছে নাকি?

হোসেন সাহেব ঘুমুতে যান। নীলু সত্যি সত্যি রাত দুটোর সময় চা বানাতে যায়। চারদিকে সুনশান নীরবতা। গ্যাসের চুলার নীল আগুন জ্বলছে। বিজবিজ শব্দ হচ্ছে

Nirjoy

www.BanglaBook.org

•••লা৫। কেন জানি অন্য রকম একটা ভাব আসে নীলুর মনে। অন্য এক ধরনের ••••শ। পৃথিবীটাকে বড় সুন্দর মনে হয়। ছোট ছোট দুঃখ তো থাকবেই তবু সব কিছু ••ি॥ আমাদের চারিদিকে গভীর একটা আনন্দ আছে। এটা যে আছে তা সব সময় •• পা৬ না। কিছু রহস্যময় মুহূর্তেই শুধু ধরা পড়ে।

৭।৮ আনন্দে নীলুর চোখ ভিজে ওঠে। সে গায়ের চাদর দিয়ে চোখ মুছে।

৫।১০ চায়ের তাগাদা দিতে এসে দৃশ্যটি দেখে থমকে দাঁড়ায়।

••।৮ছ কেন ভাবী?

••।৮ছি না।

রফিক ইতস্তত করে বলল– এ বাড়ির আমরা সবাই তোমাকে খুব ভালোবাসি এই •••টা কি তুমি জানো?

••নি।

এরপরও যদি দুপুর রাতে একা একা কাঁদ তাহলে খুব মন খারাপ হয়ে যায়। আর •••বে না।

নীলু হাসল।

তুমি যদি চাও তাহলে একটা খুব মজার গল্প বলে তোমাকে হাসাবার চেষ্টা করতে •••র।

ঠিক আছে চেষ্টা করো।

রফিক কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক থেকে মৃদু স্বরে বলল, কাল ভোরে তুমি আমাকে একশটা ৳।৵। দিতে পারবে? ধার। আমি দুই সপ্তাহের মধ্যে ফেরত দেব। অনেক।

এইটা তোমার মজার গল্প?

মজার গল্পটা একটু পরে বলছি। আগে সমস্যার কথাটা বলে নেই। ভাবী পারবে?

একশ পারব না। পঞ্চাশ দিলে হয়?

বাকি পঞ্চাশ পাব কোথায়?

খুব যদি দরকার হয় তাহলে তোমার ভাইকে বলে দেখতে পারি। বলব?

বলো। তবে ভাবী, আমার কথা বলতে পারবে না। বলবে তোমার নিজের দরকার।

ঠিক আছে বলব। এখন শোনাও তোমার হাসির গল্প।

তারা দুজন চায়ের কাপ হাতে বসার ঘরে এসে বসল। রফিক তার নতুন গজানো দাঁড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে গল্প শুরু করল–

"এক লোক মসজিদে গেছে নামাজ পড়তে। বদনায় পানি বেশি ছিল না কাজেই একটা মাত্র পা ধোয়া গেল। নামাজ যখন শুরু হলো তখন দেখা গেল ঐ লোক বকের মতো এক পায়ে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছে। অন্য পাটি গুটিয়ে রেখেছ। তখন ইমাম সাহেব..."

এই পর্যন্ত শুনেই নীলু মুখে শাড়ির আঁচল গুঁজে হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ল। রফিক বিরক্ত স্বরে বলল, গল্প না শুনেই হাসছ যে সবটা শুনে নাও। মেয়ে-ছেলেদের সাথে হাসির গল্প বলাও একটা মুসিবত। না শুনেই হাসি। হোয়াট ইজ দিস?

Nirjoy

www.BanglaBook.org



পুরনো ঢাকার ঘিঞ্জির মধ্যে যে এমন একটি বিশাল এবং আধুনিক ধরনের বাড়ি থাকতে পারে সেটা রফিকের কল্পনাতেও আসেনি। সে গেটের ভেতরে পা দেবে কি দেবে না বুঝতে পারল না। এ জাতীয় বাড়িতে কুকুর থাকবেই। এসব কুকুররা আবার কোনো একটা বিশেষ ইন্দ্রিয়ের কারণেই বোধ হয় মানুষদের মধ্যে যে শ্রেণীর একটা ব্যাপার আছে সেটা চমৎকার বুঝে ফেলে। কোনো আগন্তুক তাদের মনিবের শ্রেণীর চেয়ে নিম্ন শ্রেণীর হলেই কামড়াবার জন্যে ছুটে আসে।

বাড়ির গেট বন্ধ। তবে গেটের ভেতরও আবার ছোট গেট আছে। মাথা নিচু করে যার ভেতর দিয়ে ঢুকতে হয়। রফিক তাই করল এবং আশ্চর্য সত্যি সত্যি একটি কুকুরের ডাক শুনা গেল। ভয়াবহ কিছু নয়। মৃদু গর্জন। রফিক চট করে মাথাটা টেনে নিল।

গেটের দারোয়ান বলল– ও কিছু করবে না। আসেন। কাকে চান?

বড়লোকের বাড়িতে ঢুকার এই আরেক ফ্যাকড়া জায়গায় জায়গায় জবাবদিহি করে ঢুকতে হবে। গেটে এবার বলতে হবে। বাড়িতে বেল টিপলে দ্বিতীয় এক ব্যক্তি আসবে তাকেও বলতে হবে। তারপর তাকে বসানো হবে। এবং দীর্ঘ সময় বসে থাকতে হবে। বড় লোকেরা চট করে দেখা দেন না।

কার কাছে যাবেন?

ঐ দারোয়ানটির বাড়ি বোধ হয় রাজশাহী-টাজশাহীর দিকে হবে। শুদ্ধ ভাষায় কথা বলছে। চেহারাও মাই ডিয়ার টাইপের। রফিক হাসি মুখে বলল– রহমান সাহেব কি আছেন?

জি না উনি নাই। সন্ধ্যার আগে ফিরবেন না।

তার মেয়ে কি আছে?

জি আপামণি আছেন। যান সোজা চলে যান। দরজার বাঁ দিকে কলিং বেল আছে। কুকুর কিছু করবে না।

রফিক খুব সহজ ভঙ্গিতে হাঁটবার চেষ্টা করল। কিন্তু কুকুরটা আসছে সঙ্গে সঙ্গে। বিশাল পর্বতের মতো একটা জন্তু। তার চোখে গভীর সন্দেহ। বোধ হয় টের পেয়ে ফেলেছে এই লোক তাদের সমাজের না। এবং এই লোকের পকেটে আছে মাত্র দু'টি পাঁচ টাকার নোট। যার একটি ছেড়া বলে কেউ নিতে চাচ্ছে না। গত এক সপ্তাহে কয়েকবার ভিড়ের মধ্যে বাস কণ্ডাক্টরের হাতে গছিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। কাজ হয়নি।

রফিক বেল টিপে দাঁড়িয়ে রইল। কুকুরটা বড় বিরক্ত করছে তাকে শুঁকে শুঁকে দেখছে। সে বহু কষ্টে কুকুরটার পেটে প্রচণ্ড একটা কিক দেবার ইচ্ছা দমন করল। কলিং বেল নষ্ট কিনা বুঝা যাচ্ছে না। কারোর কোনো সাড়া নেই। রফিক দ্বিতীয়বার বেল টিপল।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

ডাকে অবাক করে দরজা খুলল শারমিন। শারমিনকে আজ অন্য দিনের চেয়েও অনেক বেশি সুন্দর লাগছে। নিজের বাড়িতে আছে বলেই হয়ত চেহারায় কোনো কাঠিন্য নেই। চুল বাঁধা নয় পিঠময় ছড়ানো। সাধারণ একটা সুতির শাড়ি এলোমেলো করে পরা। রফিক বলল, চিনতে পারছেন তো?

চিনতে পারব না কেন? আসুন, ভেতরে আসুন।

রফিক হড়বড় করে বলল, আগামসি লেনে এসেছিলাম একটা কাজে তারপর ভাবলাম এত কাছে যখন এসেছি তখন বরং দেখেই যাই।

ভালো করেছেন। আমি যে এখানে থাকি সেটা জানলেন কিভাবে?

রফিক জবাব দিল না। মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিক দেখতে লাগল। বসার ঘরটা মোটেও জমকালো না। বরং বলা চলে বেশ সাধারণ। বেতের তিনটি সোফা। পাশে ছোট ছোট কফি টেবিল। কার্পেটটিও বিবর্ণ। বাড়ির সঙ্গে খাপ খায় না। শারমিন হাসি মুখে বলল- এত মন দিয়ে কি দেখছেন?

আপনাদের বসবার ঘরটা আরো জমকালো হবে ভেবেছিলাম।

এটা ড্রইং রুম না। এটা হচ্ছে এন্ট্রি রুম। বসবার ঘরে ঢুকবার আগের ঘর।

বলেন কি?

ব্রিটিশ আমলের বাড়ি। ওদের মতো করে বানানো হয়েছে। এমন কি বসবার ঘরে একটা ফায়ার প্লেস পর্যন্ত আছে।

মাই গড!

আসুন আপনাকে দেখাই।

বসবার ঘরে ঢুকে রফিকের মন খারাপ হয়ে গেল। কেন একজন মানুষের এত বেশি টাকা থাকবে এবং অন্য একজনের পকেটে থাকবে দু'টি পাঁচ টাকার নোট যার একটি ছেঁড়া বলে চালানো যাচ্ছে না।

শারমিন বলল- এবার পছন্দ হয়েছে বসবার ঘর?

হুঁ।

তাহলে মুখ এমন গম্ভীর করে আছেন কেন? ক্লাসে তো আপনার কথার যন্ত্রণাতে সবাই অস্থির।

রফিক ফ্যাকাশে ভাবে হাসল।

বসুন দাঁড়িয়ে আছেন কেন?

রফিক বসল। বসতে বসতে বলল- আপনারা এতটা বড়লোক আমি বুঝতে পারিনি।

বুঝতে পারলে আসতেন না?

রফিক সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলল, আপনার এখানে সিগারেট খাওয়া যাবে?

যাবে না কেন এটা তো আর মসজিদ না। খান। তারপর বলুন কোনো কাজে এসেছেন না এমনিতেই এসেছেন।

শারমিনের মুখ হাসি হাসি। রফিক বেশ অবাক হলো। এই মেয়েটি ক্লাসে প্রায় কোনো কথাই বলে না। ছেলেরা কেউ কাছে গেলে চোখ-মুখ কঠিন করে রাখে। অথচ

Nirjoy

www.BanglaBook.org

এখন কেমন সহজ-স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কথাবার্তা বলছে। আরেকটি জিনিস দেখেও রফিক অবাক হলো, শারমিনের পায়ে স্পঞ্জের স্যান্ডেল। সাত-আট টাকায় যে সব পাওয়া যায় সে সব। তার ধারণা এ রকম বাড়িতে যারা থাকে তারা ঘরে সাধারণত জয়পুরী ঘাসের স্যান্ডেল পরে।

শারমিন বলল– চুপ করে আছেন কেন বলুন। কোনো কাজে এসেছেন কি?

না কোনো কাজে আসিনি।

গল্প করবার জন্যে এসেছেন?

হ্যাঁ।

বেশ গল্প করুন, এমন টিফ হয়ে আছেন কেন? আমার মনে হয় এই ড্রইং রুমটায় আপনি ঠিক ইজি ফিল করছেন না। আমার নিজের একটি বসার ঘর আছে আমি আমার নিজের মতো করে সাজিয়েছি, চলুন ওখানে বসি। এই ঘরটা আমার নিজেরো ভালো লাগে না কেমন যেন স্টাফি মনে হয়।

শারমিনের নিজের বসবার ঘরে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে ট্রলিতে করে একটি কাজের মেয়ে চা নিয়ে এলো। চমৎকার একটি রুপোর থালায় ফ্রুট কেক। অন্য একটি প্লেটে শিউলী ফুলের মতো ধবধবে সাদা সন্দেশ।

এই সন্দেশ ঘরে তৈরি। আমাদের রমিজ ভাইয়ের করা, একবার খেলে সারা জীবন মনে থাকবে। এর একটি নাম আছে। নামটি আমার দেয়া– গোলাপ বাহার, সন্দেশে গোলাপের গন্ধ আছে।

খাবার জিনিসে ফুলের গন্ধ আমার ভালো লাগে না। ফুলের গন্ধ থাকবে ফুলে। সন্দেশে থাকবে সন্দেশের গন্ধ।

শারমিন খিলখিল করে হেসে উঠল। এত সুন্দর হয় মানুষের হাসি? রফিক তাকিয়ে রইল মুগ্ধ চোখে।

আপনি খুব ভালো দিনে এসেছেন। আজ আমার জন্মদিন। এই কেক অবশ্যি জন্মদিনের কেক না। জন্মদিনের কেক বাবা সন্ধ্যাবেলা নিয়ে আসবেন। আপনি নিশ্চয়ই সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকবেন?

না আমি এখন উঠব।

রফিক উঠে দাঁড়াল।

এখনই উঠবেন কি? চা তো শেষ করেননি।

অনেক দূর যেতে হবে।

কত দূর।

আমরা থাকি কল্যাণপুর। শহরের বাইরে।

শারমিন মুখ টিপে বলল, ফার ফ্রম দি মেডিং ক্রাইড?

না সে রকম কিছু না। ঐদিকে বাড়ি ভাড়া কম। আচ্ছা যাই তাহলে?

এক মিনিট দাঁড়ান। আমি ড্রাইভারকে বলে দিচ্ছি আপনাকে পৌঁছে দেবে।

পৌঁছে দিতে হবে না।

দাঁড়ান তো। এ রকম করছেন কেন?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

গাড়িতে পৌঁছে দেবার জন্যে চমৎকার লাল রঙের একটা গাড়ি বের হলো। রফিক ড্রাইভ করতে লাগল।

শারমিন হাসি মুখে বলল, আবার যদি কখনো আপনার বন্ধুর বাড়িতে আসেন তাহলে আমাদিকে আসতে পারেন। আমি খুশিই হব। কেউ কখনো আসে না।

আসে না কেন?

কারণ যাদের টাকা-পয়সা আছে তাদের কেউ পছন্দ করে না। আমার বন্ধু বান্ধবরা একবার এসে দ্বিতীয়বার আসতে চায় না। আজ আমার জন্মদিন অথচ কাউকে আমি আসতে বলিনি। আপনি হঠাৎ করে এলেন।

রফিক ইতস্তত করে বলল, আপনার জন্যে একটা বই এনেছিলাম।

শারমিন অবাক হয়ে বলল, আমার জন্যে? কেন?

রফিক জবাব দিতে পারল না। পলিথিনের ব্যাগে মোড়া বইটি এগিয়ে দিল।

একটা কবিতার বই– এই বসন্তে। সবচে অবাক কাণ্ড হচ্ছে বইটিতে লেখা– শারমিনের জন্মদিনে। তার মানে জন্মদিনের কথাটা রফিক জানতো!

রফিক বলল, যাই শারমিন।

শারমিন কিছু বলল না। সে বড়ই অবাক হয়েছে এবং তার কেমন যেন লজ্জা লজ্জাও করছে। কোথায় যেন সূক্ষ্মভাবে মন খারাপ হবার মতো একটা ব্যাপার ঘটে গেছে। সে ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেলল।

এই ছেলেটিকে সে পছন্দ করে। দারুণ হুজুগে ছেলে। সারাক্ষণই একটা না একটা মেচে নিয়ে আছে। গত মাসে সে হঠাৎ ঘোষণা করল–এটা হচ্ছে সাম্যের যুগ। কবি নজরুলের ভাষায় পুরুষ-রমণীতে কোনো ভেদাভেদ নাই। কিন্তু এই আমাদের ক্লাসেই ব্যাপারটা উল্টো। এ ক্লাসের সব কয়টা মেয়ে প্রথম দিকের দু'সারি চেয়ারে এসে বসবে। এই দু'সারি ওদের জন্য রিজার্ভ। এখন থেকে এটা বাতিল। মেয়েদের জন্যে এখন আর আলাদা জায়গা থাকবে না। যে আগে আসবে সে আগে বসবে।

ক্লাসের সব ছেলেরা হৈ হৈ করে তাকে খুব সাপোর্ট দিল। কাজের সময় সবাই পিছিয়ে গেল। শুধু রফিককে দেখা গেল মেয়েদের মাঝখানে বই-খাতা নিয়ে গম্ভীর হয়ে বসে আছে। স্যার অবাক হয়ে বললেন, কী ব্যাপার তুমি এদের মধ্যে কেন? ক্লাসে দারুণ হাসাহাসি শুরু হয়ে গেল। স্যার বিরক্ত হয়ে বললেন, যাও যাও নিজের জায়গায় গিয়ে বসো। সবার চেষ্টা কিভাবে মেয়েদের বিরক্ত করা যায়। এটা ভালো না। মেয়েদের দিকে মন দেবার সময় অনেক পাবে এখন পড়াশোনার দিকে মন দাও। আবার হাসির ঝড় উঠল।

আবার একদিন সে ডায়াসে উঠে গম্ভীর গলায় এক বক্তৃতা দিয়ে বসল, আমরা ছেলেদের তুই তুই করে বলি অথচ মেয়েদের বলি আপনি করে। আজ এই বারই সেপ্টেম্বরের সকালবেলা আমি ঘোষণা করছি এখন থেকে আমরা মেয়েদেরও তুই করে বলব।

ক্লাসে নাসরিন হচ্ছে সবচে' গম্ভীর ধরনের মেয়ে। মেয়ে না বলে বলা উচিত মহিলা। দু'টি বাচ্চা আছে তার। রফিক নাসরিনের কাছে গিয়ে বলল, নাসরিন তুই কেমন আছিস? নাসরিন রেগেমেগে অস্থির। চোখ-মুখ লাল করে বলল, আমার সঙ্গে ফাজলামি

Nirjoy

www.BanglaBook.org

করবেন না। মেয়েদের তুই ডাকার ব্যাপারে এখানেই চাপা পড়ে গেল। এক ধমকেই উৎসাহ মিইয়ে গেল রফিকের। কত বিচিত্র ধরনের মানুষই না আছে।

শারমিন অলস ভঙ্গিতে বাড়ির পেছনের দিকে রওনা হলো। সেখানে তিনটা বড় বড়ই গাছ আছে। রোদের মধ্যে হাঁটতে ভালোই লাগছে। বিশাল এ্যালশেশিয়নটি আসছে তার পেছনে পেছনে। শারমিন তার দিকে তাকিয়ে বলল, হ্যালো মার্টি সাহেব। কুকুরটি লেজ নাড়াল।

চমৎকার একটি সকাল কি বলো মার্টি?

মার্টি মাথা নাড়াল। যেন সে শারমিনের কথার অর্থ বুঝতে পারছে।

চমৎকার একটি সকালে সম্পূর্ণ অকারণে মাঝে মাঝে মানুষদের মন খারাপ হয়। তাদের কিছুই ভালো লাগে না। তোমাদেরও কি সে রকম হয়?

মার্টি সাহেব লেজ নাড়াল। যার কোনো অর্থ বোঝা গেল না।

কুল গাছে হেলান দিয়ে পা ছাড়িয়ে বসে থাকলে কেমন হয়?

শারমিন তাই করল। মার্টি সাহেবের বসে থাকার পরিকল্পনাটা মনে ধরল না। সে রওনা হলো গেটের দিকে।

গাছ ঝেপে কুল হয়েছে। পাকা কুলের গন্ধে ম ম করছে চারদিক। খাবার লোক নেই। প্রকাণ্ড এই বাড়িতে তারা দু'টি মাত্র মানুষ সে এবং বাবা। চার-পাঁচজন কাজের মানুষ আছে, ড্রাইভার এবং দারোয়ান আছে কিন্তু ওদের থাকার জায়গা ভিন্ন। গেটের কাছে তাদের জন্যে বড় একটা ঘর তৈরি আছে।

সব কিছুই মানুষের অভ্যেস হয়ে যায়। এই বিরাট বাড়িতে কত দীর্ঘদিন ধরেই তারা দুজন থাকছে। খুব ছোটবেলায় সে ঘুমাত বাবার সঙ্গে। কোনো কোনো রাতে ভয়ানক সব স্বপ্ন দেখে জেগে উঠে কাঁদত। বাবা বলতেন, এইতো আমি, তোমার হাত ধরে আছি। কোনো ভয় নেই। স্বপ্ন দেখেছ?

হুঁ।

কি স্বপ্ন মা?

ভূতের স্বপ্ন।

দূর বোকা মেয়ে, ভূত আছে নাকি পৃথিবীতে? ভূতপ্রেত বলে কিছু নেই।

বাতি জ্বালিয়ে রাখো বাবা।

বাবা বাতি জ্বালিয়ে দিতেন।

বাথরুম করব।

তিনি তাকে কোলে করে বাথরুমে নিয়ে যেতেন।

শারমিনের প্রায়ই মনে হয় পৃথিবীর কোনো বাবা বোধ হয় তার বাবার মতো নয়। কোনো বাবা তাঁর মেয়েকে এতটা ভালোবাসেন না। সেই কবে শারমিনের মা মারা গেলেন। বাবা তখন যুবক মানুষ, সাতাশ-আটাশ বছর বয়স। কিন্তু মেয়ের কষ্ট হবে এই ভেবে দ্বিতীয়বার বিয়ে করলেন না।

তাঁর অর্থবিত্ত কোনো কিছুর অভাব ছিল না। ইচ্ছা করলেই তিনি মেয়ের দেখা শোনার জন্যে কয়েক ডজন কাজের লোক রাখতে পারতেন। তাও তিনি করেননি। মেয়ের প্রতিটি প্রয়োজন নিজে মেটাতে চেষ্টা করেছেন।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

।াঞ্চ নিজে তাকে স্কুলে নিয়ে যেতেন। ক্লাস শেষ হলে বাড়িতে ফিরিয়ে আনতেন। ষষ্ঠ ক্লাস পর্যন্ত সন্ধ্যার পর পড়া দেখিয়ে দিয়েছেন। মায়ের ভালোবাসার অভাব তিনি ।কা মেটাতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কিছু কিছু অভাব আছে যা কিছুতেই বোধ হয় মেটে ন। ।াশা পড়ে থাকে শুধু।

খাম্মণি! আপনের টেলিফোন।

।ক করেছে?

।ক স্যার।

শারমিন উঠে গিয়ে টেলিফোন ধরল।

।ক করছিলে মামণি?

।কটু না। কুল গাছের নিচে বসে রোদ পোহাচ্ছিলাম।

।কবান্ধব কাউকে আসতে বলেছ?

।া বাবা। আমরা দুজনেই জন্মদিন করব। তুমি কখন আসবে?

সাতটার মধ্যে এসে পড়ব। খুব বেশি দেরি হলে সাড়ে সাতটা।

।া এত দেরি করলে চলবে না। তোমাকে আসতে হবে ছ'টার মধ্যে। পজিটিভলি।

আজ রাতে কি আমরা বাইরে খাচ্ছি?

।া ঘরেই খাবে। আমি রান্না করব বাবা।

চমৎকার। কি রান্না হচ্ছে?

তা বলব না। একটা সারপ্রাইজ আছে।

খাওয়া যাবে তো মা?

যাবে। যাবে না কেন?

রহমান সাহেব হাসতে লাগলেন। শারমিন বলল, তুমি কিন্তু ছ'টার মধ্যে আসবে।

হ্যাঁ আসব। আর শোনো মা, আমেরিকায় একটি কল বুক করে সাব্বিরের সঙ্গে কথা ।ল।

শারমিন লজ্জিত স্বরে বলল, কেন?

জন্মদিন উপলক্ষে কথা বলা।

সে তো উনি আমাকে করবেন। আমি কেন করব?

তাও তো ঠিক।

তুমি আসছ তো বাবা সন্ধ্যা ছ'টার মধ্যে?

হ্যাঁ।

আমি কিন্তু পাঁচটার সময় আবার তোমাকে টেলিফোন করব। মনে করিয়ে দেবার ।নো।

ঠিক আছে মনে করিয়ে দিও।

শারমিন টেলিফোন রেখে দিল। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমেরিকায় একটা কল বুক করল। সেখানে এখন বাজে রাত বারোটা। সাব্বিরকে পাওয়া যাবার কথা। শারমিন একবার ভাবল নিজের পরিচয় না দিয়ে খানিকক্ষণ কথাবার্তা বললে কেমন হয়?

হ্যালো। কে?

গলা শুনে বুঝতে পারছেন না কে?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

ও শারমিন, কি ব্যাপার?

কোনো ব্যাপার নেই। আপনার গলা এমন লাগছে কেন?

কেমন লাগছে?

ভাঙা ভাঙা। মনে হচ্ছে কোনো কারণে খুব কান্নাকাটি করেছেন।

কি যে পাগলের মতো কথা বলো।

শারমিন খিলখিল করে হাসল। হাসি থামিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, আপনাকে লিখেছিলাম কয়েকটা সায়েন্স ফিকশন পাঠাতে আপনি পাঠিয়েছেন ভূতের উপন্যাস।

ঠিকান কিং পাঠিয়েছি। খুব ভালো লেখা।

ভূতের গল্প পড়ে শেষে রাতে ভয়ে মরি আর কি? আপনি সায়েন্স ফিকশন পাঠাবেন। এসিমভের নতুন কোনো বই।

ঠিক আছে। আর শোন তোমাকে যে একটা জিনিস পাঠাতে বলেছিলাম সেটা তো পাঠালে না।

শারমিন লজ্জায় লাল হয়ে গেল।

ঐ সব পাঠানো যাবে না।

যাবে না বললে হবে না। পাঠাবে।

শারমিন কথা ঘুরাবার জন্যে বলল, আজ কিন্তু আমার জন্মদিন।

তাই নাকি? মাই গড, আমার মনেই ছিল না।

তা থাকবে কেন? আস্থা রেখে দিচ্ছি।

না রাখবে না। অনেক কথা আছে।

শারমিন হাসল।



শাহানার স্যার এসেছেন। শাহানা অনেকক্ষণ ধরেই উসখুস করছে। ভাবীর এসে কাছেই কোথাও বসবার কথা। কিন্তু ভাবী আসছে না। স্যার ভারি গলায় বললেন, এত ছটফট করছ কেন কি হয়েছে?

কিছু হয় নাই স্যার।

তাহলে মন দিয়ে শোনো কি বলছি। এ কিউব প্লাস বি কিউব ...

স্যার, আমি একটু আসছি।

শাহানা উঠে রান্নাঘরে গেল। নীলু ভাত চড়িয়েছে। সাধারণতঃ সন্ধ্যার আগেই ভাত হয়ে যায় আজ দেরি হচ্ছে। বাসাবো থেকে নীলুর এক খালা শাশুড়ি এসেছিলেন। মাত্র কিছুক্ষণ আগে গেলেন।

ভাবী!

কি ব্যাপার।

একটু এসে বসো না ভাবী। স্যার এসেছেন।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

জাত চড়িয়েছি শাহানা, বাবাকে বলো।

বাবা রশীদ সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে গেছেন। স্যারকে বলে দেই আজ পড়ব না?

ঠিক আছে। তোমার যদি পড়তে ইচ্ছা না করে বলে দাও। শাহানা দাঁড়িয়ে রইল।

কি আর কিছু বলবে?

তুমি এসে বলে দাও না ভাবী।

আমি কেন?

শাহানা ইতস্তত করে বলল, বলে দাও আমি আর তাঁর কাছে পড়ব না। আজও সে রকম হয়েছে ভাবী।

ভুলে হয়। সামান্য জিনিসটাকে এত বড় করে দেখছ কেন? শাহানা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, ভুলে না ভাবী।

ঠিক আছে। চলো বলব উনাকে।

আমি যাব না। তুমি একা গিয়ে বলবে।

'আর পড়াতে হবে না' শুনে মাস্টার সাহেব কিছু বললেন না। নীলুর ধারণা ছিল জিজ্ঞেস করবেন- কেন? কিন্তু তিনি কিছু জিজ্ঞেস করলেন না।

আপনার পাওনা টাকাটা আপনি সামনের মাসের তিন তারিখে এসে নিয়ে যাবেন।

মাস্টার সাহেব উঠে দাঁড়ালেন।

বসুন চা খেয়ে যান।

মাস্টার সাহেব সঙ্গে সঙ্গে বসলেন। শাহানা নিজেই চা এনে দিল। চায়ের সঙ্গে দেবার মতো কিছু ছিল না। শুধু চা দিতে শাহানার লজ্জা লাগছিল। মাস্টার সাহেব খুব আগ্রহ করে চা খেলেন। মৃদু স্বরে বললেন, যাই শাহানা মন দিয়ে পড়বে।

শাহানার মন খারাপ হয়ে গেল। এমন একজন ভালো টিচার কিন্তু কি বাজে একটা স্বভাব। নিশ্চয়ই আরো অনেক জায়গা থেকে তাঁকে এভাবে বিদায় নিতে হয়েছে।

শাহানার আজ আর বই নিয়ে বসতে ইচ্ছে করছে না। রান্নাঘরে গিয়ে ভাবীর সঙ্গে গল্প করতে ইচ্ছা হচ্ছে কিন্তু এখন সেখানে মা আছেন।

রান্নাঘরে গেলেই মাস্টার চলে গেল কেন সেই প্রশ্ন উঠবে। শাহানার ঠিক এই মুহূর্তে কোনো প্রশ্নের জবাব দিতে ইচ্ছা করছে না। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনল মা চড়া গলায় চেঁচাচ্ছেন-

মনটা কত ছোট দেখো বৌমা। বাবুর মুখ দেখে দশটা টাকা দিয়ে গেল। তাও ময়লা একটা নোট। হাতে নিলে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলতে হয়।

বাদ দেন মা।

কেন বাদ দিব কেন? তার নাতনির মুখ দেখে দেড়শ টাকা খরচ করে আংটি দিয়েছি। তার ছোট মেয়ের বিয়ের সময় তিনশ টাকা খরচ করে জামদানি দিয়েছি। আমার টাকা কি গাছে ফলে? বল বৌমা গাছে ফলে?

সবাই টাকা খরচ করতে পারে না মা।

বাজে কথা বলবে না। খরচ ঠিকই করতে পারে। নিজের বেলায় পারে। পঁচিশ বছর ধরে দেখছি তো। নাড়ি-নক্ষত্র জানি। যাও বৌমা ঐ দশ টাকাটা তুমি রাস্তায় ফেলে দিয়ে আসো, আমার আলমারির উপর আছে।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

বাদ দেন মা।

তোমাকে ফেলতে বলেছি ফেলে দিয়ে আসো। ঐ দশ টাকা নিয়ে আমি স্বর্গে যাব না।

নীলু বেরিয়ে আসতেই শাহানা ফিসফিস করে বলল, আমাকে দিয়ে দিও ভাবী।

এসো নিয়ে যাও। আর একটু বাবুর কাছে গিয়ে বসো, এক্ষুণি দুধ খাবার জন্যে কাঁদবে।

বাবুর পাশে সফিক বসে ছিল। গভীর মনোযোগে সে ফাইল দেখছে। আজ সারাটা দিন তার নষ্ট হয়েছে। হিসাবে কোথাও জট পাকিয়ে গেছে। হিসাবপত্র দেখার দায়িত্ব মনিন্দ্রনাথের। সে ছুটি নিয়ে বাড়ি গেছে।

ভাইয়া আসব ভেতরে?

আয়।

কী করছ?

একটা ফাইল দেখছি।

বসি একটু?

সফিক অবাক হয়ে বলল–বোস। জিজ্ঞেস করছিস কেন?

তোমাকে কেমন জানি ভয় ভয় লাগে ভাইয়া। সারাক্ষণ এমন গম্ভীর হয়ে থাকো।

সফিক হাসল।

অফিসে সবাই নিশ্চয়ই তোমাকে ভয় পায়। পায় না?

পায় বোধ হয়। জানি না।

তুমি মাস্টার হলে ছাত্রদের অবস্থা কাহিল হয়ে যেত ভাইয়া।

সফিক ফাইলে মন দিল। হিসাবের জটটা না খুললে কিছুতেই আর মন বসবে না। মনিন্দ্র মহা ঝামেলা লাগিয়ে রেখে গেছে।

ভাইয়া একটা কথা শোনো।

পরে শুনব। কাজটা শেষ করে নেই।

কথা না বলে চুপচাপ বসে থাকা মুশকিল। শাহানা উসখুস করতে লাগল।

কাজ শেষ করতে কতক্ষণ লাগবে ভাইয়া?

সফিক জবাব দিল না। শাহানা ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেলল।

রান্না শেষ হতে রাত ন'টা বাজল। নীলু এসে বলল, শাহানা চট করে যাও তো আন্দিসকে বলে আসো খাবার দেয়া হয়েছে।

শাহানা অবাক হয়ে তাকাল।

আমি আজ রাতে ওকে খেতে বলেছি।

কেন ভাবী?

এম্নি বলেছি। খেতে বলার জন্যে আবার বিরাট কোনো কারণ লাগবে না কি? যাও বলে আসো।

সিঁড়ি দিয়ে একা একা উঠতে ভয় লাগবে ভাবী। তুমি দরজা খুলে একটু দাঁড়িয়ে থাকো।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

আনিস চিলেকোঠার ঘরে থাকে। খাওয়া-দাওয়া করে বাড়িওয়ালা রশিদ সাহেবের সাথে। রশিদ সাহেবের সঙ্গে তার ক্ষীণ একটি আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে। সে সম্পর্ক খুব জোরালো নয়। এক সময় আশ্রয় দিয়েছিলেন। চেষ্টা-চরিত্র করে সিটি কলেজে ভর্তি করিয়েছেন। গত বৎসর আই, এ ফেল করেছে এবং পড়াশোনা করবে না বলে জানিয়েছে। এ রকম একজনকে ঘরে রেখে পোষার কোনো মানে হয় না। রশিদ সাহেব যথেষ্ট চেষ্টা করছেন আনিসকে ঝেড়ে ফেলতে। পারছেন না। আনিসের এ ছাড়া ছেড়ে নতুন কোথাও যাবার জায়গা নেই। জোর করে তাকে বের করে দেবার মতো নিষ্ঠুরতা তিনি দেখাতে পারছেন না।

তাছাড়া ছেলে হিসেবে আনিসের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ তাঁর নেই। অত্যন্ত ভদ্র ছেলে। চেহারা ভালো। আচার-ব্যবহার ভালো। চায়ের দোকানে বসে বিড়ি ফুঁকে না। মেয়েদের দেখে শিস দেয় না। রশিদ সাহেবের মনে একটা গোপন পরিকল্পনা ছিল আনিসকে পড়াশোনা করিয়ে নিজের কাছেই রেখে দিবেন। বীণার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেবেন। মেয়ে জামাই তার কাছেই থাকবে।

রশিদ সাহেবের স্ত্রী সেই পরিকল্পনা একেবারেই পছন্দ করেননি। স্বামীর নির্বুদ্ধিতায় রেগে অস্থির হয়েছেন। তার মেয়ে কালো নয়, কানা খোঁড়া নয় তাকে হাভাতে ঘরের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে? দশটা-পাঁচটা মেয়েও তার না। একটি মাত্র মেয়ে। তার বিয়ে হবে চাকর শ্রেণীর একটি ছেলের সাথে? দেশে কি ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ারের অভাব পড়েছে? না তাদের সহায়-সম্পদ নেই? ঢাকা শহরে তিনটি বাড়ি, গ্রামের সম্পত্তি সবই তো তার মেয়েই পাবে।

আনিসের সাথে তাঁর সম্পর্ক শুরু থেকেই খারাপ ছিল। ইদানীং তিনি তাকে সহ্য করতে পারছেন না। কারণটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম। তিনি লক্ষ করেছেন আনিস খেতে বসলে বীণা এটা সেটা তার পাতে তুলে দিতে চেষ্টা করে।

তিনি একদিন বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, ওর খাওয়ার সময় তোর থাকার দরকার কি? তুই কেন থালাবাটি নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করিস।

বীণা অবাক হয়ে বলেছে, একটা লোক একা একা বসে খাবে?

একা একা কোথায়? আকবরের মা আছে। রহিম আছে। তোর যাবার দরকারটা কি?

অসুবিধা কি?

অসুবিধা আছে। এতে লাই দেয়া হয়। লাই দিলেই এরা মাথায় উঠবে। খবরদার ওর কাছে যাবি না।

বীণা এর পরেও গিয়েছে। তিনি মনের মধ্যে একটা ভয় অনুভব করেছেন। সমবয়েসি দু'টি ছেলেমেয়ের ঘন ঘন দেখা-সাক্ষাৎ হওয়া ঠিক না। বয়স খুব খারাপ জিনিস। একটা বয়সে সবাইকে ভালো লাগে।

আনিস ঘর অন্ধকার করে বসে ছিল। শাহানা বাইরে থেকে ভয় পাওয়া গলায় ডাকল, আনিস ভাই।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

এসো শাহানা।

ঘর অন্ধকার কেন?

বাল্ব ফিউজ হয়ে গেছে।

আপনি আসুন ভাত দেয়া হয়েছে।

ভেতরে এসো শাহানা। বাইরে দাঁড়িয়ে আছ কেন?

না আমি ভেতরে আসব না।

কেন?

শাহানা জবাব দিল না। আনিস বের হতেই শাহানা বলল, দরজা লাগাবেন না?

অন্ধকারে তালা-চাবি খুঁজে পাব না। চোর আমার ঘরে আসবে না। নেবার মতো কিছু নেই।

সিঁড়ি অন্ধকার। এরমধ্যে কে আবার পানি ফেলে রেখেছে। শাহানা খুব সাবধানে পা ফেলছে। একবার পিছলে পড়ার মতো হলো। আনিস বলল, আমার হাত ধরো শাহানা। পিছলে পড়ে হাত ভাঙবে। শাহানা কঠিন স্বরে বলল, হাত ধরতে হবে না। আমি ভালোই দেখতে পাচ্ছি। আনিস হাসল। অন্ধকারে তার হাসি দেখা গেল না।

আনিসকে খেতে বলা হয়েছে শুনে মনোয়ারা অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। হুট করে কাউকে খেতে বলার অর্থটা কি? কোনো উপলক্ষ-টুপলক্ষ থাকলেও একটা কথা। হঠাৎ তার মর্জি হলো ওমি খেতে বলা হলো। দুপুর রাতে শাহানাকে পাঠানো হলো ডেকে আনতে।

নীলুর এটা আজ নতুন না। আগেও বেশ কয়েকবার আনিসকে খেতে বলেছে। প্রথমবার তিনি নীলুকে তেমন কিছু বলেননি। শুধু শুকনো গলায় বলেছেন, কাউকে দাওয়াত-টাওয়াত করতে হলে আগে আমাকে জিজ্ঞেস করবে। বুঝলে বৌমা?

নীলু বলেছে, দাওয়াত না তো। ঘরে যা রান্না হয়েছে তাই খাবে।

সেটাও আমাকে জানিও।

নীলু কোনো উত্তর দেয়নি কিন্তু আবার খেতে বলেছে এবং তাকে কিছুই বলেনি। শাশুড়ির কথার অবাধ্য হবার মেয়ে নীলু না কিন্তু এই একটি ব্যাপারে সে মনে হয় ইচ্ছা করেই অবাধ্য হচ্ছে। মনোয়ারার মনে হলো এটা নীলুর একটা ইচ্ছাকৃত অবাধ্যতা। জানিয়ে দেয়া যে, সেও এই সংসারের কর্ত্রী তারও অধিকার আছে।

মনোয়ারা গম্ভীর মুখে সফিকের ঘরে ঢুকলেন। সফিক চোখ তুলে তাকাল কিছু বলল না।

কি করছিস?

কিছু করছি না।

ভাত খেতে দেয়া হয়েছে। খেতে যা।

সফিক উঠে দাঁড়াল। মনোয়ারা শীতল গলায় বললেন, বৌমা দেখলাম আনিস ছোড়াটাকে খেতে বলেছে। তুই বৌমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করতো কেন বলেছে?

এমি বলেছে। জিজ্ঞেস করবার দরকার কি?

মনোয়ারা আরো গম্ভীর হয়ে গেলেন। সফিক বলল ব্যাপারটা কি?

ব্যাপার কিছু না।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

কী ব্যা তো তুমি এমন গম্ভীর হয়ে আছ কেন?

মনোয়ারা তার জবাব দিলেন না। চলে গেলেন রান্নাঘরে। নীলু ব্যস্ত হয়ে বাটিতে তরকারি ঢালছে। আয়োজন খুবই সামান্য। ছোট মাছের তরকারি, একটা সব্জি ও ডাল। তরকারি মনে হয় কম পড়ে যাবে। হোসেন সাহেব দরাজ গলায় বললেন, ছোট মাছের তরকারিটা বড় ভালো হয়েছে। আরো নিয়ে আসো। নতুন টমেটো দিয়ে রাঁধলে যে কোনো জিনিস ভালো হয়। নীলু পড়েছে মুশকিলে। তরকারি কিছুই নেই। মনোয়ারাকে কিছু না দেখে বলল, আপনি ওদের সঙ্গে বসে পড়ুন না মা।

না আমি আজ আর খাব না।

কেন?

শরীর ভালো লাগছে না। এই জন্যে খাব না। তোমার কাছে জবাবদিহি করতে হবে না কি?

নীলু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। কোনো কারণে তার শাশুড়ি রেগে আছেন। সে কারণটা ধরতে পারছে না।

তরকারিতো সবটাই ঢেলে ফেললে। রফিক খাবে কি?

ওকে একটা ডিম ভেজে দেব মা। ছোটমাছ সে এমিতেই পছন্দ করে না।

করুক আর না করুক একটা জিনিস রান্না হয়েছে সেটা তাকে দিবে না? সে তো আর কাজের লোক না। এই বাড়িরই ছেলে। না তুমি সেটা মনে করো না?

নীলু বড় লজ্জায় পড়ে গেল। মা'র গলা যে ভাবে উঁচুতে উঠছে তাতে মনে হয় বাবার ঘর থেকে সবই শোনা যাচ্ছে।

হাগারের পাগারের লোকজন ধরে ধরে আননে খাবার তো কম পড়বেই। এটা তো আর হোটেল না।

নীলু কি বলবে ভেবে পেল না। এখন কিছু বলা মানেই তাঁকে আরো রাগিয়ে দেয়া।

শোনো বৌমা, তোমাকে আরেকটা কথা বলি, শাহানা এখন বড় হয়েছে। কাউকে ডেকে আনার জন্যে রাত দুপুরে তাকে ছাদে পাঠানো যায় না। বুঝতে পারছ?

পারছি।

নীলুর চোখে পানি এসে গেল। মনোয়ারা তাকিয়ে আছেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চোখের পানি তাঁকে বিন্দুমাত্রও নরম করতে পারল না। হোসেন সাহেব দরজায় এসে উঁকি দিলেন।

কই বৌমা, তরকারির কথা বলছিলাম।

আনছি বাবা।

মনোয়ারা না খেয়েই ঘুমুতে গেলেন। খাওয়া নিয়ে তাকে পীড়াপীড়ির সাহস নীলুর হলো না। সে নিজেও না খেয়ে গভীর রাত পর্যন্ত জেগে বসে রইল রফিকের জন্যে। ইদানীং রফিক ফিরতে রোজ এগারোটা বারটা বাজাচ্ছে। নীলুকে বলা আছে খাবার ঢাকা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে। কিন্তু তাতে লাভ নেই- উঠে এসে দরজা তো খুলতেই হবে।

এখন সাড়ে বারোটা বাজে। আজ বোধ হয় আর আসবে না। নীলু ঘুমুতে গেল। বাবু কেমন দু'হাত উপরে তুলে ঘুমাচ্ছে। কম্বল সরে গেছে গা থেকে। টুকটুকে ফর্সা পা বের হয়ে আছে। ফানেলের পাজামা বানাতে হবে। যাতে কম্বল সরে গেলেও ঠাণ্ডা না লাগে।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

নীলু, তোমার একটা চিঠি আছে। দিতে মনে ছিল না। দেখো টেবিলের উপর।

নীলু অবাক হয়ে বলল, তুমি জেগে ছিলে নাকি?

হুঁ।

বাবুর গা থেকে কম্বল সরে গেছে তুলে দাওনি কেন?

সফিক কিছু বলল না। নীলু চিঠি নিয়ে আবার বসার ঘরে চলে এলো। চিঠি মা'র কাছ থেকে এসেছে। কাজেই এই চিঠি পড়তে পড়তে অনেক বার চোখ ভিজে উঠবে। আড়ালে পড়াই ভালো। মা, তার সব চিঠিই সফিকের ঠিকানায় পাঠান। হয়তো ভাবেন এ ভাবে পাঠানে অন্য কেউ পড়বে না।

আমার মামনি,

মাগো, তোমার সোনামণিকে এখনও দেখিতে আসিতে পারিলাম না। যতবার মন হয় ততবার কষ্ট পাই। কি করিব মা হাত-পা বাঁধা। বজলুর হাতে টাকা নাই। আসা যাওয়ার খরচ আছে। এই দিকে বৌমাও অসুস্থ। ঘরে কাজের লোক নাই। সব কিছু আমাকেই দেখাশোনা করিতে হয়।

লক্ষ্মী মা আমার, রাগ করিও না ফেব্রুয়ারি মাসে যে ভাবেই হউক আসিব। আর মা শোন তোমার শ্বশুর-শাশুড়ি যে নাম রাখিতে বলেন সেই নামই রাখিও। তাঁদের অখুশি করিয়া কোনো কাজ করিও না।

এই দিককার খবর ভালোই। বিলু বেড়াইতে আসিয়াছিল। তুচ্ছ ব্যাপার নিয়া বৌমার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হইয়াছে। দোষ বৌমার। মেয়েটা কয়েকদিন ভাইয়ের বাসায় থাকতে চেয়েছিল রাগারাগির জন্যে পারে নাই। তুমি তাকে চিঠিপত্র দাও না কেন মা? মেয়েটা বড় দুঃখী। তাকে নিয়মিত চিঠি দিও।

বড় জামাইয়ের স্বভাব চরিত্র আগের মতোই আছে। বিলুর সঙ্গে তার সম্পর্ক নাই বললেই চলে। বুঝতে পারি না আল্লাহ্পাক কেন আমার জন্যেই সমস্ত দুঃখ-কষ্ট জমা করিয়া রাখিয়াছেন।

যাই হোক মা তুমি এইসব নিয়া চিন্তা করিও না। জামাইয়ের যত্ন নিও। তোমার সোনার সংসারের কথা যখন ভাবি তখন মনে বড় শান্তি পাই। তুমি বড় ভাগ্যবান মা। আল্লাহ্র কাছে সবুর স্বীকার করিও। না হইলে আল্লাহ্পাক নারাজ হইবেন।

সুদীর্ঘ চিঠি। নীলু চিঠি শেষ করে দীর্ঘ সময় একা একা বসে রইল। মাকে কিছু টাকা পাঠাতে পারলে হতো। এই মাসে সম্ভব হবে না। সফিকের হাতে কোনো টাকা-পয়সা নেই।

সংসারের খরচ বেড়েছে। আয় বাড়েনি। ক্রমে ক্রমেই সফিকের উপর চাপ বাড়ছে। এই চাপ আরো বাড়বে। সামনের দিনগুলি কেমন হবে কে জানে। গত মাসে সে নীলুকে হাত খরচের টাকা দেয়নি। লজ্জিত মুখে বলেছে, এই মাসে দিতে পারলাম না নীলু। এদিকে রফিক বলে রেখেছে– যেভাবেই হোক দু'শ টাকা দিতে হবে ভাবী। নয়তো একেবারে বেইজ্জত হব।

প্রতি বৎসর শীতের সময় দেশের বাড়ি থেকে কিছু চাল আসে এবার তাও আসেনি। কেন আসেনি কে জানে।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

বাবা ডেকে পড়েছে। প্রচণ্ড জোর তার গলায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে সবাইকে জাগিয়ে তুলবে। নীলু নিজের ঘরের দিকে ছুটে গেল। মনোয়ারার ঘুম ভেঙে গেছে, তিনি চেঁচাচ্ছেন, কি হয়েছে? ও বৌমা কি হয়েছে?



রফিকের মনে ক্ষীণ আশা ছিল শারমিনের আচার-আচরণে একটি পরিবর্তন লক্ষ করবে। বড় ধরনের কিছু না হলেও চোখে পড়বার মতো। পরিচিত ভঙ্গিতে একটু হাসবে কিংবা করিডোরে দেখা হয়ে গেলে বলবে– কী কেমন আছেন?

অথচ শারমিন আগে যেমন ছিল এখনো তেমন। গম্ভীর হয়ে ক্লাসে আসে। লেকচার শেষ হওয়া মাত্রই বিদায়। রফিকের আশা ছিল ডিপার্টমেন্টাল পিকনিকে সে যাবে তখন তাকে কিছু কথাবার্তা বলা যাবে। কি ধরনের কথাবার্তা বলবে তাও সে ভেবে রেখেছে। যেমন,

আজকাল কেমন হলো?

ভালোই। কবিতার বইটির জন্যে ধন্যবাদ। আমি ভাবতেই পারিনি আপনি আমার জন্মদিন কবে সেটা জানেন।

অনেক ঝামেলা করে বের করেছি। গরজটা যখন আমার।

আপনার গরজ তার মানে?

মানে কিছু নেই।

ভেবে রাখা কথা কিছুই বলা হয়নি। শারমিন যায়নি পিকনিকে অথচ একশ টাকা চাঁদা দিয়েছে। চাঁদা দিয়ে না যাওয়া হচ্ছে একটা বড়লোকী দেখানো। রাগে গা জ্বলে গেছে রফিকের। পিকনিকের সমস্ত আয়োজনটা তার করা। টাকাটা ফেরত দিয়ে অপমান করে দু'একটা কড়া কড়া কথা বলা যায়। খুব ঠাণ্ডা গলায় বলা যেতে পারে, "আপনার টাকা আছে জানি। কিন্তু টাকার খেলাটা এভাবে না দেখালেও পারতেন। টাকার খেলা আর যাকে দেখান দেখান। আমাদেরকে দেখাবেন না।"

রফিক ভেবে পেল না কথাটা ইউনিভার্সিটিতে বললে ভালো হবে না বাড়িতে গিয়ে বলবে। অনেক ভেবেচিন্তে সে বাড়িতে যাওয়াই ঠিক করল। অকারণে তো যাচ্ছে না। একটা কাজে যাচ্ছে। ইতস্তত বোধ করার কিছুই নেই।

কিন্তু রফিক ইতস্তত করতে লাগল। গেটের কাছে এসেও মনে হলো কাজটা ঠিক হচ্ছে না। ফিরে যাওয়াই ভালো। আবার ফিরে যেতে ইচ্ছা করছে না। এতদূর এসে ফিরে যাবার মানে হয় না।

রহমান সাহেবের মেয়ে বাসায় আছে?

জ্বি আছেন। যান কুকুর কিছু করবে না, আপনি সোজা চলে যান, কলিং বেল টিপ দেন।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

দারোয়ান তাকে চিনতে পারছে না। তার চেহারা কি এতই সাধারণ যে মাত্র দু'সপ্তাহ আগে দেখাও গুবলেট করে ফেলেছে। দারোয়ান একা নয় কুকুরটা পর্যন্ত তাকে চিনতে পারছে না অথচ নিম্ন শ্রেণীর পশুদের নাকি স্মৃতিশক্তি খুব ভালো। একবার কোনো একটি জিনিসের ঘ্রাণ নিলে একটা কুকুর নাকি সারাজীবন সেটা মনে রাখে। এই কুকুরটার সেদিন সর্দি ছিল বোধ হয়। সেদিন যেমন গুঁকতে গুঁকতে আসছিল। আজও তাই আসছে।

গতবার বেল টিপতেই দরজা খুলে দিয়েছিল শারমিন। আজও তাই হবে নাকি?

না সে রকম হলো না। বয়স্কা একজন মহিলা দরজা খুলল। কাজের মেয়ে না আত্মীয় স্বজনদের কেউ? আত্মীয় স্বজনদের কেউ হলে সালাম দেয়া দরকার। রফিক নরম স্বরে বলল, শারমিন আছে।

জি আছে।

একটু বলেন রফিক এসেছে।

বসেন। খবর দেই।

রফিক এন্ট্রিরুমে বসে রইল। তার মনে হতে লাগল– যেসব কড়া কড়া কথা সে ভেবে রেখেছে সে সব বলাটা বোধ হয় ঠিক হবে না। কারো বাড়িতে এসে অভদ্র হওয়া যায় না। তাছাড়া পিকনিকে না যাবার তার নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। অসুখ-বিসুখ হতে পারে। জরুরি কাজকর্ম থাকতে পারে, না জেনে হাউ হাউ করা ঠিক না। রফিক বেশ অনেকক্ষণ বসে রইল।

যে মহিলাটি বসতে বলেছে সে এলো না, অল্প বয়সী একটি মেয়ে এসে বলল আপামণি বাসায় নাই।

তার মানে?

রফিকের বিস্ময়ের সীমা রইল না। সে কি বলবে বুঝে উঠতে পারল না। মেয়েটি দ্বিতীয়বার বলল, আপামণি বাসায় নাই। রফিক উঠে দাঁড়াল। কিছু একটা বলা উচিত কিন্তু কিছুই মনে আসছে না।

তোমার আপাকে বলবে মিথ্যা কথা বলবার কোনো দরকার ছিল না। দেখা করবে না বললেই চলে যেতাম।

রফিকের ইচ্ছা করছে ছুটে পালিয়ে যেতে কিন্তু তা সম্ভব নয়। তাকে হেঁটে হেঁটে গেট পর্যন্ত যেতে হবে। এই বিশাল বাড়ির কম্পাউন্ড থেকে বেরুতেও সময় লাগবে।

রফিক তোমার শরীর খারাপ হয়েছে নাকি?

না।

সারাদিন শুয়ে আছ। ব্যাপার কি?

ব্যাপার কিছু না।

আমার তো মনে হয় তোমার জ্বর-টর কিছু হয়েছে। চোখ লাল।

তোমার মনে হলেই তো হবে না ভাবী। আমারো মনে হতে হবে। আমার মনে হচ্ছে শরীর ঠিকই আছে।

তুমি উঠে আসো তোমাকে ডাকছেন।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

• ডাকছেন?

কবির মামা। ঘণ্টা খানিক আগে এসেছেন। কি আসবে না?

কবির মামা তো আর পালিয়ে যাচ্ছেন না। আসছেন যখন ইনশাআল্লাহ্ মাস খানিক পরে। ধীরেসুস্থে আসছি।

নীলু তার পাঞ্জাবির পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল।

কবির মামার বয়স প্রায় ষাট। ছোটখাটো মানুষ। থুতনিতে অল্প কিছু দাড়ি আছে। মাথার চুল দাড়ি সমস্তটাই ধবধবে সাদা। স্বাস্থ্য বয়সের তুলনায় অনেক ভালো। এবং নিজেরটা ভালো তিনি নিজে মনে করেন তার চেয়েও ভালো, যার জন্যে মাঝে মাঝে ছোটখাটো ঝামেলার সৃষ্টি হয়।

আজও এ রকম একটা ঝামেলা বাধিয়েছেন। ছ'টা কুনা নারিকেল নিয়ে কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে কল্যাণপুর পায়ে হেঁটে চলে এসেছেন। এরকম একটা কাণ্ড করার পেছনে একমাত্র যুক্তি হচ্ছে কোনো বাস কন্ডাক্টর নারিকেল হাতে বাসে উঠতে দিতে রাজি হয়নি। একজন রাজি হয়ে ছিল কিন্তু সে নারিকেলের জন্য আলাদা ভাড়া দাবি করায় কবির মামা রেগে আগুন হয়ে যান এবং হাঁটতে শুরু করেন। কল্যাণপুর এসে পৌঁছতে লাগে পৌনে চার ঘণ্টা সময় লাগে।

বাসায় ঢুকেই তিনি সোফায় লম্বা হয়ে পড়েছেন। উঠে দাঁড়াতে পারছেন না। কোমরের একটা পুরনো ব্যথা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।

মনোয়ারা বললেন, পিঠে তেল মালিশ করে দিবে?

দিক। বৌমাকে বল তেল গরম করতে। হোসেন কোথায়?

পেনশনের টাকা তুলতে গেছে। এসে পড়বে।

আসুক তার সঙ্গে আমার বোঝাপড়া আছে।

চা করে দিক?

চা না। লেবু দিয়ে এক গ্লাস সরবত করে আনতে বলো।

নীলু পিঠে তেল মালিশ করতে বসল। কবির মামা ক্ষীণ স্বরে বললেন, মানুষের সেবা আমি নেই না লজ্জা লাগে। কিন্তু মা তোমার সেবা নিতে লজ্জা লাগে না। মনে হয় এই সেবাটাতে আমার অধিকার আছে।

অধিকার তো আছেই।

নাগো মা অধিকার নাই। দুই মাস আগে তোমার একটা মেয়ে হলো। আমাকে কেউ একটা খবর দেয় নাই। এখানে এসে জানলাম মেয়ে হবার খবর। নীলু খুব লজ্জা পেল। মনোয়ারা সরে গেলেন। কবির মামা গম্ভীর গলায় বললেন, বুঝলে বৌমা, সত্যিকার আত্মীয়তা সম্পর্ক নাই তো সে জন্যেই এই অবস্থা। যখন উপস্থিত হই তখন আমার কথা মনে হয়। সকিকের বিয়ের কার্ড পাই বিয়ের এক সপ্তাহ পর।

নীলু চুপ করে রইল।

বিয়ের পর হঠাৎ মনে পড়েছে আরে কবির মামাকে তো বলা হয় নাই। তখন একটা কার্ড পাঠিয়ে দিয়েছে।

নীলু দৃঢ় স্বরে বলল, আর এ রকম ভুল হবে না মামা।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

না হওয়াই উচিত। ভালোবাসার জবাব ভালোবাসা দিয়েই দিতে হয়। রফিক আসছে না কেন? এই রফিক। রফিক।

রফিক উঁকি দিল।

আছ কেমন মামা?

ভালোই আছি

কোমর ভেঙে ফেলেছ নাকি?

কবির মামা জবাব দিলেন না।

দেখি পাটা দাও। সালাম করি নয়ত পরে ক্যাট ক্যাট করবে।

তোর অসুখ-বিসুখ নাকি?

না।

এরকম গম্ভীর হয়ে আছিস কেন? মনে হয় বিরক্ত।

বিরক্ত না হয়ে উপায় আছে? তুমি এসেছ ঘরটা ছেড়ে দিতে হবে তোমাকে। সোফায় আমি ঘুমাতে পারি না।

আয়েসি হয়ে গেছিস মনে হয়? পরীক্ষা কবে?

এপ্রিল মাসে।

প্রিপারেশন কেমন?

সেকেন্ড ক্লাস টাইপ। আমি তো মামা লাইক লং সেকেন্ড ক্লাস ছাত্র। পড়াশোনা ছাড়া অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আলাপ করতে চাইলে করো।

পড়াশোনার আলাপ করতে ভালো লাগে না?

না।

যা আমার সামনে থেকে।

রফিক খুশি মনেই বের হয়ে গেল। কবির মামা বহু কষ্টে উঠে বসলেন। ব্যথা অনেকখানি কমেছে। এখন আর একে প্রশ্রয় দেয়া যাবে না। এসব জিনিস প্রশ্রয় দিলেই বাড়ে।

এবার তোমার কন্যাকে নিয়ে এসো গো মা।

নীলু তার মেয়েকে নিয়ে এলো।

চশমাটা দাও। চশমা ছাড়া ভালো দেখি না।

বাবুকে দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। বারবার বলতে লাগলেন, তোমার এই মেয়ে শাহানার মতো রূপসী হবে। বড় সুন্দর। গোলাপ ফুলের মতো লাগছে।

আপনি মামা দোয়া করবেন।

এই যুগে মা দোয়াতে কাজ হয় না। কোনো যুগেই হয় না। কাজ হয় কর্মে। কর্মে ঠিক রাখবে। তাহলেই হবে। নাম কী রেখেছ মেয়ের?

এখনো রাখা হয় নাই। বাবা রেখেছেন টুনী।

টুনী ফুনী আবার কিরকম নাম?

আপনি একটা নাম রাখেন মামা।

আমার নাম কি আর পছন্দ হবে?

পছন্দ হবে আপনি রাখেন।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

কবির মামা কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বললেন, তোজন্নি। তোজন্নি রাখো। এর মানে [illegible] আলোর জ্যোতি।

নীপা মুখ শুকিয়ে গেল। ঠিক তোজন্নি ধরনের নাম সে আশা করেনি।

নাম পছন্দ হয়েছে তো মা?

[illegible] হয়েছে।

তাহলে তোজন্নিই রাখো।

তিনি ফতুয়ার পকেট থেকে একটা একশ টাকার নোট বের করে মেয়ের মুখ [illegible]। এই একশ টাকাই ছিল তাঁর সঙ্গে।

রাতে কবির মামার জ্বর এসে গেল। বেশ ভালো জ্বর। হোসেন সাহেব বললেন, [illegible] আর্নিকা খাবে? ব্যথা সেরে যাবে।

তিনি বিরক্ত স্বরে বললেন- কয়েকটা জিনিসে আমার বিশ্বাস নাই। হোমিওপ্যাথি [illegible] একটা।

তাহলে ডাক্তার ডেকে আনুক।

এই দুপুর রাতে ডাক্তার ডাকতে হবে না। তোমরা ঘুমাতে যাও। রাতে তিনি কিছু [illegible] না। নীলু এক গ্লাস দুধ নিয়ে গিয়েছিল। তিনি ছুঁয়েও দেখলেন না।

দুধ শিশুদের খাবার মা, দেশে দুধের অভাব। আমরা বুড়োরাই যদি সব দুধ খেয়ে [illegible] ওরা খাবে কি?

[illegible]ফিক বিরক্ত হয়ে বলল- তুমি এক গ্লাস দুধ খেলে ওদের কম পড়বে না।

এক গ্লাস এক গ্লাস করেই লক্ষ গ্লাস হয়। ঠাণ্ডা মাথায় সব কিছু বিচার করতে হয়। [illegible]টা রাত উপোস দিলে শরীর ঝরঝরে হয়ে যাবে। উপোসের মতো বড় অষুধ কিছু [illegible]।

কবির মামার ঢাকা আসার উদ্দেশ্য দ্বিতীয় দিনে জানা গেল। তাঁর মাথায় বিরাট একটা পরিকল্পনা এসেছে। তিনি নীলগঞ্জকে সুখী নীলগঞ্জ বানাতে চান। নীলগঞ্জের সব মানুষকে তিনি সুখী দেখতে চান। সেখানে কোনো দুঃখ থাকবে না। সবাই দু'বেলা ভাত খাবে। সবটাই তিনি করবেন স্বেচ্ছাশ্রমের বিনিময়ে। তাঁর পুরনো ছাত্রদের কাছ থেকে [illegible]দা তুলে। মনোয়ারা বললেন, আপনার তো ভাইজান এখন বিশ্রামের সময়। রিটায়ার করেছেন এখন বিশ্রাম করবেন।

শুয়ে থাকলেই বুঝি বিশ্রাম হয়? বিশ্রাম হচ্ছে কাজে। একটা ভালো কাজ করার মধ্যে বিশ্রাম আছে। সফিক কি বলিস?

সফিক কিছু বলল না।

হোসেন তোমার কি মত?

ভালোই তো।

ভালোই তো বলছ কেন? আইডিয়া পছন্দ হচ্ছে না? মরবার আগে যদি এটা করে যেতে পারি তাহলে কাজের মতো কাজ হয়। কিছুই তো করলাম না জীবনে।

কিছুই করোনি কথাটা তো ঠিক বললে না। হাজার হাজার ছাত্র তৈরি করেছ। এটা তো কম না।

নীলগঞ্জের এই কাজটাও করতে চাই। আমাকে দেখে অন্যরা উৎসাহী হবে।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

বাংলাদেশে হাজার হাজার নীলগঞ্জ হবে। দেশ নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যাবে। ঠিক কি না বলো?

ঠিক।

একটা বড় জাবদা খাতা কিনেছি, ছাত্রদের সব নাম ঠিকানা বের করে করে লিখছি। এদের সবার কাছে চিঠি দেব। তারপর দেখা করব। কাজে নেমে পড়তে হবে। কতদিন বাঁচি তার ঠিক নাই কোনো।

তিনি সবার সঙ্গেই মহা উৎসাহে নীলগঞ্জ নিয়ে আলাপ করলেন। রফিক শুধু বাদ পড়ল। রফিকের সঙ্গেও তুলতে চেয়েছিলেন রফিক হাই তুলে বলল– এইসব বোগাস আদর্শবাদী স্বপ্নের কথা শুনতে আমার ভালো লাগে না মামা।

বোগাস?

বোগাস তো বটেই। একজন রিটায়ার্ড স্কুল মাস্টার বাংলাদেশের চেহারা পাল্টে ফেলবে?

বাংলাদেশের কথা তো বলছি না। নীলগঞ্জের কথা বলছি।

তোমাকে দিয়ে এসব হবে না মামা। এই বয়সে খামখা দৌড়াদৌড়ি করে শরীর নষ্ট করবে। এম্নিতেই কোমর ভেঙে কাত হয়ে আছ।

কবির মামা দু'দিন ঢাকা থাকলেন। ফিরে যাবার ভাড়া ছিল না। সফিকের কাছ থেকে ত্রিশ টাকা ধার করলেন।

ধারের টাকা সাত দিনের মধ্যে ফেরত এলো। মানি অর্ডারের কুপনে তোজম্মি নামের আরবি বানান, ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিশদভাবে লেখা। সেই সঙ্গে লেখা আমার পুরনো কোনো ছাত্রের সঙ্গে দেখা হলে অবশ্যই তার নাম-ঠিকানা লিখে রাখবে। ভুল হয় না যেন।

সব মানুষের মধ্যেই কিছু রহস্য থাকে।

অমীমাংসিত রহস্য। কবির মামার মধ্যে সেই রহস্যের পরিমাণ কিছু বেশি। তাঁর বাড়ি চব্বিশ পরগনার বারাসতে। বারাসত থেকে এগারো মাইল দূরে বনগ্রামের এক স্কুলে মাস্টারি করতেন। ভাদ্র মাসের এক ভোরবেলায় হঠাৎ তাঁর মধ্যে বৈরাগ্য এসে গেল। ক্যাম্বাসের ব্যাগ এবং একটি ছাতা নিয়ে গৃহ ত্যাগ করলেন। কাউকে কিছু বলে গেলেন না।

পথে বিধু মল্লিকের সঙ্গে দেখা। বিধু মল্লিক বলল, সাত সকালে কোথায় যান? মাস্টার তার জবাবে ফ্যাকাশে ভাবে হাসলেন। পরিষ্কার কিছু বললেন না। বিধু মল্লিক বলল, হাবড়া যান না কি?

হুঁ।

রাতে ফিরবেন না?

হুঁ ফিরব।

কিন্তু তিনি ফিরলেন না। সেটা বাংলা তেরশ বাহান্ন সন। ভারতবর্ষের ক্রান্তিকাল। দীর্ঘদিন তাঁর আর কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না।

প্রায় এক যুগ পর ইংরেজি উনিশশো ছুয়ান্ন সনে তাকে দেখা গেল ময়মনসিংহের নীলগঞ্জে। মাইনর স্কুলের প্রধান শিক্ষক। মুখ ভর্তি দাড়িগোঁফ। অত্যন্ত রাশভারী

Nirjoy

www.BanglaBook.org

এলাকার মানুষ কিন্তু কাজকর্মে খুব উৎসাহ। ছ'মাসের মধ্যে স্কুলের চেহারা পাল্টে ফেললেন। কোদাল দিয়ে মাটি কুপিয়ে স্কুল কম্পাউন্ডের সামনে চমৎকার একটি ফুলের বাগান করলেন। গ্রামের লোকজন বলাবলি করতে লাগল তেলেসমাতি কাণ্ড। করছে কি পাগলা মাস্টার?

সেবার শীতে ময়মনসিংহ থেকে স্কুল ইন্সপেক্টর জমীর আলী সাহেব স্কুল ইন্সপেকশনে এলেন। বাগান দেখে অবাক হয়ে বললেন এই বাগান আপনার করা?

জি স্যার।

নিজের হাতেই করেছেন?

ছাত্ররা সাহায্য করেছে। নিজেও করেছি।

জমীর আলী সাহেব ফিরে গিয়ে স্কুলের সরকারি সাহায্য বাড়িয়ে দিলেন। শুধু তাই না ময়মনসিংহ জেলার সবক'টি মাইনর স্কুলের হেড মাস্টারকে ব্যক্তিগত চিঠি পাঠালেন। তার সারমর্ম হচ্ছে– ছাত্রদের মানসিক বিকাশ সাধনের জন্যে প্রতিটি স্কুলে ফুলের বাগান থাকা বাঞ্ছনীয়। ফুল ছাত্রদের মনোজগতের উন্নতি ও সৌন্দর্যস্পৃহা বৃদ্ধির সহায়ক। ইত্যাদি।

অজপাড়াগাঁর একটি দরিদ্র, দীনহীন স্কুলে রকমারি ফুলের সমারোহ জমীর আলী সাহেবকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল। যার জন্যে তিনি পরের বছরই আবার স্কুল ইন্সপেকশনে এলেন এবং স্তম্ভিত হয়ে দেখলেন ফুলের কোনো চিহ্নই কোথাও নেই। সে জায়গায় নানা ধরনের সবজির চাষ করা হয়েছে। জমীর আলী থমথমে গলায় বললেন, এই ব্যাপার? কবির মাস্টার গম্ভীর গলায় বললেন, দরিদ্র দেশে ফুলের বিলাসিতা ঠিক না। শাকসবজি বিক্রি করে কিছু পয়সা হয়। সেই পয়সা ছাত্রদের পিছনে খরচ করা হয়। সবাই এখানে খুব দরিদ্র।

জমীর আলী রাগী গলায় বললেন, দরিদ্রদের সৌন্দর্য বোধ থাকবে না?

জি না। আগে পেটে ভাত তারপর অন্য কিছু। এখানে আমার অনেক ছাত্র আছে, যারা আজ স্কুলে না খেয়ে এসেছে।

জমির আলী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, ফুল গাছগুলি আপনি কি নিজের হাতেই নষ্ট করেছেন?

জি স্যার।

আপনার কষ্ট হয় নাই?

জি না।

পাগল নাকি আপনি? আমি কত জায়গায় আপনার ফুলের বাগানের প্রশংসা করেছি, আর আপনি কি না সব উপরে লাউ, কুমড়া লাগিয়েছেন আবার বলছেন কষ্ট হয় নাই। আপনাকে বোঝা মুশকিল। ইউ আর এ ভেরি স্ট্রেঞ্জ ম্যান।

নীলগঞ্জের লোকেরাও বোধ হয় তাকে বিচিত্র মানুষ হিসেবেই জানে। জীবন প্রায় পার করে দিয়েছেন এখানে। এখানকার সবাই তাঁকে চেনে, পাগলা মাস্টার হিসেবে। দেখে একটু অন্য রকম চোখে। শ্রদ্ধা ভালোবাসার সঙ্গে তাদের সেই দৃষ্টিতে কিছু ভয়ও হয়ত থাকে।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

গ্রাম্য বড় বড় সালিশিগুলিতে তাঁকে থাকতে হয়। সমস্যার যখন কোনোরকম মীমাংসা খুঁজে পাওয়া যায় না। তখন একজন কেউ বলে- মাস্টার সাব যা বলেন তাই। কবির মাস্টারকে তখন কিছু একটা বলতে হয়। এবং তাঁর কথাই হয় সালিশির শেষ কথা। তাঁর মীমাংসা যাদের পছন্দ হয় না তারাও চুপ করে থাকে। শুকনো মুখে বলে- আচ্ছা ঠিক আছে, মাস্টার সাব বলছেন এর উপর আর কথা কি? মাস্টার সাবের কথার একটা ইজ্জত আছে না? একজন মানুষের জন্যে এটা হয়ত তেমন বড় কোনো সম্মান নয়, আবার হয়ত ঠিক তুচ্ছ করবার মতোও কিছু নয়।

ভাটি অঞ্চলের মেয়ে বিয়ে করে এনেছে নীলগঞ্জের একজন কেউ। শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে তার বিবাদ। স্ত্রীকে নাইয়র যেতে দিচ্ছে না। দু'বছর হয়ে গেল বাপের বাড়ি যেতে পারছে না মেয়েটি। কোনো উপায় না দেখে এক সময় সে মাস্টার সাবের কাছে জড়সড় হয়ে দাঁড়াবে।

মাস্টার সাহেব বলবেন- কার বাড়ির বউ তুমি? কোনোদিন তো দেখি নাই। বৌটি ক্ষীণ স্বরে বলবে- মিয়া বাড়ির।

ও, আচ্ছা সোলায়মানের বৌ। বাটিতে করে কি এনেছ গো মা?

মাছের সালুন।

ভালো। খুব ভালো। রাতে আরাম করে খাব। রেখে দাও।

বৌটি তরকারির বাটি রেখে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

আর কিছু বলতে চাও নাকি? বলে ফেল মা। ছেলের কাছে লজ্জার কিছু নাই।

বৌটি তার সমস্যার কথা বলে। মাস্টার সাহেব গম্ভীর হয়ে বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে রাত্রে যাব একবার তোমাদের বাড়ি। চারটা ডাল ভাত খাব তোমাদের ওখানে।

মাস্টার সাহেব যান রাতের বেলা। সোলায়মানকে ডেকে প্রচণ্ড একটা ধমক দেন- চড় দিয়ে দাঁত ফেলে দেব। বাচ্চা মেয়ে আটকে রেখে খুব বাহাদুরি দেখাচ্ছে। কাল ভোরেই যেন নৌকা ঠিক হয়।

নৌকা ঠিক হয় ভোরবেলাতেই। আনন্দে কাঁদতে কাঁদতে দীর্ঘদিন পর বৌটি রওনা হয় বাপের বাড়ি।

একজন ভিনদেশি মাস্টারের এই ক্ষমতাও তো তুচ্ছ করার মতো নয়। এ ধরনের ক্ষমতা হঠাৎ করে আসে না। অর্জন করতে হয়। কবির মাস্টার তা করেছেন।



কেনাকাটা করতে নীলু কখনো একা একা আসে না। তার সঙ্গে থাকে শাহানা কিংবা রফিক। আজ সে এসেছে একা। এবং আসার সময় সারা পথেই মনে হয়েছে গিয়ে দেখবে নিউমার্কেট বন্ধ। সে লক্ষ্য করেছে যেদিনই কোনো একটা বিশেষ কিছু কেনাকাটার থাকে, সেদিনই নিউমার্কেট থাকে বন্ধ। হয় সোমবার পড়ে যায়, কিংবা

Nirjoy

www.BanglaBook.org

হাসপাতাল। আজ অবশ্যি বুধবার। কে জানে এখন হয়তো নিউমার্কেট বুধবারেই বন্ধ থাকে। অনেকদিন এদিকে আসা হয় না।

নিউমার্কেট খোলাই ছিল। দুপুরবেলার দিকে শুধু বয়স্কা মহিলারাই বাজার করতে এসেছে। নীলু লক্ষ করল তার চারদিকে খালাম্মা শ্রেণীর মহিলা। দরদাম করছে। কেনাকাটা বিশেষ করছে না। সময় কাটাবার জন্যেই আসা বোধ হয়।

একজন চকমকে শাড়ি পরা মহিলা সবকিছুর দাম জানতে জানতে এগুচ্ছে। নীলুর মজা লাগল। সে তার পেছনে পেছনে উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটতে লাগল। অনেকদিন বাসা থেকে বের হয়েছে। ভালোই লাগছে তার। সে অন্যদের মতো দরদাম শুরু করল। একটা ট্রাই সাইকেলের দাম করল।

কত টাকা?

তেরশ টাকা।

এত দাম? বলেন কি?

বিদেশী জিনিস। আমেরিকান। দেশীটা দেখবেন আপা?

আচ্ছা দেখান।

দোকানি খুব আগ্রহ নিয়ে দেখাতে লাগল। নীলুর মায়াই লাগল। সে কিছু কিনবে না। শুধু শুধু বেচারাকে কষ্ট দিচ্ছে। এত টাকা দিয়ে বাবুর জন্যে ট্রাই সাইকেল কেনার প্রশ্নই ওঠে না।

জাপানি সাইকেল দেখবেন আপা? মিডিয়াম দামের মধ্যে পাবেন।

দেখান দেখি কেমন।

নীলু ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেলল। একটা সাইকেল কিনতে পারলে ভালোই হতো। বলে দেখবে নাকি সফিককে? না বলাটা ঠিক হবে না। সফিক কিনে দিতে পারবে না। শেষে কষ্ট পাবে। কাউকে কষ্ট দিতে তার ভালো লাগে না।

এই নীলু না? এখানে কি করছিস?

নীলু তাকিয়ে রইল, মেয়েটিকে চিনতে পারল না।

এমন করে তাকাচ্ছিস কেন? চিনতে পারছিস না নাকি? চিনতে না পারলে চড় খাবি।

বন্যা না?

বন্যা এত লোকজনের মধ্যেও ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল। প্রায় ন'বছর পর দেখা। স্কুল জীবনের তার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু। ক্লাস নাইনে পড়ার সময় দুজনে একবার প্রতিজ্ঞা করেছিল সারাজীবন তারা বিয়ে করবে না। কোনো পুরুষের অধীনে থাকবে না। স্বাধীনভাবে বেঁচে থেকে পৃথিবীকে দেখিয়ে দিবে মেয়েরাও ইচ্ছা করলে একা একা থাকতে পারে। প্রতিজ্ঞা করবার পর কি ভেবে যেন দুজন খানিকক্ষণ কেঁদেছিল।

বন্যা, নীলুকে জড়িয়ে ধরে বলল, বিয়ে করেছিস তাই না?

হুঁ। তুই?

আমিও করেছি। এখন বল আমাকে চিনতে পারিসনি কেন?

বন্যা আগের মতোই আছে তবুও কেমন যেন অন্য রকম লাগছে। কিছু একটা পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু পরিবর্তনটা ধরা যাচ্ছে না। বন্যা বলল- কি কথা বলছিস না কেন? আমার মধ্যে কোনো চেঞ্জ দেখছিস?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

না, তেমন কিছু দেখছি না।

বলিস কি, ববকাট করেছি। গাদাখানিক চুল কেটে ফেলে দিয়েছি। তোর চোখেই পড়ল না? তোর হয়েছেটা কি বল তো?

তাই তো! পিঠ ভর্তি চুল ছিল বন্যার। চুলে নজর লাগবে বলে বন্যার মা কি একটা তাবিজও তার গলায় দিয়ে রেখেছিলেন। এই নিয়ে ক্লাসে কত হাসাহাসি।

চুল কেটে ফেললি কেন?

হ্যাসবেন্ডের সঙ্গে ঝগড়া করে কেটে ফেলেছি।

বলিস কি?

হ্যাঁ। আমার জিনিস আমি কাটব ওর বলার কি?

তুই এখনো আগের মতোই পাগল আছিস।

আর তুই আছিস আগের মতোই বোকা। চল যাই চা খাব।

কোথায় চা খাবি?

কোথায় আবার রেস্টুরেন্টে।

একা একা চা খাব নাকি আমরা?

বন্যা বিরক্ত মুখে বলল, দুটা মেয়ে যাচ্ছি আমরা একা বলছিস কেন? আজ তুই সারা দিন থাকবি আমার সঙ্গে। ম্যাটিনিতে ছবি দেখবি।

নীলু হকচকিয়ে গেল। বন্যা বলল, নাকি স্বামীর অনুমতি ছাড়া মুভি দেখা যাবে না?

তা না। ঘরে বাচ্চা আছে।

এর মধ্যে বাচ্চাও বাঁধিয়ে ফেলেছিস? এমন গাধা কেন তুই?

বন্যা তাকে নিয়ে অসংকোচে একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে পুরুষের ভঙ্গিতে ডাকল– এই বয় আমাদের দু'কাপ চা দাও। নীলু মৃদুস্বরে বলল, এত পুরুষদের মধ্যে বসে চা খেতে তোর অস্বস্তি লাগবে না?

অস্বস্তির কি আছে? ওরা কি আমাদের খেয়ে ফেলবে নাকি?

কেমন তাকাচ্ছে আমাদের দিকে।

তাকাক না।

তুই আগের চেয়ে অনেক স্মার্ট হয়েছিস।

স্মার্ট হতে হয়েছে। চাকরি করি তো। নানা ধরনের মানুষের সঙ্গে মিশতে হয়।

চাকরি করিস?

করব না। তোর মতো ঘরে বসে বছরে বছরে বাচ্চা দেব নাকি?

নীলুর এই কথাটা ভালো লাগল না। বন্যা এমনভাবে বলছে যেন বাচ্চা হওয়াটা একটা অপরাধ। কিন্তু বন্যাকে বড় ভালো লাগছে। আগের চেয়েও সুন্দর হয়েছে।

কোথায় চাকরি করছিস?

ইরানিয়ান এম্বেসীতে। রিসিপসনিস্ট।

নীলু একবার ভাবল জিজ্ঞেস করে বেতন কত কিন্তু জিজ্ঞেস করল না। বন্যা বলল বেতন কত জিজ্ঞেস করলি না? নাকি জিজ্ঞেস করতে লজ্জা লাগল?

বেতন কত?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

তিন হাজার টাকা। যাতায়াতের একটা এ্যালাউন্স পাই। মেডিকেল এ্যালাউন্স আছে। সব মিলিয়ে চার হাজার টাকার মতো।

বলিস কি?

বেতন ভালোই। নিজের টাকা খরচ করি। ওর কাছে চাইতে হয় না। আগে বাপের বাড়িতে যাবার জন্যে পাঁচ টাকা রিকশা ভাড়া পর্যন্ত চাইতে হতো। আর সে দিত এমন ভাবে যেন দয়া করছে ভিক্ষা দিচ্ছে। এখন সে মাসের শেষে আমার কাছে ধার চায়।

বন্যা আশেপাশের টেবিলের সবাইকে সচকিত করে হেসে উঠল। নীলুর অস্বস্তি লাগতে লাগল। লোকগুলি কি ভাবছে কে জানে। নীলু বলল, আজ তোর অফিস নেই?

না, আজ ইরানের কি একটা জাতীয় উৎসব। নওরোজ নাকি কি যেন বলে। চল আজ সিনেমা দেখি।

নারে সিনেমা দেখব না।

না দেখলে না দেখবি। আমি একাই যাব।

বন্যা উঠে গেল বিল দিতে। নীলু দুশ্চিন্তিত হয়ে লক্ষ করল বন্যা একবারও জিজ্ঞেস করল না- তোর ছেলেমেয়ে ক'টি ওদের নাম কি? নীলু বলল বন্যা তুই একবার আমার বাসায় আসিস। আমার বাবুকে দেখে যাবি।

যাব। ঠিকানাটা বল লিখে নেই।

বন্যা ঠিকানাটা লিখে নিল নিরুৎসাহ ভঙ্গিতে। যেন নেহায়েত লেখার জন্যেই লেখা। বন্যা বলল, তুই এখন কি করবি? বাসায় যাবি?

একটা জিনিস কিনব তারপর বাসায় যাব।

কি জিনিস?

আগামীকাল ওর জন্মদিন সেই উপলক্ষে ওর জন্যে কিছু একটা কিনব।

ও, ও করছিস কেন? নাম ধরে ডাকিস না? তুই এমন গ্রাম্য মেয়েদের মতো করছিস কেন? পড়াশুনা করে এই লাভ হলো তোর? কোন পর্যন্ত পড়েছিস?

বি.এ. পাস করেছি। এম.এ. ভর্তি হয়েছিলাম তারপর বিয়ে হয়ে গেল।

আর সঙ্গে সঙ্গে সংসারে ঢুকে পড়লি? পড়াশুনা মাথায় উঠল।

নীলু কিছু বলল না। বন্যা বলল- জন্মদিনের জন্যে কিছু কেনার দরকার নেই ওতে বেশি লাই দেয়া হয়। তাছাড়া উপহারটা তুই তোর হ্যাসবেন্ডের টাকাতেই কিনছিস। তুই নিজের টাকায় তো দিতে পারছিস না।

নিজের টাকা পাব কোথায়?

চাকরি করলেই পাবি।

চাকরি আমাকে কে দেবে?

চেষ্টা না করেই বলছিস কে দেবে। চেষ্টা করেছিস কখনো?

নীলু কিছু বলল না। হাঁটতে লাগল বন্যার সঙ্গে সঙ্গে। বন্যা বলল- সব অফিসেই এখন মেয়েদের কোটা আছে। চেষ্টা করলেই পাওয়া যায়। ছেলেদের চাকরি পাওয়া সমস্যা মেয়েদের চাকরি সমস্যা নয়। তুই সত্যি সত্যি চাইলে আমি চেষ্টা করতে পারি। চাস নাকি?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

নীলু কিছু বলল না। বন্যা চলে গেল মুভি দেখতে। ঘরে তার এখন ফিরতে ভালো লাগছে না।

নীলু একা একা ঘুরতে লাগল। তার হাতে টাকা আছে মাত্র দুশ। দুশ টাকায় পছন্দসই কিছু পাওয়া যায় না। হালকা বাদামি রঙের একটা শার্ট পাওয়া গেল। খুব পছন্দ হলো নীলুর কিন্তু দাম চাইল তিনশ টাকা। এর নিচে নাকি এক পয়সাও নামা যাবে না। নীলু মন খারাপ করে শেষ পর্যন্ত একটা লাইটার কিনল একশ পঁচাত্তর টাকায়। সার্টটা কেনা হলো না এইজন্যে মনে একট আফসোস বিধে রইল। ওকে শার্টটায় খুব মানাত।

সফিক লাইটার দেখে গম্ভীর হয়ে গেল। নীলু বলল– পছন্দ না হলে ওরা ফেরত নেবে। পছন্দ হয়নি?

পছন্দ হয়েছে।

তাহলে এমন মুখ কালো করে আছ কেন? নাও একটা সিগারেট মুখে নাও, আমি ধরিয়ে দিচ্ছি।

সফিক একটা সিগারেট বের করে ম্লান গলায় বলল, টাকা-পয়সার এমন টানাটানি এর মধ্যে এতগুলি টাকা বাজে খরচ করার কোনো মানে হয় না।

নীলুর খুব মন খারাপ হয়ে গেল। চোখ ভিজে উঠতে শুরু করল। সফিক বলল, এইসব জিনিস খুব হারায়। এ সপ্তাহের মধ্যেই দেখবে হারিয়ে ফেলেছি। কই ধরিয়ে দাও।

নীলু সিগারেট ধরিয়ে দিল। এবং কিছুক্ষণ পরই বারান্দায় গিয়ে চোখ মুছে এলো। অকারণে অন্যকে চোখের জল দেখানোর কোনো মানে হয় না।

বাবু জেগে উঠেছে। কাঁদছে ট্যাঁ ট্যাঁ করে। নীলু ঘরে ঢুকে বাবুকে কোলে তুলে নিল। ওর গা একটু গরম। কোলে উঠেও কান্না থামছে না। হাত মুঠি করে কেঁদে কেঁদে উঠছে। সফিক বলল, ওকে অন্য ঘরে নিয়ে যাও বড় বিরক্ত করছে।

নীলু বসার ঘরে চলে এলো। শাহানা পড়ছে বসার ঘরে। সে পড়া বন্ধ করে উঠে এলো– আমার কোলে দাও ভাবী। আমি কান্না থামিয়ে দিচ্ছি এক মিনিট লাগবে।

তুমি পড়াশোনা করো, কান্না থামাতে হবে না।

আহা ভাবী, দাও না। প্লিজ।

শাহানা সত্যি সত্যি কান্না থামিয়ে দিল। চিন্তিত মুখে বলল, ওর গা বেশ গরম ভাবী।

হুঁ। একটু গরম।

বাবাকে শুনিও না। বাবা শুনলেই বেলাডোনা-ফোনা খাইয়ে দেবে। শাহানা খিলখিল করে হেসে উঠল। নীলু হাসল না।

এত গম্ভীর হয়ে আছ কেন ভাবী?

এমনি। কারণ নেই কোনো।

মন খারাপ নাকি?

না।

আজ শুনলাম পোলাও রান্না হচ্ছে, ব্যাপার কি ভাবী? মা খুব চেঁচামেচি করছিল মাসের শেষে এত খরচ।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible] কখন করলেন?

তুমি বাইরে ছিলে- নিউমার্কেটে। আজ কি কোনো বিশেষ দিন ভাবী?

বিশেষ দিন আর কি? তোমার ভাইয়ের জন্মদিন।

শাহানা মুখ টিপে হাসতে লাগল। নীলু বলল, হাসছ কেন?

এমনি হাসছি। ভাবী, তুমি ভাইয়াকে খুব ভালোবাস তাই না?

নীলু লজ্জিত হয়ে পড়ল। বাবু ঘুমিয়ে পড়েছে। নীলু বলল- ওকে শুইয়ে দাও শাহানা. ঘুমুচ্ছে।

থাক না একটু। কি আরাম করে ঘুমাচ্ছে দেখ না।

শুইয়ে শোনা করো শাহানা। বাবুকে নিয়ে ঘুরতে দেখলে মা রেগে যাবেন।

থাকুক আমি কেয়ার করি না।

নীলু রান্নাঘরে উঁকি দিল। মনোয়ারা বিরক্ত মুখে কি যেন জ্বাল দিচ্ছিলেন। নীলুকে দেখে রেগে উঠলেন- হঠাৎ করে তোমার এমন পোলাও খাবার সখ হলো কেন বলো তো?

নীলু বড় লজ্জা পেল।

সংসারের এই অবস্থা এর মধ্যে হুটহাট করে এত বাজার করা ঠিক না। সবাই অবুঝ হলে চলে? বাড়িওয়ালা বাড়ি ভাড়া বাড়িয়েছে।

আবার?

হ্যাঁ। একশ টাকা বাড়িয়েছে। আর কি মিষ্টি মিষ্টি কথা। আমাকে ডাকছে বড় আপা। ইচ্ছা করছিল এক চড় দিয়ে দাঁত ফেলে দেই।

নীলু হাসতে গিয়েও হাসল না। মনোয়ারা নিজের মনে গজগজ করতে লাগলেন- ঢাকা শহরে চাকরি বাকরি করতে হলে নিজের বাড়ি থাকতে হয়। ভাড়া বাড়িতে থেকে ঢাকা শহরে চাকরি করা যায় না।

নীলু অস্পষ্ট স্বরে বলল- একদিন হয়তো বাড়ি হবে। মনোয়ারা সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁঝিয়ে উঠলেন- হবেটা কি ভাবে? আকাশ থেকে টুপ করে একটা পড়বে নাকি? না তোমরা আলাউদ্দিনের চেরাগ টেরাগ পেয়েছ? যাও তোমার শ্বশুরকে জিজ্ঞেস করে এসো তো, তিনি এখন দয়া করে ভাত খাবেন কিনা। না খেলে কখন উনার মর্জি হবে।

মনোয়ারা আজ বিকাল থেকে হোসেন সাহেবের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছেন। এরকম তিনি প্রায়ই করেন এবং হোসেন সাহেব বড়ই কাবু হয়ে পড়েন। স্ত্রীর রাগ ভাঙ্গানোর জন্যে সম্ভব অসম্ভব নানা রকম কায়দা করেন। আজ কিছুই করছেন না। সন্ধ্যা থেকে চাদর গায়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে আছেন। ঘর অন্ধকার। বাতি জ্বালানো হয়নি।

নীলু মৃদু স্বরে ডাকল- বাবা। হোসেন সাহেব উঠে বসলেন।

মা জিজ্ঞেস করেছেন ভাত খাবেন কিনা।

খাব। বলে আসো খাব।

মার সঙ্গে কথা বন্ধ নাকি?

হুঁ।

কি নিয়ে ঝগড়া হয়েছে?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

তেমন কিছু না। পেনশন তুলতে গিয়েছিলাম। তুলতে পারিনি তাতেই তোমার মা গেছে ক্ষেপে। বললাম কাল তুলব। এই ভিড়ের মধ্যে আমি বুড়ো মানুষ ধাক্কাধাক্কি করতে পারি নাকি?

তাতো ঠিকই।

এই জিনিসটা তোমার শাশুড়িকে বুঝাব কি ভাবে? অন্যদেরও যে ছোটখাটো প্রবলেম হতে পারে, এটা সে বুঝবে না। কি মুশকিল বলো তো দেখি।

হোসেন সাহেব চাদর গায়ে দিলেন। বাতি জ্বালিয়ে ঘড়ি দেখলেন। তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে তিনি কিছু বলবেন। নীলু তার শ্বশুরের এই ইতস্তত ভঙ্গিটি খুব ভালো চেনে।

কিছু বলবেন বাবা?

হুঁ। ছাদে চলো তো মা আমার সঙ্গে। তোমার শাশুড়ি যেন আবার না দেখে। বড় সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত মহিলা তিলকে তাল করবে।

তারা নিঃশব্দে ছাদে উঠে এলো। হোসেন সাহেব নির্জন ছাদেও গলা নিচু করে তাঁর সমস্যার কথা বললেন। সেই সমস্যার কথা শুনে নীলুর মাথায় বাড়ি পড়ল।

হোসেন সাহেব পেনশন না তুলে ফিরে এসেছেন কথাটা ঠিক না। পেনশনের সাতশ এগারো টাকা তেত্রিশ পয়সা যথারীতি তুলেছেন। এবং একটা রিকশা নিয়ে গিয়েছিলেন বায়তুল মুকাররমে এক পাউন্ডের একটা ফ্রুট কেক কিনবার জন্যে। ফ্রুট কেকও ঠিকই কিনেছেন দাম দিতে গিয়ে দেখেন পকেট ফাঁকা একটা পয়সাও নেই। নীলু শুকনো গলায় বলল- ভালো করে পকেট দেখেছেন?

খুব কম হলেও দশ বার করে প্রতিটি পকেট দেখলাম। পকেটে টাকা না থাকলে টাকা পাওয়া যাবে না। একবার খোঁজাও যা একশবার খোঁজাও তা।

তা ঠিক।

এখন কি করি তুমি বলো বৌমা। কাল তো তোমার শাশুড়ি ঠেলে ঠুলে আমাকে আবার পাঠাবে। পাঠাবে না?

হুঁ পাঠাবেন।

চিন্তায় আমার খাওয়া-দাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। কি করব একটা বুদ্ধি দাও মা।

নীলু ক্ষীণ স্বরে বলল, সত্যি কথাটা বললে কেমন হয় বাবা? হোসেন সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, সত্যি কথা বললে উপায় আছে? আমাকে টিকতে দিবে এ বাড়িতে? তুমি তোমার শাশুড়িকে কতটুকু চেনো? আমি চিনি চল্লিশ বছর ধরে।

নীলু চুপ করে রইল। হোসেন সাহেব বললেন, তুমি বরং সফিককে আজ রাতে কথাটা বলো। সে কাল সাতশ টাকা জোগাড় করে রাখুক। আমি তার অফিস থেকে নিয়ে আসব।

ঠিক আছে বলব।

এইটাই হচ্ছে একমাত্র সমাধান। এর আর দ্বিতীয় কোনো সমাধান নেই।

হোসেন সাহেব হৃষ্ট চিত্তে নিচে নেমে এলেন। তাঁর মনের মেঘ কেটে গেছে। খেতে বসে রান্নার খুব প্রশংসা করলেন। তাঁর কলেজ জীবনের দু'একটা মজার মজার গল্প বললেন। খাওয়া-দাওয়ার পর বাড়িওয়ালার বাসায় রওনা হলেন। খানিকক্ষণ টিভি দেখবেন।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

মেয়েরা বিরক্ত হয়ে বললেন, লজ্জা লাগে না পরের বাড়িতে বসে টিভি দেখতে?

লজ্জার এর মধ্যে কি আছে?

রোজ রোজ অন্যের বাড়িতে গিয়ে বসে থাকার মধ্যে লজ্জার কিছু নাই?

না, কিছুই নাই। তাছাড়া ওরা আমাকে পছন্দ করে। বাড়িওয়ালার মেয়েটা আমাকে [illegible]ান ডাকে। রশীদ সাহেবও আমাকে খুব খাতির করে।

গাজে বকবক করবে না। দুনিয়াসুদ্ধ লোক তোমাকে খাতির করে। যা মনে আসে [illegible]লো বানাস। আজ কোথাও যেতে পারবে না বসে থাকো এখানে।

বসে থেকে করবটা কি?

না ইচ্ছা করো।

হোসেন সাহেব দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন তবে খুব একটা বিচলিত হলেন না। [illegible]য়ারা কথা বলা শুরু করেছেন এটা একটা সুলক্ষণ। তিনি তাঁর হোমিওপ্যাথি বই [illegible]য়ে বসলেন। গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়তে শুরু করলেন। এক ফাঁকে নীলুর কাছ [illegible]কে সিগারেট নিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে টেনে এলেন। তাঁকে দেখে মনে হলো তিনি [illegible]জন সুখী পরিতৃপ্ত মানুষ। তাঁর কোনো দুঃখ-কষ্ট নেই। এই পৃথিবীতে বাস করতে [illegible]য়ে তিনি আনন্দিত।

শাহানা লক্ষ করল বই পড়তে পড়তে হোসেন সাহেব গুনগুন করে গান গাইছেন। [illegible]নের কথাগুলো বোঝা যাচ্ছে না, তবে "না গো না গো" এই শব্দগুলি আছে। শাহানার [illegible] মজা লাগল। বাবার মনে এত ফুর্তি কেন কে জানে? মাঝে মাঝেই তাঁর মধ্যে এমন [illegible]ঁড়ের ভাব আসে। শাহানা বলল– তোমাকে এত খুশি খুশি লাগছে কেন বাবা? হোসেন [illegible]বের জবাব না দিয়ে পা নাচাতে লাগলেন।

নীলু পেনশনের ব্যাপারটা কি করে বলবে বুঝতে পারছে না। আজকের দিনটিতে [illegible]ফিককে কোনো খারাপ খবর দিতে ইচ্ছা করছে না। হঠাৎ করে বেচারা একদিনের [illegible]দো সাতশ' টাকা জোগাড় করবে কি ভাবে?

সফিক ঘুমুবার আয়োজন করছে। শেষ সিগারেটটি ধরিয়েছে। এখন সে খানিকক্ষণ [illegible]য়চারি করবে। নীলু হালকা গলায় বলল, আজ আমার এক বান্ধবীর সঙ্গে দেখা [illegible]য়েছিল– বন্যা নাম। সফিক কিছু বলল না। নীলু বলল, তোমাকে তো তার কথা [illegible]লেছিলাম এক পুলিশ ইন্সপেক্টরের মেয়ে। খুব ছটফট করত। সারাক্ষণ কথা বলত। [illegible]াসে ওর নাম ছিল ফরফরানি। প্রায় ন'বছর পর ওর সঙ্গে দেখা। অবিকল আগের [illegible]তই আছে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। সারাক্ষণ বকবক করছে। ও আবার চাকরিও করে– চার হাজার টাকার মতো [illegible]পায়।

সফিক কিছু বলল না। মশারি তুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল। সহজ স্বরে বলল– বাতি [illegible]নিভয়ে দাও নীলু। তোমার ঘুমুতে দেরি আছে নাকি?

না আমিও শোব।

নীলু বাতি নিভিয়ে সফিকের গা ঘেঁষে ঘুমুতে গেল। সফিক হেসে বলল– কি

Nirjoy

www.BanglaBook.org

ব্যাপার আজ আমার সঙ্গে কেন? নীলু লজ্জিত স্বরে বলল, কেন তোমার সঙ্গে আমি ঘুমাই না? তুমিই তো টুনীকে রেখে দাও মঝখানে।

সফিক হাত বাড়িয়ে নীলুকে আকর্ষণ করল। পুরুষদের এই আকর্ষণের অর্থ পৃথিবীর সব নারীদেরই জানা। নীলু জড়িয়ে ধরল সফিককে। চারদিক অন্য রকম হতে শুরু করল। শারীরিক ভালোবাসাও এক ধরনের ভালোবাসা। এ ভালোবাসাও নীলুর ভালোই লাগে। এই সময়টাতেই সফিক তরল ভঙ্গিতে কিছু কথাবার্তা বলে। প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে জবাব দেয়। হাসির কথা বললে হাসে।

আমার এই বন্ধু কি বলছিল জানো?

কি বলছিল?

আমাকে বলছিল একটা চাকরি টাকরি জোগাড় করতে। চেষ্টা করলেই নাকি পাওয়া যায়।

তুমি কি বললে?

আমি আবার কি বলব? কিছুই বলিনি।

নীলু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, চাকরি একটা পেলে মন্দ হয় না কি বলো?

ভালোই হয়। সংসারের টানাটানি দূর হয়।

চেষ্টা করে দেখব নাকি?

সফিক তরল স্বরে বলল- তুমি কি চাকরি করতে পারবে?

পারব না কেন?

চাকরি করার মেয়ে অন্য রকম হয়। তুমি সেই টাইপ না। তুমি গৃহী টাইপ মেয়ে।

আমি ঠিকই পারব। গৃহী টাইপ হই আর যাই হই।

আচ্ছা দেখা যাবে।

সফিক এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল। নীলু জেগে রইল অনেক রাত পর্যন্ত। নানা রকম স্বপ্ন দেখতে লাগল। মন্দ হয় না একটা চাকরি পেলে। সংসারের কষ্ট দূর হয়। মাসে মাসে মাকে কিছু টাকা পাঠানো যায় একটা টেলিভিশন কেনা যায়। টিভি দেখার জন্যে বাবাকে তাহলে আর রোজ রোজ অন্যের বাড়ি যেতে হয় না। রফিকের হঠাৎ আসা আব্দার মেটানো যায়। শাহানাকে গলার একটা চেইন বানিয়ে দেয়া যায়। এত বড় মেয়ে অথচ কানে দু'টি ছোট্ট ফুল ছাড়া কোনো সোনার গয়না নেই। গয়না দূরের কথা একটা ভালো শাড়ি পর্যন্ত নেই। গত ঈদে সে লাজুক ভঙ্গিতে বলেছিল- ভাবী আমাকে একটা কমলা রঙের রাজশাহী সিল্কের শাড়ি কিনে দেবে?

নীলু বলেছে, হ্যাঁ দেব। নিশ্চয়ই দেব।

আমাদের ক্লাসের অরুণার এ রকম একটা শাড়ি আছে। অবিকল সে রকম একটা শাড়ি চাই।

ঠিক আছে।

তোমাকে আমি প্রিন্টটা দেখিয়ে দেব।

শাহানা প্রিন্ট দেখিয়েও দিল কিন্তু সেই শাড়ি কেনা হলো না। হলো না বলা ঠিক না বলা উচিত কিনে দেয়া গেল না। শাহানা কিছুই বলল না। শুধু নীলু লজ্জায় এবং

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible] বাথরুমের দরজা বন্ধ করে ঈদের ভোরবেলায় দীর্ঘ সময় কেঁদেছিল। কত রকমের [illegible] যা আছে মানুষের।

[illegible]দিন শাহানার হয়তো খুব বড় লোকের ঘরে বিয়ে হবে। ভাইয়ের বাড়ির ছোট [illegible] কষ্ট মনেই থাকবে না। কিন্তু নীলুর মনে তো এই দুঃখ থাকবেই। প্রতিটি [illegible] ভোরবেলা মনে পড়বে।

নীলু সাবধানে বিছানা ছেড়ে উঠল। একটা বেজেছে। বাবুর জেগে উঠার সময় [illegible] দুধ খাওয়ার জন্যে কাঁদতে শুরু করবে। দুধ বানিয়ে রাখাই ভালো।

[illegible] ঘরে শাহানা পড়ছে। খুব খাটাখাটনি করছে। নিশ্চয়ই ভালো করবে [illegible]। নীলু দরজা খুলে বেরুতেই শাহানা বলল, তুমি এখনো জেগে আছ?

[illegible]।

পড়াশোনায় দারুণ উৎসাহ দেখি।

তুমি কি চাও আমি ফেল করি?

না, তা চাই না। পড়তে পড়তে মাথা খারাপ করে ফেলো তাও চাই না।

শাহানা বই বন্ধ করে উঠে এলো।

ভাবী একটা কথা বলব।

বলো।

দাদা তোমাকে ছাদে নিয়ে কি বলল?

তেমন কিছু না।

না ভাবী বলো। তোমার পায়ে পড়ি।

নীলু অল্প হেসে বলল, তোমার বিয়ের ব্যাপারে কথা বললাম।

সব সময় ঠাট্টা ভালো লাগে না ভাবী।

ঠাট্টা কোথায় সত্যি কথা বললাম।

না ভাবী বলো কি ব্যাপার।

বললাম তো একটা বিয়ের প্রস্তাব এসেছে তাই নিয়ে কথা হচ্ছিল। ছেলে বিলেতে [illegible] পড়ে। দেখতে খুব সুন্দর। ছবি আছে আমার কাছে, তুমি চাইলে ছবি দেখাতে [illegible]।

কসম বলো।

কসম।

তিন কসম।

তিন কসম আবার কি?

শাহানার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো। সে ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারছে না। আবার অবিশ্বাসও করতে পারছে না। তার মুখ কাঁদো কাঁদো হয়ে গেল। নীলু হাসতে হাসতে বলল, ঠাট্টা করছিলাম। মনে হয় তোমার আশা ভঙ্গ হয়েছে?

শাহানা ছুটে এসে নীলুর চুল টেনে দিল- কেন তুমি এমন আজেবাজে ঠাট্টা করো। আমি প্রায় বিশ্বাস করে ফেলেছিলাম। দেখো এখনো আমার গা কাঁপছে। নীলু শাহানাকে জড়িয়ে ধরল।

Nirjoy

www.BanglaBook.org



বুধবারটা রফিকের জন্যে খুব লাকি। বুধবারে সে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘর থেকে বেরুতে পারে। এই দিন কোনো অঘটন ঘটবে না। কারো সঙ্গে দেখা করতে গেলে দেখা হবে। বাসে উঠলে জানালার পাশে বসার সিট পাওয়া যাবে। বাসের কন্ডাক্টর ভাংতি হিসেবে তাকে দেবে চকচকে নতুন নোট।

আজ বুধবার কিন্তু তবু অঘটন ঘটল। ফার্মগেটে বাস থেকে নামার সময় নতুন পাঞ্জাবিটা ফস করে পেটের কাছে ছিড়ে গেল। অনেকখানি ছিড়ল। রফিকের সঙ্গে শুকনো ভদ্রলোক বললেন– কন্ডাক্টারকে একটা চড় দেন ভাই। তাড়াতাড়ি করেন, বাস ছেড়ে দেবে।

রফিক অবাক হয়ে বলল, তাকে চড় দেব কেন? সে তো ছিড়ে নাই।

সে না ছিড়ুক তার বাস তো ছিড়েছে।

অকাট্য যুক্তি। কিন্তু বাস ছেড়ে দিয়েছে। রফিক বিমর্ষ মুখে স্টেডিয়ামের দিকে এগুতে লাগল। তার প্ল্যান প্রোগ্রাম বদলাতে হবে। ছেড়া পাঞ্জাবি নিয়ে ঘুরে বেড়ানো যায় না। সবচে' ভালো বুদ্ধি হচ্ছে একটা বই কিনে পেটের কাছে ধরে রাখা। অত্যন্ত বিরক্তিকর ব্যাপার।

রফিক নিউজ স্ট্যান্ড থেকে এক কপি বিচিত্রা কিনে উঠে দাঁড়ানো মাত্র মেয়েলী গলা শোনা গেল– রফিক সাহেব।

সে তাকিয়ে দেখে শারমিন। হালকা গোলাপি রঙের শাড়ি গায়ে। লাল টুকটুকে একটা শাল। হাতে পাটের ব্যাগ। শারমিন বলল, এভাবে তাকাচ্ছেন যেন আমাকে চিনতে পারছেন না।

চিনতে পারছি।

আমি তখন থেকে লক্ষ করছি।

তাই নাকি!

হ্যাঁ। দেখলাম পেটে হাত দিয়ে খুব চিন্তিত মুখে আপনি হাঁটছেন।

কী হয়েছে আপনার?

রফিক কিছু বলল না।

আপনার শরীর খারাপ করেছে কিনা এটা জিজ্ঞেস করবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি।

শরীর ঠিকই আছে। বাস থেকে নামার সময় পাঞ্জাবি ছিড়ে গেছে।

ছেঁড়াটা হাত দিয়ে ঢেকে হাঁটছি।

শারমিন হেসে ফেলল। রফিক বিরক্ত মুখে বলল– আপনি হাসছেন?

স্যরি আর হাসব না।

এখানে কি করছেন?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible] কিনতে এসেছি। বিদেশে কিছু বই পাঠাতে হবে। একজন চেয়েছে।

[illegible] বই, গল্প-উপন্যাস?

[illegible], সে গল্প-উপন্যাস পড়ে না। সিরিয়াস ধরনের বই পড়ে।

[illegible]। ডিকশনারি কিনে পাঠিয়ে দিন।

[illegible]। খিলখিল করে হেসে ফেলল। রফিকের মনে হলো বুধবার দিনটি আসলে [illegible] ভালোই।

[illegible] সাহেব আপনার কাজ না থাকলে আসুন আমার সঙ্গে বই পছন্দ করে [illegible]। আছে কোনো কাজ?

[illegible], কাজ নাই কোনো। আর থাকলেইবা কি?

[illegible] হাঁটতে শুরু করল। শারমিনের হাঁটার ভঙ্গি স্বাভাবিক। কোনো রকম সংকোচ [illegible]তা নেই। যেন তারা দীর্ঘদিনের বন্ধু। শারমিন হালকা গলায় বলল, ঐদিন [illegible] খুব রাগ করেছিলেন তাই না?

[illegible]।

[illegible] বেশি রাগ করেছিলেন?

[illegible]।

এখনো রাগ আছে?

আছে।

কি করলে আপনার রাগ কমবে?

আপনি যদি আজ সারাদিন আমার সঙ্গে থাকেন তাহলে রাগ কমবে।

শারমিন চমকে তাকাল। অনেকক্ষণ কোনো কথা বলল না। রফিক বলল, এখন [illegible] আপনি রাগ করেছেন তাই না?

না, আমি রাগ করিনি।

তাহলে কি আজ সারাদিন থাকবেন আমার সঙ্গে? বাজার শেষ করে আমরা [illegible]খানায় যেতে পারি।

শারমিন হেসে ফেলল। রফিক বলল– হাসছেন কেন?

চিড়িয়াখানায় যাবার কথা শুনে হাসছি।

তাহলে অন্য কোথাও, মিউজিয়ামে কিংবা সোনারগাঁয়ে যেতে পারি। প্রাচীন বাংলার [illegible]।

আজ আপনার এত ঘুরাঘুরির শখ হয়েছে কেন?

কারণ আজ আমার জন্মদিন।

বলেই রফিকের একটু খারাপ লাগল। একটা মিথ্যা কথা বলা হলো। কিছু কিছু মানুষের সঙ্গে মিথ্যা কথা বলতে ইচ্ছা করে না। কপটতা করতে ইচ্ছা করে না। রফিক সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগল। জন্মদিন প্রসঙ্গে এই মিথ্যা কথাটা বলে তার খুব খারাপ লাগছে।

আপনার জন্মদিন আজ? বাহ্ বেশ মজা তো। খুব ভালো দিনে দেখা হলো আপনার [illegible]। আসুন আপনাকে একটা গিফট কিনে দেব। আপনি কিন্তু না বলতে পারবেন না।

রফিক কিছু বলল না।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

আপনাকে খুব সুন্দর একটা পাঞ্জাবি কিনে দেব। ছেঁড়া পাঞ্জাবি পরা কেউ আমার পাশে পাশে হাঁটলে আমার ভালো লাগে না।

শারমিন আবার হেসে উঠল। কিশোরীদের মতো হাসি। রিনরিন করে কানে বাজে হঠাৎ করে মন খারাপ করে দেয়।

রফিক মৃদু স্বরে বলল– শারমিন, আমার জন্মদিনের কথাটা মিথ্যা। আজ আমার জন্মদিন নয়।

জন্মদিন নয় তাহলে জন্মদিনের কথাটা কেন বললেন?

আমার ধারণা ছিল এটা বললে আপনি আমার সঙ্গে থাকবেন।

আমার থাকাটা এত জরুরি কেন?

রফিক কোনো জবাব দিল না। কিছু কিছু প্রশ্ন আছে যার জবাব সরাসরি দেয়া যায় না। শারমিন দ্বিতীয়বার বলল, বলুন কেন আপনি চান আমি আজ সারাদিন আপনার সঙ্গে থাকি?

জানি না কেন চাই।

শারমিন হালকা গলায় বলল, আমরা সারা জীবনে অনেক কিছুই চাই কিন্তু সবকিছু পাই না। আমি সব সময় স্বপ্ন দেখি আমার অনেকগুলি ভাইবোন। সবাই হৈচৈ ছুটাছুটি করছে। ঝগড়া করছে। কিন্তু থাকি একা একা। আমার কি মনে হয় জানেন, কেউ যদি তীব্র ভাবে কোনো জিনিস চায় সে সেটা পায় না। কোনো কিছুর জন্যেই প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকা ঠিক না। বুঝতে পারছেন।

পারছি।

চলুন, পাঞ্জাবি কিনি। জন্মদিন উপলক্ষেই দিলাম। এ্যাডভান্স গিফট।

না, কোনো দরকার নেই। আচ্ছা আমি যাই।

চলে যাবেন?

হ্যাঁ।

শারমিন বলল, রফিক সাহেব আপনাকে একটা কথা বলা দরকার। আসুন কোথাও বসে কথাটা বলি। এখানে কোনো ভালো রেস্টুরেন্ট আছে?

না, এদিকে তেমন কিছু নেই।

চলুন কোনো একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসি। চাইনিজ রেস্টুরেন্টগুলি এই সময় ফাঁকা থাকে। আসবেন?

চলুন যাই।

রফিক শারমিনের সহজ-স্বাভাবিক আচার আচরণের প্রশংসা করল। এই মেয়েটি জানে সে কি বলছে কি করছে। এটা খুব বড় কথা। বেশিরভাগ মানুষই জানে না সে কি করছে, কি বলছে।

শারমিন বলল, চায়ের সঙ্গে আর কিছু খাবেন? এরা খুব ভালো সমুসা জাতীয় একটা খাবার তৈরি করে। চায়ের সঙ্গে ভালো লাগবে। দিতে বলি?

বলুন।

শারমিন খাবারের কথা বলল। অস্বস্তির সঙ্গে এদিক-ওদিক খানিকক্ষণ তাকাল। যেন কি বলবে তা একটু গুছিয়ে নিচ্ছে। রফিক বলল, বলুন কি বলবেন।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

আপনি এত গম্ভীর হয়ে থাকলে বলি কি করে? সহজ হয়ে বসুন। আপনাকে দেখে আমি আপনি ভাইভা দিতে এসেছেন।

রফিক হাসতে চেষ্টা করল। শারমিন কি বলবে তা সে বুঝতে চেষ্টা করছে।

শারমিন চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, সাব্বির আহমেদ নামে একজন ভদ্রলোক আছেন। তিনি এম.আই.টি. করছেন আমেরিকায়। অত্যন্ত ভালো ছাত্র এবং আমার বাবা তাকে খুব পছন্দ করেন। আমি নিজেও করি। পছন্দ করার মতোই মানুষ। তাঁর মাকে আমি চাচি ডাকি। যখন আমার কোন কারণে খুব মন খারাপ লাগে তখন আমি উনার কাছে যাই, মন ভালো করবার জন্যে। বুঝতেই পারছেন ইনি কেমন মহিলা। পারছেন না?

রফিক বলল, না।

এই সাব্বির আহমেদ ছেলেটির সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে, যখন আমি ক্লাস ফ্রেন্সে পড়ি তখন থেকে। সে জুলাই মাসে দেশে ফিরবে তখন আমাদের বিয়ে হবে।

রফিক কিছু বলল না। শারমিন মৃদু স্বরে বলল, আমি সুখী হতে চাই। এবং আমি জানি এই বিয়ে আমার জন্যে সুখ নিয়ে আসবে। আমার ইনট্যুশন তাই বলে।

রফিক সিগারেট ধরাল। শারমিন বলল, আমি আসলে একজন দুঃখী মেয়ে। আমি সুখ চাই, সুখী হতে চাই।

সবাই চায়।

হ্যাঁ, সবাই চায়। তবে আমি বোধহয় একটু বেশি চাই।

সে মুখ নিচু করে হাসল। রফিক বলল, কঠিন কঠিন বইগুলি ঐ ভদ্রলোকের জন্যে কিনবেন?

হ্যাঁ। আপনার কথামত একটা ডিকশনারিও কিনে দেব। ওর খুব মেজাজ খারাপ হবে।

রফিক হেসে ফেলল। শারমিন বলল, বই পছন্দ করবার জন্য আপনি আসবেন তো আমার সঙ্গে?

হ্যাঁ, আসব।

কেনাকাটার পর আপনার কথামত আমরা ঘুরে বেড়াব। সারাদিন ঘুরব।

তার দরকার নেই।

দরকার আছে। আজ আমার খুব ঘুরতে ইচ্ছা হচ্ছে। এবং আরেকটা কথা রফিক সাহেব।

বলুন।

এখন থেকে আমরা তুমি তুমি করে বলব। আপনি আপনি শুনতে খারাপ লাগছে।

ঠিক আছে।

প্রথম প্রথম বলতে হয়তো একটু অস্বস্তি লাগবে পরে আর লাগবে না।

সত্যি সত্যি তারা সারাদিন ঘুরে বেড়াল। চিড়িয়াখানা, বোটানিক্যাল গার্ডেন দেখার পর শারমিনের ইচ্ছা হলো, প্রাচীন বাংলার রাজধানী সোনারগাঁ দেখবে। রফিক বলল, যেতে দেরি হয়ে যাবে। সন্ধ্যা হয়ে যাবে।

হোক সন্ধ্যা, আমার দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে। সঙ্গে গাড়ি আছে, অসুবিধা কি?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

উৎসাহে ও আনন্দে শারমিন ঝলমল করছে। এই আনন্দের উৎসটি কোথায় কে জানে? সারা পথ হাত নেড়ে নেড়ে সে অনেক গল্প করতে লাগল। তুচ্ছ সব কথা এতেই একেকবার সে হাসতে হাসতে ভেঙে গড়িয়ে পড়ছে।

রফিক মোটামুটি চুপচাপই আছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে একটা ঘোরের মধ্যে আছে। পরিষ্কারভাবে সে কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না।

সোনারগাঁ যাওয়ার পথে শারমিনের চায়ের পিপাসা পেয়ে গেল। পথের পাশে গাড়ি থামিয়ে তারা চা খেল। শারমিন বলল, কেমন গ্রাম গ্রাম চারদিক তাই না?

এটা তো গ্রামই। গ্রাম গ্রামতো লাগবেই।

তুমি কখনো গ্রামে গিয়েছ রফিক?

যাব না কেন, অনেকবার গিয়েছি।

আমি কখনো গ্রাম দেখিনি। একবার তোমার সঙ্গে গিয়ে দেখে আসব।

বেশ তো।

গ্রামের জোছনা নাকি খুব সুন্দর হয়?

হয় বোধ হয়, আমার এমন কাব্য ভাব নেই। মন দিয়ে দেখিনি কখনো।

তেমন কোনো হাসির কথা নয়, কিন্তু খিলখিল করে হেসে উঠল শারমিন যেন খুব মজার কথা। রফিক বলল, তোমার সাব্বির সাহেব কি তোমাকে আমার সঙ্গে গ্রামে যেতে দেবেন?

দেবে না কেন? নিশ্চয়ই দেবে।

দেখা যাবে।

ওর মধ্যে কোনো প্রিজুডিস নেই।

না থাকলেই ভালো।

আর সে ভাবুক ধরনের, রাতদিন বই নিয়ে থাকে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। মাঝে মাঝে হঠাৎ রোমান্টিক হতে চেষ্টা করে সেটা আরো হাস্যকর লাগে।

দু'একটি উদাহরণ দাও শুনি।

না, থাক, আমার লজ্জা করবে।

আহ লজ্জার কি আছে এর মধ্যে?

শারমিন গম্ভীর হয়ে বলল, যেমন গত মাসে হঠাৎ চিঠি লিখল– শারমিন তুমি অবশ্যই তোমার মাথার একগাছি চুল ঘামে ভরে পাঠাবে।

বলেই শারমিন লজ্জা পেল। সন্ধ্যার আলোয় তার লজ্জারাঙা মুখ দেখতে বড় ভালো লাগল রফিকের। তার জীবনে এই দিনটি বিশেষ দিন হয়ে থাকবে। একটি গোপন সঞ্চয়। রফিক একটি দীর্ঘ নিশ্বাস গোপন করল। তার মনে হলো সুখ এবং দুঃখ একসঙ্গে মিশে থাকে এমন ঘটনার সংখ্যা পৃথবীতে খুব বেশি।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

শারমিন বাড়ি ফিরল রাত আটটায়। রহমান সাহেব উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। তাকে দেখেই বললেন,

কোথায় ছিলে মা?

ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। আমেরিকায় পাঠাবার জন্যে কিছু বই কিনলাম, তারপর এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ওকে নিয়ে খুব ঘুরলাম।

ফোন তো দেবে। খুব চিন্তা করছিলাম।

আই এ্যাম স্যরি।

একটা টেলিফোন করে দিলেই হতো।

এমনটা মনে হয়নি। প্লিজ বাবা রাগ করো না।

শারমিন বাবাকে জড়িয়ে ধরল। রহমান সাহেব হেসে ফেললেন।

খুব ভালো বন্ধু বুঝি?

হুঁ।

অনেকদিন পর দেখা হলো?

হুঁ।

গাড়ি নিয়ে এলে না কেন?

নিয়ে আসব একদিন।

সাব্বিরের চিঠি এসেছে। তোমার টেবিলে রেখে এসেছি।

থ্যাংকস।

কিছু বইপত্রও বোধহয় পাঠিয়েছে। বিরাট একটা প্যাকেট দেখলাম।

ওর বই পাঠাতে বলেছিলাম। তাই পাঠিয়েছে।

সাব্বিরের চিঠিগুলো সাধারণত ছোট হয়। "তুমি কেমন আছ? আমি ভালো। এখানকার ওয়েদার এখন বেশ চমৎকার।" এতেই শেষ।

কিন্তু এবারের চিঠিটি বেশ দীর্ঘ। ওয়েদার ভালো ছাড়াও অনেক কিছু লেখা। শারমিন লক্ষ করল চিঠি পড়তে তার কেমন যেন আগের মতো ভালো লাগছে না। গোটানো ধরনের হাতের লেখার দিকে তাকিয়ে তার সত্যি সত্যি হাই উঠল।

পাঠানো বইগুলিও খুলে দেখতে ইচ্ছা করছে না। এরকম হচ্ছে কেন? দায়িত্ব পালনের মতো করে সে চিঠি শেষ করল। বইয়ের প্যাকেট খুলে বইগুলি উল্টে পাল্টে দেখল। রাত দশটার দিকে গেল বাবার ঘরে। শোবার আগে 'গুড নাইট' জানাতে।

রহমান সাহেব বেতের চেয়ারে গা এলিয়ে চুরুট টানছিলেন। ঘরে একটা হালকা মিষ্টি গন্ধ। রাতের খাবারের পর তিনি সাধারণত এক পেগ হুইস্কি খেয়ে থাকেন।

শারমিনকে ঢুকতে দেখে নড়ে চড়ে বসলেন। আদুরে গলায় বললেন; ঘুমুতে যাচ্ছ মা?

হুঁ।

বসো, একটু।

শারমিন বসল।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

কি লিখেছে সাব্বির? কেমন আছে সে?

ভালোই আছে।

কবে আসবে কিছু লিখেছে?

না।

আমি ভাবছি ওকে লিখব জুন-জুলাইয়ের দিকে একবার দেশে আসতে। বাই দিস টাইম তোমার এম.এ. পরীক্ষার রেজাল্টও নিশ্চয়ই বের হয়ে যাবে। হবে না?

হ্যাঁ হবে। আগস্টেই হবার কথা।

গুড। তাই লিখব। যাও মা এখন ঘুমুতে যাও। মনে হয় অনেক রাত হয়েছে।

শারমিন উঠে দাঁড়াল এবং হঠাৎ রহমান সাহেবকে অবাক করে দিয়ে শান্ত স্বরে বলল, বাবা আমি ঠিক করেছি সাব্বির ভাইকে বিয়ে করব না।

রহমান সাহেব পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন মেয়ের দিকে। তাঁর চেহারা বা বসে থাকার ভঙ্গিতে পরিবর্তন হলো না। চুরুট নিতে গিয়েছিল, তিনি চুরুট ধরালেন এবং অত্যন্ত স্বাভাবিক স্বরে বললেন, এই নিয়ে আমি কাল সকালে তোমার সঙ্গে কথা বলব, এখন ঘুমুতে যাও।

শারমিন নড়ল না। যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। রহমান সাহেব শীতল কণ্ঠে বললেন, ঘুমুতে যাও শারমিন।

শারমিন ঘর ছেড়ে গেল। রহমান সাহেব সাধারণত এগারোটার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েন। আজ অনেক রাত পর্যন্ত জেগে রইলেন। রাত একটায় বারান্দায় হাঁটতে গিয়ে দেখেন শারমিনের ঘরেও বাতি জ্বলছে। একবার ভাবলেন, ডাকেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ডাকলেন না।

ছোটবেলায় শারমিন মাঝে মাঝে ভয় পেয়ে বাতি জ্বালিয়ে বিছানায় বসে থাকত। তিনি দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলতেন- ভয় পাচ্ছ মা?

হ্যাঁ।

আমার সঙ্গে ঘুমুবে?

না।

মজনুর মাকে বলব তোমার ঘরে ঘুমুতে? মেঝেতে বিছানা পেতে সে ঘুমুবে।

না।

আচ্ছা ঠিক আছে সে না হয় দরজার বাইরে ঘুমাক।

না দরকার নেই।

শারমিন অত্যন্ত জেদী। তাকে দেখে অবশ্যি খুব নরম ধরনের মেয়ে বলেই মনে হয়। রহমান সাহেব অত্যন্ত চিন্তিত বোধ করলেন। শারমিনের ভেতর এক ধরনের দৃঢ়তা আছে, যাকে তিনি ভয় করেন। তার সঙ্গে খুলাখুলি আলাপ করতে হবে। সেজন্যে তাঁকে সকাল হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। অপেক্ষা করার মতো বাজে ব্যাপার আর কিছুই নেই।

ভোরবেলা শারমিনকে খুব স্বাভাবিক মনে হলো। নিজের হাতে বাবার জন্যে বেড

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible] গেলো। মার্টিকে খাবার দিয়ে বাগানে বেড়াতে গেল। তার রোজকার অভ্যাস [illegible] নাশতা না দেয়া পর্যন্ত বাগানে হাঁটা। তাঁর সঙ্গে হাঁটবে মার্টি। মার্টি [illegible] হাঁটবে আবার দৌড়ে গিয়ে তার খাবার খাবে, আবার ছুটে আসবে শারমিনের [illegible]।

নাশতার টেবিলে রহমান সাহেব শারমিনকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করলেন। চেহারায় [illegible] ভ্রমণের ক্লান্তি নেই। ভোরবেলায় গোসল করেছে। স্নিগ্ধ একটা ভাব এসেছে [illegible]। রহমান সাহেব চা খেতে খেতে বললেন, কাল রাতে তুমি একটি প্রসঙ্গ [illegible] আমরা কি সেটা নিয়ে এখন আলাপ করব?

শারমিন মৃদু স্বরে বলল, আলাপ করার দরকার নেই।

আমি কি লিখব সাব্বিরকে আসবার জন্যে?

[illegible] লেখো।

কোনো কারণে কি তোমার মন বিক্ষিপ্ত?

না।

রহমান সাহেব নিঃশব্দে চা পান পর্ব শেষ করলেন। চুরুট ধরালেন এবং এক সময় [illegible] একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, চলো আমরা বরং বেড়িয়ে আসি কোনো জায়গা [illegible]। যাবে?

যাব।

কোথায় যেতে চাও?

আমি জানি না, তুমি ঠিক করো।

নেপালে যাবে? হিমালয় কন্যা নেপাল।

যাব।

বেশ আমি ব্যবস্থা করছি।

শারমিনরা পরের সোমবারেই সাতদিনের জন্যে নেপাল চলে গেল। বেড়াতে যাবার [illegible] সময়টা ভালো নয়। প্রচণ্ড শীত, কিন্তু তবু ঢাকা ছেড়ে বেরুতে পেরে শারমিনের [illegible] লাগল। কেমন যেন হাঁপ ধরে গিয়েছিল। নেপাল থেকে সে সুন্দর একটি চিঠি লিখল সাব্বিরকে।

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আমরা বেশ ক'দিন হলো নেপালে এসেছি। চমৎকার জায়গা। আপনিও চলে আসুন। আপনি এলে আমার আরো ভালো লাগবে। কিছুদিন ধরেই আমার কেন জানি খুব ফাঁকা ফাঁকা লাগে। আপনি এলে রাতদিন আপনার সঙ্গে গল্প করব। আপনার যত কাজই থাকুক সব ফেলে রেখে আমার সঙ্গে গল্প করতে হবে। গোমড়ামুখের প্রফেসর আমার এতটুকুও পছন্দ নয়।

বিনীতা
শারমিন

Nirjoy

www.BanglaBook.org



টুনীর বয়স এখন ন'মাস।

ন'মাস বয়েসি বাচ্চারা বাবা, মা, দুদু এই জাতীয় কথা বলতে শেখে, কিন্তু টুনীর ব্যাপারটা হয়েছে এই রকম সে শুধু শিখেছে একটি শব্দ- জেজে। যাই দেখে উল্লসিত হয়ে ওঠে এবং হাত নেড়ে বলে ওঠে, জেজে।

তাকে কথা শেখানোর দায়িত্ব নিয়েছে শাহানা। শাহানার পরীক্ষা হয়ে গেছে। কাজেই প্রচুর অবসর। শাহানা ঘোষণা করেছে, এক মাসের মধ্যে টুনীকে সব কথা শিখিয়ে ফেলবে।

শাহানা টুনীকে সোফার গায়ে হেলান দিয়ে বসিয়েছে। টুনী তাকে লক্ষ করছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। শাহানা তার মনোযোগ আরো ভালোভাবে আকর্ষণ করবার জন্যে কিছুক্ষণ হাত নাড়ল, তারপর বলল, বলো তো টুনী- মামা। টুনী তার দু'টি দাঁত বের করে ফিক করে হেসে ফেলল, তারপর গম্ভীর হয়ে বলল-জেজে।

উঁহু, জেজে নয়। বলো মামা।

জেজে, জেজে

হলো না। বোকা মেয়ে, বলো মা মা।

জে জে। জে...

মোটেও হচ্ছে না। ইচ্ছা করলেই তুমি পারবে। তোমার কত বুদ্ধি।

জে জে। জে...

হচ্ছে না।

জেজে, জেজে, জেজে।

শাহানা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল। টুনী হাত বাড়িয়ে দিল। সে কোলে উঠতে চায়। দু'টি জিনিস সে খুব ভালো শিখেছে- কোল এবং ছাদ। কোলে উঠেই সে দরজার দিকে দেখাবে। দরজা খোলা মাত্র ছাদের দিকে হাত বাড়াবে।

ছাদে নিয়ে ছেড়ে দিলে সে নিজের মনে হামাগুড়ি দেবে। মাঝে মাঝে একা একা দাঁড়াতে গিয়ে ধপ করে পড়ে যাবে। ব্যথা পেলেও কাঁদবে না। অবাক হয়ে বলবে- জেজে, জেজে।

শাহানা, টুনীকে কোলে নিয়ে উঁচু গলায় বলল- ভাবী আমি ওকে একটু ছাদে নিয়ে যাচ্ছি। কেউ তার কথার কোনো জবাব দিল না। নীলু রান্নাঘরে রান্না নিয়ে ব্যস্ত। মনোয়ারা গেছেন ডেনটিস্টের কাছে কাল রাত থেকে তাঁর দাঁতে ব্যথা। আজ গেছেন দাঁত ফেলে আসতে।

শাহানা ছাদে উঠে গেল, রাতে তুমুল বৃষ্টি হয়েছে। ছাদ ভেজা। টুনীকে নামানোর

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible] না, কিন্তু সে নেমে পড়ার জন্যে ছটফট করছে। শাহানা, আনিসের ঘরে উঁকি দিল।

আনিস তিনকোনা একটা কাঠের বাক্সে হাতুড়ী দিয়ে পেরেক মারছিল। শাহানাকে [illegible] করে বিছানার চাদর টেনে বাক্স ঢেকে ফেলল। শাহানা অবাক হয়ে বলল– এসব ব্যাপার কি?

আনিস বলল, আমার ম্যাজিকের বাক্স। পাবলিককে দেখানো নিষেধ আছে।

ম্যাজিকের ব্যাপারটি অল্প কিছুদিন হলো শুরু হয়েছে। আনিস মনস্থির করেছে সে [illegible] হবে। পড়াশোনায় তার মাথা নেই। এই লাইনে কিছু করতে পারবে না। [illegible] ম্যাজিকের লাইনে সে উন্নতি করবে।

[illegible] সাহেব মহা বিরক্ত হয়েছেন। কোনো ভদ্রলোকের ছেলে ম্যাজিশিয়ান হতে [illegible] এটা ভাবলেই তাঁর মাথায় রক্ত উঠে যায়। সার্কাস, ম্যাজিক এইসব হচ্ছে ফালতু [illegible] কাজ। ভদ্রলোকের কাজ না। আনিসকে তিনি ঘাড় ধরেই বের করে দিতেন, কিন্তু মেয়ের জন্যে পারেননি। বীণা, আনিসকে তাড়িয়ে দেয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে শুনেই [illegible]-দাওয়া বন্ধ করে এমন একটা কাণ্ড করেছে যে তিনি রীতিমত হকচকিয়ে গেছেন। [illegible] ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করেছেন– প্রেম ফ্রেম নাতো? লতিফা রেগে গিয়ে বলেছেন, কি পাগলের মতো কথা বল? বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ পেয়েছে নাকি তোমার? চাকর শ্রেণীর [illegible] লোকের সঙ্গে তোমার মেয়ে প্রেম করবে? এসব নিয়ে আর কোনোদিন কথা বলবে না।

আনিসকে কি চলে যেতে বলব?

থাক চলে যেতে বলার দরকার নেই, ওর এ বাড়িতে ঢুকা আমি বন্ধ করছি।

কিভাবে?

আমি ব্যবস্থা করব তুমি দেখো না।

ব্যবস্থা তিনি কি করলেন ঠিক জানা গেল না। শুধু দেখা গেল আনিস একটা [illegible]কেরোসিন কুকার কিনেছে। নিজের রান্না এখন নিজেই রাঁধছে।

আনিসের ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত হবার জন্যে লতিফা বেশ কিছুদিন স্কুল ছুটি হবার সময়টায় স্কুল গেটের কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন। যদি আনিসকে দেখা যায়। না, দেখা গেল না।

বীণার একটা তালাবন্ধ স্যুটকেস আছে। চাবি জোগাড় করে গোপনে একদিন সেই স্যুটকেস খুললেন যদি চিঠিপত্র কিছু পাওয়া যায়। আনিসের কোনো চিঠি পাওয়া গেল না, তবে পাশা নামের একটি ছেলের কুৎসিত ধরনের একটা চিঠি পাওয়া গেল। সেই চিঠি পড়ে তাঁর রক্ত হিম হয়ে যাবার জোগাড়। কি সর্বনাশ!

লতিফা চিঠির কথা কাউকে বলতে পারলেন না। এটি এমনই এক চিঠি যা কাউকে দেখানো যায় না, কারো সঙ্গে এ নিয়ে গল্পও করা যায় না। বীণা সেই চিঠি স্যুটকেসের পকেটে যত্ন করে রেখে দিয়েছে কেন কে জানে?

টুনীকে কোলে নিয়ে শাহানা কৌতূহলী হয়ে আনিসের ঘরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা

Nirjoy

www.BanglaBook.org

জিনিসপত্র দেখছে। সে বলল, সবই কি আপনার ম্যাজিকের জিনিস নাকি আনিস ভাই?

হুঁ।

ঐ আংটাগুলি কি?

লিংকিং রিঙ। একটা চাইনিজ ট্রিক। একটার ভেতর দিয়ে একটা ঢুকে যায়, আবার বের হয়ে আসে।

তাই নাকি? দেখান না।

এখন দেখানো যাবে না, প্রাকটিস নেই। পুরোপুরি ওস্তাদ না হয়ে আমি কোনো ম্যাজিক দেখাব না। বাইরে দাঁড়িয়ে আছ কেন, ভেতরে আসো।

না।

না, কেন?

ইচ্ছা করছে না।

প্লিজ আস। চা বানিয়ে খাওয়াব, আমার ঘরে এখন চা বানানোর সব সরঞ্জাম আছে।

চা আমি খাই না।

টুনীকে কোলে নিয়ে শাহানা নিচে নেমে গেল।

নীলু রান্না চড়াতে গিয়ে দেখল, লবণ নেই। কাজের কোনো লোক নেই। এমন মুশকিল হয় একেকবার। এখন লবণের জন্যে পাঠাতে হবে রফিককে, সে বোধহয় এখনো ঘুমুচ্ছে। ঘুম ভাঙালে সে রাগ করবে। দশটা বেজে যাচ্ছে, সফিকের যাবার সময় হয়ে এলো। আজ না খেয়েই অফিসে যেতে হবে।

নীলু উঠে এলো। রফিককে অনুরোধ-টনুরোধ করে পাঠাতে হবে, এছাড়া উপায় নেই।

রফিকের ঘরের সামনে এসে নীলু থমকে দাঁড়ায়। দরজায় নোটিশ ঝুলছে– রাত তিনটা দশ মিনিটে ঘুমাতে যাচ্ছি। কেউ যেন সকাল এগারোটার আগে না ডাকে। ডাকলে খুনাখুনি হয়ে যাবে।

উপায় নেই। নীলু দরজায় ধাক্কা দিল। রফিক চেঁচিয়ে উঠল, কে?

আমি।

ভাবী তুমি অন্ধ নাকি? নোটিশ দেখছ না?

দেখছি। উপায় নেই আমার, প্লিজ উঠে আসো।

কি করতে হবে?

লবণ এনে দিতে হবে। রান্না চড়াতে পারছি না।

রফিক অত্যন্ত বিরক্ত মুখে দরজা খুলল। বিড়বিড় করে বলল– ভোর রাতে তোমাকে রান্না চড়াতে হয় কেন বলো তো? তোমাদের যন্ত্রণায় শান্তিতে একটু ঘুমাবার উপায় নেই।

রফিকের দাড়ি অনেকখানি বড় হয়েছে। তাকে দাড়িতে এখন ভালোই লাগছে। স্বাস্থ্যও আগের চেয়ে একটু ভালো হয়েছে। পড়াশোনার ঝামেলা চুকেছে এই শান্তিতেই বোধ হয়।

এম.এ. পরীক্ষায় রফিকের রেজাল্ট বেশ ভালো হয়েছে। সেকেন্ড ক্লাস থার্ড। সে

Nirjoy

www.BanglaBook.org

...আশা করেছিল, তবে নিচের দিকে। রেজাল্ট বের হবার পর অন্যদের ...নিজে বেশি অবাক হয়েছে। নীলুকে বলেছে, আরেকটু খাটাখাটনি করলে ...মেরে দিতে পারতাম ভাবী। কি পারতাম না?

...তো পারতেই।

...যে একজন ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র তা আগে বুঝতে পারিনি। আগে বুঝতে পারলে ...পড়তাম। আর তো পড়ার স্কোপ নাই। শেষ পরীক্ষাটাও দিয়ে দিলাম।

...এস-এর জন্য পড়ো। বিসিএস দাও।

...এস আমার হবে না ভাবী। ভাইভাতে আউট করে দেবে।

...?

...এস-এ চেহারা-টেহারা দেখে। আমার তো সেই দিক দিয়ে জিরো। শর্ট। ...বোকা চাহনি। তাও দাড়িটা থাকায় রক্ষা।

তোমার কি ধারণা দাড়ি রাখায় তোমাকে খুব হ্যান্ডসাম লাগছে?

...ন্ডসাম না লাগলেও ইন্টেলিজেন্ট লাগছে। চেহারায় এটা শার্পনেস চলে এসেছে।

...সে নাই? একটা অনেস্ট অপিনিয়ন দাও তো ভাবী।

...করির চেষ্টা সে বেশ করছে। তিনটি ইন্টারভ্যু দিয়েছে এ পর্যন্ত। একটা সিলেট ...খানে, বাকি দুটি ব্যাঙ্কে। চা বাগানে ইন্টারভ্যু খুব ভালো হয়েছিল। রফিকের ধারণা ...সে সেখানেই হবে। হয়নি। ব্যাংকের ইন্টারভ্যু ভালো হয়নি। তাকে জিজ্ঞেস করেছে, ...লাদেশের আয়তন কত? সে বলতে পারেনি। ইন্টারভ্যু বোর্ডের এক ভদ্রলোক ...বলেন, এম.এ. পাস করেছেন আর বাংলাদেশের আয়তন কত এটা জানেন না? ...আওয়ামী লীগের ছয় দফা কি কি বলতে পারবেন। এটাতেও সে গণ্ডগোল করে ফেলল। ...ভদ্রলোক বিরক্ত স্বরে বললেন, ইন্টারভ্যু বোর্ড একটু প্রিপিয়ার্ড হয়ে ফেস করবেন। ...পড়াশোনা করে তারপর আসবেন।

রফিক এরপর অবশ্যি আটঘাট বেঁধে নেমেছে। জেনারেল নলেজের বই কিনে ...ফেলেছে তিনটি। নোট করছে, পড়ছে। উৎসাহের সীমা নেই।

সফিক অফিসের কাপড় পরে খাবার ঘরে আসতেই নীলু লজ্জিত মুখে বলল, আজ ...রান্না শেষ হয়নি এখনো। সফিক কিছু বলল না। কিন্তু তার মুখ দেখেই মনে হচ্ছে সে ...কটা বিরক্ত।

লবণ ছিল না। রফিক লবণ আনতে গিয়ে অনেকখানি দেরি করল। তুমি আজ ...ন্টিনে খেয়ে নিও।

ঠিক আছে।

নীলু ইতস্তত করে বলল, আর ঐ চায়ের দাওয়াতের কথাটা মনে আছে?

কোন দাওয়াত?

ঐ যে আমার বন্ধু বন্যা চায়ের দাওয়াত দিয়েছে আমাদের দুজনকে। ওদের ম্যারেজ ...নিভার্সারি। রাতে তোমাকে বলেছিলাম।

কটার সময় যাবার কথা?

চারটায়।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

ঐ সময় তো আমি থাকব টঙ্গী। ছ'টা পর্যন্ত ফিল্ডে কাজ।

একদিন না গেলে হয় না?

আরে না। না গেলে হবে কেন?

আমি একাই যাব?

যদি যেতেই হয় একা যাও। কিংবা রফিককে বলো পৌঁছে দেবে।

নীলু কিছু বলল না। তার মনে ক্ষীণ আশা ছিল সফিক হয়তো যেতে রাজি হবে। অনেকদিন তারা একসঙ্গে কোথাও যায় না। রাতে দাওয়াতের কথা শুনে হাই তুলে বলেছিল, আচ্ছা দেখি। তার মানে যাওয়া যেতে পারে। এখন মনে হচ্ছে দেখির মানে- সম্ভব না। নীলু ঘরের কাজ শেষ করতে লাগল। একাই যাবে সে। এবং ফিরবে সন্ধ্যা পার করে। এমন দেরি করবে যাতে সবাই চিন্তায় পড়ে যায়।

মনোয়ারা দাঁত দেখাতে সেই সকালে গিয়েছেন এখনো ফেরেননি। এটাও একটা চিন্তার ব্যাপার। কোনো ঝামেলা হয়েছে কিনা কে জানে। এত দেরি হবারতো কথা নয়।

নীলু রান্না শেষ করে ময়লা কাপড় ধুতে ঢুকল বাথরুমে। যেদিনই সে কাপড় ভেজায় সেদিনই আকাশ অন্ধকার করে বৃষ্টি নামে। শাশুড়ি চেঁচামেচি করতে থাকেন, দিনক্ষণ দেখে কাপড় ভিজাতে পার না। একি বিশ্রী অভ্যাস তোমার বৌমা, বৃষ্টি বাদলা ছাড়া তুমি কাপড় ধুতে পারো না। এক কথা কত বার করে বলব তোমাকে?

আজ অবশ্যি বৃষ্টি হবে না, কড়া রোদ উঠেছে। ঘণ্টা দু'এক এরকম থাকলে সব কাপড় শুকিয়ে খটখট হয়ে যাবে।

বালতিতে ভেজা কাপড় নিয়ে নীলু ছাদে গেল। আনিস ছাদে হাঁটতে হাঁটতে সিগারেট টানছিল। নীলুকে আসতে দেখেই সিগারেট ছুঁড়ে ফেলল। নীলু বলল, জাদুকরের খবর কি?

কোনো খবর নেই ভাবী। রান্না চড়িয়েছি।

কি রান্না আজ?

ভাত আর ডিম ভাজা।

রোজ রোজ ডিম ভাজা খেতে অরুচি লাগে না?

না। কাপড় আমার কাছে দিন ভাবী, আমি মেলে দিচ্ছি।

তোমার মেলতে হবে না। এটা মেয়েদের কাজ।

মেয়েদের কাজ বলে আলাদা কিছু আছে?

আছে। এখনো আছে। তোমার ম্যাজিক কেমন চলছে?

ভালোই চলছে ভাবী। এখন পামিং শিখছি।

কি শিখছ?

পামিং। অর্থাৎ হাতের তালুতে লুকিয়ে রাখার কৌশল।

এইসব কৌশল আমরা কবে দেখতে পাব?

খুব শিগগিরই পাবেন।

পিসি সরকার হচ্ছ তাহলে?

হ্যাঁ ভাবী। আপনি হাসছেন- আমি কিন্তু সত্যি সত্যি হব।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

নিশ্চয়ই হবে। হবে না কেন? সেদিন আমরা সবাইকে বলব জাদুকর আনিস সাহেবকে আমরা ছোটবেলা থেকেই চিনতাম। তিনি আমাদের দোতলার চিলেকোঠায় থাকতেন।

আপনি মনে মনে হাসছেন।

না ভাই হাসছি না?

সফিকের অফিস মতিঝিলে-বিটা ফার্মাসিউটিক্যালস এন্ড ইনসেকটিসাইড। ওষুধের একটা অষুধ তৈরির কারখানা। মূল কারখানাটি তেজগাঁয় এখন সেটি আরো বাড়ানো হচ্ছে। টঙ্গীতে নতুন একটি কারখানা হচ্ছে।

বিদেশি কোম্পানিগুলোতে যেমন সাহেবী কায়দা কানুন থাকে, এখানে সে রকম নয়। দেশিয় অফিসগুলির মতোই ঢিলাঢালা ভাব, স্যুরেনসেন হচ্ছে একমাত্র বিদেশি। বাংলাদেশে কোম্পানির বড় কর্তা। স্যুরেনসেনের বাড়ি নরওয়েতে, পড়াশোনা করেছে জাপানে। ইংরেজি ভালো বলতে পারে না।

বিদেশিদের সম্পর্কে আমাদের সাধারণ ধারণা হচ্ছে এরা অত্যন্ত কর্মঠ। সময় সম্পর্কে সচেতন। কাজ ছাড়া কিছুই বোঝে না- ইত্যাদি। স্যুরেনসেনের সঙ্গে তার কোনোটাই মিলে না। লোকটি মহাফাঁকিবাজ। কাজ কিছুই বোঝে না। অকারণে চেঁচায়।

সফিক অফিসে ঢুকেই শুনে সাহেব খুব রেগে আছে। সবাইকে বকাবকি করছে। সফিক অবাক হয়ে বলল- কেন?

কে জানে কেন? কয়েকবার আপনার খোঁজ করেছে। যান স্যার, দেখা করে আসেন।

সফিক ঘরে ঢুকতেই সাহেব চেঁচিয়ে উঠল, কি ব্যাপার সফিক এত দেরি কেন?

দেরি না, তুমিই চলে এসেছ সকাল সকাল। মনে হচ্ছে তুমি কোনো কারণে আপসেট।

আপসেট হব না। তুমি পড়ে দেখো হল্যান্ডের হোম অফিস থেকে কি লিখেছে।

কি লিখেছে?

আহ পড়তে বলছি পড়ো। জিজ্ঞেস করছ কেন?

এমন মেজাজ খারাপ করার মতো কোনো চিঠি নয়। হেড অফিস জানতে চেয়েছে লট নং ৩৭২-এর স্যাম্পল কেন এখনো পাঠানো হয়নি। র‍্যানডম স্যাম্পলিং করা হচ্ছে না এবং আনুষঙ্গিক অন্য কাজও আটকে আছে কাজেই...।

সফিক বলল, স্যাম্পল যথাসময়ে পাঠানো হয়েছে। শিপমেন্টের ঝামেলায় হয়তো পৌঁছেনি। এই নিয়ে আপসেট হওয়ার কিছুই নেই।

পাঠানো হয়েছে?

নিশ্চয়ই পাঠানো হয়েছে। কাগজপত্র এনে দেখাচ্ছি তোমাকে।

দেখানোর দরকার নেই। তুমি একটা চিঠি পাঠাবার ব্যবস্থা করো। চিঠিতে লেখা থাকবে এত তারিখে স্যাম্পল শিপমেন্ট করা হয়েছে। তোমরা যদি না পাও আমাদের অবিলম্বে জানাও।

ঠিক আছে।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

চিঠি না। একটা টেলেক্স করে দাও।

টেলেক্সই করব।

স্যারেনসেন মুহূর্তের মধ্যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। অমায়িক গলায় বলল- কফি খাবে নাকি?

না, কফি খাব না।

টঙ্গীর কাজ কেমন এগুচ্ছে?

ভালোই এগুচ্ছে।

খুব নজর রাখবে তোমাদের দেশের লোক কিন্তু সুযোগ পেলেই ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা করে।

সফিক কিছু বলল না। সাহেব গম্ভীর গলায় বলল, আমার কমেন্ট শুনে আবার মন খারাপ করোনি তো?

না।

গুড। শোনো সফিক আজ আমি একটু সকাল সকাল ঘরে ফিরব। কাজেই আমাকে দিয়ে কোনো সইটই করাবার থাকলে করিয়ে নিও।

ঠিক আছে। আমি তাহলে যাই এখন?

যাও।

সফিক তার নিজের ঘরে ঢুকল। তার পদ হচ্ছে ম্যানেজারের। ম্যানেজার, এডমিনিস্ট্রেশন। তবে সে গত ছ'মাস ধরে জেনারেল ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করছে। আগের জেনারেল ম্যানেজার ইংল্যান্ডের মি. রেভার্স টনির সঙ্গে বড়কর্তার খিটিমিটি চলছিল বহুদিন থেকে। গত ক্রিসমাসে সেই খিটিমিটি চরমে উঠেছে এবং রেভার্স সাহেব একদিন অফিসে এসে বড় সাহেবকে যে কথাগুলি বলল তার বাংলা অর্থ হচ্ছে, তোমার অফিস এবং কারখানা তুমি তোমার পশ্চাদ্দেশে প্রবেশ করিয়ে বসে থাক আমি চললাম। সাহেবরাও নোংরা কথা আমাদের মতোই গুছিয়ে বলতে পারে।

বড় সাহেব এক সপ্তাহ গম্ভীর হয়ে রইল। প্রতি সন্ধ্যায় সাত-আট পেগ হুইস্কি খেয়ে পুরোপুরি আউট হবার চেষ্টা করতে লাগল। সেটা সম্ভব হলো না। এ্যালকোহল তাঁকে খুব একটা প্রভাবিত করতে পারে না। এক সপ্তাহ পর জেনারেল ম্যানেজার হারানোর দুঃখ তার অনেকটা কমে এলো। সে সফিককে ডেকে বলল, তুমি জেনারেল ম্যানেজারের দায়িত্ব নিয়ে নাও। আমি দশদিনের মধ্যে হেড অফিস থেকে অর্ডার আনিয়ে দিচ্ছি। ব্রিটিশগুলি হচ্ছে মহা হারামজাদা। টনি, কোম্পানিটার বারোটা বাজিয়ে দিয়ে গেছে। তোমার দায়িত্ব হচ্ছে সব ঠিকঠাক করা।

দশদিনের মধ্যে অর্ডার আসার কথা। ছ'মাস হয়ে গেল অর্ডারের কোনো খোঁজ নেই। যখনই কোনোরকম ঝামেলা উপস্থিত হয় বড় সাহেব সফিককে ডেকে বলে, ব্যাপারটা খুব ঠাণ্ডা মাথায় ট্যাকল করো সফিক, আমি হেড অফিসে টেলেক্স করছি। কেন তারা তোমাকে এখনো কনফার্ম করছে না। এরা পেয়েছেটা কি? এভাবে কোনো আন্তর্জাতিক কোম্পানি চলে, না চলা উচিত?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

আসলে সফিকের অবস্থা একটু অস্বস্তিকর। সিদ্দিক সাহেব হচ্ছেন তার দু'বছরের সিনিয়র। আগে ছিলেন প্রডাকশন ম্যানেজার বছরখানেক আগে তাঁকে ঢাকা হেড অফিসে ট্রান্সফার করা হয়েছে। তাঁকে ডিঙিয়ে জেনারেল ম্যানেজার হওয়াটা তিনি সহজভাবে দেখছেন না। সফিকের বিরুদ্ধে বেশ জোরালো একটি দলও তাঁর আছে। তাঁর আচার আচরণে সেটা কখনো বোঝা যায় না। সিদ্দিক সাহেব অত্যন্ত মিষ্টভাষী ভদ্রলোক। সবার সঙ্গেই প্রচুর রসিকতা করেন।

সফিক তার ঘরে বসামাত্রই সিদ্দিক সাহেব ঢুকলেন। এবং তাঁর স্বভাব মত বললেন, আপনার জি এম সাহেব, হোয়াট ইজ নিউ? সাহেবকে ঠাণ্ডা করেছেন?

হুঁ। এখন ঠাণ্ডা।

আসলে এই কোম্পানিতে একটা পোস্ট ক্রিয়েট করা দরকার, যে পোস্টের কাজই হবে সাহেবকে ঠাণ্ডা রাখা।

সফিক কিছু বলল না। সিদ্দিক সাহেব বললেন, আপনার জন্যে একটা দুঃসংবাদ আছে।

দুঃসংবাদটা দিতে এলাম।

কি দুঃসংবাদ?

হিস্টোলিনের একটা নতুন ব্যাচের কাজ শুরু হয়েছে। প্রডাকশন ম্যানেজার জানিয়েছেন এই ব্যাচটা নষ্ট হয়েছে। প্রায় এক লাখ টাকা নর্দমায় ফেলা হলো।

সিদ্দিক সাহেব নির্বিকার ভঙ্গিতে সিগারেট ধরালেন। যেন তাঁর কিছুই যায়-আসে না। সফিক উদ্বিগ্ন স্বরে বলল, ব্যাচ বাতিল করা হয়ে গেছে?

না, এখনো হয়নি। তবে বাতিল করা ছাড়া উপায় নেই। ইমালসিফায়ার নেই। কাজ যখন শুরু করা হলো তখন জানা গেল ইমালসিফায়ার নেই।

সেকি? আগে জানা যায়নি?

স্টোর বলেছিল আছে। সেই ভরসাতেই শুরু করা হয়েছিল। মাঝপথে বলা হলো নেই। সফিক উঠে দাঁড়াল। সিদ্দিক সাহেব বললেন, যাচ্ছেন কোথায়?

তেজগাঁয়ে যাই।

সেখানে গিয়ে করবেন কি?

খোঁজ নেই কি হচ্ছে। অন্য কোথাও পাওয়া যায় কিনা দেখি।

কোথায় পাবেন? আর পেলেও সেটা ব্যবহার করা যাবে না। কোম্পানির দেয়া নিম্নমানের জিনিস ব্যবহার করতে হবে। রেগুলেশন নাম্বার সিক্সটিন। কাজেই শান্ত হয়ে বসুন। চায়ের অর্ডার দিন। প্রডাকশন ম্যানেজার, স্টোর ইনচার্জ এবং চিফ কেমিস্টকে ডেকে পাঠান। লিখিত রিপোর্ট দিতে বলুন। হেড অফিসে টেলেক্স পাঠান।

সফিক কপালের ঘাম মুছল। হাত বাড়াল টেলিফোনের দিকে। সিদ্দিক সাহেব বললেন, আপনার টেলিফোন করবার দরকার নেই, আমি ইতিমধ্যেই টেলিফোন করেছি। এবং ওরা খুব সম্ভব রওনাও হয়ে গেছে।

বড় সাহেবকে খবর দেয়া দরকার।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

সিদ্দিক সাহেব অলস ভঙ্গিতে বললেন– তা দরকার। তবে এখন খবর না দেয়াই ভালো। বড় সাহেব ব্যস্ত আছেন। ডিকটেশন দেবার জন্যে মিস রীতাকে ডেকেছেন।

সিদ্দিক সাহেব মুচকি হাসলেন। বড় সাহেব মাঝেমধ্যেই ডিকটেশন দেবার জন্য মিস রীতাকে ডেকে নেন নিজের কামরায়। তখন দরজা বন্ধ থাকে। এবং কিছুক্ষণ পর পর মিস রীতার খিলখিল হাসি শোনা যায়।

মিস রীতা গোমেজ এখানকার রিসিপশনিষ্ট। বয়স ত্রিশের কাছাকাছি হলেও এখনো চমৎকার শরীরের বাঁধনী। চেহারায় স্নিগ্ধ ভাব আছে। খুবই সামুদী মেয়ে। বড় সাহেবের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে যাবে এরকম একটা গুজব অনেকদিন থেকে শোনা যাচ্ছে।

সফিকের দিন শুরু হল খুবই খারাপভাবে। বড় সাহেবের সঙ্গে কোন কথা হল না। তিনি জানিয়ে দিলেন আজ অত্যন্ত ব্যস্ত অফিসের কোন ব্যাপারে নাক গলাতে চান না।

দুপুরবেলা সফিক রাজশাহী থেকে শাওড়ির একটি চিঠি পেল। তাকেই লেখা।

"বিলুর একটি ছেলে হইয়াছে গত বুধবারে রাত আটটায়। ছেলে ভালো আছে। কিন্তু বিলুর অবস্থা খুবই খারাপ। তাহাকে রাজশাহী সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে। বেশ কয়েকবার রক্ত দেওয়া হইয়াছে। আমি কি করিব কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। জামাই ফরিদপুরে। তাহারও কোনো খোঁজ নাই। বাবা, তুমি কি নীলুকে সঙ্গে নিয়া একবার আসিবে? আমার মন বলিতেছে বিলুর দিন ফুরাইয়াছে..."

বিরাট চিঠি। সফিক চিঠি হাতে দীর্ঘ সময় চেয়ারে বসে রইল। নীলুকে আজ রাতের কোচেই পাঠানো দরকার। সঙ্গে কিছু টাকা-পয়সাও দিয়ে দেয়া দরকার। টাকার জোগাড় করা যায় কিভাবে?

বন্যার বাসা খুঁজে বের করতে বেশি ঝামেলা হয় না। সুন্দর ছিমছাম ওয়ান বেডরুম এ্যাপার্টমেন্ট। বসার ঘরে বেতের সোফা। দেয়ালে জলরঙ ছবি। মুগ্ধ হবার মতো সাজসজ্জা। নীলু মুগ্ধ হয়ে গেল।

সুন্দর সাজিয়েছিস বন্যা।

আমি সাজাইনি। ও সাজিয়েছে। এসব দিকে আমার ঝোঁক নেই।

আর সব গেস্ট কোথায়?

তোকে এবং তোর বরকে ছাড়া আর কাউকে বলিনি। তাও তুই এলি একলা। এটা ভালোই হলো। আমার বরের সঙ্গেও আমার ঝগড়া হয়েছে। ও সকালবেলা ঘর ছেড়ে চলে গেছে। এখন আমরা দুজনে মিলে গল্প করব। রাতে ভাত খেয়ে তারপর যাবি।

ঝগড়াটা হয়েছে কি নিয়ে?

রেগুলার ফিচার। পার্সোনিলিটি ক্ল্যাস। ও চায় আমার বাচ্চাকাচ্চা হোক। চাকরি ছেড়ে দিয়ে আমি ঘর সংসার করি।

তুই বাচ্চাকাচ্চা চাস না?

এখন চাই না। ও চাইলেই আমাকে বাচ্চা পেটে ধরতে হবে নাকি? পুরুষদের কথামত সারা জীবন চলব আমরা? আমাদের কোনো ইচ্ছা-অনিচ্ছা নেই। আমরা বানের জলে ভেসে এসেছি?

তুই এত রেগে যাচ্ছিস কেন?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

না না না কেন? নিশ্চয়ই রাগব। মেয়ে হয়েছি বলে কি আমরা মানুষ না? বাদ দে এসব না না কথা বল। বরকে নিয়ে এলি না কেন?

না কি যেন কাজ পড়েছে। টঙ্গী যেতে হবে।

আর তুই বিশ্বাস করে বসে আছিস? তোকে বুঝ দেয়ার জন্যে বলা। কাজটাজ কিছু না। স্ত্রীদের কারণে কিছু করবে না, এটা হচ্ছে পুরুষদের মটো। ওদের আমি হাড়ে হাড়ে চিনেছি।

সমস্ত পুরুষ জাতিটার উপর তুই রেগে আছিস।

তা আছি। তুই বোস, চা বানিয়ে আনি। রাতে কি খাবি বল?

রাতে কিছু খাব না। একা একা এত দূর যেতে পারব না।

একা যেতে হবে না, আমি পৌঁছে দিয়ে আসব।

ভয় করবে না তোর?

আমার এত ভয়টয় নেই।

খুব সাহস তোর?

হ্যাঁ, খুব। একজন পুরুষ যদি রাত দশটায় হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরতে পারে তাহলে একজন মেয়েও পারে।

থাক এত সাহস দেখানোর দরকার নেই।

বাসায় ফিরতে ফিরতে নীলুর সন্ধ্যা হয়ে গেল। বন্যা সঙ্গে আসতে চেয়েছিল নীলু রাজি হয়নি। বন্যার স্বামী জহুর সাহেব চলে এসেছেন ততক্ষণে। বন্যা তাকেই বলল-তুমি নীলুকে পৌঁছে দাও না। বেচারি একা একা যেতে ভয় পায়। একটা রিকশা নিয়ে চলে যাও। কি সর্বনাশের কথা? অচেনা পুরুষ মানুষের সঙ্গে সে বাসায় ফিরবে? নীলু আঁৎকে উঠে বলেছে, কিচ্ছু লাগবে না, আমি চলে যেতে পারব।

ঠিক তো?

হুঁ, ঠিক।

ভয় পাবিনে তো?

না।

নীলু ভয় পায়নি। তার মতো একা একা অনেক মেয়েই যাচ্ছে। তাছাড়া মাত্র সন্ধ্যা হয়েছে। বাসার কাছাকাছি এসে মনে হলো সফিক খুব রাগ করবে। শুধু সফিক না, তার শাশুড়িও রাগ করবেন। আর শাশুড়ির রাগ মানেই হচ্ছে-ভূমিকম্প। কি যে অবস্থা হবে কে জানে?

কিন্তু আশ্চর্য কেউ কিছু বলল না। সন্ধ্যা পার করে বাড়ি ফেরা যেন তেমন কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। সফিক বলল, তাড়াতাড়ি একটু গোছগাছ করে নাও নীলু, নাইট কোচে রাজশাহী যাবে। তোমার বোনের শরীর ভালো না। নীলু আতঙ্কিত স্বরে বলল, মারা গেছে?

না, না। চিঠি পড়ে দেখো। অবস্থা ভালো না, তবে বেঁচে আছেন। তুমি তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নাও, রফিক তোমার সঙ্গে যাবে।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

টুনী, টুনী?

টুনী থাকবে এখানেই। অসুবিধা হবে না। তুমি যাও।

বিলু আপা বেঁচে আছে তো?

বললাম না ভালোই আছেন। চিঠিটা পড়ে দেখো, চিঠিতেই সব লেখা আছে। তেমন খারাপ হলে টেলিগ্রামই আসত। আসত না?

সফিকের কথা সত্যি না। বিকাল পাঁচটায় বিলুর মৃত্যু সংবাদ নিয়ে টেলিগ্রাম এসেছে। নীলুকে মৃত্যু সংবাদ দেয়া হবে কি হবে না, এই নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। সফিক খবরটা দিতেই চেয়েছিল। তার মতে খবর না দিলে সে বোনের সঙ্গে দেখা হবার আশা নিয়ে যাবে এবং যখন দেখবে বোন বেঁচে নেই তখন অনেক বড় শক পাবে। সফিকের যুক্তি অন্যদের ভালো লাগেনি।

নীলু চলে যাবার পর সফিকের মনে হলো কাজটা ঠিক হলো না। তার সঙ্গে যাওয়া উচিত ছিল। সে চলে গেলে বিটা ফার্মোসিটিক্যালস-এর সব কাজ আটকে থাকবে এই ধারণাটা ঠিক না। কারো জন্যেই কিছু আটকে থাকে না। স্ত্রীর দুঃসময়ে স্বামী পাশে এসে না দাঁড়ানোটা দুঃখজনক। যে কোনো স্ত্রী এইটুকু তার স্বামীর কাছ থেকে আশা করতে পারে। এবং আশা করা উচিত।

মনোয়ারা রাতে খাবার সময় অপ্রাসঙ্গিকভাবে বললেন, বউটা না থাকায় বাড়ি খালি খালি লাগছে। বড় খারাপ লাগছে বউমার জন্যে। এটা তাঁর কথার কথা নয়, তিনি ঠিকমত খেতে পারলেন না। আধ খাওয়া প্লেট ঠেলে সরিয়ে উঠে পড়লেন। রাতে শোবার সময় হোসেন সাহেবকে বললেন, তোমার ছেলের এমনই রাজকার্য পড়ে গেছে বউটার সঙ্গে যেতে পারল না। যত অপদার্থ আমি পেটে ধরেছি। এই অপদার্থগুলির কপালে দুঃখ আছে।

হোসেন সাহেব ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, তুমি সফিককে বললে না কেন সঙ্গে যেতে?

কেন আমি বলব? এটা সে নিজে কেন বুঝে না। দু'টা পয়সা রোজগার করে সে কি ভেবেছে? সবার মাথা কিনে নিয়েছে? লাট সাহেব হয়ে গেছে?



এয়ারপোর্টে সাব্বিরকে রিসিভ করবার জন্যে শারমিন একা এসেছে। রহমান সাহেবের সঙ্গে আসার কথা, শেষ মুহূর্তে তিনি মত বদলালেন, তুমি একাই যাও মা। ড্রাইভারকে বলে দাও একটা ফুলের তোড়া নিয়ে আসতে। সাব্বির পছন্দ করবে।

ফুলের তোড়া নিয়ে অপেক্ষা করতে শারমিনের লজ্জা করছিল। ফুলটুল নিয়ে আর কেউ আসেনি। সে একাই এসেছে। অনেকেই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকে দেখছে। কি ভাবছে, তারা মনে মনে কে জানে।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible] সময় প্লেন আসার কথা, সেটা এলো এগারোটায় : কাস্টমস সেরে বেরুতে [illegible] পাঁচারের দুটোর মতো বেজে গেল। সাব্বিরের স্বাস্থ্য অনেক ভালো হয়েছে। [illegible] দেশ থেকে আসছে বলেই বোধহয় লালচে ভাব গালে। মাথা ভর্তি চুল [illegible] আছে। তার আচার-আচরণে একটা ছটফটে ভাব আছে। শারমিনকে [illegible] সাব্বির অত্যন্ত সুপুরুষ। এরকম সুপুরুষদের পাশে দাঁড়াতে [illegible]।

শারমিন হাসি মুখে বলল, এই নিন আপনার ফুল।

ফুল কি জন্যে?

[illegible] দিন পর দেশে ফিরছেন তাই।

শারমিন ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে বিরক্ত স্বরে বলল, আমার দেশের বাড়ি থেকে [illegible] আসেনি? কাউকে তো দেখছি না। চিঠি দিয়েছি, টেলিগ্রাম করেছি, হোয়াট ইজ [illegible]?

শারমিন কিছু বলল না। সাব্বিরের দেশের বাড়ির কারোর সঙ্গে তার পরিচয় নেই। [illegible] দেশের বাড়িতে সাব্বিরের তেমন কেউ নেইও। এক চাচা আছেন যিনি তাকে পড়াশোনা [illegible] পাঠিয়েছেন। বড় এক বোন আছেন, জামালপুরে তার সঙ্গে শারমিনের কয়েকবার দেখা [illegible]। সে এয়ারপোর্টে আসেনি। এলে দেখা হতো।

সাব্বির বলল– মা আসেননি?

না। উনি ঢাকায় নেই।

কোথায়?

জামালপুরে মেয়ের কাছে আছেন।

জামালপুরে কবে গেলেন আমি তো কিছু জানি না।

গত মাসে গিয়েছেন।

সাব্বির অত্যন্ত বিরক্ত হলো। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, তুমি দাঁড়াওতো এখানে। আমি [illegible] দেখি। আছে হয়ত কেউ। এতদিন পর আসছি, কেউ আসবে না?

সাব্বির খুঁজতে গিয়ে আধ ঘন্টার মতো দেরি করল। ফিরে এলো মুখ কালো করে। কোথাও কাউকে পাওয়া গেল না। শারমিন বলল, চলুন যাওয়া যাক।

কোথায় যাব?

আমাদের বাসায়, আর কোথায়?

না, প্রথম যাব ঝিকাতলা। মা কোথায় আছেন খোঁজ নিয়ে আসি।

সাব্বিরের মাকে পাওয়া গেল না। তার ছোট মামার কাছে জানা গেল তিনি জামালপুরে। ছোট মামা সাব্বিরের প্রসঙ্গে কোনো রকম উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন না। সাব্বির বলল, আমি আসব আপনি জানতেন না?

জানতাম।

আমিতো আশা করেছিলাম এয়ারপোর্টে আপনাকে দেখব।

ছোট মামা মুখ কালো করে বললেন, নিজের যন্ত্রণায় অস্থির। ছোট মেয়ের [illegible] ডায়রিয়া। মহাখালি নিয়ে গিয়েছিলাম। তুই হাত-মুখ ধুয়ে চা-টা খা।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

সাব্বির সেসব কিছুই করল না। বিরক্ত মুখে বের হয়ে এলো। শারমিন বলল, এবার কি যাবেন আমার সঙ্গে?

হুঁ, যাব। তোমাদের ওখানে চা খেয়ে রওনা হব জামালপুর। জামালপুর যাবার ভালো বুদ্ধি কি?

ট্রেনে করে যেতে পারেন। বাই রোডে যেতে চাইলে আমাদের একটা গাড়ি নিয়ে রওনা হতে পারেন। আজই যেতে হবে?

হুঁ, আজই।

আপনি এমন ছটফট করছেন কেন?

কিছু ভালো লাগছে না।

কেন?

জানি না, কেন।

শারমিন খানিকক্ষণ চুপ থেকে বলল, বাংলাদেশ কেমন লাগছে?

বাংলাদেশ দেখলাম কোথায়?

রাস্তাঘাট তো দেখছেন। কত বড় বড় রাস্তা হয়েছে দেখেছেন?

সাব্বির তার জবাব না দিয়ে মুখ গোমড়া করে বসে রইল। শারমিন বলল, আপনার শরীর ভালো তো?

হ্যাঁ, ভালোই।

কতদিন থাকবেন?

বেশি দিন না। এক সপ্তাহ।

হঠাৎ এমন হুট করে চলে এলেন যে? আপনার তো কথা ছিল আগস্ট মাসে আসার।

এখানে কি যেন একটা ঝামেলা হচ্ছে, সেটা জানার জন্যে এসেছি।

কি ঝামেলা?

সাব্বির বিরক্ত স্বরে বলল, দু'শ ডলার করে মাকে প্রতি মাসে পাঠাই। তাঁর একার জন্যে যথেষ্ট টাকা কিন্তু তারপরেও গত মাসে একটা চিঠি পেলাম যার থেকে ধারণা হয় যে, তাঁর টাকা-পয়সার খুব টানাটানি। এর মানে কি? টাকাগুলি যাচ্ছে কোথায়?

এটা জানার জন্যে একেবারে আমেরিকা থেকে চলে এলেন?

শুধু এটা না। মা'র শরীর খারাপ। মনে হয় ঠিকমত চিকিৎসাও হচ্ছে না। সেটাও দেখব।

রহমান সাহেব সাব্বিরকে জড়িয়ে ধরলেন। তাকে তিনি অত্যন্ত পছন্দ করেন। প্রথম যেদিন দেখেছিলেন সেদিনই তাঁর তাকে ভালো লেগেছিল। সেই ভালো লাগা পরবর্তী সাত বছরে ক্রমেই বেড়েছে। তাদের প্রথম পরিচয় পর্বটি বেশ নাটকীয়।

রহমান সাহেব সবে অফিসে এসে বসেছেন। তাঁর সেক্রেটারি বলল, একটি ছেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ঘণ্টাখানিক ধরে বসে আছে।

কি চায়?

আমাকে বলছে না।

রহমান সাহেব ছেলেটিকে আসতে বললেন। নিশ্চয়ই চাকরি প্রার্থী। প্রতিদিনই বেশ কিছু এ ধরনের পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হয়।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible] সুদর্শন একটি ছেলে ঢুকল। এবং সে কোনো রকম ভণিতা না করে বলল, [illegible] সাব্বির আহমেদ। আমি এ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্টেটিসটিক্স-এ [illegible] পাস করেছি। আপনি কি দয়া করে আমার মার্কশিটটা দেখবেন।

[illegible] চাকরির ব্যাপার?

জি না, কোনো চাকরির ব্যাপার নয়।

ব্যাপারটা কি?

আপনি আগে দেখুন। তারপর বলব।

রহমান সাহেব দেখলেন। অনার্স এবং এম. এ. দু'টিতেই প্রথম শ্রেণী।

আপনার তো চাকরি পাওয়ার ব্যাপারে কোনো অসুবিধা হবার কথা নয়।

না, আমার কোনো অসুবিধা নেই। আমি অন্য ব্যাপারে এসেছি।

বলুন, শুনি।

আমি আমেরিকান একটি ইউনিভার্সিটি স্টেট ইউনিভার্সিটি অব আই-ওয়াতে টিচিং [illegible]সিটেন্টশিপ পেয়েছি। সেখানে আন্ডার গ্রাজুয়েট ক্লাসে পড়াব সেই টাকায় পি.এইচ. [illegible] করব। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে আমি অত্যন্ত দরিদ্র। আমার আত্মীয়স্বজনরাও দরিদ্র। [illegible]মেরিকায় যাবার জন্যে আমার ত্রিশ হাজার টাকার মতো দরকার।

আপনি চাচ্ছেন এই টাকাটা আমি আপনাকে দিয়ে সাহায্য করি।

ধার হিসেবে চাচ্ছি।

এত লোক থাকতে আমার কাছে এসেছেন কেন?

শুধু আপনার কাছে নয়, আরো অনেকের কাছেই গিয়েছি। আমি একুশজন [illegible]স্ট্রিয়েলিস্টের একটি লিস্ট করেছি। ঠিক করেছি এদের সবার কাছেই যাব।

লিস্টিটা দেখতে পারি?

নিশ্চয়ই পারেন।

সাব্বির লিস্টি বের করে দিল।

আইওয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির চিঠিটি সঙ্গে আছে?

হ্যাঁ আছে। রেজিস্ট্রারের চিঠি।

রহমান সাহেব চিঠিটা মন দিয়ে পড়লেন। শান্ত স্বরে বললেন, ওরা আই টুয়েন্টি পাঠিয়েছে?

জি, পাঠিয়েছে।

ভিসা হয়েছে?

হ্যাঁ হয়েছে।

পাসপোর্টটা দেখাতে পারেন?

পারি।

সাব্বির পাসপোর্ট বের করল। মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা। রহমান সাহেব গম্ভীর হয়ে বললেন, টিকেটের টাকা জোগাড় না করেই ভিসা করেছেন?

হ্যাঁ করেছি। কারণ টাকার ব্যবস্থা হবেই।

রহমান সাহেব শান্ত স্বরে বললেন, ক্যাশ দেব না চেক কেটে দেব?

ক্যাশ হলে ভালো হয়।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

তিনি ক্যাশিয়ারকে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকার ব্যবস্থা করতে বললেন। সাব্বির বিন্দুমাত্র উচ্ছ্বাস দেখাল না। যেন এটা তার প্রাপ্য। রহমান সাহেব তাকে বাড়তি কোনো ফেভার করছেন না।

আমেরিকা যাবার আগে সে দেখা করতে পর্যন্ত এলো না। ছ'মাস পর ইউ এস ডলারে সাব্বির টাকাটা শোধ করল। সেই সঙ্গে চমৎকার একটি চিঠিও লিখল।

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

বড়লোকদের প্রতি আমার এক ধরনের ঘৃণা আছে। সারাজীবন অত্যন্ত দরিদ্র ছিলাম বলেই হয়তো। এখন বুঝতে পারছি ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যেও ভালো মানুষ আছেন। আপনার অনুগ্রহের কথা আমি মনে রাখব। টাকাটা পাঠানোর আগে আমি আপনাকে লিখিনি কারণ আমি এক ধরনের হীনমন্যতায় ভুগছিলাম। আশা করি, আপনি আমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছেন।

বিনীত

সাব্বির

দু'বছরের মাথায় সাব্বির দেশে এলো। রহমান সাহেবের জন্যে প্রচুর উপহার নিয়ে এলো। সাব্বিরের আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগ হলো তখন। পি.এইচ.ডি. শেষ করে আবার সে দেশে এলো। শারমিনের সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তা হলো সেই সময়। শারমিন তখন মাত্র কলেজে সেকেন্ড ইয়ারে উঠেছে।

দুপুরের খাওয়া সারতে সারতে দু'টা বেজে গেল। খাবার টেবিলে সাব্বির খুব গম্ভীর হয়ে রইল। রহমান সাহেব বললেন, তোমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি?

কোন পরিকল্পনার কথা বলছেন?

আমেরিকাতেই থাকবে না দেশে আসবে?

দেশে আসব। আমেরিকায় থাকব কেন? পোস্ট ডক শেষ করে ফিরব। এখানকার ইউনিভার্সিটিতে সহজেই আমার চাকরি হবার কথা।

অনেকেই তো ফিরতে চায় না।

আমি চাই। বিদেশের জন্যে আমার কোনো মোহ নেই।

শারমিন বলল, আপনি এত তাড়াহুড়া করছেন কেন, আস্তে আস্তে খান।

দেরি হয়ে যাচ্ছে। জামালপুর যেতে হবে তো।

আজ না গেলে হয় না?

আমার হাতে সময় বেশি নেই। আজই যাব। বাসে করে চলে যাব।

রহমান সাহেব বললেন, বাসে যেতে হবে না। ড্রাইভারকে বলে দিচ্ছি ও তোমাকে নিয়ে যাবে। তিনটা সাড়ে তিনটার দিকে রওনা হলেই হবে, তুমি কিছুক্ষণ বিশ্রাম করো।

সাব্বিরকে বিশ্রামের ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহী বলে মনে হলো না। যেন এই মুহূর্তে তার রওনা হওয়া দরকার। শারমিন বলল, আপনি কি সব সময়ই এমন ছটফট করেন?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

: কাজি।

: এভাবে গাড়ি করছেন যেন দু'মিনিটের মধ্যে আপনার গাড়ি ছেড়ে দিচ্ছে। আপনি
: কথা বলুন তো আমি চা এনে দিচ্ছি। শান্ত হয়ে চা খান।

: আচ্ছা। আমি বসছি শান্ত হয়ে।

: আপনি সাব্বির ভাই, আপনি তো গাড়ি চালাতে জানেন?

: [illegible]?

: আপনার বাহাদুরি করে গাড়ি চালাতে যাবেন না। যা ছটফটে স্বভাব আপনার,
: একটা করবেন।

সাব্বির হেসে ফেলল এবং পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে বলল- শারমিন তুমিও চলো না
: কক্সবাজার, মা খুব খুশি হবে।

শারমিন হকচকিয়ে গেল।

: এখন যাচ্ছে তখন অসুবিধা হবার কথা নয়।

: না না, আমি এখন যাব না।

: অসুবিধাটা কি?

শারমিন কি বলবে ভেবে পেল না। সাব্বির বলল- গল্প করতে করতে যাব, তোমার
: সময় পাবে।

: এত তাড়াতাড়ি রেডি হওয়া যাবে না। তৈরি হতেও সময় লাগবে।

: আচ্ছা তো না হয় কাল সকালে যাই। তৈরি হবার সময় পাবে। পাবে না?

শারমিন বিব্রত স্বরে বলল- আমি এখন যাব না সাব্বির ভাই।

: কেন?

: আমার যেতে ইচ্ছা করছে না।

সাব্বিরকে দেখে মনে হলো তার আশাভঙ্গ হয়েছে। যেন সে ধরেই নিয়েছিল
: শারমিন যাবে।

নিকেলে শারমিনের নিজেরও কেমন যেন নিঃসঙ্গ লাগতে লাগল। মনে
: হলো গেলেই হতো। যার সঙ্গে সারাজীবন কাটানো হবে তার সঙ্গে বিয়ের আগে কিছু
: সময় কাটানোর এমন কোনো মহাভারত অশুদ্ধ হতো না। নাকি হতো?

শারমিন বাগানে বেড়াতে গেল।

মার্টি বড়ই গাছের নিচে গা এলিয়ে শুয়ে আছে। সারা গা কাদায় মাখামাখি।

এই মার্টি তোর একি অবস্থা?

মার্টি শুয়ে রইল ছুটে এলো না। ওর শরীর ভালো নেই। শরীর ভালো থাকলে
: এভাবে শুয়ে থাকতে পারত না। ডাকামাত্র ছুটে আসত। শারমিন তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডাকল-
: জয়নাল, জয়নাল।

জয়নাল অল্প কিছুদিন হলো চাকরিতে যোগ দিয়েছে। তার আসল কাজ হচ্ছে মার্টির
: দেখাশোনা। একটি কুকুরকে দেখাশোনার কাজ তার কাছে খুব অপমানজনক মনে
: হয়েছে বলেই বোধহয় সে কখনো মার্টির ধারে কাছে থাকে না। আজও ছিল না।
: শারমিনের গলা শুনে ছুটে এলো।

মার্টিকে গোসল করিয়েছিলে?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

জি আফা।

ওর গা এত ময়লা কেন?

কাদার মইধ্যে খালি গড়াগড়ি করে। কি করমু আফা।

যাও, আবার ওকে পরিষ্কার করো। মার্টি উঠে আয়।

মার্টি উঠে এলো না। ঝিমুতে লাগল। জয়নাল বলল–এ আর বাঁচত না আফা।

বুঝলে কি করে?

লেজ নাইম্যা গেছে দেখেন না? লেজ নামলে কুত্তা বাঁচে না।

জয়নালকে খুব উল্লসিত মনে হলো। যেন সে একটা সুসংবাদ দিচ্ছে।

জয়নাল।

জি আফা।

কাল ভোরেই ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে।

জি, আইচ্ছা।

খাওয়া দাওয়া করছে ঠিকমত?

জি করতাছে।

রাতের খাবার কখন দেয়া হবে?

সাইন্ধ্যাবেলা।

আমাকে খবর দেবে তখন। আমি দেখব ঠিকমত খায় কি-না?

শারমিনের অত্যন্ত মন খারাপ হয়ে গেল। মার্টি কি সত্যি সত্যি মারা যাবে? মৃত্যুর পর পশুরা কোথায় যায়? ওদেরও কি কোনো স্বর্গ-নরক আছে?

শারমিন দোতলায় উঠে গেল। বাড়ি এখন একবারে খালি। বাবা গিয়েছেন মতিঝিল। কখন আসবেন কোনো ঠিক নেই। কি একটা মিটিং নাকি আছে। এসব মিটিং শেষ হতে অনেক দেরি হয়। কোনো কোনো দিন ফিরতে রাত একটা দেড়টা বেজে যায়। আজও হয়ত হবে। শারমিন কিছুক্ষণ একা একা বারান্দায় বসে রইল। কেমন যেন ক্লান্ত লাগছে। সবচে বড় কথা কিছুই করার নেই।

লাইব্রেরি থেকে একগাদা বই আনা হয়েছে। কোনোটাই পড়া হয়নি। মাঝে মাঝে এমন খারাপ সময় আসে কোনো কিছুতেই মন বসে না। বেঁচে থাকা অর্থহীন মনে হয়।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। মার্টিকে খাওয়াবার সময় হয়েছে বোধহয়। শারমিন নিচে নেমে এলো। এবং অবাক হয়ে দেখল রফিক বসে আছে।

আরে, তুমি কখন এসেছ?

প্রায় মিনিট পাঁচেক। দেখলাম দরজা খোলা আশে পাশে কেউ নেই। চুপচাপ বসে আছি।

ভালো করেছ। এসো আমার সঙ্গে।

কোথায়?

মার্টি সাহেবকে ডিনার দেয়া হবে। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব।

কুকুর খাবে আর আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব, এত শখ আমার নেই। তুমি খাইয়ে আসো। আমি বসছি এখানে।

অসময়ে হঠাৎ কোত্থেকে এলে?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

রফিক গম্ভীর হয়ে বলল- এখানে এক বন্ধুর বাসায় এসেছিলাম, তারপর ভাবলাম
শারমিন তখন দেখা করে যাই।
আর কথা বলবে না। এখানে তোমার কোনো বন্ধু নেই। তুমি আমার কাছেই
যাবে। ঠিক কিনা বলো?
রফিক কিছু বলল না। শারমিন বলল- চা খাবে?
হ্যাঁ।
চায়ের সঙ্গে আর কিছু?
না, তবে মিষ্টি না। আমি মিষ্টি খাই না। ঘরে তৈরি সন্দেশও না।
তোমাকে রোগা লাগছে কেন রফিক?
মাকে নিয়ে রাজশাহী গিয়েছিলাম। এক সপ্তাহ খুব ছুটাছুটি করেছি। ভাবীর এক
মারা গেছে। একটা ছোট্ট ছেলে আছে তার। ছেলেটিকে নিয়ে এমন মুশকিলে
সবাই।
মুশকিল কেন?
কোথায় রাখবে। কার কাছে রাখবে। এত ছোট বাচ্চার দায়িত্ব কেউ নিতে চাচ্ছে

বলো কি?
দারুণ ফ্যাক্ট। তোমার মার্টির জন্যে নিশ্চয়ই তিন-চারজন লোক আছে। কিন্তু এই
মাটির জন্যে কেউ নেই।
শারমিন কিছু বলল না। রফিক বলল- রাগ করলে নাকি?
না, রাগ করিনি। তুমি বস চা নিয়ে আসছি। দুধ চা না লেবু চা?
আদা চা। গলা খুসখুস করছে।
রফিক ভেবেছিল মিনিট দশেক গল্পসল্প করে চলে যাবে কিন্তু সে রাত আটটা পর্যন্ত
থাকল। এর মধ্যে যে ক'বারই সে উঠতে চেয়েছে শারমিন বলেছে- আহ বসো না। এত
তাড়া কেন?
রাত হয়ে যাচ্ছে, অনেক দূর যাব।
যাবার ব্যবস্থা আমি করব। আজ আমার সঙ্গে ভাত খাবে।
সে কি, কেন?
কেন আবার কি? খেতে বলেছি তাই খাবে।
তোমাদের রান্না কি?
জানি না কি।
তোমাদের কখন কি রান্না হয় তা তোমরা জানো না?
শারমিন কিছু বলল না।
খাও কিসে? রুপোর থালাবাটিতে?
বকবক করবে না। খেতে বসলেই টের পাবে কিসে খাই?
খাওয়াটা হবে কখন?
একটু দেরি হবে। বাবুর্চিকে নতুন একটা আইটেম রান্না করতে বলেছি।
আইটেমটা কি?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

খেতে বসলেই টের পাবে। এখন আমার সঙ্গে এসো, মার্টিকে খাওয়ানো হবে।

আসতেই হবে?

হ্যাঁ, আসতেই হবে।

রহমান সাহেব ফিরলেন রাত দশটায়। শারমিন একটি ছেলের সঙ্গে ডিনার খাচ্ছে। এবং কিছুক্ষণ পর পর শব্দ করে হেসে উঠছে। এই দৃশ্যটি তিনি অবাক হয়ে দেখলেন। শারমিন বাবাকে দেখতে পায়নি।

রহমান সাহেব নিঃশব্দে দোতলায় উঠে গেলেন। তার কপালে সূক্ষ্ম কিছু ভাঁজ পড়ল।



মনোয়ারার গাল ফুলে একটা বিশ্রী কাণ্ড হয়েছে।

সারাদিন কিছুই মুখে দেননি। ব্যথায় ছটফট করেছেন। ব্যথা কমানোর কোনো অষুধ কাজ করছে বলে মনে হচ্ছে না।

সবচে' মুশকিল হয়েছে হোসেন সাহেবের। তাঁকে দেখামাত্র মনোয়ারার রাগ চড়ে যাচ্ছে। যা মনে আসছে তাই বলছেন। হোসেন সাহেব অনেকক্ষণ সহ্য করলেন। কিন্তু এক সময় স্বাভাবিক নিয়মেই তার ধৈর্যচ্যুতি হলো। তিনি থমথমে মুখে বললেন–আমার উপর রাগ করছ কেন? তোমার দাঁত ব্যথা তো আমি তৈরি করিনি? সে রকম কোনো ইচ্ছা আমার নেই।

মনোয়ারা চোখ মুখ কুঁচকে বললেন- আমার সামনে থেকে যাও তো। শুধু শুধু ভ্যাজ ভ্যাজ করবে না।

যাবটা কোথায়?

যেখানে ইচ্ছা যাও। শুধু চোখের সামনে থাকবে না।

আই সি।

কি, দাঁড়িয়ে আছ কেন?

যাচ্ছি, শেষে আফসোস করবে কিন্তু।

হোসেন সাহেব কিছুক্ষণ গুম হয়ে রইলেন। নীলু কাপড় ইস্ত্রি করছিল তাকে গিয়ে বললেন–চললাম মা। নীলু আশ্চর্য হয়ে বলল- কোথায় চললেন? তিনি তার জবাব দিলেন না। অনেক সময় নিয়ে হ্যান্ড ব্যাগ গুছালেন এবং এক সময় সত্যি সত্যি বেরিয়ে গেলেন।

নীলু খুব একটা বিচলিত হলো না। হোসেন সাহেব প্রায়ই এরকম গৃহত্যাগ করেন, ঘণ্টা দু'এক রাস্তায় ঘুরাঘুরি করেন এবং এক সময় বাড়ি ফিরে আসেন। এবারও তার ব্যতিক্রম হবে ন।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible] আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে হোসেন সাহেবের গৃহত্যাগের কিছুক্ষণের ভেতরই [illegible] দাঁতের ব্যথার আরাম হলো। তিনি এক কাপ লেবু চা এবং দু'স্লাইস রুটি [illegible]। রান্নার বেলা কি রান্না হচ্ছে খোঁজ নিলেন তারপর শাহানার সঙ্গে ছোটখাট [illegible] কথা বাধিয়ে বসলেন। ঝগড়া বাধানোর ইচ্ছা তার ছিল না। তিনি বেশ [illegible]ভাবেই জিজ্ঞেস করেছিলেন তোদের রেজাল্ট বেরুতে এত দেরি হচ্ছে কেন?

শাহানা গম্ভীর গলায় বলল– আমি কি করে বলব এত দেরি হচ্ছে কেন। আমি কি [illegible] রহমান?

মনোয়ারা অবাক হয়ে বললেন– তুই এমন ক্যাট ক্যাট করে কথা বলছিস কেন? [illegible] শুধু জিজ্ঞেস করলাম, হ্যাঁৎ করে উঠলি? তোর সঙ্গে কি কথাও বলা যাবে না?

শাহানা থমথমে মুখে তাকাল। তিনি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন– তোর তেল বেশি [illegible]। কাজকর্ম নাই তো শুধু বসে বসে খাওয়া। বসে বসে খেলে এমন তেল হয়ে [illegible]।

এরপর থেকে বাজে করে তুমি আমার সঙ্গে কথা বলবে না মা।

বাজে করে কথা বলব না?

না।

কেন? তুই কি রানী ভিক্টোরিয়া?

হ্যাঁ, আমি রানী ভিক্টোরিয়া।

চড় দিয়ে দাঁত ফেলে দেব। মুখে মুখে কথা।

শাহানা নিশব্দে উঠে গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে পড়ল। এবং দরজা বন্ধ করে দিল। [illegible]র দরজা বন্ধ করা একটা ভয়াবহ ব্যাপার, সহজে এ দরজা সে খুলবে না। [illegible] দু'দিন দু'রাত দরজা বন্ধ রাখার রেকর্ড তার আছে। এ দরজা কবে খুলবে কে [illegible]।

মনোয়ারা কিছুক্ষণ কাঁদলেন, তারপর নিজের ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়লেন।

নীলু বড় অস্বস্তির মধ্যে পড়ল। এ বাড়ির সবার এখন মেজাজ খারাপ যাচ্ছে। তুচ্ছ [illegible]র নিয়ে রাগারাগি। নীলুর নিজের মন-মেজাজও ভালো না। এসব নিয়ে মাথা [illegible]তে তার ভালো লাগে না। কিন্তু মাথা ঘামাতে হয়, এক এক করে সবার রাগ [illegible]তে হয়। ভালো লাগে না।

সংসারে অভাব-অনটন বাড়ছে। অনেক চেষ্টা করেও কিছু করা যাচ্ছে না। প্রভিডেন্ট [illegible]ন্ডের লোনের টাকা কাটতে শুরু করেছে। বাড়ি ভাড়া বেড়েছে একশ টাকা। নীলুর ধারণা ছিল খুব সহজেই রফিকের চাকরি হয়ে যাবে। ধারণা ঠিক হয়নি। রফিকের কিছুই [illegible] না। সপ্তাহে দু'তিনটা করে ইন্টারভ্যু দিয়ে হাসি মুখে ঘরে ফিরছে– ভাবী একেবারে মেরে কেটে দিয়েছি।

তাই নাকি?

ইয়েস। স্মার্টলি সব প্রশ্নের উত্তর দিলাম। যেখানে হাসার দরকার সেখানে মৃদু [illegible]লাম। যেখানে গম্ভীর হওয়ার দরকার সেখানে গম্ভীর হলাম।

পেরেছ সবকিছু?

এইটি পারসেন্ট পেরেছি। যেগুলি পারিনি সেগুলি পারার কথা নয়।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

চাকরি হবে বলছ?

একজনের হলেও আমার হবে।

বল কি?

দ্যাট্স রাইট। এখন চট করে চা সিগ্রেট খাওয়াও। আমাকে খুশি রাখার করো। ভবিষ্যতে লাভ হবে। বেতনের দিন ভালো মন্দ কিছু পেয়েও যেতে পার।

শেষ পর্যন্ত অবশ্যি কিছুই হয় না। রফিক নতুন কোনো ইন্টারভ্যুর জন্যে তৈরি। নীলুর বড় মায়া লাগে। মনোয়ারা রাগারাগি করেন- দুনিয়াশুদ্ধ লোকের চাকরি তোর হয় না কেন?

হবে। আমারো হবে।

কবে সেটা?

ভেরি সুন। কোনো এক সুপ্রভাতে দেখবে রেজিস্ট্রি ডাকে চিঠি এসে হাজির।

আমি আর দেখে যেতে পারব না।

এখনো তো পাঁচ মাস হয়নি পাস করেছি, এর মধ্যে এত ব্যস্ত হয়ে পড়লে কো যার হয় পাঁচ মাসেই হয় যার হয় না তার পাঁচ বছরেও হয় না।

চিঠি অবশ্যি একটা আসে রফিকের। রেজিস্ট্রি ডাকে নয়। সাধারণ ডাকে। মনা আলী কলেজের প্রিন্সিপালের চিঠি। ইতিহাসের প্রভাষক পদে নিয়োগপত্র। যেতে হ বরিশালের কোন এক গ্রামে।

নীলু জিজ্ঞেস করল- যাবে নাকি?

যাব না মানে? অফকোর্স যাব।

থাকতে পারবে গ্রামে?

খুব পারব। গ্রামের ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় বিসিএস-এর জন্য সিরিয়াস একটা প্রিপারেশন নিয়ে নেব। দেখবে ফার্স্ট-সেকেন্ড কিছু একটা হয়ে বসে আছি।

রফিক মহাউৎসাহে বরিশাল চলে গেল। এবং এক সপ্তাহের মধ্যে মুখ অন্ধকার ক ফিরে এলো। সফিক অবাক হয়ে বলল, চলে এলি কেন? রফিক বিরক্ত হয়ে বলল- আ দূর, যত ফালতু ব্যাপার। অলরেডি সেখানে একটা ভালো কলেজ আছে। রেশারে করে আরেকটা কলেজ দিয়েছে। না আছে মাস্টার, না আছে ছাত্র। এগারোজন টিচা আছে, এরা গত পাঁচ মাস ধরে বেতন পাচ্ছে না।

বলিস কি?

আমি যাওয়া মাত্র প্রিন্সিপাল আমার জন্যে একটা জায়গিরের ব্যবস্থা করে ফেলল। নাইনে পড়ে এক মেয়ে তাকে পড়াতে হবে। তার বিনিময়ে থাকা-খাওয়া। চিন্তা ক অবস্থা।

সফিক কিছু বলল না। রফিক শুকনো মুখে বলল- ঝুলে থাকতাম সেখানেই কিন্তু মেয়ের বাবার কথাবার্তা যেন কেমন কেমন।

কেমন কেমন মানে?

ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় মেয়ে বিয়ে দিতে চায় আমার কাছে।

বলিস কি?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible] ভদ্রলোক প্রথম প্রথম আমাকে ভাই বলত, তারপর বলা শুরু করল- আপনি [illegible] মতো।

নীলু বলল- মেয়েটি দেখতে কেমন?

[illegible] ভালোই। বরিশালের মেয়েরা খুব সুন্দর হয়। হাসছ কেন তুমি ভাবী? এর [illegible] কিছু নেই। এটা একটা সিরিয়াস ব্যাপার।

[illegible] ভয়েই পালিয়ে এসেছ?

[illegible] নিয়ে ঠাট্টা ভালো লাগে না।

[illegible] ওদের বলে এসেছো তো, নাকি না বলে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে এসেছ?

[illegible] কোনো উত্তর দিল না। পরবর্তী বেশ কিছুদিন কাটাল গম্ভীর হয়ে। নীলু [illegible] করবার চেষ্টা করল- কি রফিক, বরিশাল কন্যার জন্যে মন খারাপ নাকি?

[illegible] বাচ্চা মেয়েকে নিয়ে কি সব ঠাট্টা করো, ভালো লাগে না।

[illegible] মেয়েটির দিকে দরদ একটু বেশি বেশি মনে হচ্ছে।

[illegible] ইট ভাবী। প্লিজ।

[illegible]এস পরীক্ষাও রফিকের ভালো হলো না। ইংরেজি এবং ইতিহাস দু'টার [illegible]টাতেই নাকি পাশ মার্ক থাকবে না। রফিকের ধারণা এগজামিনাররা খাতা দেখে [illegible]সি করবে। হোসেন সাহেব বললেন- এতটা খারাপ হলো কেন?

[illegible]গাস সব কোশ্চেন করেছে, খারাপ হবে না?

[illegible]সিএস-এ বোগাস প্রশ্ন করবে কেন?

[illegible]বলে তুমি কি করবে বলো? সব মাথা খারাপের দল। ইতিহাসের প্রশ্ন পড়লে মনে [illegible] গ্রাফির কোশ্চেন।

[illegible]লিস কি?

[illegible]শ্বাস না হলে তুমি পড়ে দেখো।

পরীক্ষা খারাপ দিয়ে রফিক খুবই মুষড়ে পড়ল। সে ধরেই নিয়েছিল ভালো করবে। [illegible]ড়ল সঙ্গে সম্পর্কও কমে গেল। নাশতা খেয়ে বেরিয়ে যায় রাত দশটা-এগারোটায় [illegible]রে। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলেই রেগে যায়। কথাবার্তা যা হয় নীলুর সঙ্গেই । তাও [illegible]দিন নয়, যেদিন মেজাজ ভালো থাকে সেদিন।

নীলু বুঝতে পারে, রফিক হীনম্মন্যতায় ভুগতে শুরু করেছে। এটা কাটিয়ে তোলার [illegible] তার কিছু করা উচিত, কিন্তু সে কি করবে বুঝতে পারে না। আগে মাসের মধ্যে [illegible]শ কয়েকবার রফিক টাকা চাইত। এখন আর চাচ্ছে না। চাইতে লজ্জা পাচ্ছে [illegible]হয়। দিন দশেক আগে হঠাৎ করে চাইল-ভাবী তোমার সঞ্চয় থেকে কিছু দিতে [illegible]বে?

কত?

সামান্য কিছু, ধর পঞ্চাশ।

নীলু একশ টাকা এনে দিল।

গোটাটা দিলে নাকি ভাবী?

হুঁ, দিলাম।

থ্যাংকস। মেনি থ্যাংকস।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

আমাকে থ্যাঙ্কস কেন? তোমার ভাইকে দাও। আমি তো তার ধনেই পো করছি।

ভাইয়াকেও থ্যাংকস্ আমি ভাবী সব লিখে রাখছি। ভেরি সুন তোমাদের সব ফেরত দেব, উইথ ইন্টারেস্ট।

ঠিক আছে, দিও।

মনে হচ্ছে খুব শিগগিরই একটা কিছু হবে।

তাই নাকি?

সেভেন্টি পারসেন্ট পসিবিলিটি। জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। বলেছে-আপনার মতো ইয়াং একটিভ ম্যানদেরই এখন দরকার। নিউ ব্লাড। ! আইডিয়া।

বেতন কেমন?

ফ্যান্টাস্টিক বেতন। বিদেশি কোম্পানি।

তোমার ভাইয়েরাটাও তো বিদেশি কোম্পানি। বেতন তো এমন কিছু না।

কোম্পানিতে কোম্পানিতে বেশকম আছে ভাবী।

তোমাদেরটা খুব রমরমা কোম্পানি বুঝি?

খুবই রমরমা। গাড়ি এসে দিয়ে যাবে, নিয়ে যাবে।

বল কি?

কোম্পানির নিজস্ব ফ্ল্যাট আছে। থ্রি বেড রুম। দেখলে মাথা ঘুরে যাবে।

ফ্ল্যাট দেখে এসেছ?

না, আমি দেখিনি। ঐ অফিসের অন্য অফিসারদের সঙ্গে আলাপ হলো। সবাই কে মাইডিয়ার।

তাই নাকি?

হুঁ। বেশ কয়েকজন মহিলা আছেন। বড় বড় পোস্টে। বুঝলে ভাবী, মেয়েদের জন্যে আজকাল চাকরির সুবিধা। তুমি যদি চেষ্টা কর, উইদিন টু মান্থ একটা কিছু জুটিয়ে ফেলতে পারবে।

সত্যি?

ইউ বেট। বি.এ.পাস আছে। দেখতে শুনতেও মোটামুটি খারাপ না। চলে যায়।

চলে যায় মানে?

ডানাকাটা পরী তুমি নও ভাবী। এরকম কোনো মিসকনসেপশন থাকা উচিত না। তবে দেখতে খারাপও না।

নীলু হেসে ফেলল। রফিক সিগারেট ধরিয়ে উৎসাহের সঙ্গে বলল-আমার কথা শোনো ভাবী, চাকরির চেষ্টা করো। এই যুগে একার রোজগারে কিছু হয় না। দু'জনে মিলে হাল ধরো।

তোমার ভাই পছন্দ করবে না।

এর মধ্যে পছন্দ-অপছন্দের কিছু নেই। কোচ্চেন অব সারভাইভেল।

চাকরির ব্যাপার নিয়ে অনেকদিন থেকেই নীলু ভাবছে। বন্যা গতমাসে এসেছিল।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

...ময় বলেই ফেলেছে–তুই বলেছিলি আমার জন্যে একটা ব্যবস্থা করে দিবি।
...য়ে দিবি। মনে আছে?
...থাকবে না কেন? করতে চাস?
...কম চাকরি?
...টি ধরনের একটা কিছু, তোকে তো আর ফস করে ক্লাস ওয়ান অফিসার ...রবে না।
...র চাকরি?
...আছে? দেড় দু'হাজার টাকা পাবি সব মিলিয়ে। এই বাজারে এটাইবা মন্দ ...? তাহলে আগামী সোমবার আয় আমার অফিসে। আমি কথা বলে রাখব।
...সঙ্গে কথা বলবি?
...আছে। তুই আয় তো।
...সোমবার যেতে পারেনি। বুধবারে সত্যি সত্যি গিয়ে উপস্থিত। বন্যা অফিস ...টি নিয়ে নিল। হাসি মুখে বলল–তোর এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার হাতে হাতে দেবার ...তে না পারলে আমার নাম বন্যা নয়।
...কি তুই?
...কে তোর কথা বলে রেখেছি। সার্টিফিকেটগুলি এনেছিস?
...।
...াম না সার্টিফিকেটগুলি সব আনতে?
...ন গিয়ে নিয়ে আসব?
...া থাক, পরে হলেও চলবে।
...ঝিলের এমন একটি অফিসে তারা ঢুকল যে, নীলুর বুক কাঁপতে শুরু করল। ...শানে উগ্র ধরনের সাজ করা ভারি সুন্দরী একটি মেয়ে। ঝকঝক তকতক করছে ...।
...ইটাই নাকি অফিস?
...কেন, পছন্দ হচ্ছে না?
নীলু কিছু বলল না। বন্যা বলল-চল মামার সঙ্গে তোকে পরিচয় করিয়ে দেই। মুখ ...ঙকনো করে রেখেছিস কেন? নীলু ফিসফিস করে বলল–এখানে আমার চাকরি ...না।
...লি কি করে হবে না?
আমার মন বলছে হবে না। কিছু কিছু জিনিস আমি টের পাই। সিক্সথ সেন্স।
...খ তোর সিক্সথ সেন্স।
বন্যার মামা তেমন কোন উৎসাহ দেখালেন না। দু'একটা ছোটখাট প্রশ্ন ...লেন–কবে পাস করেছেন, এর আগে কোথাও চাকরি করেছেন? টাইপিং জানা আছে ...? শর্টহ্যান্ড? বাসা কোথায়? এমন কিছু জটিল প্রশ্ন নয়, কিন্তু উত্তর দিতে গিয়ে নীলুর ...া জড়িয়ে যেতে লাগল এবং একবার মনে হলো না এলেই ভালো ছিল।
ভদ্রলোক তাদের কফি খেতে বললেন। প্রাইভেট ব্যবসার নানা সমস্যার কথা ...লেন এবং এক সময় টেলিফোন নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। দু'টি মেয়ে বসে আছে

Nirjoy

www.BanglaBook.org

তার সামনে এটা তাঁর মনেই রইল না। নীলু ফিসফিস করে বন্যাকে বলল–আমরা কি চলে যাব? বন্যা ইশারায় তাকে বসতে বলল। সবচে' যে জিনিসটি নীলুর কাছে আশ্চর্যজনক মনে হলো তা হচ্ছে–বন্যার সঙ্গে এই ভদ্রলোকের তেমন কোনো যোগাযোগ নেই। বন্যা নিজেও কেমন যেন মিইয়ে আছে। নীলু লক্ষ করল, তাদের দু'জনের মধ্যে কথাবার্তা প্রায় কিছুই হয়নি। এমন একজন অল্প পরিচিত মানুষের কাছে বন্যা তাকে এতটা ভরসা দিয়ে কেন নিয়ে এসেছে কে জানে। নীলুর বেশ মন খারাপ হলো।

টেলিফোনে ভদ্রলোক প্রায় এক ঘণ্টা কথা বললেন। খুব জরুরি টেলিফোন বোধহয়। কারণ কথা শেষ করেই তিনি বললেন– আমি আজ একটু ব্যস্ত। অর্থাৎ উঠতে বলা হচ্ছে। বন্যা শুকনো মুখে বলল–একটা কিছু ব্যবস্থা করে দেন মামা। চাকরির খুব দরকার। রাগ হবার মতো কথা। নীলুর চাকরির এমন কিছু দরকার নেই। কিন্তু বন্যা এমনভাবে কথাটা বলল যেন নীলু ছেলেমেয়ে নিয়ে না খেয়ে আছে।

ভদ্রলোক নিরাসক্ত গলায় বললেন–আমাদের এখানে কোনো অপেনিং নেই। ভবিষ্যতে হবে এরকম আশাও নেই। তবে আমার কাছে পার্টিকুলাস রেখে যান আমি দু'একজনকে বলে দেখব।

ও কিন্তু মামা অত্যন্ত ভালো মেয়ে।

ভালো মেয়েদের অফিসে দরকার নেই, অফিসে দরকার এফিসিয়েন্ট মেয়ে।

ও খুব এফিসিয়েন্ট।

বুঝলে কি করে? উনি তো এর আগে অফিসে কোনো কাজ করেননি।

মামা আপনি একটু দেখবেন।

নিশ্চয়ই দেখব। নাম-ঠিকানা এবং একটা বায়োডাটা আপনি আমার সেক্রেটারির কাছে দিয়ে যান।

নীলুর এসব করার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু বন্যা এমন আগ্রহ নিয়ে এসেছে তাকে না বলতে খারাপ লাগল। সে এমন ভাব করছে যেন বায়োডাটা লিখে দিলেই তার চাকরি হয়ে যাবে। এমন ছেলেমানুষও থাকে এই যুগে?

নীলু বাড়ি ফিরল খুব মন খারাপ করে। এতটা মন খারাপ হবে সে নিজে বুঝতে পারেনি। সে বোধহয় ধরেই নিয়েছিল চাকরিটা হবে। নানা রকম পরিকল্পনাও তার ছিল। প্রতি মাসে মাকে কিছু টাকা পাঠাবে। বেতন পাবার সঙ্গে সঙ্গেই সে মানি অর্ডার করবে। যতদিন মা বেঁচে থাকবেন ততদিনই পাঠানো হবে। এ বাড়ির কারোর কিছু বলার থাকবে না। তার নিজের টাকা। দু'একটা শখের জিনিস কিনবে। একটা টিভি। একটা ফ্রিজ। একটা হারমোনিয়াম। গানের দিকে তার খুব ঝোঁক ছিল। তার বাবারও ছিল। বাবাই দু'মেয়েকে গান শিখিয়েছিলেন। বাবা মারা যাবার পর কোথায় সব ভেসে গেল।

কি চমৎকার গানের গলা ছিল বিলু আপার। বাবা সব সময় বলতেন–আমার এই মেয়ে গান গেয়ে পাগল করে দেবে সবাইকে। কোথায় গেল গান, কোথায় কি?

নীলু তার বোনের কথা কখনো ভাবতে চায় না। ওটা যেন একটা দুঃস্বপ্ন। কোনোকালে তার যেন কোনো বোন ছিল না। বিলু নামের কাউকে সে চেনে না। কিন্তু তবু এক সময় এমন পরিষ্কারভাবে বিলু আপার মুখ মনে আসে। আদুরে স্নিগ্ধ একটা মুখ।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible] বলছে–"কিরে নীলু রোদে ঘুরে তোর মুখটা বাসা হয়ে আছে। দেখি, বস তো [illegible] পাশে।" নীলু প্রায়ই ভাবে এত মায়াবতী একটি মানুষ কি করে হয়? কি দুঃখী [illegible] না ছিল বিলু আপা, অথচ কী সুখী চেহারা! গভীর দুঃখের কিছুমাত্র ছাপ ছিল না [illegible]পার চোখে। আনন্দ উজ্জ্বল হাসি হাসি দু'টি চোখ।

[illegible] সাধারণত রাত আটটার মধ্যে এসে পড়ে। সাড়ে আটটা বাজছে এখনো তার [illegible] নেই। হোসেন সাহেবও ফেরেননি। কোথায় ঘুরছেন কে জানে। এত দীর্ঘ [illegible] তাঁর রাগ থাকে না। আজ আছে। রাগ পড়েনি শাহানারও। এখনো তার [illegible] বন্ধ। মনোয়ারা রাগ ভাঙানোর চেষ্টা করেছেন, লাভ হয়নি।

নীলু বারান্দায় এসে দাঁড়াল। দিন খারাপ করেছে। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বৃষ্টি [illegible] হবে। গুমোট হয়ে আছে। নীলু আকাশের দিকে তাকিয়ে ছোট একটা [illegible] ফেলল।

টুনী জেগে উঠেছে। তার হাসি শুনা যাচ্ছে। অদ্ভুত স্বভাব হয়েছে মেয়েটার, ঘুম [illegible] থেকে শুরু করে। পৃথিবীর সব বাচ্চারাই জেগে ওঠে কাঁদে। শুধু টুনীই বোধহয় [illegible]। দূর থেকে টুনীর হাসি শুনতে এমন মজা লাগছে।

বৌমা।

নীলু চমকে তাকাল। মনোয়ারা টুনীকে কোলে নিয়ে বারান্দায় চলে এসেছেন।

[illegible] হলেই তো সর্বনাশ হতো। কি যে কাণ্ড করো তুমি।

কি হয়েছে মা?

খাটের কিনারে শুইয়ে রেখেছ। নিজে নিজে উঠে বসেছে, একটু হলেই পড়ত। এত [illegible] হলে চলে?

নীলু কিছু বলল না।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছ কেন?

দিন খারাপ করেছে মা।

ঘরে আসো। দরজা জানালা বন্ধ করো। বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকার দরকারটা কি?

জানালা বন্ধ করবার আগেই হঠাৎ করে প্রচণ্ড বাতাস বইতে শুরু করল। রীতিমত [illegible]। ইলেকট্রিসিটি চলে গিয়ে অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক। মনোয়ারা টুনীকে কোলে [illegible] অকারণেই ছুটাছুটি করতে লাগলেন। মোমবাতি খুঁজে পাওয়া গেল না। হারিকেনে [illegible] নেই। প্রচণ্ড শব্দে বাথরুমের জানালার একটা কাচ ভাঙল। মনোয়ারা আকাশ [illegible] চেঁচাতে লাগলেন–"বৌমা, তোমার কি কোনো কালেও বুদ্ধিশুদ্ধি হবে না। ঝড় [illegible] দিনে হাতের কাছে হারিকেন রাখবে ঠিকঠাক করে–এক ফোঁটা তেল নাই [illegible]। এসব কি?"

টুনীও ভয় পেয়ে কাঁদতে শুরু করেছে। নীলু বলল–ওকে আমার কাছে দিন মা। মনোয়ারা রেগে গেলেন– অন্ধকারে হাত থেকে ফেলবে। ও থাকুক আমার কাছে। তুমি [illegible] কাজ কর।

করবার মতো কোনো কাজ নেই। নীলু তার ঘরে চলে গেল। ঝমঝম শব্দে বৃষ্টি [illegible] শুরু করেছে। গাঢ় অন্ধকার চারদিকে। এক একবার বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আর আলো

Nirjoy

www.BanglaBook.org

হয়ে উঠছে চারদিক। পরক্ষণেই প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ছে। মনে হয় এই কাছেই কোথা যেন পড়ল। চুপচাপ বসে থাকতে ভালোই লাগছে নীলুর।

ভাবী।

নীলু তাকাল। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। বোঝা যাচ্ছে শাহানা এগি আসছে। নীলু হাসি মুখে বলল–রাগ কমেছে নাকি শাহানা? শাহানা জবাব দিল না। নী হালকা গলায় বলল–ওদের কি অবস্থা কে জানে?

কাদের?

বাবা আর রফিক।

তোমার বরের কথা তো কিছু বলো নি। নাকি ভাইয়াকে নিয়ে তুমি ভাব না?

ভাবি।

শাহানা উঠে এলো খাটের উপর। মৃদুস্বরে বলল–হঠাৎ করে এমন দিন খারাপ হ কিভাবে? যা ভয় লাগছে।

ভয়ের কি আছে?

টুনী কাঁদছে। মনোয়ারা তাকে শান্ত করবার চেষ্টা করছেন। কোনো লাভ হচ্ছে না শাহানা বলল–ভাবী, তুমি টুনীকে নিয়ে এসো তো।

তুমি নিয়ে এসো, আমার কাছে দেবেন না।

আমি যাচ্ছি টাচ্ছি না।

নীলু হালকা গলায় বলল–এত ছোট ব্যাপার নিয়ে এরকম রাগ করে কেউ? জীবনে রাগ করার মতো অনেক বড় বড় ব্যাপার ঘটবে।

শাহানা মৃদুস্বরে বলল–হঠাৎ করে আমার কেমন যেন রাগ ধরে যায়। আর এ রকম করব না।

মোমবাতি কোথায় আছে জানো?

জানি। আমার টেবিলের ড্রয়ারে।

একটা মোমবাতি মার ঘরে দিয়ে আসো না। টুনী অন্ধকার দেখে কাঁদছে।

আমি পারব না ভাবী। তুমি যাও।

নীলু মোমবাতি জ্বালিয়ে মনোয়ারার ঘরে রেখে এলো। টুনীর কান্না থেমে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

হাত-পা ছুড়ে খেলা জুড়ে দিল। নীলুর ইচ্ছা হলো বলে–ওকে আমার কাছে একটু দিন না মা। কিন্তু সে কিছু বলল না। মনোয়ারা দেবেন না।

বৌমা, ক'টা বাজল?

ন'টা পঁচিশ।

এতো মহাচিন্তায় পড়লাম। কোথায় আটকা পড়ল ওরা কে জানে?

এসে পড়বে মা। আপনার দাঁত ব্যথা কমেছে।

কমেছে।

কিছু খাবেন আপনি? দুপুরে তো কিছু খাননি।

না কিছু খাব না। তুমি দেখো শাহানার রাগ ভাঙাতে পারো কিনা যন্ত্রণা হয়েছে একটা।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

ঘুম ভাঙ্গা ভেঙেছে মা। আমার ঘরে বসে আছে। মনোয়ারা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল। দরজায় ধাক্কা পড়ছে। নীলু দরজা খুলে দেখল আনিস দাঁড়িয়ে আছে। কাক ভিজে গেছে সে।

ব্যাপার কি আনিস?

অবস্থা কাহিল ভাবী। চা খাওয়াতে পারবেন?

চা পারব। শুকনো কাপড় কিছু পরে আসি।

শুকনো কাপড় আমার কিছু নাই ভাবী। ঘর ভেসে গেছে। একটা গামছাটামছা কিছু দিন।

আসো ভেতরে। শাহানাকে বলছি কাপড় দেবে তোমাকে। নীলু চা বানিয়ে বসার ঘরে দেখল অন্ধকারে আনিস এবং শাহানা পাশাপাশি বসে আছে। ওদের বসার মধ্যেই কিছু একটা ছিল যা দেখে হঠাৎ নীলু একটু চমকাল। ভালোবাসাবাসির ব্যাপার নেই তো? শাহানার বয়স খুবই কম। এই সময়ে মন তরল থাকে। ভালোবাসতে ইচ্ছে করে। দরজায় আবার ধাক্কা পড়ছে। হোসেন সাহেবের গলা শোনা যাচ্ছে–বৌমা, বৌমা।

রাত দশটার মধ্যে ভিজতে ভিজতে সবাই এসে উপস্থিত হলো। তুমুল বর্ষণ হলো সারারাত। আনিস থেকে গেল এ বাড়িতে। সোফার উপর বিছানা হলো তার। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে রইল সে।

জেগে রইল শাহানাও। সমস্ত রাত তার মন কেমন করতে লাগল।

আজ প্রথমবারের মতো সে একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করেছে। আনিস ভাই যখন বাথরুমে তার মাথায় ভেজা চুল মুছছে তখন হঠাৎ তার ইচ্ছে করছিল গামছাটা তাঁর হাত থেকে নিয়ে নিতে। তার বলতে ইচ্ছে করছিল–আনিস ভাই, মাথাটা নিচু করুন, আমি মুছিয়ে দিচ্ছি। কেন এরকম মনে হলো? এ রকম মনে হওয়া নিশ্চয়ই খুব খারাপ। খুব খারাপ মেয়েদের নিশ্চয়ই এরকম মনে হয়। কিন্তু সে খারাপ মেয়ে হতে চায় না। সে যে একটা ভালো মেয়ে হতে চায়।

শাহানা চাদর দিয়ে মাথা ঢেকে কাঁদতে শুরু করল। সে অন্ধকারে একা ঘুমুতে ভয় পায় বলেই মনোয়ারা আজ তার সঙ্গে ঘুমিয়েছেন। তিনি অবাক হয়ে বললেন-কি হয়েছে শাহানা, কাঁদছিস কেন? শাহানা ধরা গলায় বলল–জানি না কেন।

অদ্ভুত এক ধরনের কষ্ট হচ্ছে শাহানার। এ ধরনের কষ্ট পৃথিবীতে আছে তা তার জানা ছিল না। মনোয়ারা শাহানার গায়ে হাত বুলিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলেন। তিনি কি কিছু বুঝতে পারছেন? মায়েরা অনেক কিছু বুঝে ফেলে।

শাহানা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল–আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে মা।



কবির সাহেব সাধারণত অন্ধকার থাকতে ঘুম থেকে ওঠেন। হাত-মুখ ধুয়ে হারিকেন জ্বালিয়ে তাঁর পড়ার টেবিলে বসেন। জরুরি লেখালেখির কাজগুলি সূর্য ওঠার

Nirjoy

www.BanglaBook.org

আগেই সেরে ফেলা হয়। আজ তেমন কোনো জরুরি লেখালেখির ব্যাপার নেই। অন্যান্য বসে লেখার টেবিলে বসেছেন। শুধু শুধু বসে থাকার কোনো মানে হয় না, তিনি একটা প্রবন্ধ লিখতে বসলেন। প্রবন্ধের নাম–স্বাধীনতা। প্রথমে ইচ্ছে ছিল "মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ মানুষের ভূমিকা" এই বিষয়ে কিছু লেখবেন। প্রতিটি লেখারই নিজস্ব প্রাণ আছে। সে লেখাকে ঘুরিয়ে দেয়। এই লেখাটিও সে রকম হলো। তিন পৃষ্ঠা লেখার পর কবির সাহেব লক্ষ্য করলেন দেশের স্বাধীনতার প্রসঙ্গে না লিখে তিনি লিখছেন ব্যক্তিগত স্বাধীনতা প্রসঙ্গে। তিনি ভুরু কুঁচকে লেখাটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর বয়স হয়ে যাচ্ছে, যা ভাবছেন তা লিখতে পারছেন না। এটা বয়সের লক্ষণ। জরার লক্ষণ। সময় কি তাহলে শেষ হয়ে আসছে? তিনি একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন। মানুষের মতো এমন শক্তিধর একটি প্রাণী এত ক্ষীণ আয়ু নিয়ে আসে কেন? একটি কচ্ছপ বাঁচে আড়াইশ বছর। কচ্ছপের আড়াইশ বছর বাঁচার কোনো প্রয়োজন নেই। জীবনের অপচয়।

শওকত উঠে পড়েছে। সে সাড়া শব্দ করে ডন বৈঠক করছে। বিরক্ত হয়ে তাকালেন শওকতের দিকে। গুনে গুনে সে পঞ্চাশটা ডন দিবে তারপর কেরোসিন কুকার জ্বালিয়ে চা বানাতে বসবে। বিরাট একটা জামবাটিতে শরবতের মতো মিষ্টি চা এনে টেবিলে রেখে গাল ভর্তি হাসি দিয়ে বলবে, স্যার চা। চা তিনি খান না। বহুবার এই কথা শওকতকে বলা হয়েছে। কোনো লাভ হয়নি। সে কাজ করে তার নিজের ইচ্ছায়। অন্য কেউ কি বলছে না বলছে তার কোনো তোয়াক্কা করে না। তার ধারণা সকাল বেলা এক বাটি চা দিয়ে সে স্যারের সেবা করছে। এবং স্যারের আপত্তিটা মৌখিক আসলে তিনি মনে মনে খুশিই হন।

শওকত তার সঙ্গে এসে জুটেছে মাস তিনেক হয়। তবে কবির সাহেবের সঙ্গে তার পরিচয় দীর্ঘদিনের। নীলগঞ্জ স্কুলে ক্লাস সেভেনে পড়বার সময় সে উধাও হয়ে যায়। কোথায় আছে কি কেউ বলতে পারে না। মাস খানেক পর খবর পাওয়া গেল সে এক সার্কাস পার্টিতে ঢুকে সোহাগী চলে গেছে। নিউ অপেরা সার্কাস। খুব বড় দল। কবির সাহেব খবর পেয়ে সোহাগী চলে যান এবং কানে ধরে তাকে নীলগঞ্জে নিয়ে আসেন। কানে ধরা কথাটা মুখের কথা নয়, সোহাগী থেকে নীলগঞ্জ আসার সারাটা পথ তিনি সত্যি সত্যি তার কান চেপে ধরে ছিলেন। পরবর্তী এক বৎসর কোনোরকম ঝামেলা হয় না। সে ক্লাস এইটে প্রমোশন পায়। ক্লাস এইটেই সে মহাগুণ্ডা হিসেবে নীলগঞ্জে মোটামুটি একটা ত্রাসের সৃষ্টি করে। নীলগঞ্জ চেয়ারম্যান সাহেবের ছোট মেয়ের জামাইয়ের সঙ্গে কি একটা তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ঝগড়া করে। এবং লাথি মেরে তার পা ভেঙ্গে ফেলে। কবির সাহেব খবর পেয়ে বেত হাতে তাকে ধরতে যান। তার কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না। তার বাবা গ্রামের দরবার ডেকে তাকে ত্যাজ্য পুত্র করে দেন। পুত্রের প্রতি বিরাগবশত এটা অবশ্যি করা হয় না, করা হয় চেয়ারম্যান সাহেবের রোষের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে। চেয়ারম্যান হাজি খবির উদ্দিন খুব সহজ লোক না।

যাই হোক পরবর্তী চার বছর শওকতের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। উড়ো খবর আসে সে চলে গেছে আসাম। এত জায়গা থাকতে আসাম যাবার কারণটি কারোর কাছেই পরিষ্কার হয় না।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

দশ বছর পর এক সকালবেলা কবির সাহেব দেখলেন তার বাড়ির বারান্দায় একজন দাঁড়িয়ে আছে। চেনার উপায় নেই। বিশাল জোয়ান।

কিরে তুই কোত্থেকে?

শরীরটা ভালো?

কখন ভালো তুই এসেছিস কখন?

বাড়িতে।

বাড়িতে যাস নাই?

না বাড়িতে গিয়া কি হইব।

এইখানেই থাকবি নাকি?

হুঁ।

কবির সাহেবের ধারণা কিছুদিন থাকবে তারপর নিজের জায়গায় ফিরে যাবে। কিন্তু সেরকম কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। খাচ্ছে দাচ্ছে আছে নিজের মতো। এরমধ্যে খবর পাঠিয়েছেন সে খবির উদ্দিনকে শাসিয়ে এসেছে। বলে এসেছে, বেশি তেরিবেরি করলে মধ্যে পুইত্তা থুইয়াম। ভয়াবহ ব্যাপার।

কবির সাহেব সরবতের মতো মিষ্টি চায়ের খানিকটা খেলেন। সূর্য উঠি উঠি করছে। বেরিয়ে পড়বার সময় হয়েছে। সূর্য ওঠার আগেই তিনি সমস্ত গ্রামে একটা চক্কর দিয়ে আসেন।

কয়েকদিনের বৃষ্টিতে রাস্তা প্যাঁচপ্যাঁচে কাঁদা হয়ে আছে। পা রাখা মাত্রই ডেবে যাচ্ছে। কবির সাহেব চটি খুলে ফেললেন। পাজামা হাঁটু পর্যন্ত তুললেন। এক হাতে একটি ছাতি নিয়ে সাবধানে পা ফেলে এগুতে লাগলেন। আকাশ মেঘলা হয়ে আছে। বৃষ্টি শুরু হবার সম্ভাবনা। এ রকম দিনে না বের হলেও চলত। কিন্তু অভ্যাস হয়ে গেছে- সকালে না ঘুরলে মনে হয় দিনটা ঠিকমত শুরু হলো না। কিছু একটা যেন বাকি রয়ে গেল।

সূর্য এখনো ওঠেনি কিন্তু গ্রাম জেগে উঠেছে, শহরের সাথে গ্রামের সবচেয়ে বড় পার্থক্য হচ্ছে শহরের মানুষেরা কখনো সূর্যোদয় দেখে না। কবির সাহেবের মনে হলো সূর্যোদয় দেখাটা অত্যন্ত জরুরি। এই দৃশ্যটি মানুষকে ভাবতে শেখায়। মন বড় করে। কবির সাহেবের পরক্ষণেই মনে হলো মন বড় করে ধারণাটা ঠিক না। গ্রামে অত্যন্ত ছোট মনের মানুষদের তিনি দেখেছেন। মন বড়-ছোট ব্যাপারটির সঙ্গে প্রকৃতির কোনো সম্পর্ক বোধহয় নেই।

মাস্টার সাব স্লামালিকুম।

ওয়ালাইকুম সালাম। কেমন আছ কুদ্দুস।

জি মাস্টার সাব আপনের দোয়া।

যাও কোথায় এত সকালে?

ইস্টিশনে যাই। ঢাকা যাওন দরকার।

ট্রেন তো সকাল দশটায়, এখনই কোথায় যাও।

কুদ্দুস কিছু বলল না। কবির সাহেবকে এগিয়ে যাবার সুযোগ করে দেবার জন্যে সে প্রায় রাস্তায় নেমে গেল। কবির সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, "ষ্টেশনে এতক্ষণ বসে

Nirjoy

www.BanglaBook.org

থেকে শুধু শুধু সময় নষ্ট করবে এটা ঠিক না।" অশিক্ষার জন্যে এটা হচ্ছে। দশটায় ট্রেন বসে থাকবে ছ'টার সময়।

মাষ্টার সাহেবের শইলডা বালা?

হ্যাঁ ভালোই।

কুদ্দুস তার পেছন পেছন আসতে লাগল। দু'জনে হাঁটছে নিঃশব্দে। রাজারামের পুকুর ঘাট পর্যন্ত এসে কবির সাহেব বললেন–

তুমি তো উল্টোদিকে আসছ কুদ্দুস, ইস্টিশানে যাবে ইস্টিশনে যাও।

জি আচ্ছা।

কুদ্দুস উত্তরের সড়কের পথ ধরল। কবির সাহেব পুকুরে পা ধোয়ার জন্যে নামলেন। পা ধোয়া অর্থহীন। আবার কাদা লাগবে। কিন্তু রাজারামের এই পুকুরের কাছে এলেই পানিতে হাত-পা ডুবাতে ইচ্ছে করে। বিশাল দিঘি। আয়নার মতো স্বচ্ছ পানি। এই ঘোর বর্ষায়ও এর জল কাকের চোখের মতো স্বচ্ছ।

হাত-পা ধুতে ধুতেই কবির সাহেব লক্ষ করলেন ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দুজন' ভিখিরি যাচ্ছে। এই দৃশ্যটি নতুন। গ্রামের মানুষ জন সহজে ভিক্ষা করে না। এরা কি এই গ্রামেরই নাকি? তিনি হাত ইশারা করে ডাকলেন। না এরা এ গ্রামের না। কবির সাহেব কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করতে লাগলেন বাড়ি কোন গ্রামে? কতদিন ধরে ভিক্ষা করছ? বসত বাড়ি আছে? ছেলেমেয়ে নাই? ভিক্ষা করতে কতদূর যাও। রাতে নিজ গ্রামে ফিরে যাও না থেকে যাও।

ওরা বেশ আগ্রহ নিয়েই প্রশ্নের জবাব দিল। গ্রামের ভিক্ষুকরা শহরের ভিক্ষুকদের মতো নয়, এরা বলতে পছন্দ করে। জীবন সম্পর্কে আগ্রহ এখনো আছে। কবির সাহেব হাত-মুখ ধুয়ে দাঁড়াতে ওদের একজন চিকন সুরে বলল, চাচা মিয়া আট আনা পয়সা দেন। কবির সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, আমি ভিক্ষা দেই না।

ওরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। তিনি উত্তরের সড়ক ধরলেন। সূর্য উঠে গেছে এখন আর হাঁটতে ভালো লাগবে না। গ্রামে ভিক্ষুক বাড়ছে। খুব খারাপ লক্ষণ। এটা হতে দেয়া যায় না। গ্রাম হচ্ছে উৎপাদনের জায়গা এখানে ভিক্ষুক তৈরি হলে চলবে কিভাবে?

স্যার স্লামালিকুম।

ওয়ালাইকুম সালাম। রকিব ভালো আছ?

জি স্যার। একটু বসবেন না?

না, আরেকদিন।

রকিব সঙ্গে সঙ্গে আসতে লাগল। সে গ্রামে থাকে না। রাজশাহীতে ফুড সাপ্লাইয়ের কাজ করে। অল্পদিনের মধ্যেই পয়সাকড়ি করে ফেলেছে। বাড়ি এসেছে ঘর পাকা করবার জন্যে।

স্যার একটা দোনলা বন্দুক কিনলাম।

তাই নাকি? বন্দুক কেন?

একটা বন্দুক থাকলে স্যার ডাকাতি হয় না। জানেন তো আশেপাশে খুব ডাকাতি হচ্ছে।

তাই নাকি? জানি না তো?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible] হচ্ছে স্যার। এই গ্রামেও হবে। বন্দুকটা কিনলাম এই জন্যেই। আসেন না স্যার [illegible] রেখে যান।

[illegible] টন্দুকের ব্যাপারে আমার উৎসাহ নাই রকিব। বন্দুক দিয়ে কিছু হয় না।

[illegible]ই তাঁর মনে হলো কথাটা ঠিক না। মুক্তিযুদ্ধ বন্দুক দিয়েই করতে হয়েছে। [illegible] খুবই অত্যন্ত দরকারি জিনিস।

[illegible]ব

[illegible] স্যার।

[illegible]ন্দুক দিয়ে কিছু হয় না তোমাকে যে বললাম এটা ঠিক না। বন্দুকের দরকার [illegible]।

[illegible] স্যার তা তো আছেই। গ্রামের এক বাড়িতে বন্দুক আছে শুনলে সেই গ্রামে আর [illegible] আসে না।

[illegible]ই নাকি?

[illegible] স্যার।

তোমার বন্দুক বাড়িতে থাকবে?

[illegible]।

তুমি কত দিন আছ?

এক সপ্তাহ থাকব স্যার। কাল একবার আসব আপনার কাছে?

কোনো কাজে? না, এমনি দেখা-সাক্ষাৎ?

একটা কাজ স্যার আছে।

আচ্ছা ঠিক আছে।

কখন আসলে পাওয়া যাবে আপনাকে?

সব সময়। যাব কোথায়? ঘরেই থাকি সারাদিন।

রকিব বিদায় নিতে গিয়ে পা ছুঁয়ে সালাম করল। এটা একটা নতুন ব্যাপার। কোনো [illegible]দ্দেশ্য আছে কি? উদ্দেশ্য ছাড়া আজকাল কেউ কিছু করে না। তিনি ভুরু কুঁচকালেন। [illegible]ড় করে মেঘ ডাকছে। বৃষ্টি হবে বোধহয়। খবর পেয়েছিলেন শিয়ালজানি খালে পানি বাড়ছে। খুব খারাপ লক্ষণ। বন্যা এ বছরও কি হবে? একটু ঘুরে শিয়ালজানি খালটা দেখে গেলে হয়। একটা বাঁধটাধ দেয়ার ব্যবস্থা করা দরকার। প্রতি বছর বন্যা হলে তো সবাই ভিখিরি হয়ে যাবে। চিন্তিত মুখে তিনি শিয়ালজানি খালের দিকে রওনা হলেন। ফোঁটায় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে লাগল। সঙ্গে ছাতা আছে, কিন্তু ছাতা মেলতে ইচ্ছা করছে না। পথে যেতে যেতে তার মনে হলো আর দেরি করা ঠিক হচ্ছে না। কাজে হাত দেয়া দরকার। মানুষ কচ্ছপ নয়, সে আড়াইশ বছর বাঁচে না। অল্প কিছু দিন বাঁচে। যা করবার এই অল্প সময়ের মধ্যেই করতে হবে। শুরু করতে হবে একা, তারপর অনেকে এসে দাঁড়াবে পাশে। কোনো সৎকাজে মানুষের অভাব হয় না। মানুষ এক সময় না এক সময় পাশে এসে দাঁড়ায়। তার পাশেও লোকজন এসে দাঁড়াবে।

ছাত্রদের কাছে চিঠি লিখতে হবে। দেখা করতে হবে সবার সাথে। অনেক কাজ। শিয়ালজানি খালের পাড়ে কবির সাহেব দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে রইলেন। ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। ছাতা মেলতে হয়েছে শেষ পর্যন্ত। পানি সত্যি সত্যি অনেকখানি বেড়েছে। ছোট

Nirjoy

www.BanglaBook.org

একটা খাল। কিন্তু কত অল্প সময়ের নোটিশে বিশাল হয়ে যেতে পারে। এ রকম নজির আছে।

স্লামালিকুম মাষ্টার সাব।

ওয়ালাইকুম সালাম।

খালে পানি বাড়তাছে।

হুঁ।

এই বছর কিন্তুক পানি আইত না।

বুঝলে কিভাবে?

পর পর দুই সন বান হয় না। তারপর পানিটা দেখেন, ভারী পানি, বানের পানি অয় পাতলা।

তাই নাকি?

জ্বি।

ভারী-পাতলা বোঝ কিভাবে?

হাতে নিলেই বুঝন যায়।

কবির সাহেব অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বললেন, খালের তীর বরাবর বাঁধ দেবার ব্যবস্থা করব বুঝলে মজনু মিয়া।

এইটা সম্ভব না মাষ্টার সাব।

কবির সাহেব রাগী গলায় বললেন, অসম্ভব বলে কোনো জিনিস নেই মজনু মিয়া, সবই সম্ভব। মানুষের ক্ষমতা খুব বেশি। অবশ্যি বেশিরভাগ মানুষই তা জানে না। আসো ছাতার নিচে আসো, ভিজছ কেন?

মজনু মিয়া হাসতে হাসতে বলল, ভিজতে ভালো লাগে মাষ্টার সাব। মজনু মিয়ার দাড়ি বেয়ে বৃষ্টির পানি পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা হয়ে। ভালো লাগছে দেখতে।

তিনিও ছাতি নামিয়ে ফেললেন। মজনু অবাক হয়ে বলল, ও মাষ্টার ভিজতেছেন তো।

বৃষ্টিতে ভিজতে ভালোই লাগছে।

মজনু মনে মনে ভাবল, আমাদের মাষ্টর খুব পাগলা কিসিমের আছে।

সন্ধ্যার দিকে খবর এলো শিয়ালজানি খালের পানি অনেকখানি বেড়েছে। এই হারে বাড়তে থাকলে রাতের মধ্যে গ্রামে ঢুকবে। নীলগঞ্জের সমস্ত মানুষ শংকিত। খালের পাশে লোকজন আছে। অবস্থা তেমন দেখলে হাঁকডাক দেবে।

কবির সাহেব সন্ধ্যা থেকেই চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে আছেন। সকালবেলা বৃষ্টিতে ভেজা ঠিক হয়নি। জ্বর এসে গেছে। গলা ব্যথা করছে। ঢোক গিলতে পারছেন না। বয়সের লক্ষণ শরীর বলছে-এখন আর আমাকে দিয়ে যা ইচ্ছে তা করিয়ে নিতে পারবে না। আমার দিন ফুরিয়ে আসছে।

শওকত ঘুরছে শুকনো মুখে। তার খুব ইচ্ছা একজন ডাক্তার নিয়ে আসে। কবির সাহেব রাজি নন। সামান্য জ্বর জারিতে ডাক্তার কি? তাছাড়া এ গ্রামের ডাক্তার নেই।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible] যেতে হবে ফটিকখালি। কোন অর্থ হয় না। শওকত কাচু মাচু মুখে বলল, [illegible] ভিজাইয়া দেই খান।

[illegible]।

[illegible]টি বানাইয়া দেই? দুধ দিয়া চিনি দিয়া খান।

[illegible] খাব নারে শওকত। তুই যা পানির অবস্থাটা কি খোঁজ নিয়ে আয়।

[illegible] খাইয়া থাকবেন সারারাইত?

ঁ। একটা কথা মন দিয়া শোন শওকত। এদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ পেটে ক্ষিধে [illegible] ঘুমুতে গেছে। সুস্থ মানুষ। আর আমি অসুস্থ। খেতে ইচ্ছে করছে না। আমি [illegible] না খেলে কিছু যাবে আসবে না।

[illegible]বির সাহেবের মন অন্য একটি কারণেও বেশ খারাপ। ঢাকা থেকে নীলু হঠাৎ করে [illegible] দীর্ঘ একটি চিঠি লিখেছে। সে চিঠিতে শাহানার সেকেন্ড ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাসের [illegible] সঙ্গে তার বোন বিলুর মৃত্যু সংবাদ আছে। শেষ লাইনটিতে সে লিখেছে, মামা [illegible]তো অনেক জ্ঞানী মানুষ আপনি আমাকে বলেন এত কষ্ট কেন মানুষের? চিঠি পড়ে [illegible] চোখ মুছেছেন। এটাও বয়সের লক্ষণ। মন দুর্বল হয়ে গেছে। সামান্যতেই চোখ [illegible] ওঠে।

দুপুর রাতে শওকত খবর নিয়ে এলো পানি কমতে শুরু করেছে। এই খবরের [illegible]ন্দেই সম্ভবত কবির সাহেবের জ্বর কমে গেল। তিনি হাসি মুখে বললেন, একটু যেন [illegible] লাগছেরে শওকত।

ভাত খাইবেন?

দে চারটা ভাতই খাই। তরকারি কী?

খইলশা মাছ ডেঙ্গা দিয়া রাঁধছি। মাষের ডাইল আছে।

খেয়েই ফেলি চারটা।

খেতে খেতেই তিনি মনস্থির করলেন, আগামী কাল ভোরে ঢাকা যাবেন। সুখী [illegible]লগঞ্জের কাজে হাত দেয়া দরকার। এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে।

শওকত।

জি স্যার।

ঢাকা যাব কাল। তুইও চল আমার সাথে।

জি আচ্ছা।

বড় একটা কাজে হাত দিব। সুখী নীলগঞ্জ! নীলগঞ্জের মানুষের আর কোনো দুঃখ থাকবে না।

শওকত তাকিয়ে থাকল। এই অদ্ভুত মানুষটিকে সে খুব পছন্দ করে। সেও মজনু মিয়ার মতো মনে মনে ভাবল, আমাদের স্যার খুব পাগলা।

কবির সাহেব যাবেন ঢাকা, ভৈরব রেল স্টেশনে আটকা পড়ে গেলেন। এক গ্লাস পানি খাবার জন্যে স্টেশনের পাশের এক হোটেলে ঢুকেছেন। ক্যাশ বাক্স নিয়ে বসা মোটাসোটা লোকটি হাঁ করে তাকিয়ে রইল–যেন ভূত দেখছে। কবির সাহেব বললেন, আসালামুআলাইকুম। লোকটি জবাব দিল না।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

পানি খাব। এক গ্লাস পানি দেয়া যাবে?

লোকটি লাফিয়ে উঠল। কবির সাহেব ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন না।

স্যার আমি আপনার ছাত্র।

ভালো আছ বাবা?

আমার নাম স্যার ফজল। ফজল পা ছুঁয়ে সালাম করল। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে সে কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। পানির গ্লাসের জন্যে নিজেই ছুটে গেল। কিন্তু ফিরে এলো পানি ছাড়াই।

স্যার বাড়িতে চলেন। বাড়িতে পানি খাবেন। কাছেই বাড়ি, দুই মিনিট লাগবে।

ঢাকার গাড়ি ধরব ফজল।

আমি স্যার গাড়িতে তুলে দেব।

পানিটা এখানেই খেয়ে গেলে হত না?

বাড়িতে খাবেন স্যার।

ফজল, কবির সাহেবের হাত থেকে ব্যাগ প্রায় ছিনিয়ে নিল। কবির সাহেব হাঁটতে শুরু করলেন। এ জাতীয় পরিস্থিতির মুখোমুখি তাঁকে হতে হয়। অদ্ভুত অদ্ভুত জায়গায় তার ছাত্র বের হয়ে যায়। মাঝে মাঝে তাকে বেশ অস্বস্তিতে পড়তে হয়। একবার শান্তাহার যাচ্ছিলেন ট্রেনে প্রচণ্ড ভিড়। টিকেট চেকার উঠেছে। টিকিট নেই যাত্রীর সংখ্যাই বেশি। টিকেট চেকার দিব্যি বিনা টিকিটের যাত্রীদের কাছ থেকে এক টাকা দু'টাকা করে নিয়ে নিচ্ছে। তার ভাব দেখে মনেই হচ্ছে না যে কাজটা অন্যায় এবং এরকম প্রকাশ্যে করাটা ঠিক হচ্ছে না। এক পর্যায়ে কবির সাহেব বললেন, আপনি কি করছেন এসব? টিকিট চেকার রাগী মুখে তার দিকে তাকাল পরমুহূর্তেই তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সে থেমে বলল, স্যার আপনি? সে এগিয়ে এসে সালাম করল।

তুমি কি বাবা আমার ছাত্র?

জি স্যার।

তুমি তো আমাকেও লজ্জা দিলে। তোমার মতো ছাত্র তৈরি করল যে মাস্টার সে কেমন মাস্টার?

টিকিট চেকার গাড়ির দরজার কাছে মুখ কামুনাচু করে দাঁড়িয়ে রইল। তার দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গি দেখে কবির সাহেবের নিজেরই একটু খারাপ লাগতে লাগল। কিছু না বললেই হতো। মুখের কথায় কি আর অন্যায় বন্ধ হয়? দোষতো তার একার নয়। লোকগুলি বিনা টিকিটে উঠল কেন? প্রথম অন্যায় তো করেছে যাত্রীরা। দেশের সব মানুষই কি অসৎ হয়ে যাচ্ছে? নীতিবোধ নেই। ন্যায়-অন্যায় বিচার নেই।

শান্তাহার স্টেশনে ট্রেন বদলের জন্যে কবির সাহেব নামলেন। টিকিট চেকার ছাত্র এসে উপস্থিত। কথা নেই বার্তা নেই, স্যুটকেস উঠিয়ে নিল হাতে।

ব্যাপার কি?

বাসায় যেতে হবে স্যার।

আমিতো রংপুর যাব। কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ি।

রাতের বেলা যাবেন স্যার। রাতে একটা ট্রেন আছে।

আজ বাবা বাদ দেয়া যায় না?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

না স্যার। আমার অনেক দিনের শখ আপনাকে সাথে নিয়ে একবেলা চারটা ভাত
খা। স্যার আপনি বোধ হয় আমাকে চিনতে পারেননি।
না
আপনি স্যার পুরো এক বছর আমার কলেজের পড়ার খরচ দিয়েছেন। প্রতি মাসের
শে তারিখে আপনার কাছ থেকে নিয়ে আসতাম।
যেতে হলো তাকে। গিয়ে মনে হলো ছেলেটি তাকে ইচ্ছে করেই বোধ হয় এনেছে।
বিশাল পরিবার। নিজের স্ত্রী এবং ছেলেমেয়ে ছাড়াও তিনটি বড় বড় বোন, দু'টি ভাই
বোন এবং মা। সবাই মিলে দু'কামরার রেলের কোয়ার্টারে আছে। কবির সাহেবের বেশ
মন খারাপ হয়ে গেল। ছেলেটি রাতে তাকে ট্রেনে তুলে দিল। মৃদু স্বরে বলল, স্যার বড়
কষ্টে আছি। আপনি স্যার আমাকে বলেন, আমি কি করব।
তিনি কিছু বলতে পারলেন না। মাঝেমাঝে দারুণ সব অস্বস্তিতে পড়তে হয়।
ঠিকবেও এই জাতীয় অবস্থা হলো। পানি খেতে গিয়ে তিনি আটকা পড়ে গেলেন।
কোন কিছুর বাড়াবাড়ি তাঁর পছন্দ নয়। ফজল সেই জিনিসটিই করতে লাগল। তাকে
বসিয়ে রেখে–একটু আসি স্যার বলেই উধাও হয়ে গেল এবং ফিরে এল প্রকাণ্ড একটা
মাছ নিয়ে। কবির সাহেবের বিরক্তির সীমা রইল না। তার ঢাকা যাবার দরকার।



দুপুরবেলা পিওন একটি রেজিস্ট্রি চিঠি দিয়ে গেছে। খামের উপর লেখা– নীলুফার
ইয়াসমিন। ইংরেজিতে টাইপ করা ঠিকানা। নীলু খুবই অবাক হলো। কে তাকে রেজিস্ট্রি
চিঠি দেবে? বিয়ের আগে চিঠি আসত। আজেবাজে সব কথার চিঠি। তোমাকে আজ
দেখলাম কলেজে যাচ্ছ যেন কোনো রাজকন্যা পথ ভুলে এসেছে। জানো, তোমার কথা
ভেবে ভেবে রাত্রে আমার ঘুম হয় না। রাত জেগে জেগে জীবনানন্দ দাশের কবিতা পড়ি
বল তার কবেকার.....। এই চিঠিও সেরকম কিছু নাকি?
নীলু ভয়ে ভয়ে খাম খুলল। ইংরেজিতে টাইপ করা একটা চিঠি। মার্ক এন্ড ফিসার
এর জেনারেল ম্যানেজার লিখছেন, তোমাকে জানান যাচ্ছে যে, মার্কস এন্ড ফিসার-এর
পাবচেজ ডিভিশনে জুনিয়র এ্যাপ্রেনটিস অফিসার হিসেবে তোমাকে নিয়োগপত্র দেয়া
হচ্ছে। চাকরির শর্তাবলি নিম্নরূপ। শর্ত পছন্দ হলে আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে তোমাকে
কাজে যোগ দেবার জন্যে অনুরোধ করা হচ্ছে।
সহজ ইংরেজি, অর্থ না বোঝার কিছু নয়, তবু নীলুর মাথায় কিছু ঢুকছে না। সে
পর পর চারবার চিঠিটা পড়ল। মার্কস এন্ড ফিসার চাকরির জন্যে সে কোনো দরখাস্ত
করেনি। মার্কস এন্ড ফিসার কেন কোথাও করেনি। বন্যার চাপাচাপিতে সে তার মামার
কাছে গিয়েছিল। চাকরির চেষ্টা বলতে এইটুকুই। বন্যা অবশ্যি একদিন এসে সাদা
কাগজে তার দস্তখত নিয়ে গেছে। সার্টিফিকেট মার্কশিট নিয়েছে ফটো কপি করবার

Nirjoy

www.BanglaBook.org

জন্যে। কোথায় কোথায় নাকি পাঠাবে। তাই দেখেই চাকরি হয়ে যাবে? ইন্ট টিন্টারভ্যু কিচ্ছু লাগবে না? বাংলাদেশ, এরকম সোনার দেশ হয়ে গেছে?

নাকি কোনো রহস্য আছে এর মধ্যে। হয়তো এই নীলুফার ইয়াসমিন সে নয়, কেউ। ভুল ঠিকানায় এসেছে। কিংবা ফাঁদটাদ পেতেছে কেউ সে জয়েন করতে। অমি তাকে ধরে পাচার করে দেবে পাকিস্তানে কিংবা সিঙ্গাপুরে। গতকালের পত্রিকা আছে দশটি মেয়েকে পাচার করেছে পাকিস্তানে। ধরা পড়ে তারা এখন আছে লাহো এক জেলহাজতে। একটি মেয়ের ছবিও ছাপা হয়েছে। কেমন বউ বউ চেহারা। দেখে আদর করতে ইচ্ছে করে। রুমা নাম।

সারাটা দুপুর নীলুর কাটল অস্বস্তিতে। চিঠিটা কাউকে দেখানো যাচ্ছে না। বা রফিক অবশ্যি আছে। তাকে এখনি কিছু বলা ঠিক হবে না। হৈ চৈ চেঁচামেচি ং করবে। ব্যাপারটা পুরোপুরি না জেনে কাউকে কিছু না বলাই ভালো। বন্যাকে টেলিফে করা যায় অবশ্যি। সে সবচে' ভালো বলতে পারবে। রশীদ সাহেবের বাসায় নত্ন টেলিফোন এসেছে। বন্যার টেলিফোন নাম্বারও লেখা আছে। কিন্তু দুপুরবেলায় বেরু গেলেই মনোয়ারা হাজারটা প্রশ্ন করবেন, কোথায় যাচ্ছে? কেন যাচ্ছে। দরকারটা কি তবে মনোয়ারা খাওয়া দাওয়া শেষ হলেই ঘুমুতে যাবেন। সেই সময় যাওয়া যায়। নী তার শাশুড়ির ঘুমের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

বন্যাকে টেলিফোনে পাওয়া গেল। মার্কস এন্ড ফিসারে কথা শুনেই বলল, সে অফিসেই তো তোকে নিয়ে গিয়েছিলাম। মামার অফিস। নামটাও মনে নেই? গাধা নাকি তুই?

জয়েন করব?

করবি না মানে? এত ঝামেলা শুধু শুধু করলাম? কতবার যে আমি মামার কাছে গিয়েছি সেটা আমি জানি আর মামা জানে।

আমার কেন জানি শুধু ভয় ভয় লাগছে।

ভয় ভয় লাগার কি আছে এর মধ্যে?

অফিসের চাকরি, পারফরমেন্স না, সবার বকা খাব।

বাজে কথা বলিস না। চড় খাবি।

বাসার সবাই কিভাবে নেবে কে জানে।

যেভাবে ইচ্ছা নিক। কিছুই যায় আসে না।

শাশুড়ি হয়তো রেগে যাবেন।

বেতন পেয়ে তাকে একটা গরদের শাড়ি কিনে দিস দেখবি সব রাগ জল হয়ে গেছে। উঠতে-বসতে তখন শুধু বৌমা বৌমা করবে।

বন্যা খুব হাসতে লাগল। এটা কোনো হাসির ব্যাপার না। হয়ত শেষ পর্যন্ত সফিকই বলে বসবে– এত ছোট বাচ্চাকে রেখে চাকরি করবে কি? ওকে কে দেখবে? তাছাড়া সে রাজি হলেও নীলু কি পারবে টুনীকে রেখে অফিস করতে?

রফিক বাসায় ফিরল নটার দিকে। তার মনটন ভালো নেই। চাকরির ব্যাপারে একজনকে ধরার কথা ছিল। ধরা যায়নি। এক্ষুণি আসবেন এক্ষুণি আসবেন করে ওরা

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible] বসিয়ে রেখে বলেছে আজ মঙ্গলবার খেয়ালই ছিল না। মঙ্গলবারে তিনি [illegible]। আপনি ভাই মঙ্গলবার ছাড়া অন্য যে কোনোদিন আসেন। রফিক বহু [illegible] বলেছে, আমি কাল আসব। কাল গেলেও লাভ হবে না। তবু যেতে [illegible] লোক একজন মন্ত্রীর ফুপাতো ভাই। তাকে ধরে মন্ত্রী পর্যন্ত পৌঁছতে

[illegible] ফিরেই খেতে বসল। তার খুব ক্ষিধে পেয়েছে।

[illegible] আলু ভাজা? অত্যন্ত উচ্চমানের খাবার দেখছি ভাবী। নীলু বলল, বাজার [illegible]।

[illegible] ডিম ভেজে নিয়ে এসো।

[illegible] নেই ঘরে। থাকলে ভেজে দিতাম।

[illegible] প্লেট সরিয়ে উঠে দাঁড়াল।

[illegible] ফালতু জিনিস আমার পক্ষে খাওয়া সম্ভব না।

না খেয়ে থাকবে?

[illegible]। খাবার যা দিয়েছ সেটা খাওয়া আর না খাওয়া সমান।

নীলু আর কিছু বলল না। রফিকের মধ্যে এই ছেলেমানুষীটা আছে। এই বয়সে [illegible] নিয়ে রাগ করে কেউ? মনোয়ারা এসে বললেন, রফিক কি না খেয়ে চলে গেল [illegible]?

[illegible].

[illegible] তো সে এসব আজেবাজে খাবার খেতে পারে না। একটা ডিম এনে রাখলে [illegible]?

[illegible] দিয়ে আনাব বলেন? বাবার পায়ে ব্যথা, শুয়ে আছেন। ও এখনো অফিস [illegible] যেতে পারেনি।

মনোয়ারা বিরক্ত হয়ে বললেন, কি মুখে মুখে তর্ক করছ। আনিস ছোড়াটাকে [illegible] তো এনে দেয়। চেষ্টা থাকলে একটা উপায় হয়। সেই চেষ্টাই নাই।

নীলু কিছু বলল না। মনোয়ারার মেজাজ চড়তে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত [illegible] গিয়ে পড়ল রফিকের উপর-সম্রাট জাহাঙ্গীর। মোঘলাই খানা ছাড়া খেতে পারেন [illegible]। পরের উপর খাওয়া তো টের পায় না। নিজের রোজগারে যখন খাবে তখন বৌমা, [illegible] দশবে আলু ভর্তা দিয়ে সোনামুখ করে ভাত খাচ্ছে। শাহানশাহর জন্যে দুপুর রাতে [illegible] ডিম কিনে আনতে হবে। কি আমার ডিম খানেওয়ালা।

নীলু মৃদুস্বরে বলল, মা ও শুনবে।

শুনলে শুনবে। আমি কি ওর রাগের তোয়াক্কা করি? কান ধরে বের করে দেব না? [illegible] বাকরি না পেয়ে তেল বেশি হয়ে গেছে। তেল কমানো দরকার।

রফিক শোবার আয়োজন করছে। নীলু এসে দরজার পাশে দাঁড়াল, ঘুমিয়ে পড়েছ [illegible]?

[illegible]।

আসব ভেতরে?

[illegible] করলে আসতে পারো।

[illegible] ৭

Nirjoy

www.BanglaBook.org

নীলু ভেতরে ঢুকল। রফিকের মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর। মনোয়ারার কাঁটা কাঁটা নিশ্চয়ই কানে গিয়েছে। নীলু বলল ক্ষিধে নিয়ে ঘুম আসবে না। ভাত দিয়েছি, আসো। রফিক জবাব দিল না।

তোমার বিখ্যাত ডিম ভাজাও আছে। আনিসকে পাঠিয়ে ডিম আনানো হয়েছে, এমন ছেলেমানুষী করো রফিক, এসো, প্লিজ।

রফিক খাবার ঘরে এলো কোনোরকম আপত্তি না করেই। নীলু খেতে রফিকের সঙ্গে।

তুমি খাওনি?

না।

রফিক হালকা গলায় বলল, সব সময় এমন ভালো মেয়ে সাজতে চাও কেন? আমার জন্যে অপেক্ষা করার দরকার ছিল না।

নীলু কিছু বলল না। রফিক গম্ভীর গলায় বলল, ধরো আমি যদি রাতে না খে তুমিও কি না খেয়ে থাকতে?

কি জানি। জানি না।

না না বলতে হবে তোমাকে।

আমার প্রচণ্ড ক্ষিধে লেগেছে আমি খেয়ে নিতাম।

দ্যাটস গুড। বাঙালি মেয়েদের একটা প্রবণতাই হচ্ছে ভালোমানুষীর ভান ক ভান আমি দু'চোখে দেখতে পারি না। তোমার মধ্যেও প্রচুর ভান আছে।

আছে নাকি?

অফকোর্স আছে। থাকতেই হবে।

নীলু প্রসঙ্গ পাল্টে মৃদুস্বরে বলল, খবর আছে রফিক।

খারাপ খবর না ভালো খবর?

বুঝতে পারছি না।

বলো শুনি।

আমি একটা চাকরি পেয়েছি।

কি পেয়েছ?

চাকরি। মার্কস এন্ড ফিসারে জুনিয়ার এ্যাপ্রেন্টিস অফিসার। বেসিক পে ষোল টাকা। হাউস রেন্ট আছে, মেডিকেল আছে, যাতায়াতের জন্যে এ্যালাউন্স আছে।

ঠাট্টা করছ তুমি।

না ঠাট্টা না। খাওয়া শেষ করো, এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দেখাচ্ছি। রফিক অবা হয়ে তাকিয়ে রইল।

সত্যি বলছ ভাবী?

হ্যাঁ। আজই পেয়েছি। কাউকে বলিনি এখনো।

ভাইয়াকেও না?

না। তাকে বলব ভেবেছিলাম। সে এসেই শুয়ে পড়েছে, তার শরীর ভালো না ঘুমুচ্ছে বোধ হয়।

ভাইয়াকে ডেকে তোলো এবং খবরটা দাও, দেখবে সে চাঙ্গা হয়ে উঠবে।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible] করে রইল। রফিক বলল, ভাইয়ার জন্যে এটা যে কি পরিমাণ রিলিফ হবে [illegible] পারছ না। ভয়ে আধমরা হয়ে আছ। ভাইয়াকে খবরটা দাও, দেখবে সে [illegible] ধরে অরিয়েন্টাল ড্যান্স দেবে।

[illegible] হেসে ফেলল। রফিক বলল, এখন থেকে ভাবী আমার চাকরি না হওয়া পর্যন্ত [illegible] দু'শ টাকা করে হাতখরচ দেবে। তোমার নিজের বেতনের টাকা থেকে [illegible] আমার অবস্থা টাইট।

[illegible] জেগেই ছিল। নীলু দেখল টুনীকে সরিয়ে একপাশে দেয়া হয়েছে। সফিক [illegible] পাশে নীলুর জন্যে জায়গা রেখেছে। নীলু একটি দীর্ঘশ্বাস চাপার চেষ্টা করল। সমস্ত [illegible] মধ্যে অপমান এবং অবহেলা আছে। আজ রাতে সফিকের নীলুকে প্রয়োজন, [illegible] টুনীকে এক পাশে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। আগামীকাল এই প্রয়োজন হয়তো [illegible] টুনী ঘুমুবে দু'জনের মাঝখানে।

সফিক বলল, ক'টা বাজে?

বারোটা দশ। ঘুমুওনি এখনো?

ঘুমিয়েই ছিলাম হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল।

সফিক নীলুকে তার কাছে টানল। নীল মৃদুস্বরে বলল, আমি একটা চাকরি নিলে [illegible] হয়?

হঠাৎ চাকরির কথা বলছ কেন?

বলো না কেমন হয়? অনেকগুলি বাড়তি টাকা আসে সংসারে। যা অবস্থা।

সফিক হালকা গলায় বলল, চাকরিটা তোমাকে দেবে কে? বাজারের অবস্থা তো [illegible] না। রফিককে দেখছে না। এম.এ. পাস করে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে।

নীলু বলল, আচ্ছা ধরো, যদি পাই তাহলে?

তাহলে কি?

তাহলে কি চাকরিটা নেব?

তোমার শখ হলে নেবে।

শখ বলছ কেন, এটা কি প্রয়োজন না?

সফিক কিছু বলল না। চাকরির প্রসঙ্গে কথা চালিয়ে যেতে তার ইচ্ছে করছে না। [illegible] বাতি নিভিয়ে ঘুমুতে গেল একটার দিকে। বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে। ঝমঝম শব্দ হচ্ছে [illegible]। এ বৎসর বর্ষা নেমেছে ভালো।

নীলু টুনীকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বলল, আমি কিন্তু চাকরি একটা পেয়েছি। [illegible] এন্ড ফিসারে। আমার এক বন্ধু বন্যা, সে জোগাড় করে দিয়েছে।

সফিক কিছু বলল না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল শুধু।

আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে জয়েন করবার কথা। জয়েন করব?

চাকরি পেয়েছ এই কথাটা আগে বললেই পারতে, এত ভণিতা করছিলে কেন?

তোমার কি ইচ্ছা না আমি চাকরী করি?

ইচ্ছা অনিচ্ছার কোনো ব্যাপার না। চাকরি করতে চাও করবে। ভণিতা করবে না। [illegible] ভণিতা আমার ভালো লাগে না।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

মেয়েমানুষ মেয়েলী ভণিতাই তো করব।

আর কোনো কথা হলো না। রাত বাড়তে লাগল। ঝমঝম বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে। প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল কাছেই। ছোট টুনী ঘুমের মধ্যেই চমকে উঠল। নীলু তাকে কাছে টেনে নিল। মনে মনে বলল, পৃথিবীতে কেউ যদি আমাকে ভালো না বাসে তাতে কোনো ক্ষতি নেই। তুই ভালোবাসবি। লক্ষ লক্ষ মানুষের ভালোবাসার আমার দরকার নেই। একজনের ভালোবাসা পেলেই হবে।

নীলুর ঘুম আসছে না। সমস্ত শরীরে ক্লান্তি অথচ চোখে ঘুম নেই। নীলু মনে মনে মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে লাগল, বুঝলি টুনী, আমি খুব একজন অসুখী মানুষ। বাইরে থেকে সেটা কেউ বুঝতে পারে না। সবাই ভাবে–বাহ্ নীলু মেয়েটা তো খুব সুখী হয়েছে। স্বামী-কন্যা শ্বশুর-শাশুড়ি নিয়ে কি চমৎকার মিলেমিশে আছে। এরকম সুখ কিন্তু আমি চাইনি রে পাগলি। আমি অন্য রকম সুখ চেয়েছিলাম। এমন একজন স্বামী চেয়েছিলাম যে সব সময় তার পাশে আমার জন্যে জায়গা রাখবে। শুধু বিশেষ বিশেষ রাতে রাখবে না।

আজ নীলুর একটি বিশেষ দিন। চাকরিতে যোগ দেবার তারিখ। সাড়ে ন'টায় সফিক বলল, এসো খেয়ে নেই। নীলুর লজ্জা করতে লাগল। সে বলল, তুমি খেয়ে নাও।

খাবে না?

ইচ্ছা করছে না। ক্যান্টিনে কিছু খেয়ে নেব।

খেতে বসল সফিক একাই। নীলু বসল তার সামনের চেয়ারে। মনোয়ারা খাবার এগিয়ে দিচ্ছে তার মুখ গম্ভীর। তিনি নীলুর দিকে একবারও তাকাচ্ছেন না। রফিক বলল, এখানে বসে আছ কেন? তৈরি হও।

নীলু তৈরি হয়েই ছিল। তবু উঠে পড়ল। হোসেন সাহেব শোবার ঘরে বসে পত্রিকা দেখছিলেন। নীলুকে ঘরে ঢুকতে দেখে হাসি মুখে তাকালেন, তৈরি নাকি মা?

হ্যাঁ।

নীলু পা ছুঁয়ে সালাম করল। হোসেন সাহেব দরাজ গলায় বললেন, ফি আমানুল্লাহ মা। ফি আমানুল্লাহ। নীলু একটু ইতস্তত করে বলল, বাবা, আমার এই চাকরি করতে যাওয়া নিয়ে আপনার কি কোনো আপত্তি আছে? হোসেন সাহেব অবাক হয়ে বললেন, আপত্তি থাকবে কেন?

মা বোধহয় খুব একটা পছন্দ করছেন না।

এখন না করলেও পরে করবে।

উনার উপর অনেক ঝামেলা পড়বে।

সহ্য হয়ে যাবে। তাছাড়া টুনীতো বিরক্ত করে না। আমি দেখব টুনীকে।

যাই তাহলে বাবা।

যাও মা। দশ বার ইয়া মুকাদ্দেমু পড়ে ডান পা আগে ফেলে ঘর থেকে বেরুবে।

মনোয়ারা শেষ পর্যন্ত গম্ভীর হয়েই রইলেন। বৌয়ের চাকরির ব্যাপারটি তিনি গোড়া থেকেই অপছন্দ করে এসেছেন। সফিককে বেশ কয়েকবার বলেছেনও। কিন্তু সফিক কোনো উত্তর দেয়নি। যেন এ ব্যাপারে তার কোনো বক্তব্য নেই। কিছু জিজ্ঞেস করলে সফিক এমন ভাব করে যেন এর উত্তর দেয়াটা জরুরি নয়। গতকাল রাতেই তিনি

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible]কে ডেকে বললেন, আমি এই বয়সে সংসার সামলাব কি করে? সফিক হাই তুলে [illegible], অসুবিধা হবে না। কাজের একটা লোকতো আছে।

ঐ লোককে আমি এক্ষুণি বিদায় করব।

কেন?

এত বড় একটা জোয়ান কেউ রাখে বাসায়? কোনো দিন সবাইকে খুন করে [illegible]পত্র নিয়ে ভাগবে।

এক তাড়ালে তোমারই অসুবিধা হবে মা।

হোক অসুবিধা।

মনোয়ারা কাজের লোকটিকে সত্যি সত্যি বিদায় করে দিলেন। এতেও সফিক কিছু [illegible]ল না। ছেলেদের সংসারে থাকার কাল কি তাঁর শেষ হয়েছে? বোধ হয় হয়েছে।

রফিক নীলুকে অফিস পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেল। সে তার স্বভাব মতো বক বক [illegible]ছে। নীলুর কথা বলতে ইচ্ছা হচ্ছে না, তবুও বলতে হচ্ছে। রফিক সঙ্গে থাকলে কথা [illegible] বলে থাকা মুশকিল।

কি ভাবী গুমি হয়ে আছ কেন? আজকে তোমার খুশির দিন। আনন্দ-ফুর্তি করো।

কি আনন্দ-ফুর্তি করব?

গানটান গাও।

কি যে পাগলের মতো কথা বলো।

আমি হলে তাই করতাম। রিকশায় যেতে যেতে গান ধরতাম, কি আনন্দ চারিধারে। কি আনন্দ চারিধারে।

টুনীকে ছাড়া এতক্ষণ থাকতেই পারব না। খুব পারবে। আর এত ভয় পাচ্ছ কেন? আমরা সবাই দেখব। চোখে চোখে রাখব।

সারাদিনতো তোমার দেখাই পাওয়া যায় না। তুমি আবার চোখে চোখে কি রাখবে?

আমি না রাখলেও অন্যরা রাখবে।

রফিক সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে নেমে গেল। মতিঝিল পর্যন্ত তার যাবার কথা কিন্তু সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে এমনভাবে লাফিয়ে গাড়ি থেকে নামল যেন খুব জরুরি কোনো কাজের কথা হঠাৎ মনে পড়েছে। অথচ তেমন কোনো কাজই নেই। রাস্তায় হাঁটা। এই হাঁটার মধ্যেই পরিচিত, অর্ধপরিচিত কারোর সঙ্গে দেখা হওয়া।

এ্যাই রফিক না?

হুঁ।

চিনতে পারছিস?

না।

বলিস কি আমি ইয়াসিন। কলেজে তোর সঙ্গে পড়তাম।

ও ইয়াসিন। আছিস কেমন?

ভালো। এখন বিটিসিতে আছি।

গুড।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

বেতনপত্র মন্দ না। তিনটা বোনাস আছে। আসিস একদিন আমার এখানে ১৯ সিগারেট দেব। খাস তো সিগারেট?

খাই।

আসিস তাহলে অফিসে।

আচ্ছা আসব।

অফিস কোথায় কিছুই না বলে চলে গেল ইয়াসিন। অনেক দিনের পুরনো পরিচিতদের কাছ থেকে এর চেয়ে বেশি কিছু অবশ্যি আশা করা যায় না। ইউনির্ভাসিটির বন্ধুরাই যেখানে দায়সারা গোছের কথা বলা শুরু করেছে। সেদিন করিমের সঙ্গে দেখা। সুন্দর একটা মেয়ে সঙ্গে নিয়ে নিউমার্কেটে ঘুরছে। হাঁটার ভঙ্গি দেখেই বলে দেয়া যায় নতুন বিয়ে। সঙ্গের মেয়েটি তাঁরই স্ত্রী অন্য কারোর নয়, এটা বোঝানোর প্রবল চেষ্টা। গর্বিত দৃষ্টি। রফিক দূর থেকে ডাকল–করিম নাকি?

করিম অনুৎসাহের সঙ্গে এগিয়ে এলো। স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে আসতে পারত, তা এলো না। সুন্দরী মেয়েটি ঘাড় কাত করে বইয়ের দোকানে বই দেখতে লাগল।

কিরে বিয়ে করেছিস নাকি?

হুট করে হয়ে গেল। কাউকে খবর দিতে পারিনি। তুই আছিস কেমন?

ভালোই।

দাড়িটারি যেভাবে বড় করছিস–দরবেশ হয়ে যাচ্ছিস মনে হয়।

চেষ্টা করছি।

চাকরি বাকরি?

হবে হবে করছে। যা তুই, তোর বউ বিরক্ত হচ্ছে।

করিম প্রায় ছুটে গেল তার পুতুল পুতুল স্ত্রীর কাছে। সময় বদলে যাচ্ছে। পুরনো বন্ধুত্বের গাঁথুনী আলগা হয়ে যাচ্ছে। আর পাঁচ বছর পর একজন অন্যজনের মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু বলবে, কেমন ভালো? ব্যস ফুরিয়ে গেল।

দুপুরে রফিক নীলুর খোঁজ নিতে গেল। হাসি মুখে বলল, দেখতে এলাম কাজকর্ম কেমন আগাচ্ছে।

নীলুর জন্যে ছোটখাটো ছিমছাম একটা ঘর। টেবিলের উপর একটা টেলিফোন। রফিক চোখ কপালে তুলে বলল, টেলিফোনও আছে নাকি?

সবার টেবিলেই আছে। পিবিএক্স। ডিরেক্ট লাইন না।

খুব মালদার পার্টি মনে হচ্ছে।

নীলুর লজ্জা করতে লাগল।

কাজকর্ম শুরু করেছ নাকি?

না। প্রথম দিন কাজকর্ম কিছু নেই। এটা-ওটা শিখছি। দুপুরবেলা ঘুরঘুর করছ কেন বাসায় গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করো।

তোমাদের এখানে খাওয়ার ব্যবস্থা নেই? ক্যান্টিনফ্যান্টিন কি আছে?

আছে। চলো যাই।

ক্যান্টিন দেখে রফিক মুগ্ধ হয়ে গেল। নীচু গলায় বলল, কাজ করলে এইসব বিদেশি

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible] কাজ করতে হয়। তুমি ভাবী আমার জন্যে একটু ট্রাই করবে। বসটসদের [illegible]জায়ে বলবে আমার কথা।

[illegible] কি আমার কথা শুনবে?

[illegible]ন না শুনুক বৎসর খানিকের মধ্যেই শুনবে। তোমার কাজকর্মে খুশি হয়েই ওরা [illegible]। পদোন্নতিই হবে।

তোমার ধারণা আগামী এক বৎসরের মধ্যে তোমার চাকরি হচ্ছে না।

অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে সে রকমই মনে হচ্ছে। অবস্থা সুবিধার না ভাবী।

হাল ছেড়ে দিচ্ছ নাকি?

এখনো ছাড়িনি। ধরেই আছি। তবে ধরে থাকতে থাকতে হাত ব্যথা হয়ে গেছে।

রফিক উঠে দাঁড়াল। নীলু বলল, যাচ্ছ কোথায় এখন?

এক বন্ধুর বাসায়।

এখন কি কারো বাসায় যাবার সময়?

আনএমপ্লয়েডদের সময়-অসময় বলে কিছু নেই।

তোমার বন্ধুও কি আনএমপ্লয়েড?

রফিক কোনো জবাব দিল না। সে হেঁটে হেঁটে চলে এলো পুরনো ঢাকায়। [illegible]দের বাসায় যাবার তার কোনো পরিকল্পনা ছিল না। তবু সে কেন জানি [illegible]পাড়ায় উপস্থিত হলো সেখানে। কাজের মেয়েটি বলল, আপা ঘুমাইতাছে। ডাকুম।

না কোনো দরকার নেই। আমি অপেক্ষা করব। ঘুম ভাঙলে খবর দিও। পত্রিকা বা ম্যাগাজিন কিছু থাকলে দিয়ে যাও, বসে বসে পড়ি।

বড়লোকদের বাড়ির কাণ্ডকারখানাই অন্য রকম। কাজের মেয়েটা ন্যাশনাল জিওগ্রাফির লেটেস্ট সংখ্যাটি দিয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে চা এবং কেকও এসে গেল। চা খেতে খেতে পত্রিকা ওল্টাতে ভালোই লাগছে। চমৎকার সব ছবি। বিদেশি লোকগুলি ছবি দেখার জন্যেই বের হয় সম্ভবত। একটি এ্যাস্কিমো পরিবারের ছবি দেখে রফিক মুগ্ধ হলো। স্বাস্থ্যের সৌন্দর্যে ঝলমল করছে। দেখেই মনে হয় চমৎকার একটি জীবন এদের। পাশ করে চাকরি খুঁজতে হয় না। বাড়ি বানানোর জন্যে জমি কিনতে হয় না। যেখানে পছন্দ সেখানে বরফের একটা ঘর বানিয়ে নিলেই হলো। রাতে তিমি মাছের তেলের বাতি জ্বালিয়ে সবাইকে নিয়ে গল্পগুজব চলবে। বাইরে হু হু করে বইবে তুষার ঝড়। চমৎকার একটা জীবন। রফিক একটি ছোট নিশ্বাস ফেলল।

আরে তুমি কখন এসেছ?

এইত কিছুক্ষণ।

আমাকে ডাকোনি কেন?

সারা দুপুর ঘুমিয়ে শারমিনের চোখ ভারী হয়ে আছে। এলোমেলো করে পড়া শাড়ি, [illegible]প বাঁধা নেই। কিন্তু সব মিলিয়ে দৃশ্যটি এত সুন্দর।

চা দিয়েছে?

হুঁ।

কোনো কাজে এসেছ না এমনি এসেছ।

এমনি এসেছি।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

এসো আমার সাথে।

কোথায়?

আসতে বলছি আসো।

শারমিন তাকে নিয়ে এলো দারোয়ানের ঘরের পাশের ছোট্ট ঘরটিতে। মার্টি শুয়ে আছে সেখানে। শারমিনকে ঢুকতে দেখে এক ধরনের ঘর্ঘর শব্দ করল। শারমিন মৃদুস্বরে ডাকল, মার্টি সাহেব। মার্টি মাথা তুলে একবার মাত্র তাকাল তারপরই মাথা নামিয়ে নিল।

ও বাঁচবে না। এই ঘরেই তার শেষ শয্যা।

বলতে বলতে শারমিনের গলা ভারী হয়ে এলো। কেঁদে ফেলবে নাকি?

বেচারার এত কষ্ট হচ্ছে। সারা রাত ঘুমায় না। কাঁদে শুধু।

রফিক কিছু বলল না। শারমিন নিচু হয়ে মার্টির মাথায় হাত রাখল।

চাপা স্বরে বলল, পশুদের সবচে' বড় কষ্ট হচ্ছে এরা নিজের কষ্টের কথা অন্যকে বলতে পারে না।

অনেক মানুষও সেটা পারে না।

বাজে কথা বলবে না। মানুষ ঠিকই পারে। আজ তোমার মনে কোনো কষ্ট হলে সেটা তুমি কাউকে বলবে না।

সব কষ্টের কথা কি বলা যায়? কিছু কিছু কষ্টের কথা কখনো বলা যায় না।

শারমিন বলল, মার্টি মারা গেলে আমার খুব কষ্ট হবে। আমার বন্ধু কেউ নেই। মার্টিই আমার বন্ধু।

শারমিন উঠে দাঁড়াল। হালকা গলায় বলল, আজ কিন্তু তুমি রাতে খাবে এখানে।

কেন?

একা একা খেতে আমার খুব খারাপ লাগে। বাবা চিটাগাং গেছেন, কাল আসবেন। তুমি না এলে সাব্বির ভাইকে আসতে বলতাম।

উনি আমেরিকায় যাননি?

সামনের সপ্তায় যাবেন। মামার বাসায় আছেন। সাতদিনের জন্যে এসে বেচারাকে দু'মাস থাকতে হলো। মায়ের অসুখ।

তুমি কি তাকে আপনি আপনি করে বলো?

হুঁ।

কেন, আপনি বলো কেন?

তুমি বলতে কেমন জানি লজ্জা লাগে।

উনি কিছু বলেন না এ নিয়ে?

খুব একটা বলেন না। হঠাৎ এক আধদিন বলেন।

বাগানে বসে চা খাওয়া গেল না। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। শারমিন বলল, এসো দোতলায় বারান্দায় বসে বৃষ্টি দেখি।

বৃষ্টির মধ্যে দেখার কি আছে?

দেখার কিছু নেই? কি বলো তুমি?

আমার মধ্যে এত কাব্য ভাব নেই।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

সন্ধ্যা পর্যন্ত রফিক বারান্দায় বসে রইল। তেমন কোনো কথাবার্তা ওদের মধ্যে হলো না। শারমিন কেমন অন্যমনস্ক। কথাবার্তা কিছুই বলছে না। রফিকের হঠাৎ খুব মন খারাপ হলো। কেন সে বার বার ঘুরে ঘুরে এখানে আসে? এটা ঠিক না। কেন সে আসবে?

শারমিন, সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে উঠি।

খেয়ে যেতে বললাম না।

না আজ থাক অন্য দিন।

আজ অসুবিধা কি?

রফিক হাল্কা স্বরে বলল, আজকের রাতটা খুব চমৎকার। তুমি সাব্বির সাহেবকে আসতে বল। দুজনে মিলে খাওয়া-দাওয়ার পর বারান্দায় বসে গল্পটল্প করো।

শারমিন কিছু বলল না। রফিক উঠে দাঁড়াল। অন্য সময় শারমিন আসত তার সঙ্গে সঙ্গে। ড্রাইভারকে বলত পৌঁছে দিতে। আজ সে কিছুই করছে না।

রফিক ভিজতে ভিজতেই রওনা হলো। তার বার বার ইচ্ছা করছিল পেছনে ফিরে শারমিনকে একবার দেখতে। কিন্তু সে তাকাল না। মার্টি সাহেব কাঁদছে। বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে সে কান্না মিশে কেমন অদ্ভুত শুনাচ্ছে।

গেটের দারোয়ান বলল, চলে যাচ্ছেন নাকি স্যার?

হ্যাঁ।

গাড়ি নিয়ে যান। গাড়ি আছে তো। ড্রাইভার চা খেতে গেছে ডেকে নিয়ে আসছি।

ডাকতে হবে না।

রফিক লম্বা লম্বা পা ফেলতে লাগল। দারোয়ান শ্রেণীর কারোর গলায় এমন শুদ্ধ ভাষা শুনতে ভালো লাগে না। কেন লাগে না? এটা কি অত্যন্ত বাজে ধরনের একটা মানসিকতা নয়? দারোয়ান অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে এর মধ্যে অবাক হবার কি আছে? এরা কি রফিকের এখানে আসা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে?



মনোয়ারা গম্ভীর মুখে বললেন, বৌমা আজ অফিসে যাবে না? নীলু হাসি মুখে বলল, আজ টুনীর জন্মদিন। অফিস যাব না। মনোয়ারা কিছু বললেন না। আরো গম্ভীর হয়ে গেলেন। নীলুর খুব ইচ্ছা টুনীর দ্বিতীয় জন্মদিনটি খুব ভালোমতো করে। প্রথমটি করা হয়নি। সফিক কোনো রকম উৎসাহ দেখায়নি। বিরক্ত মুখে বলেছে, জন্মদিন আবার কি? নীলু বলেছে, আমাদের জন্যেতো না, টুনীর জন্যে।

এক বছরের বাচ্চা ও জন্মদিনের কি বুঝে? বাদ দাও।

এ বছর সে রকম কিছু বলতে পারবে না। টুনীর বয়স এখন দুই। জন্মদিনটি সে কিছু কিছু বুঝতে পারবে। আর না পারলেও জানবে তাকে ঘিরে একটি অনুষ্ঠান হচ্ছে।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

সফিক বলতে পারবে না, টাকা পয়সা নেই। এরজন্যে সে টাকা আলাদা করে রেখেছে। তেমন কোনো বড় উৎসব হবে না। একটা কেক কাটা হবে। কিছু ভালো-মন্দ রান্না হবে। টুনীকে সঙ্গে নিয়ে সে এবং সফিক একটা ছবি তুলবে স্টুডিওতে। প্রতি বছর এ রকম একটি করে ছবি তোলা হবে। সেই ছবির এ্যালবামটি টুনীর বিয়ের সময় টুনীকে উপহার দেয়া হবে। প্রথম জন্মদিনের ছবিটি অবশ্যি তোলা হয়নি।

সফিক অফিসে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছিল। নীলু এসে বলল, তুমি কি আজ একটু সকাল সকাল আসতে পারবে?

না।

একটু চেষ্টা করে দেখো না।

কেন?

টুনীর আজ জন্মদিন না? তুমি এলে তোমাকে নিয়ে স্টুডিওতে একটা ছবি তুলব।

সফিক জবাব দিল না। নীলু নরম স্বরে বলল, প্লিজ।

আচ্ছা দেখি।

দেখাদেখি না আসতেই হবে। সন্ধ্যাবেলা কেক কাটা হবে। রাতে একটু খাওয়া দাওয়া হবে।

অনেককে বলেছ নাকি?

না বন্যাকে বলেছি। ও তার হাসবেণ্ডকে নিয়ে আসবে। আনিসকে বলেছি। আনিস ম্যাজিক দেখাবে।

ও ম্যাজিক জানে নাকি?

শিখছে। জানে নিশ্চয়ই। তুমি যদি তোমার কোনো বন্ধুবান্ধবকে বলতে চাও বলো।

আমার আবার বন্ধুবান্ধব কোথায়?

কেউই নেই?

সফিক জবাব দিল না।

নীলুর ধারণা ছিল রফিককে বাজারে পাঠানো সমস্যা হবে। সে যেতে চাইবে না। ইদানীং সে অল্পতেই রেগে ওঠে। বাজারের কথা বললেই নিশ্বাস ফেলে বলে, বাজার করাই শেষ পর্যন্ত আমার ক্যারিয়ার হবে। বাজার সরদারের কাজই পাব। অন্য কিছু পাব না।

আজ সে খুব আগ্রহের সঙ্গে রাজি হলো। শার্ট পরতে পরতে বলল, সিরিয়াস একটা হৈচৈ হবে মনে হয়। বিরাট খাওয়া-দাওয়া নাকি?

বিরাট কিছু না। তোমার কোনো বন্ধুবান্ধবকে বললে বলতে পারো।

বেকারের কোনো বন্ধুবান্ধব থাকে না। লিষ্টি দাও। কি কি নিয়ে আসতে হবে বলো। ঘর সাজানো হবে নাকি।

দাও না সাজিয়ে। বেলুন-টেলুন দিয়ে সাজালে ভালোই লাগবে।

সাজিয়ে দিতে পারি তবে একশ টাকা ফিস লাগবে।

দেব ফিস দেব।

সবচেয়ে আগ্রহ দেখা গেল শাহানার মধ্যে। তার উৎসাহের সীমা রইল না। সে কলেজে গেল না। নিজেই নিউমার্কেট থেকে রঙিন কাগজ কিনে আনল। হোসেন

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible] সঙ্গে জুটে গেলেন। শিশুদের উৎসাহ নিয়ে রঙিন কাগজের শিকল বানাতে [illegible]। মনোয়ারা বিরক্ত মুখে বললেন, তুমি বুড়ো মানুষ রঙ্গিন কাগজ দিয়ে মালা [illegible] এসেছ?

[illegible] মানুষরা মালা বানাতে পারবে না এরকম কোনো আইন আছে নাকি?

[illegible] তর্ক করবে না।

[illegible]দিন পরে একটা উৎসব হচ্ছে বাড়িতে আর তুমি ঝগড়া বাধাবার চেষ্টা করছ [illegible] না।

[illegible] ঝগড়া বাধালাম?

[illegible]তো বাধাচ্ছ। আমি এখন একটা কথা বলব তুমি তার উত্তরে দশটা কথা [illegible]। তারপর আমি আবার আরেকটা কথা বলব, তুমি তার উত্তরে বলবে বিশটা [illegible]....।

মনোয়ারা ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। মাথা ধরেছে এই অজুহাতে বিছানায় শুয়ে [illegible]লেন। কোনো ব্যাপারই কোনোরকম আগ্রহ দেখালেন না। নীলু যখন এসে বলল, [illegible]াশাওটা একটু বসিয়ে দিন না মা। তখন তিনি ভুরু কুঁচকে বললেন, কেন তুমি কি [illegible]ও রান্না ভুলে গেছ নাকি? নীলুর মনটাই খারাপ হয়ে গেল।

সফিকের জন্যে সে সেজে গুজে বিকাল থেকেই বসে ছিল। সফিক আসা মাত্র ছবি [illegible]ে যাবে। টুনীও খুব আগ্রহ নিয়ে নতুন জামা পরে বসে আছে। সে বার বার বলছে, [illegible]া কখন আসবে? বাব্বা হচ্ছে আব্বা। টুনী কিছু কিছু শব্দ তার নিজস্ব ভঙ্গিতে বলে। [illegible]া হলো বাব্বা। পাচ্ছি হচ্ছে পাখি। সে 'বা' পা উচ্চারণ করতে পারে না, তা নয়। [illegible] পারে।

তবু নতুন শব্দগুলি কেন বলে কে জানে। শিশুদের মধ্যে অনেক দুর্বোধ্য ব্যাপার [illegible]ছে।

সাড়ে ছ'টা বেজে গেল সফিক এলো না। শাহানা বলল, তুমি একাই টুনীকে নিয়ে [illegible]া তুলে আসো ভাবী, ভাইয়া আসবে না।

বলেছিল তো আসবে।

আসার হলে এসে যেত। চল আমরা তিনজনে একটা রিকশা নিয়ে চলে যাই। [illegible]ামলীতে একটা ভালো স্টুডিও আছে।

আরেকটু দেখি।

শুধু সফিক নয় বন্যাও আসেনি। নীলুর মন খারাপ হয়ে গেল। এত চমৎকার করে [illegible]র সাজানো হয়েছে অথচ লোকজন কেউ নেই। কেউ আসুক না আসুক সফিক তো [illegible]আসবে। হোসেন সাহেব বললেন, টুনী ঘুমিয়ে পড়বে বৌমা কেকটা কাটাও। আনিস [illegible]্যাজিক শুরু করুক, আমরা দেখি বসে বসে। উৎসবটা জমছে না মোটেই। নীলু মৃদু [illegible]রে বলল, আরেকটু অপেক্ষা করি ও এসে পড়বে।

আনিস চূড়ান্ত রকমের নার্ভাস। আজই তার জীবনের প্রথম ম্যাজিক শো। কে জানে [illegible]কি হবে। পাঁচটা আইটেম সে তৈরি করে রেখেছে। আইটেম হিসেবে পাঁচটাই চমৎকার। আজ সারাদিনে সে প্রতিটি আইটেমই প্রায় এক হাজার বার করে প্রাকটিশ করেছে। তবু তার মনে হচ্ছে আসল সময়ে একটা কিছু গণ্ডগোল হয়ে যাবে। সবচে' বড় সমস্যা হচ্ছে

Nirjoy

www.BanglaBook.org

তার কোনো কনফিডারেট নেই, যে দর্শকদের মধ্যে বসে থাকবে। প্রয়োজনের সময় বিশেষ সাহায্যটি করবে। এরকম একজন কাউকে পাওয়া গেলে চমৎকার একটা ম্যাজিক দেখানো যেত। আনিস চিন্তিত মুখে বীণার সঙ্গে কথা বলতে গেল। বীণাকে বলে দেখা যেতে পারে। সে রাজি হবে কি হবে না কে জানে।

বীণা সঙ্গে সঙ্গেই রাজি। সে উৎসাহের সঙ্গে বলল, কি করতে হবে বলে দেন, কোনো প্রবলেম।

বিশেষ কিছুই না, টেবিলের উপর একটা রুমালে আংটি লুকানো থাকবে। কেউ আংটি আছে কি না পরীক্ষা করতে গিয়ে আংটিটি তুলে নিয়ে আসবে।

তুলে আনবার সময় কেউ দেখবে না?

না। সবার নজর থাকবে ম্যাজিশিয়ানের দিকে। সেই সময় একটা বক্তৃতা শুরু করব আমি। পারবে না?

পারব না কেন? নিশ্চয়ই পারব।

আনিস চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে লতিফা বললেন, তোর ও বাড়িতে যাবার কোনো দরকার নেই।

দাওয়াত দিয়েছে, যাব না?

না।

এসব বলে তো মা লাভ নাই। আমি যাব।

লতিফা গম্ভীর হয়ে রইলেন। মেয়েকে আর কিছু বলতে সাহস করলেন না। কেন জানি তিনি বীণাকে কিছুটা ভয় পেতে শুরু করেছেন। বীণা দ্রুত বদলে যেতে শুরু করেছে। আনিসের সঙ্গে তার সম্পর্কটা কোন পর্যায়ে এই নিয়ে তিনি খুব ভাবেন। তাঁর ধারণা বীণা আনিসকে মাঝে মধ্যে এটা-ওটা কিনে দেয়। এই ধারণাটা হয়েছে গত পরশু বীণা একা একা নিউমার্কেটে গিয়েছিল। নিউমার্কেট থেকে ফিরেই সে বেড়াতে গেল ছাদে। সেদিন সন্ধ্যায় তিনি দেখলেন, আনিস লাল রঙের একটি নতুন চেক শার্ট গায়ে দিয়ে হাসি মুখে নামছে। এর মানেটা কি? সারাটা দিন লতিফার খুব খারাপ কাটল। সন্ধ্যার পর বীণাকে খুব সহজ গলায় জিজ্ঞেস করলেন, আনিসের গায়ে একটা নতুন শার্ট দেখলাম। বীণা হাই তুলে বলল, আমিও দেখলাম। খুব মানিয়েছে।

লাল রঙ ব্যাটা ছেলেদের মানাবে কি?

লাল হচ্ছে এমন একটা রঙ, যা সবাইকে মানায়।

নিউমার্কেট থেকে তুই কি কি কিনলি?

তেমন কিছু না। দু'দিস্তা কাগজ। একটা বল পয়েন্ট পেন।

এসব কিনার জন্যে নিউমার্কেটে যেতে হলো। সুরমা স্টোরেই তো পাওয়া যায়।

তা যায়। তবু গেলাম।

লতিফা খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে বললেন, নিউমার্কেট থেকে ফিরেই ছাদে গেলি কেন?

এম্নি গেলাম। ছাদে যাওয়া নিষেধ নাকি?

লতিফা একবার ভাবলেন সরাসরি জিজ্ঞেস করে শার্টটা বীণা কিনে দিয়েছে কিনা। সাহস হলো না। ঘরে একটা বড় মেয়ে থাকায় কত যে সমস্যা। চোখের আড়াল হলেই

Nirjoy

www.BanglaBook.org

: ...ে। বীণা গিয়েছে শাহানাদের ওখানে, ঘণ্টা খানিকের ব্যাপার তবু ভালো ...া। আনিসটাকে ঘাড় ধরে বিদেয় করে দিতে পারলে কিছুটা স্বস্তি পাওয়া যেত। ...া নিশ্বাস ফেললেন।

টুনী এসে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়ল। রফিক বলল, ভাবী আমি টেলিফোন করে ...া অফিসে আছে কিনা। টেলিফোনের কথাটা নীলুর মনে আসেনি। আগেই ...া করা যেত।

...থেকে করবে? রশীদ সাহেবের বাসা থেকে?

...ন ফার্মেসি থেকে, চেনা লোক আছে। ভাইয়ার টঙ্গী অফিসের নাম্বার তোমার ...ে আছে?

...।

...ছে আমি বের করে নেব।

...কে শুইয়ে দিতে গিয়ে নীলুর চোখে পানি এসে গেল। মানুষ এমন হয় আশ্চর্য। ...া করতে লাগল বাতি টাতি নিভিয়ে শুয়ে থাকে টুনীর পাশে। কিন্তু তা সম্ভব ...। তাকে হাসি মুখে সবার সামনে ঘুরে বেড়াতে হবে। আনিসের ম্যাজিক দেখতে ...।

...ী।

...শাহানা?

...াড়াতাড়ি এসো কে একজন মেয়ে এসেছে আমাদের বাসায়। পরীর মতো সুন্দর। ...দেখলে তুমি বিশ্বাস করবে না। উপহারের প্যাকেট আছে হাতে।

...ন্যা নাকি।

...রে না। উনাকে বুঝি আমি চিনি না? তুমি তাড়াতাড়ি আস।

...লুও তাকে চিনতে পারল না। মেয়েটি বিব্রত মুখে বলল, আমার নাম শারমিন। ...দের সঙ্গে পড়ি। ও আমাকে দাওয়াত দিয়েছে, টুনীর নাকি জন্মদিন।

...্যা। তুমি বস।

আপনি ওর ভাবী?

...্যা।

আমি সবাইকে চিনি। ও হচ্ছে শাহানা তাই না?

...্যা।

আমাদের জন্মদিনের মানুষটি কোথায়?

টুনী ঘুমিয়ে পড়েছে।

ওর উপহারটা হাতের কাছে রেখে আসি।

নীলু ভেবে পেল না এই মেয়েটির কথাই কি রফিক মাঝে মধ্যে তাকে বলে। এমন ...ৎকার একটি মেয়ে? শারমিন, হোসেন সাহেব ও মনোয়ারা দু'জনকেই বিনীতভাবে সালাম করল। হোসেন সাহেব তাঁর স্বভাব সুলভ ভঙ্গিতে নিতান্ত পরিচিত জনের মতো গল্প শুরু করে দিলেন। এমন কি মনোয়ারা পর্যন্ত মিশুক স্বরে গল্পে যোগ দিলেন।

বাসা কোথায় তোমার?

পুরনো ঢাকায়।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

এত দূর একা একা এসেছে?

গাড়ি নিয়ে এসেছি। আর রাত বেশি হয়নি। সাতটা মাত্র বাজে।

শাহানা, শারমিনকে নিয়ে ছাদ দেখাতে গেল। সে তাড়াতাড়ি কারো সঙ্গে সহজ হতে পারে না। সেও চট করে সহজ হয়ে গেল। শাহানার খুব ইচ্ছা করতে লাগল এই চমৎকার মেয়েটিকে ম্যাজিশিয়ান আনিসের কথা বলে। কাউকে তার কথা বলতে ইচ্ছা করে।

এখানে কেউ থাকে নাকি শাহানা?

আনিস ভাই থাকেন।

আনিস ভাই কে?

একজন ম্যাজিশিয়ান। যা সুন্দর ম্যাজিক দেখান।

তুমি দেখেছ?

না।

তাহলে বুঝলে কি করে সুন্দর?

শাহানা চুপ করে গেল। শারমিন হাসিমুখে বলল, আমি ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে একবার গিয়েছিলাম ইংল্যান্ড, সেখানে মি. স্মিথের ম্যাজিক দেখেছি। অপূর্ব!

তাই নাকি?

হ্যাঁ। ভদ্রলোক একটা ইউনিভার্সিটির অঙ্কের প্রফেসর। অথচ প্রফেশন্যাল ম্যাজিশিয়ানদের হার মানাতে পারেন। শারমিন জন্মদিনের উৎসবে এসেছে এটা শুনে রফিকের বিস্ময়ের সীমা রইল না। টেলিফোনে জন্মদিনের দাওয়াত অবশ্যি সে দিয়েছে। সেটাও তেমন কোনো জোরালো দাওয়াত নয়। শারমিনও আসবে এমন কোনো ইঙ্গিত দেয়নি। ঠিকানা অবশ্যি জিজ্ঞেস করেছিল।

নীলু বলল, শাহানা ওকে ছাদে নিয়ে গেছে?

শীতের মধ্যে ছাদে কেন?

নীলু হেসে ফেলল, মমতা খুব বেশি মনে হচ্ছে।

তুমি যা ভাবছ তা না ভাবী, শারমিনের শিগগিরই বিয়ে হচ্ছে। আগস্টে হবার কথা ছিল পিছিয়ে গেছে।

আমি অবশ্যি মনে মনে আশা করছিলাম এ মেয়ে এই বাড়িতেই আসবে।

পাগল হয়েছ? এরা যে কি সিরিয়াস বড়লোক এটা তুমি ধারণাও করতে পারবে না।

সিরিয়াস বড়লোকদের মেয়েরা বুঝি বিয়ে করে না?

করে তবে আমার মতো কাউকে করে না।

সফিক আধঘণ্টার মধ্যে চলে আসবে বলেছিল। একঘণ্টা পার হয়ে গেল, তার দেখা নেই। হোসেন সাহেব বললেন, আনিসের ম্যাজিকটা শুরু হয়ে যাক, দেরি হয়ে যাচ্ছে। তুমি বরঙ টুনীকে ঘুম থেকে তোল।

টুনীর ঘুম ভাঙানো গেল না। আজ দুপুরে ঘুমায়নি। সহজে সে আর জাগবে না। নীলু বলল, থাক ও ঘুমাক, আসুন আমরা ম্যাজিক দেখি।

আনিস এই শীতেও রীতিমত ঘামছে। হাত-পা কাঁপছে কি অবস্থা হবে কে জানে। প্রতিটি আইটেমই অনেকবার করে করা। চোখ বন্ধ করেও এসব করা যাবে কিন্তু তবু তার মনে হচ্ছে এক্ষুনি একটা হাসির কাণ্ড হবে। শাহানা বলল, শুরু করুন আনিস ভাই।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

বীণা বসে আছে শাহানার পাশে। বীণার মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর। কারো সঙ্গেই সে কোনো কথাবার্তা বলছে না। যে কোনো কারণেই হোক সে অস্বস্তি বোধ করছে। আনিস মোটামুটি একশ ভাগ নিশ্চিত সে আংটি সরিয়ে দিতে পারবে না। আনিস ঘরের কোণের দিকে গেল। তার হাতে কিছু নেই।

আমি তাহলে শুরু করছি। দেখুন আমার হাত। হাতে কিছু নেই।

হোসেন সাহেব চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছেন। ম্যাজিকের ব্যাপারে তিনি প্রচণ্ড উৎসাহ বোধ করছেন। আনিস তার খালি হাত দেখিয়ে মুহূর্তেই দু'টি টকটকে লাল রুমাল তৈরি করল। হোসেন সাহেব মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

শাহানা বলল, দেখি রুমাল দু'টি আমার হাতে দিনতো আনিস ভাই। পরীক্ষা করে দেখি।

ম্যাজিকের রুমালতো দেয়া যাবে না।

বলতে বলতেই আনিস রুমাল দুটি নিশানের মত কিছুক্ষণ বাতাসে উড়াল। সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হলো একটি টকটকে লাল গোলাপ। আনিস গোলাপটি এগিয়ে দিল শাহানার দিকে। শাহানা কেন জানি খুব লজ্জা পেল। হোসেন সাহেব মুগ্ধ কণ্ঠে বললেন, অদ্ভুত ম্যাজিক। এত সুন্দর ম্যাজিক আমার জীবনে আমি দেখিনি। বীণা শুধু কঠিন দৃষ্টিতে বসে রইল। সে আশা করেছিল এই গোলাপটি সে পাবে।

আনিস আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে কাজেই তার তৃতীয় ম্যাজিক লিংকিং রিং হলো চমৎকার। রফিক বলল, এ তো সিরিয়াস ম্যাজিশিয়ান। ঠিক না শারমিন?

হ্যাঁ আমার নিজেরই এখন ম্যাজিক শিখতে ইচ্ছে হচ্ছে।

শাহানা বলল, মি. স্মিথের ম্যাজিকের মত লাগছে আপনার কাছে?

হ্যাঁ, সেরকমই লাগছে।

শেষ ম্যাজিকে গণ্ডগোল হয়ে গেল। আংটি হাওয়া করে দেয়ার ম্যাজিক। আনিস শারমিনের আংটি নিয়ে রুমালে ভরে রাখল টেবিলে। মুখে বলল, এখানে আংটি আছে, এ বিষয়ে কি কারো কোনো সন্দেহ আছে। সন্দেহ থাকলে হাত রুমালে ঢুকিয়ে পরীক্ষা করে যান। বীণার দায়িত্ব হচ্ছে পরীক্ষা করতে এসে আংটি উঠিয়ে নেয়া। সে উঠে দাঁড়াল এবং সরু গলায় বলল, আমার মাথা ধরেছে আমি বাসায় যাব। শাহানা বলল, আরে এখন যাবে কি? দেখে যাও কি হয়।

যা ইচ্ছা হোক আমার ভালো লাগছে না।

আনিস বীণার এই হঠাৎ রাগের কোনো কারণ খুঁজে পেল না। সে বলল, বীণা এসে দেখে যাও আংটি আছে কিনা।

অন্যরা দেখুক।

বীণা গম্ভীর মুখে বের হয়ে গেল। শেষ ম্যাজিকটি আনিসের দেখানো হলো না। হোসেন সাহেব অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে বললেন, আনিস, আংটিটার কি হলো দেখাও।

ম্যাজিকের মাঝখানে কেউ উঠে গেলে সে ম্যাজিক আর দেখানো যায় না।

তাই নাকি, জানতাম নাতো।

এইটা অন্য কোনো দিন দেখাব।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

শাহানা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। তার মন বলছে–বীণার মধ্যে কিছু একটা হয়েছে। কি হয়েছে সে সম্পর্কে তার কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই, তবে সে একেবারেই যে বুঝতে পারছে না, তাও নয়।

মনোয়ারা ম্যাজিক শেষ হওয়ামাত্র নীলুকে ডেকে বারান্দায় নিয়ে গেলেন। গলার স্বর খাদে নামিয়ে বললেন, শারমিন মেয়েটি কেন এসেছে এ বাড়িতে?

রফিক দাওয়াত করেছে তাই এসেছে।

দাওয়াত করবে আর হুট করে চলে আসবে? তাও একা একা এসেছে। আমার কিন্তু ভালো লাগছে না।

ঐসব কিছু না মা।

তুমি বুঝলে কি করে ঐসব কিছু না? বড়লোকের মেয়ে, নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরাচ্ছে।

নীলু কিছু বলল না।

রফিক চাকরি বাকরি কিছু খুঁজছে না। ঐ মেয়ের পেছনে ঘুর ঘুর করে সময় কাটাচ্ছে।

না, মা চাকরির চেষ্টা ও ঠিকই করছে।

বাজে কথা বলবে না। চেষ্টা করলে এই অবস্থা হয়? হয় না। আর কিছু যে হচ্ছে না সেই নিয়ে কোনো মাথাব্যথাও নেই। দিব্যি মেয়েদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করে বেড়াচ্ছে। আজ আমি তাকে কিছু কথা শুনাব।

থাক মা আজ আর কিছু না বললেন।

কেন? তাকে কথা শুনাতে হলে আগে দিনক্ষণ ঠিক করতে হবে? পঞ্জিকা দেখতে হবে?

আস্তে কথা বলুন, মা ওরা শুনবে।

শুনলে শুনুক, আমি কাউকে ভয় পাই নাকি? ওর রোজগারে আমি খাই?

ওদের খাবার দিয়ে আসি মা। রাত হয়ে যাচ্ছে।

সফিক ফিরল এগারোটায়।

নীলু না খেয়ে অপেক্ষা করছিল। সে কিছুই বলল না। সফিক বলল, জন্মদিন কেমন হলো?

ভালোই।

লোকজন এসেছিল?

এসেছে কেউ কেউ। তুমি হাত-মুখ ধুয়ে আস, খাবার গরম করছি। নাকি খেয়ে এসছে?

না, খাব কোথায়? অফিসে একটা ঝামেলা হলো।

নীলু কোনো আগ্রহ দেখাল না।

স্যুরেনসেন মনে হয় চাকরি ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। অবশ্যি গুজবও হতে পারে।

নীলু নিঃশব্দে ভাত বেড়ে দিতে লাগল। সফিকের কথাবার্তা তার শুনতে ইচ্ছা করছে

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible]। সারাদিনে অনেক পরিশ্রম হয়েছে। ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। রফিক ভাত [illegible]খতে মাখতে বলল, হুইস্কি খেয়ে ব্যাটা খুব হৈচৈ করছিল আজ, কেলেঙ্কারী অবস্থা।

সফিক অনেক রাত পর্যন্ত বসার ঘরে বসে বসে সিগারেট টানল। নীলু যখন বলল, [illegible]খে না? তখন সে নিয়ম ভঙ্গ করে চা খেতে চাইল।

[illegible]ট না হলে একটু চা করো তো নীলু। কাজের ছেলেটা কোথায়? ওকে দেখছি না [illegible]?

মা বিদায় করে দিয়েছেন?

কবে করলেন?

গত সপ্তাহেই করেছেন। তোমার চোখে পড়েনি বোধহয়।

সফিক আর কিছু বলল না। চা খেতে খেতে এলোমেলো ভাবে কিছু কথাবার্তা [illegible]লো। যেমন, রফিকের কিছু হয়েছে? চেষ্টা করছে না বোধহয় সে রকম। চাকরির [illegible]ার এতটা খারাপ নিশ্চয় না। প্রশ্ন করার জন্যেই করা। নীলু বলল, আমি ঘুমুতে [illegible]।

সফিক কিছু বলল না।

নীলু শুয়ে শুয়ে নানা কথা ভাবতে লাগল, তারা দু'জনে কি ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে? বোধহয় যাচ্ছে। কিন্তু কেন? দোষটা কার? সফিকের একার নিশ্চয়ই নয়। তারও [illegible]য়ই কোনো ভূমিকা আছে। সংসারের পেছনে সফিককে একা খাটতে হচ্ছিল। এখন [illegible] কিছু সাহায্য করছে। সফিকের সেটা পছন্দ নয়। শুধু সফিক নয়, তার শাশুড়িরও।

প্রথম বেতনের টাকা থেকে এক হাজার টাকা সে মনোয়ারাকে দিতে গেছে, তিনি [illegible]র মুখে বললেন, ঐ টাকা তোমার কাছেই রাখ বৌমা। আগে যদি সফিকের টাকায় [illegible]লেছে এখনো চলবে। সফিকও বলেছে একই কথা তবে একটু ঘুরিয়ে, রেখে দাও [illegible]কার হলে নেব।

প্রথমদিকের সেই অবস্থা এখন নেই। মনোয়ারা এখন টাকা নেন। গত মাসে [illegible]লেন, সামনের মাস থেকে আরো কিছু বেশি দিতে পারো কিনা দেখো তো বৌমা।

নীলু তার নিজের মা'কে প্রতি মাসেই দু'শ টাকা করে দিচ্ছে। তিনি বার বার [illegible]খছেন, কোনো দরকার নেই। যখন দরকার হবে আমি চাইব। তিনি চাইবেন না [illegible]োদিন। তাঁর ধারণা মেয়ের টাকায় তাঁর কোনো অধিকার নেই। এটা একটা মিথ্যা [illegible]ারণা। ছেলের টাকায় মার অধিকার থাকলে মেয়ের টাকায়ও থাকবে। কেন থাকবে না?

নীলুর চাকরি কেউ পছন্দ করছে না, কিন্তু তার টাকার বাড়তি কিছু সুখ কি আসছে [illegible]না? সে টাকা জমাচ্ছে। মাস তিনেকের ভেতরই একটি টিভি কেনার মতো টাকা জমে [illegible]যাবে। এটা কম কি-নিশ্চয়ই কম নয়। মশারির ভেতর কয়েকটা মশা ঢুকে গেছে। শুন [illegible]ন করছে কানের কাছে। নীলুর উঠতে ইচ্ছা করছে না। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে কিন্তু [illegible]পুরোপুরি ঘুম আসছে না। বিয়ের আগে এরকম হত। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকতে [illegible]ত। তখন সময়টাও খুব খারাপ ছিল। বিয়ে দেবার জন্যে মা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কিন্তু [illegible]বিয়ের কোনো প্রস্তাবই আসে না। বড় ভাবী খুব কায়দা করে কাটা কাটা কথা শুনান। [illegible]র প্রতিটি কথার তিন চার রকম মানে হয়। একেকবার প্রচণ্ড রাগ হত। কিন্তু কার [illegible]পর রাগ করবে? মা'র উপর? যার কেউ নেই, তার উপর রাগ করা যায় না।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

টুনী কাঁদতে শুরু করেছে। কোনো ভয়ের স্বপ্ন টপ্ন দেখেছে বোধহয়।

কি হয়েছে মা। ভয় লাগছে?

না।

বাথরুম?

না।

পানি খাবে?

না।

তাহলে কাঁদছ কেন?

বাথরুম করব।

নীলু, টুনীকে কোলে নিয়ে নামল। টুনী বলল, বাথরুম করব না। দাদুর সঙ্গে ঘুমাব।

কাল ঘুমিও।

না, আজ।

নীলু রাত দুপুরে হোসেন সাহেবের ঘরের দরজায় ধাক্কা দিল। প্রায় রাতই এখন এরকম হচ্ছে। টুনী ঘুমুতে যাচ্ছে দাদুর সঙ্গে। দাদুকে এখন গল্প বলে বলে ঘুম পাড়াতে হবে। মনোয়ারা বিরক্ত হবেন। খিটিমিটি বাধবে দু'জনের মধ্যে।



রাত ন'টা।

রহমান সাহেব খেতে এসে দেখেন শারমিন দোতলা থেকে নিচে নামেনি। জমিলা মা বলল, আফা ভাত খাইবেন না।

কেন?

কিছু কন নাই? শরীর খারাপ মনে হয়।

রহমান সাহেব বিস্মিত হলেন। শরীর ভালো থাকুক না থাকুক খাবার সময় শারমিন উপস্থিত থাকে। কিছুদিন থেকে তিনি তার ব্যতিক্রম লক্ষ করছেন। রহমান সাহেব নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করলেন। রাতের খাবার সময়টা তিনি বেশ আনন্দে কাটান। ছোট ছোট ব্যাপার নিয়ে হালকা আলাপ করেন শারমিনের সঙ্গে। অফিসের ব্যাপার নিয়েও কথাবার্তা হয়। আজ তিনি একটি জরুরি ব্যাপার নিয়ে শারমিনের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন। নাইক্ষ্যংছড়িতে তিনি একটা রাবার চাষের পরিকল্পনা নিতে চাচ্ছেন। এই বিষয়ে মতামত জানা।

রহমান সাহেব খাওয়া শেষ করে শারমিনের দরজায় টুকা দিলেন।

মা জেগে আছ?

আছি।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

শরীর খারাপ নাকি?

না।

কেন?

জবাব না দিয়ে শারমিন দরজা খুলল। রহমান সাহেব চমকে উঠলেন। ফ্যাকাশে আর্দ্রমানের। চোখ লাল হয়ে আছে। মনে হচ্ছে এইমাত্র কেঁদে উঠেছে।

এসো আমার ঘরে। গল্প করি।

শারমিন চাদর গায়ে দিয়ে নিঃশব্দে বের হয়ে এলো। রহমান সাহেবের মনে হলো, মেয়ে খুব একলা হয়ে পড়েছে। নিঃসঙ্গতার চেয়ে বড় কষ্টতো আর কিছু নেই। এই বয়স তাঁর মতো আর কেউ জানে না। তারা দু'জন নিঃশব্দে রহমান সাহেবের শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

খাটে পা তুলে আরাম করে বসো তো মা।

শারমিন বসল খাটে। রহমান সাহেব আচমকা প্রশ্ন করলেন, সাব্বিরের সঙ্গে তার ঝগড়াটগড়া হয়েছে নাকি?

না, ঝগড়া হবে কেন?

ফিরে যাবার সময় এয়ারপোর্টে তাকে খুব গম্ভীর দেখলাম।

পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। অনেক রকম ঝামেলা যাচ্ছে উনাদের। মাও অসুখ ছিল।

তুমি কি তাকে দেখতে গিয়েছিলে?

ঢাকায় নেইতো উনি। জামালপুরে তাঁর মেয়ের কাছে থাকেন।

রহমান সাহেব সিগারেট ধরালেন। সিগারেট প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন। কিছুদিন হলো আবার শুরু করেছেন। তার মনে হচ্ছিল শারমিন সিগারেটের প্রসঙ্গে বলবে। কিন্তু সে কিছুই বলল না।

সাব্বির তোমাকে চিঠিপত্র লিখেছে তো?

হ্যাঁ।

জবাব দাও তো তুমি?

হ্যাঁ, দেই। দেব না কেন?

আমি আজ তার একটা লম্বা চিঠি পেয়েছি। সে দেশে চলে আসছে। এপ্রিলের মাঝামাঝি এসে পড়বে। তোমাকেও নিশ্চয়ই লিখেছে?

হ্যাঁ।

আমি ঠিক করেছি মে মাসের প্রথম সপ্তাহে তোমাদের বিয়ের ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলব। কি বল তুমি?

শারমিন কিছু বলল না। রহমান সাহেব বললেন–খুব জমকালো একটা উৎসব করতে চাই। তোমার মা'র শখ ছিল জমকালো উৎসবের।

শারমিন এমন ভাবে তাকাচ্ছে যেন সে কিছু শুনছে না। অন্য কিছু ভাবছে। রহমান সাহেবের মন খারাপ হয়ে গেল। তিনি আশা করেছিলেন বেশ অনেকক্ষণ গল্প গুজব করবেন। মেয়েটি ক্রমেই কি দূরে সরে যাচ্ছে? বিয়ের পর নিশ্চয়ই আরো দূরে যাবে।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

শারমিন মৃদুস্বরে বলল-বাবা, তুমি তোমার কোনো কারখানায় একটি চা ব্যবস্থা করতে পারবে?

রহমান সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন-কার চাকরি?

আমাদের সঙ্গে পড়ত একটা ছেলে। অনেক দিন ধরে চাকরির চেষ্টা করছে। ' করবার পর প্রায় দু'বছর হয়ে গেল।

রহমান সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, যে ছেলে দু'বছর চেষ্টা করেও কিছু কর পারছে না, সে মোটামুটিভাবে একজন অপদার্থ।

অপদার্থ হবে কেন? দেশের অবস্থা খারাপ।

খারাপ ঠিকই কিন্তু বুদ্ধিমান ছেলেরা এই খারাপ অবস্থার মধ্যেও গুছিয়ে নি পারে।

শারমিন কিছু বলল না। রহমান সাহেব বললেন, ছেলেটিকে পাঠিয়ে দিও আ কাছে, আমি দেখব। ও কি প্রায়ই আসে নাকি এখানে?

না প্রায়ই আসবে কেন?

ঠিকানা জান?

না, জানি না।

বলেই শারমিন চমকে উঠল। এই মিথ্যাটা সে কেন বলল? কোনো দরকার ছিল তো।

ঠিকানা না জানলে খবর দেবে কি করে?

শারমিন লজ্জিত মুখে বলল, আমি ঠিকানা জানি। রহমান সাহেব অবাক হ তাকিয়ে রইলেন।

বাবা, আমার মাথা ধরেছে, ঘুমুতে যাই।

শারমিন উঠে দাঁড়াল। তার সত্যি সত্যি মাথা ধরেছে। জ্বর আসছে বোধহয় রহমান সাহেব বললেন, একটু বসো। আদা চা করে দিক, মাথা ব্যথা কমবে। ডি চায়ের কথা বলবার জন্যে উঠে গেলেন। এবং তখনই জানতে পারলেন আজ বিকে মার্টি মারা গেছে। খবরটি দিতে গিয়ে জয়নালের মুখের ভাব এরকম হলো যেন নিজেই মার্টিকে মেরেছে।

আমাকে খবরটা তখন দাওনি কেন?

আপা নিষেধ করছিলেন। বলেছিলেন ভাত খাওয়ার পরে দিতে।

রহমান সাহেব মার্টিকে দেখতে গেলেন। ঠাণ্ডা মেঝেতে মার্টি এলিয়ে পড়ে আছে তার গায়ে মোটা একটা কম্বল।

মারা গেল কিভাবে?

জানি না। খাওন দিতে গিয়া দেখি এই অবস্থা।

শারমিন কি খুব কান্নাকাটি করছিল?

জ্বি, না।

কিছুই বলেনি?

বলছেন সকাল হইলে মাটি দিতে। বরই গাছের নিচে।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible] পায়ে কম্বল দিয়ে রেখেছ কেন?

[illegible] নাই, আফা দিচ্ছেন।

[illegible] সমাধা হলো নিঃশব্দে। মার্টি প্রসঙ্গে কোনো কথাই হলো না। শারমিন বলল,

[illegible] যাই?

[illegible] যাও। আর শোন ঐ ছেলেটিকে বলবে আমার সঙ্গে দেখা করতে।

[illegible] নেই।

[illegible] থাকবে না কেন?

[illegible] সেই করুক। আমার এত মাথা ব্যথা নেই?

[illegible] কি শারমিনের রাগের কথা? কেন সে রাগ করছে? কার উপর রাগ করছে? [illegible] নিজেই তা বুঝতে পারছে না। সে কি অতি দ্রুত বদলে যাচ্ছে? সব মেয়েই কি [illegible] বদলে যায়, না এটা শুধু তার বেলায় হচ্ছে। জানার কোনো উপায় নেই কাকে [illegible] করবে?

[illegible]মিনের কোনো বন্ধুবান্ধব নেই। আত্মীয়-স্বজন যারা ঢাকায় আছেন তাদের [illegible] কোনো রকম যোগাযোগ নেই। কেউ কেউ ঈদের দিনে বেড়াতে আসেন। গেটের [illegible] পর থেকেই তাঁরা অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন। সেই অস্বস্তি বাড়ি থেকে [illegible] হওয়া পর্যন্ত কমে না। এদের অনেককেই শারমিন চেনে না। রহমান সাহেব [illegible] কিন্তু তিনি বিন্দুমাত্র উচ্ছ্বাস দেখান না। মেয়েকেও কারো বাসায় বেড়াতে যাবার [illegible] বলেন না। যে কোনো কারণেই হোক মেয়েকে দূরে সরিয়ে রাখতে চান। তবু [illegible] মাঝে নিতান্ত অপরিচিত একজন কেউ আসে। অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে কথাবার্তা বলে যেন [illegible]দের চেনা। এদের কথার ধরন থেকেই বুঝা যায় সাহায্য প্রার্থী।

[illegible]কবার দুপুরবেলায় ঘোমটা পরা একজন মহিলা এলেন। সঙ্গে চারটা আনারস, [illegible]টো ঢল আচার। শারমিনকে জড়িয়ে ধরে খানিকক্ষণ কাঁদলেন, আহ্ গো মা কতদিন [illegible] দেখলাম। গায়ের রঙটা একটু ময়লা হয়ে গেছে আগে সোনার পুতুলের মতো ছিল। [illegible]কে চিনছ তুমি?

[illegible]।

আমি আটপাড়ার। তোমার আব্বার মামাতো বোন।

সেই মহিলা খুব আগ্রহ নিয়ে সমস্ত বাড়ি ঘুরে ঘুরে দেখলেন। এবং ঘন ঘন দীর্ঘ [illegible]শ্বাস ফেলতে লাগলেন। এবং এক সময় জানা গেল তিনি এসেছেন দু'হাজার টাকার [illegible]। মেয়ের বিয়ে আটকে গেছে। জামাই একটা সাইকেল এবং একটা টু-বেন্ড রেডিও [illegible]। বিয়ের কথাবার্তা সব পাকা। এখন এই অল্প কিছু টাকার জন্যে বিয়ে আটকে [illegible]। শারমিন লজ্জিত স্বরে বলল, আমার কাছে তো এত টাকা থাকে না। আপনি [illegible]পেক্ষা করুন বাবা আসুক। তিনি বিকেলে আসেন।

তোমার কাছে কত টাকা আছে?

আমার কাছে খুব অল্পই আছে এতে আপনার কাজ হবে না। আপনি বিশ্রাম করুন [illegible]'রা চলে আসবেন।

ভদ্রমহিলা অপেক্ষা করতে লাগলেন। শারমিন সাধ্যমত তাঁর সঙ্গে ভালো ব্যবহার

Nirjoy

www.BanglaBook.org

করতে চেষ্টা করল। ভালো ব্যবহারের চেষ্টা করাও মুশকিল। তারা দু'জন দুই জগতের মানুষ। এই দু'জগতের ভেতরে কোনো বন্ধন নেই। অল্প সময়ের মধ্যেই শারমিন বিরক্ত হয়ে পড়ল। ভদ্রমহিলা একটির পর একটি আব্দার করেই যাচ্ছেন, ওমা তোমার তো বাক্স ভর্তি শাড়ি। দুই একটা আমাকে দিও গো মা। পুরানা চাদর আছে? খুব শীত পড়ে আটপাড়ায়। না গেলে বুঝবা না।

সন্ধ্যাবেলা রহমান সাহেব এলেন। টাকার কথা শুনে বললেন, তোমাকে তো মেয়ে বিয়ের জন্যে তিন মাস আগেই পাঁচ হাজার টাকা দেয়া হয়েছে বক্কর সাহেব এসে নিয়ে গেছেন।

সেই বিয়াটা হয় নাই ভাইজান।

আকদ হওয়া বিয়ে ভেঙে গেছে? বক্কর সাহেব তো বললেন আকদ হয়ে গেছে। রোসমত আটকে আছে। তিনি তিন হাজার টাকা চেয়েছিলেন। আমি দিয়েছিলাম চার হাজার টাকা।

ভদ্রমহিলা কাঁদতে শুরু করলেন। বিশ্রী অবস্থা। শারমিন সরে গেল সামনে থেকে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে শুনল বাবা বলছেন, আমার সঙ্গে চাল চালতে যাবে না। তোমাদের চাল বোঝার ক্ষমতা আমার আছে।

সময় কাটানোই হয়েছে শারমিনের সবচে' বড় সমস্যা। সময় পাহাড়ের মতো বুকের উপর চেপে বসে থাকে। বই পড়া, গান শোনা এর কোনোটাই এখন আর ভালো লাগে না। ছবি আঁকা শেখার কথা একবার মনে হয়েছিল। রংতুলি কিনে কয়েকদিন খুব রঙ মাখামাখি করা হলো, তাও মনে ধরল না।

প্রতিটি কাজ এত বিরক্তিকর।

কোনো কোনোদিন একা একা ঘুরতে ইচ্ছা করে। উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটতে খারাপ লাগে না। সবদিন তো আর তা করা যায় না। পুরনো বান্ধবীদের কারোর ঠিকানা নেই নয়তো তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেত। অদিতির ঠিকানা ছিল। তাকে পর পর দু'টি চিঠি দিয়েছে জবাব পাওয়া যায়নি। হয়তো এই ঠিকানায় সে এখন থাকে না কিংবা থাকলেও তার জবাব দেবার ইচ্ছা নেই। শারমিন বন্ধুর জন্যে অতীতে কখনো হাত বাড়ায়নি তার মূল্য দিতে হচ্ছে এখন। হাত বাড়িয়ে কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না।

শারমিন জেগে উঠল খুব ভোরে। চোখ বন্ধ করে মনে মনে ভাবতে চেষ্টা করল আজকের দিনটি কেমন করে কাটানো যায়। ইউনিভার্সিটিতে গেলে কেমন হয়? পরিচিত কাউকে কি পাওয়া যাবে ইউনিভার্সিটিতে? সম্ভাবনা খুব কম। এই পরিকল্পনাটা বাদ দিতে হলো। রফিকদের বাসায় গিয়ে হঠাৎ উপস্থিত হলে কেমন হয়? শাহানা মেয়েটিকে ঐদিন চমৎকার লেগেছিল। ওর সঙ্গে গল্পগুজব করা যেত। কিন্তু সে নিশ্চয়ই কলেজে। কোন কলেজে পড়ে জিজ্ঞেস করা হয়নি। জানা থাকলে ঐ কলেজে হাজির হলে মন্দ হতো না। শাহানাকে বের করে সিনেমা দেখা যেত কিংবা চাইনিজ রেস্টুরেন্টে বসে সময় কাটানো যেত।

কিংবা ঐ ম্যাজিশিয়ান আনিসকে একবার খবর দিয়ে এ বাড়িতে নিয়ে এলে হয়।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

খাওয়া একটা উৎসবের মতো করা হবে। ম্যাজিশিয়ান আনিস ম্যাজিক দেখাবে।
ছু মানুষ থাকবে।
খাবার টেবিলে শারমিন হাসিমুখে বলল, ম্যাজিক তোমার কেমন লাগে বাবা?
ম্যাজিক?
স। রুমাল ভ্যানিস হয়ে যাবে। শূন্য থেকে তৈরি হবে রক্ত-গোলাপ।
লোই লাগে। হঠাৎ ম্যাজিক প্রসঙ্গ কেন?
মি একজন ম্যাজিশিয়ানকে চিনি। তাঁকে আমি বাসায় শো করতে বলব।
শ তো বলবে।
রে করলে তোমার সুবিধা হয়?
কোনোদিন করতে পারো। রবিবারে করা যেতে পারে।
ক আছে বাবা, রবিবার সন্ধ্যায়।
হমান সাহেব মেয়ের দিকে আগ্রহ নিয়ে তাকালেন। ম্যাজিশিয়ান শ্রেণীর কাউকে
মেয়ে চেনে এটা বিশ্বাস করতে তাঁর কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু তিনি কিছু বললেন না।
বা, তাহলে ঐদিন খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়।
্যাঁ, ব্যবস্থা কর।
ঐদিন সব রান্না আমি করব কি বলো?
ভেরি গুড আইডিয়া!
দেশি রান্না না চাইনিজ? কোনটা চাও তুমি?
মিক্সড হলে কেমন হয়?
ভালোই হয়।
শারমিনের চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। রহমান সাহেবের মনে হলো মার্টির শোক
শারমিনকে স্পর্শ করেনি। তার জীবনে কি এরচেয়েও কোনো বড় শোক আছে?
শারমিন হাসি মুখে বলল, নাশতা খাওয়ার পর আজ সারাদিন আমি ঘুরব।
ভেরি গুড। কোথায় ঘুরবে?
ঠিক নেই কোনো।
গাড়ি নিয়ে যাচ্ছ তো?
হুঁ।
তুমি নিজে গাড়ি চালানোটা শিখে নাও না কেন?
আমার ইচ্ছে করে না।

প্রেসক্লাবের সামনে রফিক দাঁড়িয়ে আছে। ছোটখাট একটা ভিড় সেখানে। শারমিন
লে, ড্রাইভার সাহেব গাড়ি থামান।
ড্রাইভার গাড়ি থামাল।
ঐ কোণায় পার্ক করে রাখুন। তারপর রফিককে ডেকে নিয়ে আসুন। ঐ যে হলুদ
াঞ্জাবি দড়ির ব্যাগ কাঁধে।
রফিক হাসিমুখে এগিয়ে এলো, আরে কী ব্যাপার?
তুমি এই ঠাণ্ডায় শুধু একটা পাঞ্জাবি গায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

ইয়েস ম্যাডাম। বেকারদের শীত লাগে না।

করছ কি এখানে? ভিড় কিসের?

চাকরির দাবিতে অনশন হচ্ছে। তাই দেখছিলাম। নিজেও ঢুকে পড়ব কিনা ভাবছি।

উঠে আস।

কোথায় যাচ্ছ?

ঠিক নেই।

রফিক উঠে এলো। শারমিন বলল, তোমার ঝুলির ভেতর কি আছে?

কিছুই নেই। যাচ্ছি কোথায় আমরা?

কোথাও না। শুধু ঘুরব ঢাকা শহরে। তোমার কোনো কাজ নেই তো?

না। দুপুরবেলা ভাবীর অফিসে যাবার একটা প্ল্যান ছিল সেটা বাতিল করলাম।

বাতিল করবার দরকার কি? যাবে দুপুরে। আমি বাইরে অপেক্ষা করব। কিংবা আমিও যেতে পারি। তোমার ভাবী যদি রাগ না করেন।

রাগ করবে কেন? রাগ, হিংসা, দ্বেষ এইসব ভাবীর মধ্যে নেই। শি ইজ এন একসেপশনাল লেডি। তারপর তোমার কি খবর বলো?

কোন খবর জানতে চাও?

ভদ্রলোক কবে আসছেন?

এপ্রিলে।

বিয়েটা হচ্ছে কবে?

মে মাসে।

মহানন্দে আছ?

হুঁ। তোমার কি হিংসা হচ্ছে নাকি?

একটু যে হচ্ছে না তা না। ভালো কথা, তোমার কাছে টাকা-পয়সা আছে?

কেন?

যদি থাকে তাহলে এক প্যাকেট দামি সিগারেট কিনে দাও। ফতুর হয়ে গেছি।

শারমিন হেসে বলল, ভিক্ষা?

হ্যাঁ ভিক্ষা।

ভিক্ষাই যখন চাইছ তখন ছোট জিনিস চাইছ কেন? বড় কিছু চাও।

পাওয়া যাবে না এমন কিছু আমি চাই না।

দুপুরবেলা তারা দু'জন সত্যি সত্যি নীলুর অফিসে উপস্থিত হলো। নীলু বেশ অবাক হলো। যে মেয়েটির কিছুদিনের মধ্যেই বিয়ে হচ্ছে সে একটি ছেলের সঙ্গে এমন সহজভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিভাবে।

ভাবী কেমন আছেন?

ভালো। তুমি কেমন আছ? তুমি বললাম রাগ করোনি তো?

হ্যাঁ, খুব রাগ করেছি।

শারমিন হেসে ফেলল। নীলুর মনে হলো এই মেয়েটি বড় ভালো। কিছু কিছু মানুষ আছে, যাদের সব সময় কাছের মানুষ মনে হয়। এই মেয়েটি সেই দলের।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

শাশাঙ্ক বলল, আসুন ভাবী আজ দুপুরে আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে খাব। নতুন [illegible] রেস্টুরেন্ট হয়েছে খুব ভালো খাবার।

খাল তো ভাই যেতে পারব না। আমাদের বোর্ড মিটিং আছে। সবাইকে থাকতে [illegible] শেষ হচ্ছে তো।

আ তাহলে আপনি খুব ব্যস্ত?

[illegible] অন্য কোনোদিন সবাই মিলে একসঙ্গে খাব।

[illegible] মানে আপনি এখন আমাদের বিদায় হতে বলছেন?

নীলু হাসতে হাসতে বলল, হ্যাঁ। আজ আমাদের খুব ঝামেলা।

[illegible] আপনাকে এত খুশি খুশি লাগছে কেন?

আমার একটা সুখবর আছে।

শাশাঙ্ক অবাক হয়ে বলল, কি সুখবর, প্রমোশন হয়ে গেছে নাকি তোমার? চাকরি [illegible] এক বছরও হয়নি?

নীলু কিছু না বলে অত্যন্ত রহস্যময় ভঙ্গিতে হাসতে লাগল। সে নিজেও তার সুখবর [illegible] কিছু জানে না। সকালবেলা অফিসে আসতেই সালাম সাহেব বলেছেন, আপনার [illegible] সুখবর আছে। বোর্ড মিটিংয়ের পর জানতে পারবেন । নীলু ভয়ে ভয়ে বলেছে, [illegible] কি?

জানবেন, জানবেন। এত ব্যস্ত কেন? দুঃসংবাদ তাড়াতাড়ি শোনা ভালো, কিন্তু [illegible] সংবাদের জন্যে অপেক্ষা করাতেও আনন্দ।

কথাটা ঠিক, নীলুর আনন্দই লাগছে। কি হতে পারে খবরটা? প্রমোশন হবে না। [illegible] সম্ভব না। চাকরি এক বছরও হয়নি। কিন্তু এছাড়া আর কি হতে পারে?

শারমিন বাসায় ফিরল সন্ধ্যাবেলা। সমস্তটা দিন বাইরে কেটেছে কিন্তু এতটুকুও [illegible] লাগছে না। বরং বেশ ঝরঝরে লাগছে।

রহমান সাহেব বাসায় ছিলেন। তিনি অনেকদিন পর শারমিনের উৎফুল্ল চোখ-মুখ দেখলেন। তিনি বললেন, চলো মা বাগানে হাঁটতে হাঁটতে চা খাই।

এই শীতের মধ্যে বাগানে হাঁটতে হাঁটতে চা খাবে কি?

খুব শীত না। চলো যাই। চাদরটাদর কিছু গায়ে দিয়ে নাও।

রহমান সাহেব গোলাপ ঝাড়ের দিকে এগুলেন। এই বাগানের পেছনে অনেক শ্রম এবং অর্থ ব্যয় করা হয়। কিন্তু বাগান প্রাণহীন। প্রচুর গোলাপ গাছ আছে, কিন্তু বেশির [illegible] গাছই ফুল ফুটাতে পারে না। হয়তো মাটি ভালো না। কিংবা মালী ফুলগাছের কিছু [illegible] না। বাগানে হাঁটতে হাঁটতে রহমান সাহেবের একটু মন খারাপ হলো।

কি করলে আজ সারাদিন?

তেমন কিছু না। ঘুরলাম কিছু কেনাকাটা করলাম।

কি কিনলে?

সুতীর শাড়ি কিনেছি দু'টি। ঘরে পরার ফ্যান্সি কিছু না।

ফ্যান্সি কিছু কিনলেই পারতে।

কিনব এক সময়।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

রহমান সাহেব হাসিমুখে বললেন, তাড়াতাড়িই কেনা উচিত। উৎসবের দিন এগিয়ে আসছে।

শারমিন কিছু বলল না।

শুনেছি অনেকেই বিয়ের শাড়িটারি কোলকাতা থেকে কেনে, তুমি যেতে কোলকাতায়?

না।

আমি আগামী সপ্তাহে যাচ্ছি কোলকাতায় ইচ্ছা করলে তুমি যেতে পারো।

না, অত শখ নেই আমার।

এটাতো শখের বয়স। তোমার শখ নেই কেন?

ভেতরে চলো বাবা। ঠাণ্ডা লাগছে।

রহমান সাহেব হালকা স্বরে বললেন, একটা কথা খুব পরিষ্কার করে বলো শারমি? সাব্বিরকে বিয়ের ব্যাপারে তোমার মনে কি কোনো দ্বিধা দেখা দিয়েছে?

না শুধু শুধু দ্বিধা দেখা দেবে কেন?

আজ তার একটি চিঠি পেলাম। তোমার কাছে চিঠি লিখে লিখে নাকি জবাব পাচ্ছে না।

মাঝে মাঝে আমার চিঠি লিখতে ভালো লাগে না। আলসী লাগে।

আজ তাকে চিঠি লিখে দিও।

হ্যাঁ দেব।

আর ঐ ম্যাজিশিয়ানের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল?

না। রোববারের প্রোগ্রামটা ঠিক আছে?

না।

না, কেন?

এখন আর ইচ্ছা করছে না। রহমান সাহেব মেয়ের দিকে দীর্ঘ সময় তাকিয়ে রইলেন। শারমিনকে তিনি বুঝতে পারছেন না। বাবারা হয়তো সব সময় তা পারে না। মা'রা পারে। শারমিনের মা বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই শারমিনকে বুঝতে পারত। রহমান সাহেব অনেকদিন পর নিজের স্ত্রীর কথা মনে করলেন।



সন্ধ্যা মিলিয়ে গেল তবু নীলু জানতে পারল না, ভালো খবরটি কি? ম্যারাথন বোর্ড মিটিং হচ্ছে। চারটার পর তিনবার চা দেয়া হয়েছে ভেতরে। ক্যান্টিন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল শেষবারের চা আনতে হলো বাইরে থেকে। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে মিটিং চলবে রাত ন'টা দশটা পর্যন্ত।

নীলু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। বাসায় বলে আসা হয়নি। সবাই নিশ্চয়ই চিন্তা করবে। কিন্তু মিটিংয়ের মাঝখানে চলে যাওয়া যায় না। কেউই যায়নি। আজ বোনাস

Nirjoy

www.BanglaBook.org

...কথা। এ বছর কোম্পানি দু'কোটি টাকার কাছাকাছি লাভ করেছে। বড় ...বোনাস হবার কথা। একটা গুজব শোনা যাচ্ছে চার মাসের বেসিক পে বোনাস ...দেয়া হবে। গুজবটা এসেছে খুব উঁচু লেভেল থেকে। সত্যি হলেও হতে পারে।

...হলেও অবশ্যি নীলুর কোনো লাভ নেই। যাদের চাকরি এক বছরের কম তারা ...পাবে না-নিয়ম নেই। নীলুর চাকরির এক বছর হতে এখনো তিন মাস বাকি। ...বোনাস পাবে নীলু পাবে না। ভাবতে একটু খারাপ লাগে। টাকাটা পেলে সে টিভি ...। বাসার সবাইকে দারুণ একটা চমক দেয়া যেত।

...আটটায় নীলুর টেলিফোন এলো। রফিক টেলিফোন করেছে।

...ভাবী? ব্যাপার কি এত দেরি।

...মিটিং হচ্ছে।

...মিটিং করবে ডিরেক্টররা তুমি চুনোপুটি। তুমি বসে আছ কেন?

...একা না। সবাই অপেক্ষা করছে।

...রাতে বাসায় ফিরবে কিভাবে?

...নীলু ভাবেনি। বাসায় ফেরা একটা সমস্যা হবে। দশটা পর্যন্ত অবশ্যি বাস ...করে। বাসে করে ফিরে যেতেও ঘণ্টাখানিক লাগবে।

...ভাবী।

...অপেক্ষা করো আমার জন্যে। আমি নিতে আসছি এক্ষুণি রওনা দিচ্ছি।

...আছে। তোমার ভাই এসেছে?

...এসেছে। তুমি এখনো ফেরনি শুনে ভাম হয়ে আছে। আজ মনে হয় গরম ...দেবে। ভাবী আমি রাখলাম।

নীলু টেলিফোন নামিয়ে রাখার সঙ্গে সঙ্গে খবর পাওয়া গেল মিটিং শেষ হয়েছে। ...সাহেব মঞ্জুর হোসেন ডেকেছেন সবাইকে।

মঞ্জুর হোসেন সাহেবের মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর। এই মুখ দেখে ভরসা হয় না ...ভালো খবর আছে। কিন্তু সত্যি সত্যি ভালো খবর ছিল। বড় সাহেব নীরস ...খবরগুলি দিলেন।

"কোম্পানি এ বছর ভালো বিজনেস করেছে। কোম্পানির পলিসি মতো লাভের ...ভালো অংশ কর্মচারীদের জন্যে ব্যয় করা হবে। সবাই এবার স্পেশাল বোনাস ...। সেটা হচ্ছে চার মাসের বেসিক পে। আমাদের এখানে দু'জন আছেন যাদের ...রির মেয়াদ এক বছর হয়নি। আইন অনুযায়ী তারা বোনাস পেতে পারেন না, তবে ...বছর তাদেরকে বোনাস দেবার সুপারিশ করা হয়েছে।

কর্মচারীদের বাসস্থান নির্মাণের একটি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। এবং মেডিকেল ...লাউন্স বাড়ানোর সুপারিশও করা হয়েছে। মেডিক্যাল এ্যালাউন্সের ব্যাপারটি যাবে ...ইন্যান্স কমিটিতে।"

তুমুল হাততালির মধ্যে বক্তৃতা শেষ হলো। মঞ্জুর সাহেব নীলুকে হাত ইশারা করে ...কলেন, আপনি একটু আমার কাছে আসুন। নিশ্চয়ই সুখবরটা বলা হবে। নীলুর বুক ...টিপ টিপ করতে লাগল।

...বসুন।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

নীলু বলল।

আপনার জন্যে একটা ভালো খবর আছে। কোম্পানি এ বছর আপনাকে সুইডে ট্রেনিংয়ের জন্যে সিলেক্ট করেছে। ছ'মাসের ট্রেনিং। বিজনেস ম্যানেজমেন্টের উপর ট্রেনিংটা হবে। কাল সকালে আপনাকে কাগজপত্র দেব। ট্রেনিং পিরিয়ডে থাকা খাওয়া খরচ ছাড়াও প্রতি মাসে দু'শ পঞ্চাশ ইউএস ডলার পাবেন হাতখরচ।

নীলু মৃদুস্বরে বলল–থ্যাংক ইউ স্যার।

থ্যাংকস দেবার কিছু নেই। সুযোগটা আপনি পেয়েছেন আপনার নিজের যোগ্যতায়। খুব অল্প সময়ে আপনি কাজের নেচার পিক আপ করেছেন এবং চমৎকার ভাবে করেছেন। এ্যানুয়েল রিপোর্টটাও আপনি ভালো তৈরি করেছেন।

আনন্দে নীলুর চোখ ভিজে উঠতে শুরু করল। নীলু নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করল। ভদ্রলোকের সামনে কেঁদে ফেললে লজ্জার ব্যাপার হবে।

রাত হয়ে গেছে তো আপনি যাবেন কিভাবে?

আমাকে নিতে আসবে স্যার।

বাসা কোথায় আপনার?

কল্যাণপুর।

সে তো অনেক দূর। যাতায়াত করেন কিভাবে?

বাসে আসি স্যার।

কোম্পানি শিগগিরই একটা মাইক্রোবাস কিনবে। যাতায়াতের প্রবলেম তখন অনেকটা দূর হবে।

বড় সাহেব উঠে দাঁড়ালেন।

আপনাকে কখন নিতে আসবে?

কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসবে স্যার।

দরকার হলে আমি একটা লিফট দিতে পারি।

থ্যাংক ইউ স্যার। আমার দরকার নেই।

রফিক এসে পড়ল কিছুক্ষণের মধ্যে। চোখ বড় বড় করে বলল, বাড়িতে পৌঁছামাত্র আজ একটা 'ফাইটিং চিত্র' হবে। ভাইয়া আগুন খেয়ে লাফাচ্ছে।

দেরি হয়েছে বলে?

হুঁ।

তার দেরি হয় না? সেও তো প্রায়ই রাত এগারোটার দিকে বাড়ি ফেরে।

পুরুষ এবং মহিলার মধ্যে একটা ডিফারেন্স আছে না? মহিলাদের বাড়ি ফিরতে হবে সূর্য ডোবার আগে।

কেন।

আমি জানি না কেন? এটাই নিয়ম। চলো ভাবী রওনা হওয়া যাক।

নীলু বলল, কিছু মিষ্টি কিনতে চাই রফিক। দেরি যখন হয়েই গেছে আরেকটু হোক।

মিষ্টি কেন?

তোমার ভাইয়ার রাগ কমানোর জন্যে। বলতে বলতে নীলু হেসে ফেলল।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

■। গড তোমার প্রমোশন হয়েছে নাকি, বিগ বস?

■। সেসব কিছু না। বলব তোমাকে, চলো রিকশা নেই। নিউমার্কেট পর্যন্ত রিকশায়
■। নিউমার্কেট থেকে বেবিট্যাক্সি নেব।

■াওণ ঠাণ্ডা পড়েছে। হু হু করে শীতের হাওয়া বইছে। সাড়ে আটটা বাজে কিন্তু
■াড়ি জনশূন্য। রফিক বলল, এত বড় শহর ঢাকা কিন্তু এখনো কেমন গ্রামের ছাপ
■য়। আটটা না বাজতেই লোকজন বাতি নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। নীলু কিছু বলল
■। ঠাণ্ডা কেন জানি বড় ভালো লাগছে।

প্রেস ক্লাবের সামনে এসেই রফিক বলল, এক মিনিট ভাবী, একটু দেখে যাই।

কী দেখবে?

কয়েকটি ছেলে চাকরীর জন্যে আমরণ অনশন শুরু করেছে। এদের একটু দেখে
■। তুমিও আসো এক মিনিট লাগবে।

সাতজন ছিল দিনে, এখন দেখা গেল তিনজনকে। কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে। ফুটপাতের এর মধ্যে ঠাণ্ডা লেগে গেছে। ঘন ঘন নাক ঝাড়ছে। আশেপাশে কোনো লোকজন নেই। একটি নীল শাড়ি পরা অসম্ভব রোগা মেয়ে টুলের উপর বসে আছে ভাবলেশহীন মুখে। অনশনকারীদের কারোর স্ত্রী হবে। এই মেয়েটিও নিশ্চয়ই না খেয়ে আছে। রফিক বলল, কি ভাইসব কেমন আছেন?

কেউ কোনো জবাব দিল না।

আপনি তো দেখি একেবারে সর্দি লাগিয়ে বসে আছেন। দেখেন শেষে নিউমোনিয়া নিউমোনিয়া বাঁধিয়ে বসবেন।

রোগা মেয়েটি বিড়বিড় করে কি যেন বলল। সে তাকিয়ে আছে নীলুর দিকে। তীক্ষ্ণ তীব্র দৃষ্টি। নীলুর অস্বস্তি লাগছে। রফিক বলল, আপনারা কেউ সিগারেট খাবেন? সিগারেটে অনশন ভঙ্গ হয় না। খাবেন কেউ? আমার কাছে ভালো সিগারেট আছে। সাতজনের মধ্যে শুধুমাত্র সর্দিতে কাতর লোকটিই হাত বাড়াল।

তারা বাসায় পৌঁছল রাত ন'টা কুড়িতে। নীলু যেমন ভেবেছিল তেমন কিছু হলো না। সফিক বসার ঘরে পত্রিকা পড়ছিল সে চোখ তুলে একবার তাকাল তারপর আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ল পত্রিকা নিয়ে।

মনোয়ারা কোনো কথাই বললেন না। হোসেন সাহেব শুধু বললেন, এ রকম দেরি হলে আগে থেকে বলে যেও মা। যা দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। ঢাকা শহর দুষ্টু লোকে ভরে গেছে। রাজধানীগুলিতে যা হয় সমস্ত দেশ থেকে আজে বাজে লোকেরা ভীড় করে রাজধানীতে।

টুনী ঘুমিয়ে পড়েছে। কিছুক্ষণ আগেই বোধহয় ঘুমিয়েছে। শাহানা মশারি খাটাচ্ছে। নীলু নিচু হয়ে টুনীর গালে চুমু খেল। ঘুমের ঘোরেই টুনী হাত দিয়ে ধাক্কা দিল মা'কে। দেশে ফিরে আসা মা'কে সে যেন গ্রহণ করতে পারছে না। শাহানা বলল, টুনী আজ খুব বিরক্ত করেছে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। বিকেল থেকেই খুব কান্নাকাটি শুরু করেছে, মা'র কাছে যাব। মা'র কাছে যাব। তারপর ভাইয়া এলো। তুমি তখনো ফেরনি দেখে সেও রেগে গেল।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

নীলু ছোট্ট একটি নিশ্বাস ফেলল। শাহানা বলল, ভাইয়া বিকেলে চা-টা ি খায়নি। তখন থেকে পত্রিকা নিয়ে বসার ঘরে বসে আছে। আমাকে শুধু একটা দিল।

কেন?

গ্লাসে পানি ঢালতে গিয়ে পানি ফেলে দিয়েছিলাম।

নীলু বেশ অবাক হলো। সফিক কখনো ছোটখাটো কিছু নিয়ে মাথা ঘামায়। অন্য কোনো কারণে কি তার মেজাজ খারাপ হয়েছে? অফিসে কোনো ঝামেলা হয়ে নাকি? শাহানা বলল, তোমাকে ভাইয়া কিছু বলেছে?

না।

নির্ঘাত বলত। কবির মামা এসেছেন তো তাই নিজেকে চেক করেছে।

কবির মামা এসেছেন নাকি?

হুঁ। আটটার সময় এসেছেন। শুয়ে আছেন শরীর ভালো না।

এবারও কি হেঁটে এসেছেন?

না হেঁটে আসেননি। রিকশা করেই এসেছেন। তবে কাহিল। কবির মামা বেশি দি আর বাঁচবে না।

নীলু কাপড় বদলে কবির মামার সঙ্গে দেখা করতে গেল। তিনি বাতি নিভিয়ে শুয়ে ছিলেন। নীলুকে ঢুকতে দেখেই উঠে বসলেন।

কেমন আছেন মামা?

ভালোই আছিরে বেটি। থাক থাক সালাম লাগবে না। শরীরটা ভালো তো মা?

জ্বি ভালো। আমার চিঠি পেয়েছিলেন?

হ্যাঁ পেয়েছি। চিঠিতে তুমি মা দু'টা সাধারণ বানান ভুল করেছ। এটা ঠিক না। বিশদ বানান লিখেছ 'ষ' দিয়ে। তারপর মুহূর্ত বানানও ভুল।

নীলু লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসল।

চিঠিপত্র লেখার সময় হাতের কাছে ডিকশনারি রাখবে। ডিকশনারি আছে না ঘরে?

আছে মামা।

গুড। কোনটা আছে, আধুনিক সংসদ অভিধান?

নীলু না জেনেই মাথা নাড়ল। কবির মামা বললেন, রাতে শোবার সময় ডিকশনারিতে বানান দু'টা দেখে নিও মা।

জ্বি আচ্ছা দেখব। আপনি খাওয়া-দাওয়া করেছেন?

না রাতে আর কিছু খাব না। শরীরটা আগের মতো নাই। পরিশ্রম করতে পারি না।

না খেলে তো শরীর আরো খারাপ করবে।

এটা ঠিক না। মাঝে মধ্যে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করলে শরীরের বিশ্রাম হয়। সবাই তো বিশ্রাম চায়।

নীলু ঘুমুতে গেল অনেক রাতে। সফিক তখনো জেগে। নীলুর জন্যেই অপেক্ষা করছে বোধহয়। শোবার ঘরের প্রাইভেসিতে কিছু কড়া কড়া কথা শুনাবে। নীলু একটা পিরিচে দু'টি সন্দেশ এবং এক গ্লাস পানি নিয়ে ঘরে ঢুকল। মৃদুস্বরে বলল, মিষ্টি খাও।

না।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

খাও। একটা অন্তত খাও।

নীলু একটি মিষ্টির খানিকটা ভেঙে মুখে দিল। নীলুকে অবাক করে দিয়ে সহজ ভঙ্গিতে

নীলু বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ো। রাত হয়েছে।

নীলু বাতি নিভিয়ে দিল। সফিককে কি আজ রাতেই তার সুইডেনের ব্যাপারটা বলা উচিত? দু'জন শুয়ে আছে পাশাপাশি। হাত বাড়ালেই একে অন্যকে ছুঁতে পারে। তবু কি দু'প্রান্তেই না বাস করে। নীলু মৃদুস্বরে ডাকল, এ্যাই ঘুমাচ্ছ?

আজ আমাদের বোর্ড মিটিং হলো, আমাদের সবাইকে চারটা বোনাস দিয়েছে।

ভালোই তো।

নীলুর মন খারাপ হয়ে গেল। বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই সফিকের গলায়। ভদ্রতা করেও দু'একটা কথা বলতে পারত। নীলু খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলল, আমার আর একটা ভালো খবর আছে।

কি?

আমাকে ওরা ট্রেনিং-এ সুইডেনে পাঠাচ্ছে। ছ'মাসের ট্রেনিং।

কবে সেটা?

মার্চে কিংবা এপ্রিলে। আমি ঠিক জানি না।

সফিক আর কোনো কথা বলল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার নিশ্বাস ভারী হয়ে এল। একজন সুখী মানুষের নিশ্চিন্ত ঘুম। ঘুমের মধ্যেই সুন্দর সুন্দর সব স্বপ্ন দেখবে সে।

আজ রাতে নীলুরও স্বপ্ন দেখতে ইচ্ছা করছে। কোনো এক দূর দেশের স্বপ্ন। যে দেশে দুঃখ নেই, অভাব নেই, ক্ষুধা নেই। যেখানে চাকরির জন্যে কেউ আমরণ অনশন করে না। স্ত্রীরা বাড়ি ফিরতে দেরি করলেই স্বামীদের মুখ অন্ধকার হয় না।

সেই দেশের আকাশ এদেশের আকাশের চেয়েও অনেক বেশি নীল। গাছপালা অনেক বেশি সবুজ।

কবির মামা রফিককে নিয়ে বের হয়েছেন।

তাঁর হাতে প্রকাণ্ড জাবদা খাতা। ছাত্রদের নাম ঠিকানা সেখানে লেখা, প্রথমে যাবেন নীলক্ষেতে–ইউনিভার্সিটি কোয়ার্টার। মুকসেদ আলি থাকেন সেখানে। বোটানির এসোসিয়েট প্রফেসর। রফিকের সঙ্গে যাবার কোনো ইচ্ছা ছিল না। মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদা তোলার কোনো অর্থ হয় না। তাছাড়া কেউ দেবেও না কিছু। নিজেদেরই চলে না চাঁদা দেবে কি।

কিন্তু তবু সঙ্গে যেতে হলো। কবির মামা নিউমার্কেটের বাস থেকে নেমে হাঁটা শুরু করলেন। রফিক গম্ভীর গলায় বলল, চাঁদা তোলার ব্যাপারটা কি মামা হেঁটে হেঁটে করা হবে?

হ্যাঁ। আপত্তি আছে?

আছে।

তোর জন্যে মোটরগাড়ি লাগবে?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

পেলে ভালো হতো আপাতত একটা রিকশা হলেই চলবে।

টাকা যেটা উঠবে সেটা তো রিকশা ভাড়াতেই চলে যাবে।

রিকশা ভাড়া আমি দেব।

তুই দিবি কোথেকে? তুই তো এখনো সিন্দাবাদের ভূতের মতো ভাইয়ের ঘাড়ে আছিস।

সেটা নিয়ে এখন কোনো আর্গুমেন্টে যেতে চাই না। শুধু এইটুকু স্পষ্ট ভাষায় চাই হাঁটাহাঁটি সম্ভব না।

যা তুই চলে যা। আমি একাই পারব।

রফিক গেল না। মুখ আমসি করে আসতে লাগল পাশাপাশি। মকসেদ সাহেবকে বাসায় পাওয়া গেল। ভদ্রলোক, স্যারকে দেখে যে পরিমাণে উৎসাহিত হল স্যারের নীলগঞ্জ প্রজেক্টের কথা শুনে ঠিক সে পরিমাণ নিরুৎসাহিত হয়ে পড়লেন।

আপনি একা কতটুকু করবেন স্যার?

একা কোথায়? তোমরা সবাই আছ আমার সঙ্গে। আছ না? তাছাড়া পৃথিবীর অনেক বড় বড় কাজ একা একাই করা হয়েছে।

বহু টাকা-পয়সার ব্যাপার স্যার।

টাকা-পয়সার ব্যাপার তো আছেই। তুমি কত দিবে বলো? কবির মামা খাতা খুলে ফেললেন।

তোমাকে দিয়েই শুরু।

ভদ্রলোক শুকনো গলায় বললেন, মাসের প্রথমদিক ছাড়া তো স্যার আমার পক্ষে সম্ভব না। ইউনিভার্সিটির মাস্টারদের মাসের প্রথমদিকে কিছু টাকা-পয়সা থাকে তারপর নুন নাই পান্তাও নাই অবস্থা।

মাসের প্রথমদিকে আসব?

আপনার আসার স্যার দরকার নেই। ঠিকানা রেখে যান। আমি কিছু পাঠিয়ে দেব

তোমার কথাবার্তা শুনে কিন্তু মনে হচ্ছে না তুমি পাঠাবে। মনে হচ্ছে তুমি চেষ্টা করছ আমাকে বিদায় করতে।

মকসুদ আলি সাহেবের চোখ-মুখ লাল হয়ে গেল। রফিক দারুণ অস্বস্তিবোধ করল। কবির মামার কথাবার্তার কোনো মাত্রা নেই। যা মনে আসছে বলে ফেলছেন। এই যুগে মনের কথা সব সময় বলা যায় না। চেপে রাখতে হয়।

মকসুদ আমি উঠলাম। মাসের প্রথমদিকে আবার আসব। আমি হচ্ছি কচ্ছপ, যেটা কামড়ে ধরি, সেটা ছাড়ি না। ইউনিভার্সিটির মাস্টারদের মধ্যে আমার আর কোন ছাত্র আছে?

ঠিক বলতে পারলাম না।

একটু খোঁজ করবে। আর শোনো, বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে আমার প্রজেকটের কথা বলবে। সবাই তো আর তোমার মতো না। কেউ কেউ উৎসাহীত হবে।

আমি বলব।

নীলক্ষেত থেকে কবির মামা গেলেন মতিঝিল। তিন চারজন ছাত্রের নাম ঠিকানা আছে তাদের মধ্যে একজনকে শুধু পাওয়া গেল। সেই ছাত্র স্যারকে দেখে ভূত দেখার

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible] উঠল। স্যারের কথাবার্তা শুনে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। আমতা আমতা করে [illegible] কাজ কি স্যার প্রাইভেট সেক্টরে হয়? সরকারি সাহায্য ছাড়া এটা সম্ভব

[illegible] যদি তুমি ধরে নাও সম্ভব না তাহলে আর সম্ভব হবে কিভাবে?

[illegible]পণ্ডিত হয়ে স্যার অনেকে অনেক প্রোগ্রাম নেয়। সোনার বাংলা করতে [illegible] আর হয়?

[illegible] না কেন?

[illegible]টি মৃদুস্বরে বলল, চা খান স্যার। আপনি রেগে যাচ্ছেন।

[illegible] বেকুবের মতো কথা বলবে আমি রাগতেও পারব না।

[illegible] স্যার প্রাকটিক্যাল প্রবলেমগুলির দিকে আপনার দৃষ্টি ফেরাতে চাচ্ছি।

[illegible] নামার আগেই তুমি প্রবলেমের কথা ভাবতে শুরু করেছ? আমার ছাত্র [illegible]কালিন তো তুমি এতটা বোকা ছিলে না। সেই সময়তো তোমার কিছু বুদ্ধিশুদ্ধি [illegible]।

[illegible]ফিক, কবির মামার কথাবার্তায় স্তম্ভিত। বলে কি এই লোক? ছাত্রটি অবশ্যি [illegible]ষটি ভদ্র ব্যবহারই করল। চা কেক টেক আনিয়ে খাওয়ান এবং ফিরে আসার সময় [illegible]শ' টাকার দু'টি চকচকে নোট দিল। এটা ছিল একেবারেই অপ্রত্যাশিত। রফিক [illegible] নিয়েছিল এই লোকের কাছ থেকে কিছু পাওয়া যাবে না। মুখ শুকনো করে বলবে, [illegible] একদিন আসুন। দেখি কিছু করা যায় কিনা।

[illegible]সব না বলে বলল, সামনের মাসে আসেন একবার দেখি আর কিছু করা যায় [illegible]।

করা যায় কিনা বললে তো হবে না। করতেই হবে।

রাস্তায় নেমেই রফিক বলল, চলো মামা বাড়ি যাওয়া যাক। একদিনে তো রোজগার [illegible]লোই হল। কবির মামা চোখ কপালে তুলে বললেন, এখনই বাড়ি যাবি কি?

আরো ঘুরবে?

ঘুরব না মানে? কাজটা সহজ ভাবছিস তুই?

আগামীকাল থেকে নতুন উদ্যমে শুরু করলে কেমন হয়?

তোর কাজ থাকলে তুই চলে যা।

দুপুর হয়ে গেছে খাওয়া-দাওয়া করবে না। তাছাড়া এখন লাঞ্চ টাইম কাউকে পাবে [illegible]। তারচে' চল খানাপিনা করা যাক।

কোথায় খাবি?

সস্তার একটা হোটেল আছে সেগুনবাগানে। সেখানে যেতে পারি। কিংবা তুমি [illegible]গে ভাবীর অফিসে গিয়েও খেতে পারি। ভালো ক্যান্টিন আছে।

চল যাই সেখানে।

তবে মামা সেখানে না যাওয়াই ভালো।

কেন?

আমি তো বলতে গেলে রোজ দুপুরে খাচ্ছি সেখানে এখন তোমাকে নিয়ে গেলে [illegible]সের লোকজন ভাববে পুরা ফ্যামিলি এনে পার করে দিচ্ছে।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

চল তাহলে সেগুনবাগানের দিকেই যাই।

একটা রিকশা নেয়া যাক কি বলো?

নে একটা।

সেক্রেটারিয়েটের কাছে এসে রিকশা থেকে নেমে যেতে হলো। মিছিল বের হ একটা। আকাশ ফাটানো গর্জন উঠছে, 'গণতন্ত্র চাই, গণতন্ত্র চাই'!! কবির মামা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, স্বাধীন দেশে গণতন্ত্রের জন্যে মিছিল বের করতে হচ্ছে। লজ্জার ব্যাপার আর কি হতে পারে?

রফিক কিছু বলল না। কবির মামা বললেন–মিছিলটা কাদের? রফিক বিরক্ত বলল, মানুষদের মিছিল আবার কাদের? তুমি কি মামা মিছিলে ভিড়ে যাবে নাকি? না?

হুঁ, খাব।

তাহলে দাঁড়াও মিছিল চলে যাক।

চল খানিকটা যাই। প্রেসক্লাবের সামনে বেরিয়ে পড়লেই হবে।

রফিকের বিরক্তির সীমা রইল না। সে ইচ্ছা করেই পিছিয়ে পড়ল। সিগারেট দরকার। দীর্ঘ সময় বিনা সিগারেটে চলেছে। বুক ব্যথা করছে এখন। মিছিল আ খুব শ্লথ গতিতে। লক্ষণ ভালো নয়। নিরীহ ধরনের এইসব মিছিল মাঝে মাঝে ভ চরিত্র নেয়।

এটিও হয়তো নেবে। রফিক সিগারেট টান দিয়ে স্লোগানে গলা মিলাল, "খ চাই, বাঁচতে চাই। বাঁচার মতো বাঁচতে চাই।"

কবির মামা ক্লান্ত মুখে প্রেসক্লাবের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। অনশন করা তিনটি এখনো আছে। নীল শাড়ি পরা মেয়েটিও আছে। আশেপাশে আর কেউ যেন এই ব্যাপরটিতে কারো কোনো উৎসাহ নেই।

রফিক কাছে আসতেই কবির মামা বললেন, দেশের কি অবস্থা দেখেছিস? চা দাবিতে অনশন করতে হচ্ছে। কি সর্বনাশের কথা।

রফিক কিছু বলল না।

কবির মামা বললেন, বাথরুমে যাওয়া দরকার।

বাথরুম কোথায় পাবে এখানে? বসে যাও রাস্তার পাশে।

কি যে কথাবার্তা তোর।

তাহলে যাও প্রেসক্লাবে গিয়ে বলো, আমি নীলগঞ্জের প্রভাতী পত্রিকার সম্প আমাকে একটু পেচ্ছাব করার সুযোগ দিন।

কবির মামা বিরক্ত হয়ে এগিয়ে গেলেন প্রেসক্লাবের দিকে। রফিক গেল নীল পরা মেয়েটির কাছে।

অনশনের আজ কতদিন?

ছয়দিন।

বলেন কি?

বিছানায় শুয়ে থাকা মানুষ তিনজন চোখ বড় বড় করে তাকাচ্ছে। মেয়েটি আপনি কি কাগজের লোক?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

না। আমিও একজন বেকার। শুনেন ভাই, আপনারা কেউ সিগারেট খাবেন? ভালো [illegible] আছে আমার কাছে খেতে পারেন। মেয়েটি বলল, আপনি বেকার, ভালো [illegible] পেলেন কোথায়?

আমার ভাবী প্রেজেন্ট করেছে। আপনি কে?

আমার নাম রীতা।

আপনার মধ্যে আপনার কেউ আছে?

আমার ছোট ভাই আছে।

কোনজন?

মেয়েটি আঙুল দিয়ে দেখাল। এই লোকটিই বোধহয় কাল রাতে সিগারেট [illegible]ছেন। রফিক বলল, কি নাম ভাই আপনার?

ফারহাদ।

কী হচ্ছে খুব?

লোকটি জবাব দিল না।

সিগারেট নিবেন?

না।

কবির মামা আসতে দেরি করছে। তাঁর বড় বাথরুমে পেয়েছে কি না কে জানে। [illegible]ক আরেকটি সিগারেট ধরাল। নীল শাড়ি পরা রোগা মেয়েটি কি কিছু খেয়েছে? [illegible]ক মনে মনে ভাবল মেয়েটিকে যদি বলা হয়, আসুন আপনি আমাদের সঙ্গে চারটা [illegible] খান, তাহলে সে কি আসবে? মনে হয় না। মেয়েদের আত্মসম্মান খুব বেশি।



সফিক অফিসে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছিল। নীলু এসে বলল, এখানে তোমার একটা [illegible] লাগবে।

কিসের সই?

আমার পাসপোর্টের দরখাস্তের ফরম। স্ত্রীর দরখাস্তে স্বামীর সিগনেচার লাগে কিন্তু [illegible]মীর দরখাস্তে স্ত্রীর কোনো সিগনেচার লাগে না, অদ্ভুত নিয়ম-কানুন।

সফিক গম্ভীর স্বরে বলল, তোমার সুইডেনের ব্যাপার?

হ্যাঁ। আমাদের অফিসের একজন কলিগ দশ দিনের মধ্যে পাসপোর্ট আনিয়ে দিবে।

খুব কাজের লোক মনে হয়।

খুবই কাজের। আমাকে একটা টিভি কিনে দিয়েছেন এক হাজার টাকা কম দামে।

বলেই নীলু জিভে কামড় দিল। টিভির কথাটা এখন সে বলতে চায়নি। এটা ছিল [illegible]গার জন্যে একটা সারপ্রাইজ। আজ সন্ধ্যায় ইসমাইল সাহেবের টিভি নিয়ে আসার [illegible]কথা।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

সফিক বলল, টিভি কিনছ নাকি?

হুঁ।

কই আগে তো কিছু বলোনি।

তোমাদের একটা সারপ্রাইজ দিতে চেয়েছিলাম।

ঘরে আসবে কবে?

আজই আসবে। সন্ধ্যাবেলা নিয়ে আসার কথা।

নীলু উজ্জ্বল চোখে হাসল। মনোয়ারা বাইরে থেকে ডাকলেন, শুনে যাও তো।

কয়েকদিন ধরেই তিনি বেশ গম্ভীর হয়ে আছেন। কথাবার্তা বলছেন না। কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক মেজাজ ভালো।

কি ব্যাপার মা?

আজ অফিসে না গেলে হয় না?

কেন মা?

আছে একটা ব্যাপার।

মনোয়ারা মুখ টিপে রহস্যময় ভঙ্গিতে হাসলেন। নীলু কিছু বুঝতে পারল না।

কি মা না গেলে চলে?

হ্যাঁ চলবে না কেন? বীণাদের বাসা থেকে টেলিফোন করে দেব। ব্যাপারটা কি

শাহানাকে দেখতে আসবে।

দেখতে আসবে মানে?

সাড়ে তিনটার সময় আসবে, ছেলের এক চাচি আর ছেলের মা।

নীলু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। তার শাশুড়ি বিয়ের আলাপ-আলোচনা অনেকদিন থেকেই করছেন এটাকে সে কখনই গুরুত্ব দেয়নি। মায়েরা, মেয়ে একটু বড় হলেই বিয়ে নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে শুরু করে। এটাও সে রকমই ভেবেছিল। এখন মনে হচ্ছে সে রকম নয়। নীলু বলল, কই মা আমি তো কিছু জানি না।

জানার মতো কিছু হলে তবেই না জানবে। তোমার ঝিলগাঁয়ের মামা শ্বশুর সম্বন্ধ আনলেন। ওরা একজন অল্প বয়েসি মেয়ে চায়, তবে সুন্দর চায়। আর কিছু না।

এখন বিয়ে দিলে তো পড়াশোনা হবে না।

বিয়ে না দিয়েই যেন কত পড়াশোনা হচ্ছে। কোনো মতে ম্যাট্রিক হয়েছে। আইএ পাস হবে না। তুমি যাও তো শাহানাকে বলে আসো আজ কলেজে যেতে হবে না।

ছেলে কি করে?

ছেলে রাজপুত্রের মতো। বাবা-মায়ের একমাত্র ছেলে। বাবা রিটায়ার্ড ডিস্ট্রিক্ট জজ। বিরাট বড় লোক। ছেলের ছবি আছে আমার কাছে দেখবে?

নীলু মন থেকে কোনো আগ্রহ দেখাতে পারছিল না, কিন্তু আগ্রহ না দেখালে তিনি অসন্তুষ্ট হবেন। নীলু দেখতে গেল। ছবি দেখে স্বীকার করতেই হলো ছেলেটি অত্যন্ত সুপুরুষ। যাদের দেখলেই মনে হয়, আহা না জানি কোন মেয়ের সঙ্গে এর বিয়ে হবে।

মনোয়ারা বললেন, ছবি কেমন দেখলে মা?

ভালো।

শুধু ভালো?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

ফণি খুবই সুন্দর, করে কি?

জনাবারা গাল ভর্তি করে হাসলেন। নীলু আবার বলল-ছেলে কি করে?

আমার ধারণা ছেলে যখন এত সুন্দর, তখন নিশ্চয় মাকাল ফল। আমারও সে ধারণা ছিল। ছেলে কিন্তু খুব ভালো। ওকালতি করছে খুব ভালো প্রাকটিস।

বয়স তো তাহলে অনেক বেশি।

না বেশি নয়। এ বছরই বারে জয়েন করেছে। তুমি যাওতো বৌমা, শাহানাকে নিষেধ করো। ওকে কিছু বলবে না। জানতে পারলে কান্নাকাটি-চেঁচামেচি করবে।

শাহানা কলেজে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিল। নীলুকে দেখে অবাক হয়ে বলল, তুমি আজ কলেজে যাওনি ভাবী?

না।

কেন?

ভালো লাগছে না।

তাহলে আমিও আজ কলেজে যাব না।

ঠিক আছে না গেলে।

মা বকাবকি করবে।

না হয়তো করবেন।

করলে করুক। আমি কলেজে যাব না আজ। তুমি মাকে একটু বলে আসো আমার মাথা ধরেছে কিংবা কিছু একটা হয়েছে।

শাহানা হৃষ্ট চিত্তে ঘুরে বেড়াতে লাগল। কলেজে যেতে হচ্ছে না এতে সে দারুণ খুশি। তার ধারণা ছিল মা কিছু বলবেন কিন্তু তিনি কিছু বলছেন না। এ রকম সৌভাগ্য তার খুব বেশি হয় না। সে টুনীকে সঙ্গে নিয়ে ছাদে বেড়াতে গেল।

আনিসের ঘরের দরজা খোলা। শাহানা উঁকি দিল।

কি করছেন আনিস ভাই?

তেমন কিছু না। এসো ভেতরে।

শাহানা ভেতরে ঢুকল না। আনিস হাসি মুখে বলল, নতুন একটা চাইনিজ ট্রিক শিখেছি দেখবে?

না।

শাহানা দরজার সামনে থেকে সরে এলো। আনিস বেরিয়ে এলো সঙ্গে সঙ্গে।

এই যে শাহানা তাকাও এদিকে? কি আছে হাতে? আহ্ চুপ করে আছ কেন বল।

কিছু নেই।

গুড। এই দেখ হাত বন্ধ করলাম।

আনিস মুঠি খুলল। চমৎকার একটি গোলাপ তার হাতে। শাহানা রাগী গলায় বলল, আবার আপনি আমাদের টবের গোলাপ ছিঁড়েছেন?

গোলাপ ছিঁড়েছি কি না ছিঁড়েছি সেটা পরে, আগে বলো ম্যাজিকটা কেমন?

এই ম্যাজিকটা শেখার পর আপনি আমাদের টবের সবগুলি গোলাপ নষ্ট করেছেন। একটা ছিঁড়েছেন আজ সকালে। কেমন মানুষ আপনি বলেন তো?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

আচ্ছা যাও আর ছিঁড়ব না। কথা দিচ্ছি।

গোলাপ কি আর আছে যে ছিঁড়বেন? সবই তো শেষ করে ফেলেছেন। আপ[illegible] একটু মায়াও লাগে না, না?

আনিস লজ্জা পেয়ে গেল। গোলাপ গাছগুলি শাহানার খুব প্রিয়। সব তুলে [illegible] ঠিক হয়নি। শাহানার যা রাগ। পড়তে সময় লাগবে। আনিস মৃদুস্বরে বলল গোলা[illegible] নাও শাহানা।

আমার দরকার নেই।

টুনী হাত বাড়াল। শাহানা তাকে একটা ধমক দিল। কড়া গলায় বলল এদিকে [illegible] নিতে হবে না। সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে মনোয়ারা ডাকছেন শাহানাকে। শাহানা আষাঢ়ে আকাশের মতো মুখ করে নিচে নেমে গেল।

আনিস গোলাপ নিয়ে প্রাকটিস চালাল খানিকক্ষণ। ফুলটা প্রকাণ্ড। একে ঠিক 'পাম' করা মুশকিল। কিন্তু প্রাকটিসের একটা মূল্য আছে। হাত অভ্যস্ত হয়ে আসছে এখন সে অনায়াসে ফুলটি লুকিয়ে রাখতে পারে। গোলাপ তৈরির ম্যাজিকে সে বিশ্বে সর্বশ্রেষ্ঠ হতে চায়। যেখানেই সে হাত দেবে সেখানেই তৈরি হবে একটি রক্ত-গোলাপ।

দশটার মতো বাজে। আনিসের তেমন কিছু করার নেই। শরাফ আলির কাছে গেলে কেমন হয়? ফুলের এই ম্যাজিকটা শরাফ আলির কাছ থেকে শেখা। তাকে অবশ্য কখনোই পাওয়া যায় না। তাকে ধরার একমাত্র কৌশল হচ্ছে বার বার যাওয়া। কিন্তু শরাফ আলি যে জায়গায় থাকে সেখানে বার বার যাওয়া সম্ভব নয়। এবং যাওয়া ঠিক ও নয়।

প্রথমবার গিয়েছিল বদরুলের সঙ্গে। নওয়াবপুর রোডের এক গলিতে বদরুল ঢুকে পড়ল। নর্দমার পাশ দিয়ে যাবার রাস্তা। পচা গন্ধে গা গুলাতে শুরু করল। গলির শেষে তস্য গলি। নবাবী আমলের বাড়িঘর সেদিকে। যে কোনো মুহূর্তে ভেঙে পড়ার কথা কিন্তু ভেঙে পড়ছে না। অধিকাংশ বাড়িরই দরজা জানালা নেই। মোটা চট ঝুলছে। দিনের বেলাতেও কেমন অন্ধকার ভাব।

আনিস ঘাবড়ে গিয়ে বলল,

কোথায় নিয়ে এলেন বদরুল ভাই?

আসল জায়গা।

আসল জায়গা মানে?

সন্ধ্যা না হলে বুঝবে না। ঢাকা শহরের এটা খুব একটা খান্দানি অঞ্চল। তারা একটি দোতলা জরাজীর্ণ লাল ইটের দালানের সামনে দাঁড়াল। বদরুল গলা উঁচিয়ে ডাকতে লাগল, শরাফ আলি ভাই আছেন? শরাফ আলি ভাই। কেউ কোনো সাড়া দিল না। বদরুল নিচু গলায় বলল, পামিংয়ের আসল লোক। ওস্তাদ আদমী। তবে শালা মারাত্মক খচ্চর।

বহু ডাকাডাকির পর নীল লুঙ্গী পরা বুড়োমত একজন লোক বেরিয়ে এলো। কাঁচা ঘুম থেকে উঠে এসেছে। তাকাচ্ছে চোখ লাল করে। বদরুল দাঁত বের করে বলল, শরাফ ভাই ভালো আছেন?

হুঁ।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

খাচ্ছিলেন নাকি?

ঁ।

আনিসকে নিয়ে এলাম আপনার কাছে। বলেছিলাম তো তার কথা আপনাকে। খুব ধরের ছেলে। আপনার কাছ থেকে দু'একটা কৌশল শিখতে চায়। সাধ্যমত টাকা-া খরচ করবে। কয়েকটা পামিং যদি...

আরেকদিন আসেন।

আপনাকে তো শরাফ ভাই পাওয়া যায় না। আসছি যখন একটু বসি, আলাপ-াচয় হোক।

আরেকদিন আসেন। সইল ভালো না।

শরাফ আলি দ্বিতীয় কোনো কথার সুযোগ না দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। বদরুল আরো খানিকক্ষণ ডাকাডাকি করল কিন্তু লাভ হলো না। শরাফ আলির সঙ্গে সেই প্রথম াচয়।

ফিরবার পথে বদরুল বলল, এই লোক অনেক কিছু জানে। ম্যাজিক শিখতে হলে এর সঙ্গে লেগে থাকতে হবে। জায়গাটা খারাপ। তোমাকে ঘন ঘন এখানে আনা ঠিক া তবে গরজটা যখন তোমার।

লোকটা কেমন?

শরাফ মিয়ার কথা বলছ? এই শ্রেণীর লোক যতটা ভালো হতে পারে ততটাই। েশিও না কমও না।

শরাফ মিয়াকে আনিসের মনে ধরল। অসাধারণ পামিং জানে লোকটা। চোখের ামকে সিগারেটের প্যাকেট লুকিয়ে ফেলল। হাত উল্টে উল্টে দেখাল হাতে সিগারেটের প্যাকেট নেই। কিন্তু হাতেই আছে দর্শকের চোখে পড়ছে না। অপূর্ব কৌশল। আনিসের িস্ময়ের সীমা রইল না। সে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলল, আমার পক্ষে কি শেখা সম্ভব?

শরাফ মিয়া গম্ভীর হয়ে বলল, সম্ভব না।

কেন সম্ভব না কেন?

এসব ভদ্রলোকের কাজ না। ছোট লোকের কাজ। ভদ্রলোকের হাতের তালু াভাবিক নরম হয় না।

চেষ্টা করে দেখতে পারি।

হুঁ, তা পারেন।

প্রথমদিনেই গোলাপ লুকিয়ে রাখার কৌশল শিখিয়ে দিল। ভারী গলায় বলল, ফুলের বোঁটাটা ধরতে হয় আঙুলের ফাঁকে। ফুলটা একবার থাকবে হাতের তালুর দিকে একবার থাকবে পিঠের দিকে এইটা করতে হয় চোখের পাতি ফেলতে যত সময় লাগে তার চেয়েও কম সময়ে।

কতদিন লাগবে শিখতে?

তিন-চাইর বছর। এর বেশিও লাগতে পারে।

বলেন কি?

ম্যাজিক ভদ্রলোকের কাজ না। ছোটলোকের কাজ।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

আনিস অবশ্যি চার মাসের মাথাতেই ব্যাপারটা মোটামুটি ধরে ফেলল। শরাফ মিয়া নির্লিপ্ত স্বরে বলল, আপনার হইব। কিন্তু কি করবেন এইসব শিইখ্যা? লাভ কী।

কোনো লাভ নেই?

কোনো লাভ নেই, এক সময় রাজা বাদশারা ছিল, এরা এইসব জিনিসের কদর করত। এখন রাজাও নাই, বাদশাও নাই। সব ফকির। ফকিরের দেশে ম্যাজিক চলে না।

এই গলির ভেতর ঢুকতে আনিসের সব সময় একটু গা ছম ছম করে। সব সময় মনে হয় সবাই বোধহয় বিশেষ দৃষ্টিতে তাকে দেখছে। একবার ঢুকে পড়লে এই অস্বস্তিটা কেটে যায়, তখন সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে অস্বস্তি লাগে। অনেকদিন ধরে সে আসা যাওয়া করছে এদিকে তবু অস্বস্তির ভাবটা কাটছে না।

পানের দোকানের বেঁটে বুড়োটি আনিসকে দেখে পরিচিত ভঙ্গিতে হাসল, ভালো আছেন ভাইসাব?

ভালো।

শরাফ ভাইয়ের কাছে যান?

হুঁ।

আচ্ছা যান। নিশ্চিন্তে যান। কেউ আপনেরে কিছু কইব না। বলা আছে সবেরে।

শরাফ মিয়াকে পাওয়া গেল না। অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পর রেশমা জানালা খুলে বলল, বাসায় নাই।

কখন আসবেন?

জানি না।

মেয়েটা দরজা বন্ধ করে দিল। আনিস দাঁড়িয়ে রইল। শরাফ মিয়া অনেক সময় ঘরে থেকেও বলে দেয় বাসায় নাই। ঘণ্টা খানিক বাড়ির সামনে হাঁটাহাঁটি করলে এক সময় নিজেই বের হয়ে আসে। চক্ষু লজ্জায় পড়েই আসে সম্ভবত।

আনিস সিগারেট ধরাল।

জানালা খুলল আবার। রেশমা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, একবার তো কইলাম নাই। বাড়িত যান। কেন খালি ঝামেলা করেন?

আর দাঁড়িয়ে থাকার অর্থ হয় না। আনিস হাঁটতে শুরু করল। রেশমা খুব সম্ভব শরাফ মিয়ার মেয়ে। অবশ্যি এই অঞ্চলে সম্পর্কের ব্যাপারটা খুব জোরালো নয়। মেয়ে নাও হতে পারে। রেশমার চেহারার সাথে কোথায় যেন শাহানার ছাপ আছে। তবে শাহানার মুখ গোল এই মেয়েটির মুখ লম্বাটে। আনিস লক্ষ্য করেছে এই মেয়েটি তাকে সহ্যই করতে পারে না। কিংবা কে জানে এ অঞ্চলের কোনো মেয়েই হয়তো পুরুষ সহ্য করতে পারে না। সহ্য করতে না পারাটাই স্বাভাবিক।

পানের দোকানের সামনে আসতেই বুড়ো লোকটি বলল, শরাফ ভাইরে পাইছেন?

না। বাসায় নাই।

বাসাতেই আছে। আবার যান।

আবার যেতে ইচ্ছে করছে না। আর গেলেও কোনো লাভ হবে না। রেশমা বিরক্ত স্বরে চেঁচাবে, বাসাত নাই।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

শীতের দিনের রোদে এক ধরনের তীক্ষ্ণতা আছে। দুপুরের দিকে এই রোদ গায়ে ছুরির মতো বিঁধতে থাকে। আনিসের রোদে হাঁটতে ইচ্ছা করছিল না। রিকশা নিয়ে কোথাও চলে যেতে ইচ্ছা করছে। সেখান থেকে কল্যাণপুরের বাস ধরা যাবে। কিন্তু পকেটের অবস্থা ভালো না। এই অবস্থায় বিলাসিতা প্রশ্রয় দেয়া যায় না। তাছাড়া হেঁটে যাবার অন্য একটা মজা আছে। হঠাৎ দু'একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিশিয়ানের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। যেমন একদিন কুদ্দুসকে পাওয়া গেল।

কুদ্দুস পুরনো ঢাকা অঞ্চলে খুঁজলি বিখাউজ এবং কান পাকার অষুধ বিক্রি করে। শতকরা একটি অষুধ স্বপ্নে পাওয়া এবং অষুধগুলি দেয়া হয় বিনা মূল্যে। কারণ যিনি এই অষুধ স্বপ্নে পেয়েছেন তিনি বিক্রি নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।

তবে নাম মাত্র হাদিয়া নেয়া হয়। অষুধ তৈরির খরচ জোগাড় করার জন্যেই। অন্য কোনো কারণে নয়। কুদ্দুস অষুধ বিক্রির আগে লোক জড় করবার জন্যে ম্যাজিক দেখায়। অসাধারণ সে সব ম্যাজিক। প্রথম শ্রেণীর 'পামিংয়ে'র কৌশল। একটি লোককে চারদিক থেকে সবাই ঘিরে আছে এবং সে এর মধ্যেই একের পর এক দেখিয়ে যাচ্ছে—দড়ি কাটার খেলা, পিংপংয়ের খেলা, চমৎকার সব তাসের খেলা। একটি খেলাতো বার বার দেখার মতো। কুদ্দুস একটি হরতনের বিবি নেয় হাতের মুঠোয়। কুদ্দুসের সহকারী ন'বছরের ফজল ঘন ঘন ডুগডুগি বাজায়। কুদ্দুস তার ভাঙ্গা গলায় বলে,

দেখেন ভাই দেখেন, বিবি সাবরে দেখেন। রাজার ছিল চাইর বিবি। এই বিবির কদর নাই। খাওন পায় না। মনে দুঃখু। দিন যায় আর বিবি দুবলা পাতলা হয়।

কথার সঙ্গে সঙ্গে হরতনের বিবির তাসটা ছোট হতে শুরু করে। ফজল ডুগডুগি বাজায় প্রচণ্ড শব্দে। তাস ছোট হতে হতে এক সময় মিলিয়ে যায় অপূর্ব একটি খেলা কত সহজেই না দেখাচ্ছে লোকটি।

আনিস অনেকদিন ধরেই খুঁজছে কুদ্দুসকে। আগে তাকে প্রায়ই পুরনো ঢাকায় দেখা যেত এখন দেখা যাচ্ছে না। জায়গা বদল করেছে বোধ হয়। এই শ্রেণীর লোকরা যাযাবর শ্রেণীর হয়। এক জায়গায় থাকতে পারে না বেশি দিন।

আনিস নিজেও কি একদিন তাদের মতো হবে? রাস্তার পাশে তাকে ঘিরে থাকবে লোকজন। ছোট্ট একটি অপুষ্ট শিশু চোখে পিঁচুটি নিয়ে প্রাণপণে ডুগডুগি বাজাবে। এবং সে দেখাবে তার বিখ্যাত গোলাপ তৈরির খেলা। খেলা শেষ হবার পর বিক্রি করবে—কালিগঞ্জের বিখ্যাত দাঁতের মাজন। যা নিয়মিত ব্যবহার করলে মুখে দুর্গন্ধ, মাড়ি ফোলা, দাঁতের পোকা কিছুই থাকবে না। আসেন ভাইসব ব্যবহার করে দেখেন—কালিগঞ্জের-বিখ্যাত দন্ত-বান্ধব নিম টুথ পাউডার।

মনোয়ারা দুপুরের পর থেকেই অস্থির হয়ে পড়লেন। নীলু মনে মনে বেশ বিরক্ত হলো। শাহানাকে বিয়ে দিতে কোনোরকম সমস্যা হবার কথা নয়। তার মতো রূপবতী মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না। ভালো ভালো সম্বন্ধ আসবে। কিন্তু মনোয়ারা এমন করছেন

Nirjoy

www.BanglaBook.org

যেন মেয়ে গলায় কাঁটা হয়ে বিধে আছে। আজ সাড়ে তিনটায় সেই কাঁটা সরানোর প্রথম ধাপটি শুরু হবে।

বৌমা, শাহানাকে দেখলাম কামিজ পরে ঘুর ঘুর করছে। ওকে একটা শাড়ি পরতে বল।

শাড়ি পরার দরকার কি মা? ওরা তো আনুষ্ঠানিকভাবে মেয়ে দেখতে আসছে না।

মনোয়ারা রেগে গেলেন–যা করতে বলছি কর। ওকে ভালো দেখে একটা শাড়ি পরাও। চুলে তেল দিয়ে চুল বেঁধে দাও।

এসব করতে গেলেই শাহানা সন্দেহ করবে।

সন্দের করলে করবে।

তারপর ধরুন মা কোনো কারণে ওদের পছন্দ হলো না তখন তো শাহানা খুব শক পাবে।

মনোয়ারা বিরক্ত স্বরে বললনে, চাকরি নেবার পর থেকে তুমি বৌমা বড় বেশি কথা বলছ। তুমি গিয়ে ওকে শাড়ি পরতে বলো। তুমি না বললে আমি বলব।

নীলু শাহানার খুঁজে গেল। শাহানা নিজের ঘরে গল্পের বই নিয়ে বসেছে এবং ঘন ঘন চোখ মুছছে। ভাবীকে দেখে অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে হাসল।

টুনী কোথায় শাহানা?

বাবার সঙ্গে ঘুমুচ্ছে। কত বললাম আমার সঙ্গে এসে ঘুমাতে। তা ঘুমাবে না।

তুমি একটু উঠ তো শাহানা। আমার সঙ্গে যাবে এক জায়গায়।

কোথায়?

ছবি তুলব।

তোমার সেই পাসপোর্টটির ছবি?

না পাসপোর্টের ছবি তোলা হয়েছে। তুমি আর আমি দু'জনে মিলে তুলব। কালার ছবি।

কেন?

স্মৃতি রাখবার জন্যে। দু'দিন পর বিয়ে হয়ে কোথায় কোথায় চলে যাবে।

সব সময় ঠাণ্ডা ভালো লাগে না।

উঠ শাহানা। ভালো দেখে একটা শাড়ি পর।

শাহানা খুশি মনে উঠে এলো। শাড়ি পরল। চুল বাঁধন। সবুজ রঙের ছোট একটা টিপ পরল কপালে। আয়নায় নিজেকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল।

ভাবী চোখে কাজল দেব?

কাজলের তোমার দরকার নেই।

কেমন লাগছে আমাকে?

তুমি হচ্ছ পৃথিবীর সেরা রূপসীদের একজন। কোনো ছেলে তোমাকে একবার দেখলে সারারাত বিছনায় ছটফট করবে।

তুমি ভাবী খুব অসভ্যের মতো কথা বলো। ভালো লাগে না।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

সাজগোজ সারতে সারতেই মেহমানরা এসে পড়লেন। দু'জন বয়স্কা মহিলা। তাঁরা থাকলেন খুব অল্প সময়। চা-টা কিছুই খেলেন না। কথা বার্তাও কিছু বললেন না। যাবার সময় মহিলাটি নীলুকে বললেন, তোমাকে মা আমি আগে দেখেছি। গুলশান মার্কেট বিছানার চাদর কিনছিলে।

কথাটা ঠিক না। নীলু কখনও গুলশান মার্কেটে যায়নি। কিন্তু সে কোনো প্রতিবাদ করল না। শাহানার সঙ্গে তাদের তেমন কোনো কথাবার্তা হলো না। ফর্সা এবং অসম্ভব মোটা মহিলাটি বললেন, খুব সাজগোজ করেছ দেখি।

আমরা ছবি তুলতে যাচ্ছি।

কোন স্টুডিওতে যাচ্ছ? এ্যালিফেন্ট রোডের দিকে গেলে চলো আমি নামিয়ে দেব।

জি না। আমরা এই কাছেই যাব। হেঁটে যাওয়া যায়।

ভদ্রমহিলার আচার-আচরণ দেখে কিছুই বোঝা গেল না। সাড়ে চারটায় তাদের এক জায়গায় দাওয়াত আছে তাড়াহুড়া করে চলে গেলেন। মনোয়ারার মন খারাপ হয়ে গেল। মেয়ে ওদের পছন্দ হয়নি। পছন্দ হলে চলে যাবার জন্য এত ব্যস্ত হয়ে উঠত না। চা দেয়া হয়েছিল কিন্তু কাপে চুমুক পর্যন্ত দিল না। ভদ্রতা করে হলেও কাপে একটা চুমুক দেবার দরকার ছিল। কালো মহিলাটি সারাক্ষণই নাক উঁচু করে ছিল। কপাল কুঁচকে মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাকাচ্ছিল।

নীলু শাহানাকে নিয়ে ছবি তুলতে গেল সন্ধ্যার আগে আগে। দু'টি ছবি তোলা হলো। একটিতে নীলু এবং শাহানা। অন্যটিতে শুধু শাহানা। অনেক গুলি টাকা খরচ হলো শুধু শুধু। ছবি ভালো আসবে কিনা কে জানে। স্টুডিওর মালিক একজন বুড়ো লোক। সে চোখেই দেখে না ছবি তুলবে কি?

ফিরবার পথে শাহানা বলল, চলো ভাবী ফুচকা খাই। এখানে একটা ফুচকার গাড়ি আছে।

কোথায়?

আরেকটু সামনে যেতে হবে। চল যাই। ফুচকা খাবার পর আমরা একটু হাঁটব কি বল?

সন্ধ্যাবেলা শুধু শুধু হাঁটব কেন? আর এখানে হাঁটার জায়গা কোথায়?

তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে ভাবী। হাঁটতে হাঁটতে কথাটা বলব।

এখনই বলো।

শাহানা শান্ত স্বরে বলল, তুমি ভাবী খুব কায়দা করে শাড়ি পরিয়েছ। সাজগোজ করিয়েছ। ঐ মহিলা দু'টি আমাকে দেখতে এসেছিলেন। ঠিক কিনা বলো।

ঠিক।

আমি তো ভাবী তোমার মতো বুদ্ধিমতী নই সহজে কিছু বুঝতে পারি না। ওরা যে আমাকে দেখতে এসেছিলেন সেটা বুঝলাম এই অল্প কিছুক্ষণ আগে।

নীলু হাসল। কিছু বলল না। শাহানা বলল, তোমরা আমাকে বিয়ে দেবার যত চেষ্টাই করো কোনো লাভ হবে না।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

তুমি বিয়ে করবে না?

যদি করি, করব আমার পছন্দমত ছেলেকে।

এমন কেউ কি পছন্দের আছে?

শাহানা জবাব দিল না। তার ফর্সা গাল লাল হয়ে উঠছে। শেষ সূর্যের মায়ায় বড় সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। নীলু বলল, ছেলেটা কে শাহানা?

শাহানা মাথা নিচু করে বলল, আমি যাকে বিয়ে করব সে খুবই সাধারণ একজন মানুষ। তোমরা কেউ তাকে পছন্দ করবে না।

আমরা পছন্দ করব না এমন কাউকে তুমি কেন বিয়ে করবে?

কারণ আমি তাকে পছন্দ করি।

ছেলেটি কে–আনিস?

শাহানা জবাব দিল না। তার ভাসা ভাসা ঘন কালো চোখে জল চিক চিক করতে লাগল। নীলু হালকা গলায় বলল, নিয়ে চলো তোমার ফুচকার গাড়িতে। বেশিদূর নাকি?

পরবর্তী এক সপ্তাহে খুব দ্রুত কিছু ঘটনা ঘটল।

সোমবার

বাসায় টিভি এলো। বারো ইঞ্চি চমৎকার একটা টিভি। হোসেন সাহেব শিশুদের মতো হৈচৈ শুরু করলেন। সন্ধ্যা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত টিভির সামনে থেকে নড়লেন না। মনোয়ারা কয়েকবার বললেন, এরকম করছ যেন টিভি কোনোদিন চোখে দেখো নাই।

প্রথমদিকে মনে হচ্ছিল টিভি আনার ব্যাপারটা মনোয়ারা ঠিক পছন্দ করছেন না। কিন্তু ফিরোজা বেগমের গানের সময় তিনিও খুব আগ্রহ করে সামনে বসলেন। শুধু সফিক এলো না। হোসেন সাহেব রাত দশটার খবরের সময় উঁচু গলায় ডাকলেন, আসো সবাই, খবর হচ্ছে খবর। যেন খবরটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এটা শুনতেই হবে। সফিক তখনই শুধু বসল খানিকক্ষণ। হোসেন সারাক্ষণই বলতে লাগলেন, এত সুন্দর রিসিপশন আমি কোনো টিভিতে দেখি নাই। আর কি সুন্দর সাউন্ড।

মঙ্গলবার

মনোয়ারাকে অবাক করে দিয়ে ফর্সা ও মোটা মহিলাটি বুড়ো এক ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে সকালবেলা উপস্থিত হলেন। তারা দীর্ঘ সময় কথা বললেন হোসেন সাহেবের সঙ্গে। সফিকের অফিসে যাওয়া হলো না। তাদের কথাবার্তায় নীলুর ডাক পড়ল না। মনোয়ারা শুধু অত্যন্ত উত্তেজিত ভঙ্গিতে বলে গেলেন, ওদের শাহানাকে পছন্দহয়েছে। সেদিনই বিকেলে একটি বিশেষ সময়ে নীলুকে যেত হলো নিউমার্কেটে। নীলুর সঙ্গে শাহানা। নীলুর ভান করতে হলো যে সে বই কিনছে। শাহানা সারাক্ষণই অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে রইল এবং এক সময় বলল, যার আমাকে দেখার কথা সেকি দেখেছে?

নীলু অন্যদিকে তাকিয়ে বলল,

Nirjoy

www.BanglaBook.org

দেখাদেখির কোনো ব্যাপার এর মধ্যে নেই। বই কিনতে এসেছি বই কিনে চলে যাব।

কেন আমাকে মিথ্যা কথা বলছ ভাবী? কালো স্যুট পরা লোকটি এসেছিল আমাকে দেখতে।

খুব সুন্দর না ছেলেটা?

শাহানা জবাব দিল না। নীলু বলল, এমন চমৎকার ছেলের কথা শুধু গল্প উপন্যাসেই পড়া যায়। শাহানা গম্ভীর হয়ে রইল। সে রাতে ভাত খেল না। তার নাকি মাথা ধরেছে।

নীলুর মনে হলো বিয়ের ব্যাপারটা নিয়ে আর এগোনা ঠিক না। কিন্তু ঘটনাগুলি ঘটছে খুব দ্রুত। এক সময় আর ফেরা যাবে না। রাতের বেলা সে সফিককে বলল, শাহানার এই বিয়েতে মত নেই। সফিক বিরক্ত হয়ে বলল ওর মতামতটা চাচ্ছে কে?

যে বিয়ে করবে তার কোনো মতামত থাকবে না?

শাহানার মতামত দেয়ার বয়স হয়নি।

ধরো যদি অন্য কোনো ছেলের প্রতি তার কোনো দুর্বলতা থাকে তখন?

কি যে বাজে কথা বলো।

ও যে রকম মেয়ে কোনো একটা কাণ্ডটাণ্ড করে বসতে পারে।

কিছুই করবে না। আমি কথা বলব ওর সাথে।

কখন?

এখনই ডাকো। কথা বলছি।

থাক, আজ না বললেও হবে।

আজ অসুবিধাটা কি?

মাথা ধরেছে শুয়ে আছে।

তুমি বলো, আমি ডাকছি।

প্লিজ, আজ না। যা বলার অন্য একদিন বলো।

বৃহস্পতিবার

সন্ধ্যাবেলা ফর্সা মোটা মহিলাটি অনেককে নিয়ে এলেন। তাদের সঙ্গে প্রচুর মিষ্টি। তারা শাহানার হাতে হীরে বসানো একটি আংটি পরিয়ে দিলেন। মনোয়ারা বললেন, মা ইনাকে সালাম করো। শাহানা বাধ্য মেয়ের মতো সালাম করল।

সেই রাতেই সফিক শাহানার সঙ্গে অনেক সময় ধরে কথা বলল, নীলু সেই আলোচনায় থাকল না। কিন্তু লক্ষ্য করল শাহানার মনের অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। অন্ধকার ভাবটা আর নেই।

সহজ ভাবে টিভির সামনে এসে বসল। গানের ভুবন অনুষ্ঠানটি খুব আগ্রহ নিয়ে দেখল। সেখানে একজন শিল্পীকে একটি মাছি বিরক্ত করছে। বার বার মাছিটি গিয়ে বসেছ তার নাকে। শিল্পী নির্বিকার থাকতে চেষ্টা করছেন পারছেন না। দৃশ্যটি দেখে

Nirjoy

www.BanglaBook.org

শাহানা অন্য সবার মতোই হাসতে হাসতে ভেঙ্গে পড়ল। নীলুর মনে হলো, শাহানার নিয়ে ভয়ের কিছু নেই। এই বিয়েতে সে সুখীই হবে।

অনেক রাতে শাহানা নীলুকে বলল, ভাবী আংটিটা কি পরে থাকব না খুলে রাখব তুলে রাখব?

বাক্সে তুলে রাখার দরকার কি?

এত দামি আংটি হাত থেকে খুলে পড়ে যায় যদি।

না পড়বে না। আঙটিটা তোমার পছন্দ হয়েছে শাহানা?

শাহানা কিছু বলল না। নীলু নিশ্বাস ফেলে বলল, যাক তোমার কল্যাণে হীরা দেখা হলো। আমি হীরা আগে দেখিনি।



সফিক অফিসে এসে শুনল, বড় সাহেব সকাল আটটায় এসেছেন, কয়েকবার সফিকের খোঁজ করেছেন। তাঁর মেজাজ অবিশ্য ভালো। অন্যদিনের মতো চেঁচামেচি করছেন না। সফিক ঘড়ি দেখল, দশটা চল্লিশ। আজ তার অফিসে আসতে দেরি হল। এটা সে কখনো করে না। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার যে দিন সে দেরি করে আসে বেছে বেছে স্যারেনসেন ঠিক সেদিনগুলিতেই আসে।

স্যার, মে আই কাম ইন?

কাম ইন। কেমন আছ সফিক?

ভালো।

আজকের ওয়েদার কেমন চমৎকার লক্ষ্য করেছ? ব্রাইট সানসাইন। কুল ব্রিজ।

সফিক ব্যাপার কিছু বুঝতে পারল না। বাতাসে কোনো মিষ্টি গন্ধ নেই কাজেই বড় সাহেব প্রকৃতস্তই আছেন। সকালবেলার চমৎকার ওয়েদার নিয়ে তাঁর কাব্যভাবের কোনো কারণ নেই। আজকের সকাল অন্যদিনের সকালের মতোই। আলাদা কিছু নয়।

সফিক।

বলুন স্যার।

তুমি কি আমার প্রসঙ্গে কোনো গুজব শুনেছ? আমাকে নিয়ে দু'টি গুজব প্রচলিত। একটি হচ্ছে তোমাদের অফিসের একটি মেয়েকে বিয়ে করে ফেলছি। আমি এই গুজবটির কথা বলছি না। আমি বলছি অন্য গুজবটির কথা।

না স্যার, আমি কিছু শুনিনি।

ঠিকই শুনেছ। এখন প্রিটেন্ড করছ। তাতে অবশ্যি কিছুই যায়-আসে না। সফিক চুপ করে রইল। বড় সাহেবের কথাবার্তা হেঁয়ালির মতো লাগছে।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

আমার হেড অফিস জানিয়েছে যে তারা মনে করছে আমি এখানকার কাজকর্ম [illegible] চালাতে পারছি না। কাজেই তারা আমার একজন রিপ্লেসমেন্ট পাঠাচ্ছে।

কবে?

এই সপ্তাহেই। তো তোমার জন্যে যে সুপারিশ আমি করেছিলাম সেটিও বাতিল [illegible]। কাজেই তুমি ফিরে যাবে তোমার আগের জায়গায়।

সফিক সিগারেট ধরাল। স্যুরেনসেন শান্ত স্বরে বলল, আমার ব্যাপারে ওদের [illegible]পনা ঠিকই আছে। আমি মোটামুটি একটি অপদার্থ। কিন্তু তোমার ব্যাপারে ওরা ভুল [illegible]। আমি খুবই দুঃখিত। ঠিক আছে তুমি এখন যাও। আমি চার্জ হ্যান্ডওভার করব [illegible] জন্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরি করতে সাহায্য কর।

সফিক দীর্ঘ সময় তার ঘরে চুপচাপ বসে রইল। স্যুরেনসেনের বদলে অন্য কেউ [illegible] ভালো হবারই কথা। এখানকার এ্যাডমিনিস্ট্রেসন অত্যন্ত দুর্বল। প্রায় এগারোটার [illegible]। আজে এখনো অফিসের সব কর্মচারী এসে উপস্থিত হয়নি। কর্মচারীদের আনা-[illegible] জন্যে কোন গাড়ি নেই। অথচ গাড়ির স্যাংশন হয়ে আছে দু'বছর আগে। অত্যন্ত [illegible]রি ছাপ মারা ফাইলগুলিই সে ফেলে রাখবে সপ্তাহের পর সপ্তাহ। তার মুড আসছে [illegible]। কিংবা মাথা ধরেছে। কিংবা এই ব্যাপারটি নিয়ে সে আরো চিন্তাভাবনা করতে চায়।

কিন্তু তবুও স্যুরেনসেন একজন ভালো মানুষ। জগতের বেশিরভাগ অপটু মানুষরা সাধারণত ভালো মানুষ হয়ে থাকে এর কারণ কি? নিজের ক্ষমতাকে ভালোমানুষী দিয়ে [illegible]াল করে রাখার একটা চেষ্টা কি?

সিদ্দিক সাহেব এসে ঢুকলেন। হাসি হাসি মুখ। যেন এইমাত্র মজার কিছু ঘটে [illegible]ে।

কি সফিক সাহেব সকালবেলাতেই মুখ এমন গম্ভীর কেন? বড় সাহেবের খবরে [illegible]াপসেট নাকি?

কিছুটা তো আপসেট বটেই।

যাকে নিয়ে আপসেট সে কিন্তু সুখেই আছে। সকালে এসে গুনগুন করে গান [illegible]াইছে। আসলে বাংলাদেশ থেকে বেরুতে পেরে ব্যাটা খুশি।

তাই কি?

তাই। নয়তো এতটা ফুর্তি হবার কথা না। বেল টিপুন চা দিতে বলুন। আপনি কি [illegible]ফিসিয়াল অর্ডার পড়ে দেখেছেন?

না।

আছে আমার সঙ্গে। চা খাবার পর পড়ে দেখবেন।

সফিক ব্যাপারটা বুঝতে পারল না। অফিস অর্ডার সিদ্দিক সাহেবের কাছে যাবে [illegible]েন?

বুঝলেন সফিক সাহেব এবার আমরা অফিস এ্যাডমিনসট্রেশন টাইট করব। [illegible]াপনার ফুল কো-অপারেশন দরকার। আমাদের নিজেদের সারভাইভেলের জন্যেই এটা

Nirjoy

www.BanglaBook.org

দরকার। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে এতে কোম্পানি বিজনেস গুটিয়ে ফেলবে। বি[illegible] কোম্পানিগুলি এদেশে আসে কাঁচা পয়সা নিতে। ভ্যাকেশন কাটাতে তো আসে [illegible] এদের পয়সা তৈরির সুযোগ করে দিতে না পারলে তো আমাদের কোনো ভবিষ্যৎ [illegible] কি বলেন?

সফিকের কাছে ব্যাপারটা স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। হেড অফিস সিদ্দিক সাহে[illegible] প্রমোশন দিয়েছে। অফিস অর্ডার তাঁর কাছে যাবার রহস্য হচ্ছে এই।

সফিক সাহেব।

বলেন।

বড় সাহেবকে এটা জমকালো ফেয়ারওয়েল দেবার ব্যবস্থা করা যাক। এই দা[illegible] আপনাকেই নিতে হবে। হোটখাট একটা ফাংশান তারপর ডিনার। ফাংশন স[illegible] এ্যাটেন্ড করবে ডিনার শুধুমাত্র অফিসারদের জন্যে। এবং সবার তরফ থেকে তাঁ[illegible] আমরা একটা গিফটও দিতে চাই। কি দিলে ভালো হয় সেটা নিয়েও একটু চি[illegible] করবেন। বাংলাদেশের ল্যান্ডস্কেপের উপর একটা ওয়েল পেইনটিং পাওয়া যায় কি[illegible] দেখতে হবে। আপনার চেনা জানা কেউ আছে আর্টিষ্ট?

না।

আমি অবিশ্য দু'একজনকে চিনি। দেখব কি করা যায়।

সিদ্দিক সাহেব প্রায় এক ঘন্টার মতো বসলেন। তিনি সম্ভবত এই হঠাৎ আশা প্রমোশনের খবরে সফিকের কাছে লজ্জিত বোধ করছিলেন। লজ্জা ঢাকার জন্যেই বসা।

শাহানাদের কলেজ আজ দুপুরবেলা ছুটি হয়ে গেল। ফার্স্ট ইয়ারের একটি মেয়ে কুমিল্লা যাচ্ছিল বাবা মা'র সঙ্গে। এ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। মারা গেছে তিনদিন আগে। খবর পাওয়া গেছে আজ। সেজন্যেই ছুটি এবং শোক সভা।

শোক সভায় এক মিনিট নীরবতা পালন করা হলো। ভাইস প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বক্তৃতা দিলেন। যার ভাবার্থ হচ্ছে সংসার অনিত্য, জন্মিলে মরিতে হবে। ভাইস প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের লম্বা বক্তৃতা দেয়ার বদঅভ্যাস আছে। সুযোগ পেয়ে তিনি প্রায় পঞ্চাশ মিনিট কথা বললেন। খুবই বিরক্তিকর ব্যাপার।

শাহানার সবচে' প্রিয় বান্ধবী মিনি, ফিস ফিস করে বলল, আগে আগে ছুটি হয়ে লাভটা কি হলো? সেইতো সাড়ে বারোটা বাজিয়ে ফেলেছে। শাহানা বলল, এখন দেখবি লীনা আপা বক্তৃতা দিবে।

সর্বনাশ হবে তাহলে। লীনা আপা ঝাড়া দু'ঘণ্টা বলবে।

ওদের আজ নিউমার্কেটে যাবার কথা। লীনা আপা ডায়াসে গেলে সেটা সম্ভব হবে না। শাহানা অস্বস্তি নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। সম্ভবত আজ আপা কিছু বলবে না। ঘন ঘন ঘড়ি দেখছেন। তাঁর নিশ্চয়ই কোথাও যাবার কথা। হল ভর্তি ছাত্রী মুখ শুকনো করে বসে আছে। শোকসভা না হয়ে অন্য কিছু হলে এতক্ষণে স্যান্ডেল ঘসাঘসি শুরু হত। আজ তা করা যাচ্ছে না। দুঃখী দুঃখী মুখ করে সবাই বসে আছে।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible]াব মন খারাপ করিয়ে নীনা আপা বক্তৃতা দিতে উঠলেন। কাঁপা কাঁপা গলায়
[illegible] কালগুরু রবীন্দ্রনাথের মানসী কাব্যগ্রন্থ একটি কবিতার নাম.....
[illegible]া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল। সূচনা দেখেই বোঝা যাচ্ছে এটা একটা লম্বা ব্যাপার
[illegible]ও যে মেয়েটি মারা গেছে তাকে এই আপা হয়ত চেনেনও না। কিন্তু কত
[illegible]লো কথা বলা হবে। এমনভাবে সবাই বলবে যেন ঐ মেয়েটির মতো ভালো
[illegible]দেশে জন্মায়নি। এবং তার মৃত্যুতে সবার একটা বিরাট ক্ষতি হয়ে গেল।
[illegible]ন হয়? শাহানার ঐ মেয়েটির উপর রাগ লাগতে লাগল। কি দরকার ছিল তার
[illegible]বার?
[illegible]ানা সময় কাটানোর জন্য অন্যকিছু ভাবতে চেষ্টা করল। এই কাজটা সে খুব
[illegible]রে। স্কুলে কোনো লেকচার যখন তার পছন্দ হয় না তখন স্যারের দিকে
[illegible] থেকে সম্পূর্ণ অন্য জিনিস নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে পারে। বেশ লাগে তার।
[illegible] ভাবতে লাগল বাসায় ফিরে গিয়ে কি করবে। করার কিছুই নেই। এমন নিরানন্দ
[illegible]। কিছুক্ষণ পড়াশোনা, টিভি দেখা, রাতের পর ঘুমানো, ব্যাস। দিনের পর দিন
[illegible]টিন। এতটুকুও ভালো লাগে না প্রায়ই ইচ্ছা করে কোথাও পালিয়ে যেতে। ছেলে
[illegible]হলে সে নিশ্চয়ই পালিয়ে যেত। মেয়ে হয়ে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব না। পত্রিকা
[illegible] মেয়েদের নিয়ে এমন সব আজেবাজে খবর ছাপা হয়। এসব খবর শাহানার
[illegible] ভালো লাগে না। কিন্তু মা আবার বেছে বেছে সেই খবরগুলিই ভাবীকে পড়ে
[illegible]না।

[illegible]মা, শুনে যাও। কি লিখেছে। মানুষ আর মানুষ নাই। জানোয়ার হয়ে গেছে।
[illegible]পুরের নবগ্রামে তিনজন যুবক কর্তৃক এগারো বৎসর বয়েসি কুলসুমকে....'

এসব খবর কি জোরে জোরে পড়ে শুনানোর জিনিস? কিন্তু মাকে বলবে কে? যতই
[illegible]ক, মা ততই অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। কি বাজে স্বভাব যে তাঁর হচ্ছে। অবশ্যি
[illegible] তার সঙ্গে মা খুব ভালো ব্যবহার করছে, যে মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে আছে, তার
[illegible] হয়তো খারাপ ব্যবহার করার নিয়ম নেই। আগে টুনীকে নিয়ে ছাদে গেলে
[illegible]দার জবাবদিহি করতে হতো।

[illegible]াদে গিয়েছিলি কেন?

[illegible]দিনের মধ্যে দশবার ছাদে যাওয়া লাগে কেন?

খবরদার আর যেন না দেখি। এত বড় মেয়ে ছাদে ঘুর ঘুর করবে কেন? ছাদ কি
[illegible]া খাবার জায়গা?

[illegible]খন মা কিছুই বলে না। কয়েকদিন আগে কলেজ থেকে ফেরবার সময় গলির
[illegible]া আনিস ভাইয়ের সঙ্গে দেখা। দু'জন কথা বলতে বলতে আসছে। মা ব্যাপারটা
[illegible]ায় দাঁড়িয়ে দেখল। এই নিয়ে কিছুই বলল না। অন্য সময় হলে এক লক্ষ প্রশ্ন
[illegible]।

[illegible] কথা হলো আনিসের সাথে? হাত নেড়ে নেড়ে এমন কি কথা?

[illegible]কে কতবার বলব আগ বাড়িয়ে আলাপ জমাতে যাবি না।

হাসতে হাসতে দেখি ভেঙ্গে পড়ে যাচ্ছিলি। রাস্তার মধ্যে কেন এমন হাসাহাসি? [illegible]লোকের মেয়ে না তুই?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

বিয়ে ঠিক হয়ে যাবার কিছু ভালো দিকেও আছে। স্বাধীনতা আসে। কতজন এই স্বাধীনতা কে জানে। বিয়ের পর কি হবে এসব নিয়ে শাহানা কখনো ভা ভাবতে ভালো লাগে না। যা হবার হোক। তখন দেখা যাবে। তবে শাহানা নি লোকটির সঙ্গে তার বিয়ে হবে সে ভালোই হবে। ছ্যাবলা ধরনের হবে না। হলে শাহানার সঙ্গে বার বার দেখা করত। চিড়িয়াখানায় নিয়ে যেতে চাইত। নিয়ে যেত। প্রেম প্রেম একটা খেলা চলত। সবকিছু ঠিক ঠাক করবার প অভিনয়। এই ছেলে এসব কিছুই করেনি। এই একটি কারণে শাহানা তার উপর শাহানা ঠিক করে রেখেছে বিয়ের প্রথম রাতেই এজন্যে সে তার স্বামীকে ধন্যবাদ

ওদের বাড়ি থেকে একবার বিরাট এক গাড়ি এসে উপস্থিত। বাচ্চারা চিড়িয়াখানায় যাবে। তাদের ইচ্ছা শাহানাকে নিয়ে যেতে। শাহানা কি পারবে তার যাবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না মা'র জন্যে যেতে হলো। সাজ সজ্জা করতে চুল বাঁধতে হল। শাহানা ধরেই নিয়েছিল চিড়িয়াখানাটা উপলক্ষ্য মাত্র আসলে সঙ্গে ঘুরতেটুরতে চায়। কিন্তু ও ছিল না। বাচ্চারাই গিয়েছে দল বেঁধে।

মাঝে মাঝে শাহানার মনে হয় ওর মধ্যে শাহানার প্রতি একটা অবহেলা আছে। নয়তো বিয়ে ছ'মাস পিছিয়ে দেবার প্রস্তাবে ছেলের আত্মীয়-স্বজনরা কো হলো না। কিন্তু ছেলে রাজি হয়ে সবাইকে রাজি করাল। এসব খবর অবশ্যি মামার কাছ থেকে পাওয়া। তাঁর সব খবর বিশ্বাসযোগ্য নয় : তিনি বানিয়ে বানিয়ে কথা বলেন।

লীনা আপার বক্তৃতা প্রায় শেষ পর্যায়ে। তিনি আধঘণ্টা বক্তৃতা দিলেন। চিবিয়ে কথা। দুই মিনিট পর পর রবীন্দ্রনাথ এই বলেছেন-মহামতী বালজা বলেছেন। আগে জানলে সে আসত শোকসভায়?

শাহানার বাসায় ফিরতে ফিরতে তিনটা বেজে গেল। বাসায় কেউ নেই শুধু বসে আছে বসার ঘরে।

ওরা কোথায় ভাইয়া?

খিলগাঁয়।

তুমি আজ এত সকাল সকাল যে?

এসে পড়লাম একটু আগে আগে।

শরীর খারাপ নাকি?

না শরীর ভালোই আছে।

আজ আমাদেরও সকাল সকাল ছুটি হয়েছে। ফার্স্ট ইয়ারের একটা মেয়ে গেছে-এজন্যে ছুটি।

কিভাবে মারা গেল?

জানি না। এ্যাকসিডেন্ট না কি যেন হয়েছিল।

শাহানা কাপড় বদলাতে গেল। বাড়িটা ফাঁকা বলেই কেমন অচেনা লাগছে হচ্ছে অন্য কোনো মানুষের বাড়ি। আর খিলগাঁয় যখন গিয়েছে তখন রাত এগারোটার আগে ফিরবে না। শাহানার দারুণ মন খারাপ হয়ে গেল।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible] শাহানা!

[illegible] কাইয়া।

[illegible] বানাতে পারিস?

[illegible] না কেন, তুমি আমাকে কি ভাব?

[illegible] এক কাপ চা।

শাহানা অত্যন্ত উৎসাহে চা বানাতে গেল। রান্নাঘরে যাবার সে কোনো সুযোগ পায় [illegible] যাবার কঠিন নিষেধ আছে। বিয়ের আগে রান্নাঘরে যাওয়া যাবে না। আগুনের [illegible] রঙ নষ্ট হয়। রান্নাবান্না যা শেখার বিয়ের পর শিখলেই হবে।

[illegible] চায়ের কাপ নিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। শাহানা এলো তার পিছু পিছু।

[illegible] গোলাপ গাছে অনেক ফুল ফুটেছেরে শাহানা। শাহানা হাসল। গাছের প্রসঙ্গে [illegible] কোনো কথা বললেই শাহানার বড় ভালো লাগে।

[illegible] গাছগুলি তুই শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যাবি না রেখে যাবি আমাদের জন্যে?

[illegible] যে তুমি বলো ভাইয়া।

শাহানার লজ্জা করতে লাগল। ভাইয়া গম্ভীর ধরনের মানুষ ঠাট্টা-তামাশা কখনো [illegible] না। কিন্তু শাহানা লক্ষ করেছে বিয়ের প্রসঙ্গে সে মাঝে মাঝে হালকা কথাবার্তা [illegible]।

কয়েকদিন আগে তারা খেতে বসেছে। খাবার তেমন কিছু নেই। ভাইয়া হঠাৎ [illegible] এত বড় লোকের স্ত্রী একজন খেতে বসেছে আর এই খাওয়া? শাহানার লজ্জায় [illegible] যাবার মতো অবস্থা। সবাই খুব হাসাহাসি করল। বাবার হাসি তো আর থামেই [illegible]। শেষটায় বিষম খেয়ে ফেললেন।

আজ সফিকের মুখ অন্ধকার হয়ে আছে। একটু আগে সে ঠাট্টা করেছে। কিন্তু তাকে [illegible] মনে হচ্ছে তার মন পড়ে আছে অন্য কোথাও। সফিক বলল, তোর ভাবী কখন [illegible]?

পাঁচটার মধ্যে এসে পড়ে। চারটা পর্যন্ত অফিস। ওদের গাড়ি এসে দিয়ে যায়।

গাড়ি এসে দিয়ে যায়? জানতাম না তো। আমাকে তো কিছু বলেনি।

এই মাস থেকেই নিয়ে যাচ্ছে, দিয়ে যাচ্ছে।

শাহানার মনে হলো সফিক আরো গম্ভীর হয়ে গেছে। এতে তো খুশি হবার কথা, [illegible] হবে কেন? শাহানা বলল,

ভাইয়া আমি একটু ঘুরে আসি।

কোথায় যাবি?

[illegible]দে।

ছাদ ফাঁকা। শাহানার মনে হচ্ছিল আনিস ভাইকে তার ঘরে পাওয়া যাবে। কিন্তু ঘর [illegible]লাবদ্ধ। কাপড় শুকুবার দড়িতে ধবধবে সাদা রঙের কয়েকটা কবুতর। এদের পোষ [illegible]ানো হচ্ছে। ম্যাজিকে লাগবে। শাহানা কবুতরের খাঁচায় হাত রাখতেই একটি কবুতর [illegible] বাঁকিয়ে তার হাতে ঠোকর দিল। এই বুঝি পোষমানা কবুতরের নমুনা?

শাহানা একা একা ছাদে হাঁটতে লাগল। শীত লাগছে। ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। কেমন [illegible]। খারাপ করিয়ে দেবার মতো একটা সন্ধ্যা নামছে। কোনো রকম কারণ ছাড়াই

Nirjoy

www.BanglaBook.org

শাহানার চোখ ভিজে উঠতে শুরু করেছে। খাঁচার কবুতরগুলি আগ্রহ নিয়ে দেখছে।

ছাদ থেকেই দেখা গেল রফিক আসছে। সে চারদিনের জন্যে যশোর গিয়ে কেন গিয়েছিল কাউকে বলে যায়নি। চাকরির কোনো ব্যাপার হবে বোধ হয়। আ চাকরির ব্যাপারে সে কারো সঙ্গে কথা বলে না। শাহানা নিচে নেমে এলো। রফি দিকে তাকিয়ে হাসল। কেমন রোগা লাগছে রফিককে।

কেমন আছেন শাহানা বেগম?

ভালো আছি। তুমি কেমন?

ভালোই।

কেমন খুশি খুশি লাগছে তোমাকে। চাকরিটাকরি কিছু হয়েছে?

না। আমার এসব হবে না। বিজনেস করব ঠিক করেছি। বাসায় কেউ নাই।

না। ঝিলগাঁয়ে গিয়েছে। ভাবী এখনো ফেরেনি।

চট করে চা বানা। খুব কড়া করে। হাই পাওয়ারড টি দরকার। কেউ কি খোঁজ করেছিল?

না। কারোর খোঁজ করার কথা?

উঁহু।

নীনু আজও ফিরতে দেরি করছে সন্ধ্যা মিলিয়ে গেছে। সাড়ে ছ'টা বাজে। দেরি করার কথা না। সফিক, শাহানাকে বলল, তোর ভাবী কি দেরি হবার কথা বলে গেছে?

না।

প্রায়ই কি সন্ধ্যা পার করিয়ে আসে?

না। বীণাদের বাসা থেকে অফিসে টেলিফোন করে দেখব?

দরকার নেই।

শাহানা বলল, আরেক কাপ চা বানিয়ে দেব ভাইয়া?

না।

সফিকের সিগারেট শেষ হয়ে গিয়েছে। কোনো কাজের মানুষ নেই বাড়ি রফিককে বললে সে এনে দেবে। বলতে ইচ্ছা করল না। সফিক নিজেই চাদর দিয়ে বেরুল। শাহানা বলল, যাচ্ছ কোথায় ভাইয়া?

সিগারেট কিনব।

আমিও আসি তোমার সাথে?

আয়।

সারাটা পথ শাহানা কথা বলতে বলতে যাচ্ছে, সফিক হাঁটছে অন্যমনস্ক ভঙ্গি শাহানা কি বলছে তার কানে যাচ্ছে কিনা সন্দেহ। সে অবশ্যি হ্যাঁ হুঁ দিয়ে যাচ্ছে।

ভাবীর সঙ্গে তুমিও চলে যাও না কেন সুইডেনে? সে যা এ্যালাউন্স পাবে তোমরা দু'জন দিব্যি থাকতে পারবে। আমরা রাখব টুনীকে। কোনোই অসুবিধা না। তাছাড়া টুনী তো রাতে থাকে বাবার সাথে। তোমাদের জন্যে সে খুব কাঁদবে বলে মনে হয় না। আসবার সময় তার জন্যে একগাদা খেলনা নিয়ে আসবে। ৫

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible] দেশে ডল হাউস বলে একটা খেলনা পাওয়া যায়। যা সুন্দর! চমৎকার একটা [illegible] আসবাবপত্র আছে। এমনকি বাথরুমে বেসিন, কমোড সব আছে। ঐ [illegible] আনবে।

[illegible] মনে হলো শাহানা মানসিক দিক দিয়ে এখনো বড় হয়নি। ছোটই রয়ে [illegible] এবে তার বিয়ে ঠিক করাটা বোধহয় ভালো হয়নি। মানসিক প্রস্তুতির জন্যে [illegible] দরকার ছিল।

[illegible] সিগারেট কিনেই কি তুমি বাসায় চলে আসবে?

[illegible], কেন?

[illegible] না ঐ বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত যাই।

[illegible]খানে কি?

[illegible] মাইক্রোবাস সেখানে থামে। ভাবী বাস থেকে নেমেই আমাদের দেখবে।

[illegible]ক হবে। যাবে ভাইয়া?

[illegible] যাই।

দু'জনে হাঁটতে শুরু করল। শাহানা মৃদুস্বরে বলল, তোমাকে একটা গোপন খবর [illegible] পারি ভাইয়া।

কি খবর?

খুবই গোপন। কাউকে কিন্তু বলতে পারবে না। গোপন খবর হলে না বলাই তো [illegible]। গোপন খবর তো বলে দেয়ার জন্যে না।

শাহানা চুপ করে গেল। ভাইয়ার সঙ্গে অন্য কোনো মানুষের কোনো মিল নেই। [illegible] কেউ হলে বলত, কাউকে বলব না খবরটা কি বল? ভাইয়া সেটা বলবে না। [illegible]র খুব ইচ্ছা করছে খবরটা বলে। ভাবী সতের শ টাকা দিয়ে একটা ঘড়ি কিনেছে [illegible]কের জন্যে। ম্যারেজ এ্যানিভারসারি উপলক্ষে সেটা সফিককে দেয়া হবে। এই হচ্ছে [illegible]।

ঘড়ি কেনার সময় নীলু শাহানাকে নিয়ে গিয়েছিল। শাহানা অবাক হয়ে বলেছিল, [illegible] দাম দিয়ে ঘড়ি কিনবে? নীলু লাজুক হেসে বলেছে, ওকে ভালো কিছু দিতে চাই।

কিন্তু ভাইয়া তো তোমাকে কখনো কিছু দেয়নি।

কোত্থেকে দেবে। ওর কি টাকা আছে?

টাকা থাকলে দিত না। এসব দিকে তার কোনো নজরই নেই।

কথাটা খুবই সত্যি। গত ম্যারেজ এ্যানিভারসারিতে নীলু দুপুরবেলা সফিকের [illegible]সে উপস্থিত হলো। সফিক অবাক হয়ে বলল-কি ব্যাপার কি? নীলু হেসে বলেছে, [illegible] দেখতে এলাম কি করছ।

শুধু শুধু আসবে কেন? নিশ্চয়ই কোনো কাজ আছে। টুনীকে কার কাছে রেখে [illegible]সে?

কার কাছে আর রাখব, মা'র কাছে। তুমি কি আজ ছুটি নিতে পারো?

কেন?

খিদে লেগেছে খুব। কোনো একটি রেষ্টুরেন্টে বসে লাঞ্চ খাওয়া যেত। আজকের [illegible]নটা তোমার মনে নেই তাই না?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

তারা প্রায় আধঘন্টার মতো দাঁড়িয়ে রইল। নীলুর বাস এলো না। সফিক বলল যাই ঠাণ্ডা লাগছে।

একটু দাঁড়াও ভাইয়া, এসে পড়বে।

সফিক কোনো জবাব না দিয়ে হাঁটতে শুরু করল। শাহানা বলল, আর এক থাকি না ভাইয়া। আমার মনে হচ্ছে পাঁচ দশ মিনিটের মধ্যে এসে পড়বে।

আসুক। দাঁড়িয়ে থাকতে ভালো লাগছে না।

নীলু এলো ন'টার একটু আগে। তাদের এক কলিগ অফিস ছুটির আগে আগে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। অফিসের মিনিবাসে করে তাকে শেরেবাংলা হাসপাতালে হয়েছে। অন্য সবাইও গিয়েছে সেখানে। ডাক্তার বললেন হার্ট এ্যাটাক। ভদ্রলো এখনো জ্ঞান ফেরেনি। তার স্ত্রী এবং দু'টি ছেলে হাসপাতালে এসে খুব কান্না করছে।

সফিক কোনো রকম উৎসাহ দেখাল না। ঠাণ্ডা গলায় বলল, খবর তো দেবে।

কিভাবে দেব খবরটা? সারাক্ষণ তো হাসপাতালে ছিলাম।

তুমি তো হাসপাতালে থেকে কিছু করতে পারছিলে না। শুধু আমাদেরকে দুশ্চি ফেললে।

একজন কলিগের এত বড় দুঃসময়ে আমি যাব না?

সফিক গম্ভীর গলায় বলল, তর্ক পরে করবে এখন দেখো খাওয়া-দাওয়ার ব করা যায় কিনা। রান্নাবান্না কিছুই তো হয়নি।

নীলুর প্রচণ্ড মাথা ধরেছিল। সে মাথা ধরা নিয়েই রান্না ঘরে ঢুকল। শ্বাশুড়ি খ দাওয়া শেষ করে ফিরবেন কিনা কে জানে।

দুপুরের তরকারি কিছুই নেই। রাতের বেলার জন্যে কি রাঁধবে নীলু ভেবে পেল রফিককে ডিম কিনে আনার জন্যে পাঠাতে হবে।

রফিক ঘর অন্ধকার করে শুয়ে আছে। নীলু ডাকতেই সে ক্লান্ত স্বরে বলল-ই আমার জ্বর। হঠাৎ করে জ্বর এসে গেছে। বিশ্বাস না হলে কপালে হাত দিয়ে দেখ

নীলু, আনিসের খোঁজে ছাদে গেল। আনিস ছিল না। নীলু ফিরে এলো মন খ করে। ডাল ভাতই খেতে হবে। রান্নাঘরে ঢুকতে ইচ্ছা করছে না খুব ক্লান্তি লাগছে। শাহানাকে ডেকে বলল, তুমি রফিকের পাশে বসো, মাথায় হাতটাত বুলিয়ে দাও জ্বর।

শাহানার ইচ্ছা করছিল নীলুর সঙ্গে গল্প টল্প করে। কিন্তু সে গেল রফিকের ঘ জ্বরে সত্যি সত্যি রফিকের গা পুড়ে যাচ্ছে। শাহানা বলল, চুল টেনে দিব? রফিক ব চুল ধরে টানাটানি করার কোনো দরকার নাই। তুই নিজের কাজে যা।

জ্বরের সময় কোনো একটা কথা কানে গেলে সেটা মাথার মধ্যে ঘুরপাক থাকে। চুল টানার ব্যাপারটা রফিকের মাথায় ঘুরতে লাগল। তার মনে হতে লাগল চারজন অল্পবয়সী মেয়ে একঘেঁয়ে গলায় তার কানের কাছে চেঁচাচ্ছে...

চুল টানা, বিবিয়ানা
সাহেব বাবুর বৈঠকখানা।
সাহেব বলেছে যেতে

Nirjoy

www.BanglaBook.org

পান সুপারি খেতে
পানের ভেতর মৌরি বাটা।
ইসক্রুপের চাবি আটা।।
চুল টানা বিবিয়ানা
চুল টানা বিবিয়ানা।

[illegible] সাহেবরা এলেন রাত এগারোটায়। সে সময় রফিকের মাথায় পানি ঢালা [illegible] ফার্মেসীর ডাক্তার অজয় বাবু চিন্তিত মুখে বসার ঘরে বসে আছেন। আনিস [illegible] সাহেব আছেন। জ্বর উঠেছে একশ পাঁচ পর্যন্ত। রফিক বিড় বিড় করে ছড়া [illegible] গেন বলছে। শাহানার বুক ধড়ফড় করছে। একি কাণ্ড! সুস্থ মানুষ। এসে চা [illegible] গল করল আর ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে আকাশ-পাতাল জ্বর। মনোয়ারা কাঁদতে [illegible] ন। হোসেন সাহেবের মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল। অজয় বাবু বললেন, [illegible] নাই জ্বর রেমিশন হবে। অস্থির হবার কিছু নাই।

[illegible] তিনটার দিকে রফিকের জ্বর অনেকখানি কমল। সে উঠে বসে সহজ স্বরে [illegible] খেতে টেতে দাও ভাবী। মুড়ি ভেজে আনো ঝাল দিয়ে।

[illegible] ঘুমুতে গেল রাত চারটার দিকে। সফিক তখনো জেগে আছে। নীলু ক্লান্ত স্বরে [illegible] ঘুমুবে না।

[illegible] তো বেশি বাকি নেই ঘুমিয়ে কি হবে?

[illegible] আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না।

[illegible] য়ে পড়।

[illegible] নীলু শুয়ে পড়ল। টুনী আজ তাদের সঙ্গে ঘুমিয়েছে। অনেক বড় হয়ে গেছে [illegible]। দেখতে দেখতে কেমন বড় হয়ে যাচ্ছে। নীলু, টুনীকে বুকের কাছে টেনে [illegible]ল। টুনী ঘুমের মধ্যেই মাকে জড়িয়ে ধরল। আহা সারাদিন দেখা হয়নি মেয়েটিকে। [illegible] খাওয়া-দাওয়া করেছে কিনা কে জানে। কেমন রোগা রোগা লাগছে হাত-পা। [illegible]য়ের কাছে লাল একটা দাগ, ফুলে উঠেছে। পড়ে গিয়ে ব্যথা টেথা পেয়েছে [illegible]ছাই। নীলু চুমু খেল কপালের কাটা দাগে।

সফিক বাতি নিভিয়ে ঘুমুতে এলো। নীলু বলল, টুনী কেমন ব্যথা পেয়েছে দেখেছ? [illegible]শটা ফুলে উঠেছে।

সফিক কিছু বলল না। নীলু বলল, আরেকটু হলে চোখে লাগত।

যাদের বাবা-মা দু'জনেই ব্যস্ত তাদের ছেলেমেয়েরা অবহেলার মধ্যেই বড় হবে। এটা নিয়ে দুঃখ করা ঠিক না তুমি ঘুমাও।

নীলু মৃদুস্বরে বলল–আমার চাকরিটা তোমার পছন্দ না, তাই না? সফিক চুপ করে [illegible]ল।

বলো তোমার কি ইচ্ছা না আমি চাকরি করি?

সফিক শান্ত স্বরে বলল, আমার কাছে মনে হয় পরিবারের প্রতি মেয়েদের দায়িত্ব [illegible]নেক বেশি।

সেই দায়িত্ব আমি পালন করছি না?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

রাত দুপুরে এ নিয়ে তর্ক করতে ভালো লাগছে না।

তর্ক না। তোমার মতামতটা শুনি।

মতামত তো দিলাম। টুনী বড় হচ্ছে অযত্ন-অবহেলায়। যার ফলশ্রুতি হিসেবে ৬ মানসিক বিকাশ অন্য সব শিশুদের মতো হবে না।

টুনীর মানসিক বিকাশ হচ্ছে না?

আমি ইন জেনারেল বলছি। চাকরীজীবী মহিলার কাছে ঘর-সংসারের চেয়ে ক্যারিয়ারই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। অফিসের একজন কলিগের অসুস্থতা তার কাছে ব্যাপার মনে হয়। যেমন তোমার উদাহরণটাই ধরা যাক।

আমার কি উদাহরণ?

সুইডেনের ব্যাপারটায় তুমি কি রকম উল্লসিত হয়ে উঠলে। একবারও ভাবলে এই ছয় মাস টুনী কিভাবে থাকবে?

ভাবিনি তোমাকে কে বলল?

ভাবলেও সেটাকে তেমন গুরুত্ব দাওনি। পাসপোর্ট করা এই করা সেই করাতেই

তুমি চাও না আমি যাই?

সফিক জবাব দিল না।

বল তুমি চাও না?

না।

চাকরি করি তাও চাও না?

আমি না চাইলেই তুমি ছেড়ে দেবে? তা পারবে না একবার যখন ঢুকেছে সে থেকে কিছুতেই বেরুতে পারবে না। সংসার যদি ভেসেও যায় তাতেও না।

এতটা নিশ্চিত হয়ে কথা বলছ কি ভাবে?

নিশ্চিত হয়ে বলছি কারণ আমি জানি। যে মেয়ে চাকরি করে সে কিছু পরি স্বাধীন। সেই স্বাধীনতা কোনো মেয়েই ছাড়বে না। সে সংসার ছেড়ে দেবে স্বাধীনতা ছাড়বে না।

মেয়েরা স্বাধীন হোক সেটা তুমি চাও না?

সফিক বলল, যথেষ্ট তর্ক হয়েছে এখন ঘুমুতে যাও। নীলু ঘুমতে পারল কিছুক্ষণের মধ্যেই ফজরের আজান শুনা গেল। ভোর হচ্ছে। শুরু হচ্ছে আরেকটি দি এই দিন অন্যসব দিনের মতো নয়। এটি একটি বিশেষ দিন। এই দিনে সাত বছর অ তাদের বিয়ে হয়েছিল।



বৈশাখ মাস।

আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছে। ধরন দেখে মনে হয় কালবৈশাখী হবে। পাখিরা অস্থির হয়ে ওড়াউড়ি করছে। ওরা টের পায়। কবির মাষ্টর দ্রুত পা চালাচ্ছেন।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible] আছে শওকত। শওকতের মাথায় বিছানার চাদর দিয়ে বাঁধা গাদাখানিক বই। [illegible] যোগাড় হয়েছে নীলগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরির জন্যে। পাবলিক লাইব্রেরি [illegible] তাঁর শোবার ঘরে। খুব শিগগিরই ঘর তোলা হবে। জমি খানিকটা পেলেই [illegible]। তাও পাওয়া যাচ্ছে না।

কবির মাস্টার আকাশের দিকে তাকিয়ে বিরক্ত স্বরে বললেন, তাড়াতাড়ি পা চালা [illegible]। তুই দেখি বইগুলি ভিজানোর মতলব করছিস।

আর কত তাড়াতাড়ি যাইতাম কন? আমিতো আর ঘোড়া না? মাথার উপরে আছে [illegible] খুনি বোঝা।

লম্বা লম্বা পা ফেলরে বাবা। বই ভিজলে সর্বনাশ।

লম্বা লম্বা পা ফেলেও রক্ষা হলো না। কালি মন্দিরের কাছাকাছি আসতেই চেপে বৃষ্টি [illegible]। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড বাতাস। তারা ছুটতে ছুটতে কালি মন্দিরে উঠল। মন্দিরটি [illegible] পূজা টুজা হয় না দীর্ঘদিন। কালি মূর্তির মাথা নেই। মন্দিরের চাতাল গোবরে [illegible]। কবির মাস্টারের এক পা গোবরে ডুবে গেল।

এহ কি কাণ্ডরে শওকত।

পাকা দালানের বাড়ি। ছাদ ফেটে গেছে। পানি আসছে ভাঙা ছাদ থেকে। শওকত [illegible], হাত তালি দেন স্যার।

কেন?

জায়গাটা সাপে ভর্তি।

বলিস কি?

দুইটা ছাগল মরল সাপের কামড়ে।

আরে ব্যাটা আগে বলবি তো।

কবির মাস্টার এই একটি প্রাণীকে ভয় করেন। এই প্রাণীটির সঙ্গে কেন যেন তাঁর [illegible] বার দেখা হয়।

শওকত।

জি স্যার।

চলো রওনা দেই।

এই তুফানের মইধ্যে কই যাইবেন? জবর তুফান হইতেছে।

বাতাসের বেগ ক্রমেই বাড়ছে। মন্দিরের দরজা-জানালা কিছু নেই। বৃষ্টির ঝাপটায় দু'জনেই কাক ভেজা হয়ে গেল। কবির মাস্টার একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন। এককালে কত জাঁকজমক ছিল মন্দিরের। প্রতি অমাবস্যায় ঢাক ঢোল বাজিয়ে পূজা হতো। এখন কিছুই হয় না। গরু ছাগল চড়ে বেড়াত। বিত্তশালী হিন্দুদের কেউই নেই। সবার ধারণা হয়েছে সীমান্ত পার হতে পারলেই মহা সুখ।

পালবাবুরা ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর একটি ছেলে মারা গেল। পালিয়ে যাবার সময় তাঁর বড় ছেলের বউ বরুণা রহস্যময় ভাবে মিলিটারিদের হাতে পড়ল। তার আর কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না। মেয়েটি যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

পালবাবু প্রায় জলের দরে বিষয়সম্পত্তি বিক্রি করলেন। সবাই বলল, এখন আর ভয় কি? এখন কেন যাবেন? পালবাবু থাকলেন না। দেশ ছাড়ার আগে কবির মাস্টারকে

Nirjoy

www.BanglaBook.org

বলে গেলেন, মাষ্টার, বসতবাড়ি আর দশ বিঘা ধানী জমি বিক্রি করি নাই। এইগুলি আমি তোমারে দিয়া যাইতাছি।

কবির মাষ্টার অবাক হয়ে বললেন, কেন?

আমার বৌমা যদি কোনো দিন আসে এগুলি তুমি তারে দিবা। আমার কেন জানি মনে হয় বৌমা বাঁইচা আছে। সে একদিন না একদিন আসব নীলগঞ্জে।

সে বেঁচে আছে এটা মনে করার কারণ কি?

আমি স্বপ্নে দেখছি মাষ্টার।

সে যদি আসে আমি নিজে পৌঁছে দেব আপনার কাছে।

না মাষ্টার। তার দরকার নাই।

কেন? দরকার নেই কেন?

পালবাবু জবাব না দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

বরুণা ফিরে আসেনি। দশ বিঘা জমি এবং বসতবাড়ি আছে আগের মতোই। একবার ফজল মিয়া দলিল বের করল একটা-বসতবাড়ি এবং জমি তাকে দলিল করে দিয়ে গেছে পালরা। সেই দলিল আদালতে টিকল না। কিছুদিন হলো ফজল আলির ভাগ্নে মিম্বর মিয়া একটি হ্যান্ড নোট বের করেছে যার মর্মার্থ হচ্ছে উনিশশো সত্তুর সনে পালবাবু তার কাছে এগারো হাজার বত্রিশ টাকা কর্জ নিয়েছে। সে টাকা শোধ হয়নি। টাকা শোধ কিংবা অনাদায়ে বাড়িঘর নিলামে তোলার জন্যে সে চেষ্টা তদবির করছে।

কবির মাষ্টার মিম্বর মিয়ার সঙ্গে দেখা করে ঠাণ্ডা গলায় বলে এসেছেন, দেখ মিম্বর উনিশশো সত্তুর সনে তুমি হাফ প্যান্ট পরতে। দাড়িগোঁফও জ্বালায়নি। তোমার কাছ থেকে এগারো হাজার টাকা কর্জ নিল পালরা। জালিয়াতি করতে হলে বুদ্ধি লাগে, তোমার মতো বেকুবের কাজ না।

মিম্বর মিয়া কোনো উত্তর দেয়নি কিন্তু এমনভাবে তাকিয়েছে যার মানে সে সহজে ছাড়বে না।

কিছুদিন হলো কবির মাষ্টার ভাবছেন গার্লস স্কুলটা পালদের বসত বাড়িতে শুরু করলে কেমন হয়? নাম দেবেন-বরুণা বালিকা বিদ্যালয়। বরুণা যদি সত্যি সত্যি ফিরে আসে সে খুশিই হবে। আর একবার স্কুল চালু হয়ে গেলে সহজে কেউ হাত বাড়াবে না।

ঝড় ভালোই হয়েছে। গাছপালা পড়ে চারদিক লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। অধিকাংশ কাঁচা বাড়ি ঝড়ে উড়ে গেছে। মানুষজন মারা যায়নি। তবে বদিউজ্জামানের মা'র পা ভেঙেছে দু'জায়গায়। সে চিৎকার করছে গরুর মতো। বদিউজ্জামানের সেদিকে লক্ষ্য নেই। সে তার ঝড়ে উড়িয়ে নেয়া ঘরের শোকে কাতর। সে উঠোনে বসে আছে মাথা নিচু করে। মায়ের চিৎকারে বিরক্ত হয়ে একবার ধমকে উঠছে-আর খালি চিল্লায়।

চুপ করেন।

ডাক্তারের কাছে আমারে লইয়া যারে বদিউজ্জামান।

সকাল হউক।

সকালতক বাঁচতাম না।

না বাঁচলে নাই।

বদিউজ্জামানের স্ত্রী হাঁস-মুরগির খবর নিতে ছুটাছুটি করছে।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

আকাশের অবস্থা ভালো নয়। সাধারণত কালবৈশাখির পরে পরেই আকাশ পরিষ্কার যায়। এবার সে রকম হচ্ছে না। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। বাড়িঘর ভাঙা লির জন্যে রাতের একটা আশ্রয় দরকার। এতগুলি মানুষকে আশ্রয় দেবার মতো ঠাঁই করা মুশকিল।

কবির মাস্টার ছাতা মাথায় দিয়ে গভীর রাত পর্যন্ত ঘুরে বেড়ালেন। এত বড় একটা গেল কিন্তু একজন মানুষও মারা গেল না এই ব্যাপারটি তাঁকে অভিভূত করল। ধ্যে বেঁচে এদের অভ্যাস আছে।

বদিউজ্জামানের মাকে সদরে পাঠানো দরকার। বদিউজ্জামানের সেদিকে বিন্দুমাত্র নেই। ঘরের শোকেই সে কাতর।

কবির মাস্টার বিরক্ত হয়ে বললেন, মাথায় হাত দিয়ে বসে আছিস কেন? মাকে পাতালে নিয়ে যায়।

সকাল হউক সকালে নিমু।

সকালে নিবি কিরে ব্যাটা? অবস্থা তো খুবই খারাপ।

এখন রওনা দিলে শেষ রাইতে পৌঁছমু সদরে। কেউ পূছত না আমারে।

রিকশা বাজারে নিয়ে যা। ডাক্তার দেখা।

পয়সা নাই মাস্টার সাব। হাঁস মারা গেছে দুইটা। তুফানে ফতুর হইছি।

বদিউজ্জামান থুক করে একদলা থুথু ফেলল। তার মা প্রাণপণে চিৎকার শুরু করল।

কবির সাহেব বললেন, ডাক্তারের খরচ আমার কাছ থেকে নে।

তিনি তাঁকে পঞ্চাশটা টাকা দিলেন। এদের এত খারাপ অবস্থা। দুঃসময়ের জন্যে কোনো সঞ্চয় নেই। একটা নীলগঞ্জ তহবিল করা দরকার। যেখান থেকে দুঃসময়ে টাকা পয়সা নেয়া যাবে। তবে যথাসময়ে সে টাকা ফেরত দিতে হবে। তাতে সবার মনে একটা সাহস হবে।

বদিউজ্জামান।

জ্বি।

টাকাটা ফেরত দিবি মনে করে। আমার নিজের টাকা না। সুখী নীলগঞ্জের টাকা।

জ্বি আইচ্ছা।

কবির সাহেব রাতে আর ঘুমুতে গেলেন না। সমস্ত গ্রাম ঘুরে ঘুরে দেখতে অনেকটা দেরি হয়ে গেছে। অল্প কিছু সময়ের জন্যে ঘুমুতে যাবার মানে হয় না। তিনি তাঁর চিঠিপত্র নিয়ে বসলেন। চিঠিপত্র আসতে শুরু করেছে। ছাত্রদের কাছ থেকে যে রকম সাড়া পাওয়া যাবে বলে মনে করা হয়েছিল সে রকম সাড়া পাওয়া যায়নি। চিঠির উত্তর সবাই দিচ্ছে, কিন্তু আসল জায়গায় পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। যে সব চিঠি পাচ্ছেন তার একটির নমুনা এরকম–

শ্রদ্ধেয় স্যার,

আমার সালাম জানবেন। এই বৃদ্ধ বয়সেও যে আপনি একটা কিছু করতে যাচ্ছেন তা জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। আশা করি আপনার স্বপ্ন সফল হবে। সুখী নীলগঞ্জ প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে। আমি কতটুকু

Nirjoy

www.BanglaBook.org

সাহায্য করতে পারব তা জানি না। কারণ বর্তমানে কিছু আর্থিক সমস্যা যাচ্ছে। সমস্যাটা মিটলেই আমি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব।

ইতি

আপনার স্নেহধন্য

আমীরুল ইসলাম।

এই জাতীয় চিঠিগুলির উপর তিনি লাল কালি দিয়ে লেখেন-সাক্ষাত। যার মানে হচ্ছে চিঠিতে এর কাছে কোনো কাজ হবে না। দেখা করতে হবে। অবশ্যি মাঝে মাঝে দু'একটা এমন চিঠি পান যে আনন্দে চোখ ভিজে উঠে। রংপুর থেকে ওহীদুল আলম বলে একটি ছেলে লিখল-"স্যার, আমি ভাবতেও পারিনি আমার কথা আপনার মনে আছে। কি যে খুশি হয়েছি চিঠি পড়ে। অতি নিকৃষ্ট ছাত্র হয়েও আপনার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হইনি এই আনন্দ আমার রাখার জায়গা নেই। স্যার আমি জীবনে তেমন কোনো সাফল্য লাভ করতে পারিনি। মোটামুটি একটি টানাটানির সংসার বলতে পারেন। কিন্তু তাতে কিছু যায়-আসে না। আমি আপনাকে সাহায্য করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করব। পাঁচশ' টাকা মনিঅর্ডার করে পাঠালাম। আমি আমার বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করে আপনাকে পাঠাব। এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আমার মহা সৌভাগ্য যে আপনার জন্য কিছু করতে পারছি। স্কুলে ছাত্র থাকাকালীন সময়ে একদিন একটা বড় অপরাধ করেছিলাম। আপনি আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে এক লাইনের যে উপদেশ দিয়েছিলেন আমার তা এখনো মনে আছে। যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন তা মনে থাকবে।...."

এই জাতীয় চিঠিগুলি তিনি আলাদা করে রাখেন। কোনো কারণে মন খারাপ হলে পড়েন। মুহূর্তের মধ্যেই মন ভালো হয়ে যায়। মনে হয় সুখী নীলগঞ্জ প্রকল্প নিশ্চয়ই একদিন শুরু হবে।

তিনি ফজরের আজান পড়ার আগে পর্যন্ত চিঠিপত্র নিয়ে ব্যস্ত রইলেন। তারপর রুটিন মতো বেড়াতে বেরুলেন। দক্ষিণপাড়া থেকে কান্নার শব্দ আসছে। ব্যাপার কি! তিনি দ্রুত দক্ষিণ দিকে হাঁটতে শুরু করলেন।

কাঁদছে বদিউজ্জামান এবং তার স্ত্রী। বদিউজ্জামান তার মাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়নি। তার মা কিছুক্ষণ আগেই মারা গেছে।



তিনি অবাক হয়ে নীলুর দিকে তাকালেন।

যেন নীলুর কথা ঠিক বুঝতে পারছেন না। নীলু বলল, স্যার আমি খুব লজ্জিত। শেষ মুহূর্তে জানালাম।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

...; সাহেব বললেন, লজ্জিত হওয়াই উচিত। অন্তত একমাস আগে জানালেও ...মগা অন্য কাউকে পাঠাতে পারতাম।

...নু মাথা নীচু করে বসে রইল। বড় সাহেব বললেন, আপনার সুইডেনে যেতে না ...ার পেছনে কারণগুলি কি?

...মার একটা ছোট বাচ্চা আছে, ও আমাকে ছাড়া থাকতে পারবে না।

...ও ছোট?

...ড়ে তিন বছর বয়স।

...ই প্রবলেমটা আগে লক্ষ্য করলেন না কেন?

...গে ভেবেছিলাম সম্ভব হবে। দেখতে দেখতে ছ'মাস কেটে যাবে।

...ড় সাহেব যথেষ্ট বিরক্ত হয়েছেন। নীলু তা'র মুখ দেখেই সেটা বুঝতে পারছে। ...ার করার কিছুই নেই।

ট্রেনিং হবে দুই পর্যায়ে। তিন মাস অফিস ম্যানেজমেন্ট এবং পরের তিন মাস ...লস এন্ড প্রমোশন। আপনি না হয় প্রথম তিন মাসের ট্রেনিংটা শেষ করে চলে আসুন। ...সেখানেও অসুবিধা।

মেয়েদের স্যার অনেক অসুবিধা।

তিন মাস আপনার বাচ্চাকে দেখবার কেউ নেই? তার দাদি কিংবা খালা, ফুপু?

নীলু মৃদুস্বরে বলল, আমি একা একা এতদূর যাই এটা আমার স্বামীর পছন্দ নয়। ...সি।

আপনি যদি মনে করেন আমি কথা বললে তিনি কনভিন্সড হবেন তাহলে আমি তাঁর ...ঙ্গে কথা বলতে পারি।

দরকার নেই স্যার।

নীলু উঠে দাঁড়াল। এখন সাড়ে বারোটা বাজে। কিছুক্ষণের মধ্যেই লাঞ্চ ব্রেক হবে। ...র আজ আর কাজ করতে ইচ্ছা করছে না। সে ছুটি নিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে এল। কেন জানি বাসায় যেতেও ইচ্ছা করছে না। আবার একা একা ঘুরে বেড়াতেও ইচ্ছা ...রছে না। বন্যা, তার অফিসে নয়ত তার বাসায় গিয়ে আড্ডা দেয়া যেত। অনেকদিন ...ন্যার সঙ্গে দেখা হয় না। তার অফিসে চলে গেলে কেমন হয়? আগে কোনোদিন ...যায়নি। ঠিকানা আছে খুঁজে বের করতে অসুবিধা হবে কেন?

বন্যা, খুবই অবাক হলো। দু'বার বলল, একা একা খুঁজে বের করলি? তুই তো দারুণ স্মার্ট হয়ে গেছিস? অল্প কিছুদিন চাকরি করেই তোরতো ভালো উন্নতি হয়েছে। তবে ভালোমত বুদ্ধি খেলাতে পারিসনি। তোর প্রথমে উচিত ছিল টেলিফোন করে দেখা ...মি আছি কিনা।

তোর এখানে আসব এমন কোনো প্ল্যান ছিল না। হঠাৎ ঠিক করা।

আর মিনিট দশেক দেরি হলেই আমার সঙ্গে দেখা হতো না।

এই সময় ছুটি হয়ে যায় নাকি তোদের?

না, ছুটি হয় চারটায়। আজ একটু সকাল সকাল ফিরছি, বাড়ি দেখতে যাব।

বাড়ি বদলাচ্ছিস?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

না। বরের সঙ্গে বনিবনা একেবারেই হচ্ছে না। আমি আলাদা বাসা নিচ্ছি। সে সব বলব, দাঁড়া একটু বসকে বলে আসি। তুই কিছু খাবি?

না।

নীলু অবাক হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। কিসব পাগলামি যে করছে বন্যা। বর না হলেই আলাদা বাসা ভাড়া নিতে হবে? তাছাড়া এই শহরে একটি মেয়েকে কেউ ভাড়া দেবে না। এই শহরে কেন কোনো শহরেই দেবে না।

বন্যা নীলুকে নিয়ে রিকশায় উঠল। হালকা গলায় বলল, তোর হাতে সময় ও তো?

আছে।

তাহলে চল আমার সঙ্গে। একজন কেউ সঙ্গে থাকলে সাহস হয়। নিউ এ্যালিপে রোডে একটা মহিলা হোস্টেলের খোঁজ পেয়ে গিয়েছিলাম কম্পাউন্ডের ভেতর ঢুকে কেমন গা ছম ছম করতে লাগল। সুন্দর সুন্দর সব মেয়েরা ঘুরঘুর করছে। ববকাট চুল ঠোঁটে লিপস্টিক। বেশ ভদ্র ঘরের মেয়ে বলে মনে হয়, কিন্তু কেমন একটু খটকা লাগা হোস্টেলের সুপারিনটেনডেন্টের সঙ্গে কথা বললাম। বিশাল মৈনাক পর্বতের মতো এ মহিলা। প্রথমে বলল সিট আছে। তারপর যখন শুনল আমি একটা এ্যাম্বেসিতে চাকরি করি তখন বলল সিট নেই।

তুই কি বললি?

কিছু বলিনি চলে এসেছি। জায়গাটা ভালো না।

নীলু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, এখন কি আবার ঐখানেই যাচ্ছিস নাকি?

না আরেকটা মহিলা হোস্টেল আছে। শুনেছি সেটা ভালো। অনেক চাকরিজীবী মহিলা থাকে। তবে সিট পাওয়া মুশকিল।

হাসবেন্ডের সঙ্গে কি হয়েছে সেটা শুনি।

রিকশায় বসে বলার মতো কোনো স্টোরি না। নিরিবিলিতে বলব। আর ঐ সব শুনে কি করবি?

হোস্টেল-টোস্টেল খোঁজার চেয়ে ঝামেলাটা মিটিয়ে ফেলা ভালো না?

আমি কিছু মেটাব না। ও যদি মেটাতে চায় মেটাবে। দোষটা ওর আমার না।

রিকশাতেই বন্যা নিচু গলায় তার সমস্যার কথা বলতে শুরু করল।

তোকেতো আগেই বলেছি আমার চাকরি করাটা ও পছন্দ করে না। মাসখানেক আগে আমাদের একজন অফিসার বেড়াতে এসেছেন আমার বাসায়। কার্টিসি ভিজিট। এতেই তার মুখ গম্ভীর–কেন এসেছে? মহিলা কলিগদের বাসায় ঘুর ঘুর করার দরকারটা কি? এইসব।

তারপর কি হল শোন। সেই ছেলেটা আরেক দিন এলো। আর ওর মাথায় একদম রক্ত উঠে গেল–কেন বার বার আসবে।

নীলু ক্ষীণস্বরে বলল, সত্যিতো কেন আসবে বার বার?

বার বার কোথায় দেখলি? দু'বার এসেছে মাত্র। আর আমি কি তাকে বলতে পারি আপনি আসবেন না আমার এখানে?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

নীলু চুপ করে রইল। বন্যা গম্ভীর গলায় বলল, তারপর কি হলো শোন, ও বলল, চাকরি ছেড়ে দাও। আমার সঙ্গে যদি থাকতে চাও তাহলে চাকরি ছাড়তে হবে।

তুই কি বললি?

আমার রাগ উঠে গেল। আমি বললাম, তুমি এমন কি রসগোল্লা যে তোমার সঙ্গে থাকতেই হবে।

কি সর্বনাশ!

সর্বনাশের কি আছে। সত্যি কথা বললাম। মেয়ে হয়েছি বলে সত্যি কথা বলতে পারব না?

সত্যি মিথ্যা এখানে কিছু নেই। তুই তোর বরকে রাগিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলি।

তা করেছিলাম। ও আমাকে রাগিয়ে দিতে পারবে আমি পারব না? খুব পারব।

কতদিন থাকবি আলাদা?

যতদিন দরকার হয় ততদিন থাকব। নিজ থেকে ফিরে যাবার মেয়ে আমি না।

হোস্টেলে অনেকক্ষণ বসে থাকতে হলো। সুপার আসেন পাঁচটায়। সুপার ছাড়া অন্য কেউ কিছু বলতে পারবে না।

মহিলা হোস্টেলটি বেশ সুন্দর। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ভেতরের দিকে ফুলের বাগান আছে। কমন রুমটি বিশাল। মেয়েরা হৈ হৈ করে পিংপং খেলছে। নীলু অবাক হয়ে দেখল একটা টেবিল ঘিরে কয়েকজন মেয়ে তাস খেলছে। মেয়েরাও তাস খেলে নাকি? রবীন্দ্রনাথের জীবন স্মৃতিতেই মেয়েদের তাস খেলার ব্যাপারটা আছে। বাস্তবেও যে খেলা হয় নীলু প্রথম দেখল।

দেখ বন্যা তাস খেলছে।

খেলবে না কেন? একশ'বার খেলবে। জুয়া খেলবে। মদ খেয়ে রাতে বাড়ি ফিরে স্বামীকে ঠ্যাঙ্গাবে। কোনো ছাড়াছাড়ি নেই।

নীলু হেসে ফেলল। বন্যার স্বভাব চরিত্রে অনেকখানি পাগলামী এসে ঢুকে যাচ্ছে।

সুপার এলো সাড়ে পাঁচটায়। সুপার মহিলা নন পুরুষ। অভদ্র ধরনের লোক। কেউ কিছু বললে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে যার থেকে ধারণা হয়, লোকটি কারো কোনো কথা শুনে না।

এখানে কোনো সিট নাই দরখাস্ত করলে ওয়েটিং লিস্টে নাম তুলব। ফরম নিয়ে দরখাস্ত করুন। কেন মহিলা হোস্টেলে থাকতে চান তার কারণ আলাদা একটা কাগজ লিখে সঙ্গে দেন। সিট খালি হলে আপনাকে জানানো হবে।

কবে নাগাদ খালি হবে?

তা আমি কি করে বলব। আর খালি হলেই আপনি পাবেন কেন? ওয়েটিং লিস্টে যে প্রথম আছে সে পাবে।

আপনি এত অভদ্রভাবে কথা বলছেন কেন?

কোন কথাটা অভদ্রভাবে বললাম?

সারাক্ষণই তো ক্যাট ক্যাট করে কথা বলেছেন।

হোস্টেল সুপার থমথমে মুখে বেশ কিছু সময় তাকিয়ে থেকে বলল এ্যাপ্লাই করতে চাইলে ফরম নিয়ে এ্যাপ্লাই করুন। পাশের কামরায় ফরম আছে।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

নীলু মৃদুস্বরে বলল, করবি এ্যাপ্লাই?

করব। করব না কেন?

এখন যাবি কোথায়?

কোথায় আবার যাব? বাসায় যাব। রোজ একবার খোঁজ নেব সিট খালি কিনা।

নীলু লক্ষ্য করল বন্যাকে কেমন যেন ক্লান্ত লাগছে। চোখের নিচে কালি। দে। মনে হয় শরীর বিশ্রামের জন্যে কাতর। বাচ্চাটাচ্চা হবে না তো? রাস্তায় নেমেই বলল, তোর কি আর কোনো খবর আছে?

আর কি খবর থাকবে?

এই ধর জনসংখ্যা বৃদ্ধি বিষয়ক কোনো খবর।

বন্যা জবাব দিল না। অন্যমনস্কভাবে নিশ্বাস ফেলল। নীলু বলল, কি আছে না জানি না। তুই এখন বাসায় চলে যা। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। যেতে পারবি তো এ একা?

পারব।

আয় তোকে বাসে তুলে দিয়ে আসি।

বাসে তুলে দিতে হবে না। তুই বাসায় গিয়ে বিশ্রাম কর। তোর বিশ্রাম দরকার

বলতে বলতে নীলু রহস্যময় ভঙ্গিতে হাসল। বন্যা বিরক্ত হয়ে বলল, কি যে বাজে কথা বলিস।

তাহলে তোর কোনো খবর নেই।

বন্যা এই প্রশ্নের জবাব দিল না। তার মুখ বিষণ্ন। এমন একটি সুখের সময়ে কেন এত বিষণ্ন থাকে কেন? এমন ছেলে মানুষ কেন বন্যা?

নীলু বাসায় ফিরল সন্ধ্যার পর।

তার জন্যে বড় ধরনের একটা চমক অপেক্ষা করছিল। নীলুর মা-রোকেয়া, দুপুরে ঢাকা এসে পৌঁছেছেন। তাঁর সঙ্গে বাবলু, বিলুর ছেলে। নীলু আনন্দের উচ্ছ্বাসে কেঁদে টেদে একটা কাণ্ড বাঁধিয়ে ফেলল। প্রায় সাড়ে তিন বছর পর মা'র সঙ্গে নীলুর দেখা।

রোকেয়া নিজেও কাঁদছিলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে চেষ্টা করেছিলেন মেয়েকে সামলাবার। টুনী এবং বাবলু দূরে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দৃশ্যটি দেখছে। টুনী কখনো তার মাকে কাঁদতে দেখেনি। তার বিস্ময়ের কোনো সীমা ছিল না। বড় মানুষরাও তাহলে এমন করে কাঁদে?

নীলু ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, রাজশাহী থেকে ঢাকা কত আর দূর মা? তোমার আসতে সাড়ে তিন বছর লাগল?

রোকেয়া মেয়েকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে রাখলেন। কিছুই বললেন না।

তোমার নাতনিকে দেখেছ মা?

হুঁ। বড় সুন্দর মেয়ে হয়েছে। তোর ননদের মতো রূপসী হবে।

শাহানা কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। খুব লজ্জা পেল। লাজুক স্বরে বলল তোমার কান্না থামাও তো ভাবী। তোমার কান্না দেখে আমার নিজেরো চোখে পানি এসে যাচ্ছে।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

নীলু বাবলুকে কোলে নিয়ে আবার খানিকক্ষণ কাঁদল।

কী হয়েছে বাবলু?

রোকেয়া বললেন, কোল থেকে নামিয়ে দে। কেউ কোলে নিলেই কাঁদে।

নীলু নামাল না। শাহানা বলল, এই ছেলেটা কিন্তু ভাবী অদ্ভুত। কোনো কথা বলে না। এতবেলা এসেছে এখন পর্যন্ত কোনো কথা বলেনি। মাঐমা ও কি রাজশাহীতেও এমন?

হ্যাঁ গো মা। কথাবার্তা যা বলে আমার সঙ্গেই বলে। তাও কানে কানে।

নীলু হাত মুখ ধুতে গেল। তার এত আনন্দ লাগছে আজ। মনে হচ্ছে পৃথিবীর মতো জায়গা আর কিছুই নেই। অসংখ্য দুঃখের মধ্যেও এখানে হঠাৎ হঠাৎ এমন সব ব্যাপার ঘটে যায় যে সব দুঃখ চাপা পড়ে যায়। বাথরুমে দরজা বন্ধ করে নীলু খানিকক্ষণ কাঁদল।

রোকেয়াকে এ বাড়ির সবাই বেশ পছন্দ করেন। মনোয়ারা নিজেও করেন। অন্য কেউ এ বাড়িতে কিছুদিনের জন্যে থাকতে এলেও তিনি বিরক্তি প্রকাশ করেন শুধু একটি ক্ষেত্রে করেন না। এর মূল কারণ হচ্ছে রোকেয়ার স্বভাব। তিনি কথা বলেন গভীর আগ্রহে অন্যের কথা শুনেন। নিজের কোনো মতামত কখনোই জাহির করেন না। যখন কিছু বলেন এত আন্তরিকতার সঙ্গে বলেন যে, শুনতে বড় ভালো লাগে।

মনোয়ারা দুপুর থেকে তাঁর সঙ্গে সুখ দুঃখের অনেক কথা বলছেন। তার মধ্যে বেশীর ভাগ বড় অংশ ছিল নীলুর বিরুদ্ধে অভিযোগ।

এই দেখেন না বেয়ান সাহেব আমার ঘাড়ে মেয়ে দিয়ে সেই সকালে চলে যায় অফিসে, ফিরে সন্ধ্যা পার করে। ঘরে একটা কাজের মানুষ নাই। আমি একা মানুষ। কত কাজ তো হয়েছে আমার। না কি বলেন?

কাজের লোক রাখেন না কেন?

হাগারের পাগারের একজন কাউকে ধরে আনলেই রাখব নাকি? একটাকে রেখেছিলাম–বেশ কাজের। তারপর একদিন দেখি নাক ঝেড়ে সেই হাত তার শার্টে মুছে দিল কিছুই হয়নি এরকমভাবে টেবিলে ভাত বাড়তে গেল। এক চড় দিয়ে হারামজাদাকে বিদেয় করেছি।

বিদেয় করলেন কেন। ভালোমত বুঝিয়ে দিলেই হতো।

আমার এত সময় নেই বেয়ান সাহেব যে বসে বসে তাকে শিখাব। যে শিখে না নয় বছরে সে শিখে না নব্বুই বছরে। আর ঝামেলা কি একটা? শাহানার বিয়ে ঠিক হয়েছে জানেনতো?

জি জানি।

হুটহাট করে ওর শ্বশুরবাড়ি থেকে লোকজন আসছে। ওদের তো আর টোস্ট বিস্কিট দিয়ে চা দেয়া যায় না, কি বলেন?

না তা দেবেন কিভাবে?

কিন্তু দিতে হয়। লজ্জায় আমার মাথা কাটা যায়। সেই দিন শাহানার একখালা

Nirjoy

www.BanglaBook.org

শাশুড়ি এসেছিলেন। একটা মানুষ নেই ঘরে। চা দিতে গিয়ে দেখি চায়ের পাত্র চিন্তা করেন অবস্থা।

শাহানার বিয়েটা কবে?

জুলাই মাসের দশ তারিখে মোটামুটিভাবে ঠিক করা হয়েছে। ছেলের মো থাকেন হাওয়াই। উনি জুলাই মাস ছাড়া আসতে পারবেন না। আর এটা হচ্ছে বংশের প্রথম কাজ। ওরা সবাইকে নিয়ে করতে চায়।

তা তো চাইবেই।

বিরাট খরচের ব্যাপার বুঝতেই পারছেন। এদিকে হাত একেবারে খালি। কি হবে কে জানে। মনে হলেই বুক শুকিয়ে আসে। ভেবেছিলাম এর মধ্যে বা একটা কিছু হবে, কিছুই হচ্ছে না।

ইনশাআল্লাহ হবে শিগগির।

আর হয়েছে। মহাঅপদার্থ। ওর কিছুই হবে না।

বাবলু তার অদ্ভুত স্বভাবের জন্যে খুব অল্প সময়েই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ ব হোসেন সাহেবের মতে বাবলুর মতো গম্ভীর ছেলে তিনি এর আগে দেখেননি। ে কথা নেই, কান্নাকাটি নেই, ঝামেলা নেই। গভীর আগ্রহে সব কিছু দেখছে। সবই ত দূর থেকে। মনোয়ারার ধারণা-ছেলেটা হাবা টাইপ। বুদ্ধিশুদ্ধি নেই। কিন্তু ব সম্ভবত ঠিক নয়। ছেলেটির বুদ্ধি ভালো। শুধু ভালো নয় বেশ ভালো।

টুনী তার সঙ্গে ভাব করার খুব চেষ্টা করছে। বাবলু আছে তার সঙ্গে কিন্তু খুব ভাব হয়েছে বলে মনে হয় না। টুনী রান্নাবাটি খেলার সময় বাবলু একটু দূরে বসে থ তাকিয়ে থাকে গভীর মনোযোগে। খেলাতে তার অংশগ্রহণ বলতে এইটুকুই। টুনীর তার কথাবার্তার নমুনা এ রকম-

টুনী : রান্নাবাটি খেলবে?

বাবলু : (নিশ্চুপ)

টুনী : আমি হচ্ছি মা। তুমি কি হবে?

বাবলু : (মৃদু হাসি)

টুনী : বাবা হবে?

বাবলু : (মাথা নাড়ল। তার অর্থ কি ঠিক বোঝা গেল না। হ্যাঁ হতে পারে। ৎ নাও হতে পারে)

টুনী : আচ্ছা তুমি বাবা। এখন অফিসে যাও। সন্ধ্যার সময় অফিস থেকে আ

বাবলু : (নড়ল না)

টুনী : কি অফিসে যাবে না?

বাবলু : (মাথা নাড়ল। কিন্তু এবারো বোঝা গেল না সে হ্যাঁ বলছে কি না বল

অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে এ বাড়িতে যে একটি মাত্র লোকের সঙ্গে তার কথাবার্তা হয় সে সফিক। সে ঘুরেফিরে সফিকের কাছে আসে এবং অত্যন্ত গম্ভীর সফিকের পাশে কিছুক্ষণ বসে থেকে সে চলে যায়। এই অল্প কিছু সময়ের ম দু'একটা কথাবার্তা হয়।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

গত রবিবারের কথা ধরা যাক। সফিক শুয়ে ছিল বিছানায়, বাবলু পর্দার ফাঁক থেকে কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকে লক্ষ করল। তারপর গট গট করে ঘরে ঢুকে খাটে বসে রইল। সফিক বলল–কি খবর তোমার বাবলু সাহেব? ভালো আছ?

বাবলু হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল। সে ভালোই আছে। সফিক বলল, হাত বাড়িয়ে সিগারেটের প্যাকেটটা দাও তো। বাবলু দিল। সফিক সিগারেট ধরিয়ে বলল, তুমি পান খাবে নাকি বাবলু? বাবলু মাথা নাড়ল, সে খাবে না। সফিক বলল, তুমি সিগারেট খাও না?

না।

কেন?

ভালো লাগে না।

এমনভাবে বলা যেন আগে অভ্যাস ছিল। ভালো না লাগায় বর্তমানে ছেড়ে দিয়েছে কিন্তু খুব পীড়াপীড়ি করলে সে একটা সিগারেট টেনে দেখতে পারে।

বাবলু সাহেব তুমি ছড়া বা কবিতা এসব কিছু জানো?

ঁ।

শোনাও একটা ছড়া। ছড়া শুনতে ইচ্ছা করছে।

বাবলু উঠে দাঁড়াল। সম্ভবত ছড়া শুনাবার তার তেমন আগ্রহ নেই। ঘর থেকে বের হয়ে গেল নিঃশব্দে, পর মুহূর্তেই পর্দার ওপাশ থেকে বাবলুর ছড়া শোনা গেল....

হইয়ার বাড়ি গেছিলাম
দুধ ভাত দিছিল
দুই ভাত খাইছিলাম।

অদ্ভুত ছড়া। স্বরচিত হবারই সম্ভাবনা। সফিক হাসি মুখে বলল, খুব চমৎকার ছড়া। এসো ভেতরে এসো। বাবলু ভেতরে ঢুকল না। সফিককে অবাক করে দিয়ে একই ছড়া দ্বিতীয়বার পর্দার আড়াল থেকে বলল। সফিক হেসে ফেলল। বড় মজার ছেলেতো।

রোকেয়া রাতে ঘুমান শাহানার সঙ্গে। তিনি, বাবলু ও শাহানা। শাহানার খাটটি ছোট। তিনজনে চাপাচাপি হয়। রোজ রাতেই রোকেয়া বলেন তোমাকে তো মা বড় কষ্ট দিচ্ছি। শাহানা লজ্জিত স্বরে বলে, কি যে আপনি বলেন মাঐমা, আপনাকে আমরা উল্টো সুখ দিচ্ছি। আমার কোনোই কষ্ট হচ্ছে না। আপনি থাকায় কত রকম গল্প টল্প করতে পারছি।

এই কথাটা খুবই সত্যি। শাহানা অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থেকে গল্প করে। রোকেয়ার চোখ একেক সময় ঘুমে বন্ধ হয়ে আসে কিন্তু ঘুমুতে পারেন না শাহানা ডেকে তুলে–মাঐমা ঘুমাচ্ছেন নাকি?

নাগো মা। জেগেই আছি।

বীণার কথা কি আপনাকে বলেছি?

বীণা কে?

আমাদের বাড়িওয়ালা রশীদ সাহেবের মেয়ে। তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর ঘরের মেয়ে। প্রথম স্ত্রী মারা গিয়েছিলেন বিয়ের এক মাসের মধ্যে। খুব রূপসী ছিলেন। আমরা রূপসী দেখিনি শুধু শুনেছি। মাঐমা ঘুমিয়ে পড়েছেন?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

না।

তাহলে বীণার কাণ্ডটা শুনেন। কাউকে বলবেন না আবার।

না বলব না।

আমার কি মনে হয় জানেন মাঐমা? আমার মনে হয় আনিস ভাইয়ের স[illegible] কিছু একটা সম্পর্ক আছে।

আনিস ভাই কে?

আহা ঐ দিন না বললাম আপনাকে আমাদের চিলেকোঠায় থাকেন। ম্যাজি[illegible]

ও হ্যাঁ বলেছ।

আপনার সঙ্গে দেখাও তো হয়েছে। ঐ যে হলুদ রঙের স্যুয়েটার পর একটি [illegible] এসে আপনাকে পা ছুঁয়ে সালাম করল।

হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে।

বুঝলেন মাঐমা আমার মনে হয় আনিস ভাইয়ের প্রতি বীণার একটা ইয়ে আছে।

কিভাবে বুঝলাম জানেন?

না কিভাবে বুঝলে?

ব্যাপারটা খুবই গোপন। আমি হঠাৎ টের পেয়ে ফেলেছি। আপনি কাউকে বলবেন না।

না মা আমি আর কাকে বলব?

শাহানা খাটে উঠে বসল। আশেপাশে কেউ নেই তবু সে গল্প করতে লাগল ফিস ফিস করে। মনোয়ারা লক্ষ করেছেন মেয়েটা প্রায়ই আনিস ছেলেটির প্রসঙ্গ নিয়ে আসছে। তার গল্পের এক পর্যায়ে ম্যাজিশিয়ান আনিসের কথা থাকবেই। প্রতি রাতে ভাবেন সকালবেলা নীলুকে জিজ্ঞেস করবেন। একটি মেয়ে যার কয়েকদিনের মধ্যে বিয়ে হচ্ছে সে রোজ রাতে অন্য একটি ছেলের গল্প এত আগ্রহ করে করবে কেন?

মাঐমা ঘুমিয়ে পড়েছেন?

না।

বীণা মেয়েটার ঘটনাটা কেমন লাগল?

তিনি কিছু বললেন না। হাই তুললেন।

মাঐমা কাল আমি আনিস ভাইয়ের কাছে আপনাকে নিয়ে যাব।

আচ্ছা। এখন ঘুমাও মা। রাত অনেক হয়েছে।

আনিস ভাই, মাঐমাকে একটা ম্যাজিক দেখান তো। গোলাপেরটা না। ওটা দেখতে দেখতে চোখ পচে গেছে।

আনিস খুব উৎসাহের সঙ্গে ব্লেডের একটা খেলা দেখালো। এই খেলাটা শাহানা এর আগে দেখেনি। হাত দিয়ে সে শূন্য থেকে একটার পর একটি চকচকে ব্লেড বের করতে লাগল। সেসব ব্লেড সে টপাটপ গিলে ফেলতে লাগল। রোকেয়া আঁৎকে উঠলেন। একি কাণ্ড। শাহানা তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল, সত্যি সত্যি খাচ্ছে না মাঐমা। ব্লেড কেউ খেতে পারে?

রোকেয়া ভেবে পেলেন না যে ব্লেডগুলি মুখে পুরেছে সেগুলি গেল কোথায়? সেই রহস্য কিছুক্ষণের মধ্যেই ভেদ হলো। আনিস গিলে ফেলা ব্লেডগুলি একটার পর একটা

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible] বের করে সামনের টেবিল প্রায় ভর্তি করে ফেলল। রোকেয়ার বিস্ময়ের সীমা [illegible]। করে কি করে এসব? চোখের ধান্ধা নাকি? এই বাচ্চা ছেলে তাঁর মতো বুড়ো [illegible] চোখে ধান্ধা লাগাবে কিভাবে?

শাহানা রোকেয়ার বিস্মিত মুখ ভঙ্গি খুব উপভোগ করছে। যেন এই চমৎকার [illegible] কিছু কৃতিত্ব তার। এসব তো ভালো লক্ষণ নয়। নীলুর সঙ্গে কথা বলা [illegible]। এত চমৎকার একটি মেয়ের জীবনে সামান্যতম সমস্যাও আসা উচিত নয়। [illegible] খুব চালাক মেয়ে। কিছু একটা হলে নিশ্চয়ই তার চোখে পড়বে। কিছু নয় [illegible]। কিন্তু এমন মুগ্ধ চোখে মেয়েটি তাকিয়ে ছিল আনিসের দিকে। এই দৃষ্টি ভুল [illegible] কথা নয়।

আনিস ছেলেটিকে তাঁর বেশ লাগল, ভদ্র এবং লাজুক। এ রকম একটা লাজুক [illegible] ম্যাজিশিয়ান হবে কিভাবে? ম্যাজিক দেখানো কি লাজুক ছেলের কাজ? পড়াশোনা [illegible] তার ম্যাজিশিয়ান হবার এমন অদ্ভুত শখইবা কেন হলো? মাথার উপর বুদ্ধি দেয়ার [illegible] নেই। বুদ্ধি দেয়ার কেউ থাকলে কি এরকম হয়? মা বাবা বেঁচে থাকলে এই ছেলে [illegible]ই এসব নিয়ে মেতে উঠতে পারত না। রোকেয়ার বড় মায়া লাগল।

তিনি এক সপ্তাহ থাকবেন বলে এসেছিলেন। প্রায় দু'সপ্তাহ কেটে গেল। যেতে [illegible] করছে না। জামাইয়ের বাড়িতে এত দীর্ঘদিন থাকাও যায় না। কিন্তু থাকতে তাঁর [illegible]প লাগছে না। ভালোই লাগছে। যার জন্যে আসা সেই নীলুর সঙ্গে কথা বলার [illegible]ন কোনো সুযোগ পাচ্ছে না। অথচ নীলুর সঙ্গে তাঁর জরুরি কথা বলা দরকার। নীলু [illegible]স থেকে ফিরে ক্লান্ত হয়ে। ফিরেই সংসারের কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠে। তাকে একা [illegible]য়াই মুশকিল কারণ শাহানা তাঁর সঙ্গে ছায়ার মতো লেগে থাকে। কথাগুলো [illegible]নার সামনেও নিশ্চয়ই বলা যায়, কিন্তু তাঁর বড় লজ্জা লাগে। কিন্তু না বলেইবা [illegible]য় কি। রাজশাহী ফিরে যাবার দু'দিন আগে তিনি নীলুকে সঙ্গে নিয়ে ছাদে হাঁটতে [illegible]লেন। নীলু বলল কিছু বলতে চাও নাকি মা?

হ্যাঁ।

টাকা পয়সা দরকার।

না সেসব কিছু না।

নিজের মেয়ের কাছেও তিনি ইতস্তত করতে লাগলেন। বিয়ে হয়ে যাওয়া মেয়েরা [illegible] হয় পুরোপুরি নিজের মেয়ে থাকে না। এদের কাছে সহজ হওয়া যায় না।

চুপ করে আছ কেন মা, বল।

বাবলুকে তোর কাছে রাখবি? ওকে নিয়ে বড় কষ্টে পড়েছি। নীলু চুপ করে রইল।

তারা ছেলেটাকে সহ্যই করতে পারে না। এইটুকু বাচ্চা অথচ...

দুলাভাই কোনোরকম খোঁজখবর করে না।

না।

দেখতেও আসে না?

গত মাসের আগের মাসে একবার ঘণ্টা খানিকের জন্যে এসেছিল।

ছেলেকে নিয়ে কি করবে না করবে কিছুই বলেনি?

না।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

কেমন মানুষ বল তো মা?

দু'জন বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। ছাদে ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। আনিতে থেকে ঝনঝন শব্দ হচ্ছে, কোনো ম্যাজিকের প্রাকটিস বোধ হয়। রোকেয়া বললেন, বাবলু একটা কাঁচের জাগ ভেঙ্গে ফেলেছিল সেই অপরাধের শাস্তি কি হ শোন...।

এসব শুনতে চাই না।

তুই জামাইকে বলে দেখ যদি রাখতে রাজি হয়। শান্তিতে মরতে পারি।

এখনই মরার কথা আসছে কেন?

বাঁচব না বেশি দিন।

বুঝলে কি করে?

এসব বোঝা যায়। তোর বাবাও বুঝতে পেরেছিলেন।

নীলু ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে বলল-বাবলু কি পারবে তোমাকে ছেড়ে থাকতে?

পারবে। ও শক্ত ছেলে। তুই একটু বলে দেখ জামাইকে। নাকি আমি বলব?

তোমার বলতে হবে না। যা বলার আমিই বলব।

রাজি হতে চাইবে না হয়তো? কে চায় একটা বাড়তি ঝামেলা কাঁধে নিতে।

নীলু জবাব দিল না। রোকেয়া বললেন, তুই চাকরি করিস এটা বোধ হয়। শাশুড়ি পছন্দ করে না।

নীলু সে কথারও কোনো জবাব দিল না। সে বাবলুর ব্যাপারটি কি করে বলবে ভাবছিল। রোকেয়া বললেন, চল নিচে যাই। তোর শাশুড়ি বোধ হয় খুঁজছে। তুমি মা। আমি থাকি এখানে কিছুক্ষণ। প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। রোকেয়া নিচে নেমে গে তার কিছুক্ষণ পরই চায়ের কাপ হাতে শাহানা তাকে খুঁজতে এলো। সে অবাক দেখল, নীলু কাঁদছে।

কি হয়েছে ভাবী?

কিছু হয়নি।

তোমার জন্য চা এনেছি।

চা খাব না শাহানা।

একটু খাও ভাবী, আমি নিজে বানিয়েছি।

বলতে বলতে সেও কেঁদে ফেলল। কাউকে কাঁদতে দেখলেই তার কান্না যায়। নীলু অবাক হয়ে বলল,

তোমার আবার কি হলো?

শাহানা ফোঁফাতে লাগল। কিছু বলল না।

বাবলুকে রেখে রোকেয়া রাজশাহী চলে গেলেন। মনে করা হয়েছিল বাবলু কান্নাকাটি করবে সে তেমন কিছুই করল না। রোকেয়া যখন বললেন, যাই বাবলু?

বাবলু ঘাড় কাত করল। যেন যাবার অনুমতি দিচ্ছে।

কাঁদবে না তো?

বাবলু মাথা নাড়ল। সে কাঁদবে না।

Nirjoy

www.BanglaBook.org



রহমান সাহেব দীর্ঘ দিন পর উত্তেজনা অনুভব করছেন।

মেয়ের বিয়েতে তিনি বড় রকমের একটা হৈচৈ করতে চান। সব ধরনের আনন্দ-ফূর্তি, উৎসব অনুষ্ঠান তিনি মনে প্রাণে অপছন্দ করতেন। এখনো করেন কিন্তু মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানের কথা মনে হলেই মনে হয় ঢাকা শহরের সবাইকে আনন্দ দিতে ডাকা যায় না?

রাত জেগে আত্মীয় স্বজনদের লিস্টি তৈরি করেছেন। কেউ বাদ থাকবে না সবাই আসবে। দাওয়াতের চিঠি নিয়ে লোক যাচ্ছে। প্রতিটি দাওয়াতের চিঠির সঙ্গে ঢাকায় আসা যাওয়ার খরচ দেয়া হচ্ছে।

তাঁর নিজের বাড়িটি প্রকাণ্ড তবু তিনি আরেকটি দোতলা বাড়ি ভাড়া করেছেন। মেয়ের খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা একটা বড় হোটেলে সারবার জন্যে সবাই বলছিল। তাতে খরচ বেশি হলেও ঝামেলা কম হবে। তিনি রাজি হননি। তাঁর ঝামেলা করতে ইচ্ছা হচ্ছে। বাবুর্চিরা বিশাল ডেগচিতে পাক বসাবে। সকাল থেকেই ঘিয়ের গন্ধ ছড়িয়ে পড়বে চারদিকে। হৈচৈ ছুটাছুটি হবে। তবেই না আনন্দ।

এইটি তো জীবনের শেষ ঝামেলা। আবার একদিন শারমিনের বাচ্চার বিয়ের সময় ঝামেলা হবে। সেই ঝামেলায় তিনি অংশ নিতে পারবেন এমন মনে হয় না। মানুষ নিজের মৃত্যুর ব্যাপারটি আগে আগে টের পায়।

রাত ন'টা বাজে। প্রচণ্ড গরম পড়েছে। রহমান সাহেব শারমিনের ঘরের দিকে গেলেন। শারমিনকে নিয়ে বারান্দায় বসবেন। বারান্দায় বেশ হাওয়া।

শারমিনকে কেমন যেন রোগা রোগা লাগছে। চোখের নিচে কালি। ওর কি ভালো ঘুম হচ্ছে না? অস্বাভাবিক কিছু নয়। বিয়ের আগে আগে নানান ধরনের দুশ্চিন্তা মানুষকে কাবু করে ফেলে। শারমিনকেও নিশ্চয়ই করছে। এবং ওকে সাহস ও আশ্বাস দেবার কেউ নেই।

শরীরটা ভালো আছে তো মা?

ভালো আছে।

ঘুম হচ্ছে না ভালো? মুখটা কেমন শুকনা লাগছে। শারমিন মৃদু স্বরে বলল, বা গরম।

দোতলার ঘরটার এয়ারকুলার চালু করে ঘুমালেই পারো।

না ঐখানে আমার কেমন দম বন্ধ লাগে।

চা খাওয়া যাক, কি বলো শারমিন?

গরমের মধ্যে আমি চা খাব না।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

গরমের মধ্যেই চা ভালো। বিষে বিষ ক্ষয় হয়। যাও চায়ের কথা বলে আস। চা না চাইলে ঠাণ্ডা কিছু নাও। এসো কিছুক্ষণ গল্প করি। নাকি আমার সঙ্গে গল্প করতে ভালো লাগবে না?

ভালো লাগবে না কেন?

কেমন গম্ভীর মুখে বসে আছ তাই বলছি।

শারমিন হাসল।

তোমার ক'টা কার্ড লাগবে তা তো বললে না।

আমার কোনো কার্ড লাগবে না বাবা।

কেন লাগবে না কেন?

আমার কাউকে নিমন্ত্রণ করতে ইচ্ছা করছে না।

রহমান সাহেব অবাক হয়ে বললেন, কেন করছে না?

জানি না কেন করছে না।

আমার মনে হয় তুমি সাময়িকভাবে একটা ডিপ্রেসনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছ। এ অস্বাভাবিক কিছু নয়। ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলবে?

না, না আমার কি কোনো অসুখ করেছে নাকি যে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলব?

তাও ঠিক।

রহমান সাহেব হাসলেন। শারমিনও হাসল।

শারমিন, সাব্বির কি ছ' তারিখে আসছে?

ছ' তারিখে কিংবা আট তারিখে।'

তুমি কিন্তু এয়ারপোর্টে যাবে।

ঠিক আছে যাব।

তুমি কিন্তু মা এখনো আমার চায়ের কথা বলনি। তুমি কি কোনো ব্যাপারে আপসেট?

না। আপসেট না।

সে আপসেট না এই কথাটা ঠিক নয়। শারমিন এক অদ্ভুত সংশয়ে ভুগছে। যা উৎস সম্পর্কে তার কোনো ধারণা নেই। উৎসবের ছোঁয়া চারদিকে কিন্তু এই উৎসব তাকে স্পর্শ করছে না। বাবা প্রতি রাতে বিয়ের নানান ব্যাপার কত আগ্রহ নিয়ে গল্প করছেন তাতেও মন লাগছে না। কেন লাগছে না? সাব্বিরকে কি সে পছন্দ করছে না? তাও তো সত্যি নয়।

মানুষ হিসেবে তাকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়নি। যতটুকু দেখেছে তার ভালোই লেগেছে। সাব্বিরের ভেতর এক ধরনের দৃঢ়তা আছে। যা ভালো লাগে। সব মেয়েই বোধহয় তার পাশে একজন শক্ত সবল মানুষ চায় যার উপর নির্ভর করা চলে।

সে রাতদিন বইপত্র নিয়ে থাকে এখানে কি শারমিনের আপত্তি? তাও তো নয়, পড়াশোনা সে নিজেও পছন্দ করে। জীবনের বেশির ভাগ সময়তো সে বই পড়েই কাটিয়েছে। তাহলে আপত্তিটা কোথায়?

শারমিন নিজেই চা বানাল। বাবার জন্যে কিছু করতে ইচ্ছা করে ইদানীং করা হচ্ছে না। বিয়ের পর আরো হবে না। এই মানুষটি পুরোপুরি নিঃসঙ্গ হয়ে যাবেন। সারাদিন

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible] দেখে ফিরে আসবেন জনমানবহীন বিশাল একটি বাড়িতে। হয়তো আবার [illegible] পাবে। দিন কয়েক আগেই সরাইলের দু'টি কুকুর আনা হয়েছে। কিন্তু পছন্দ না [illegible] ফেরত পাঠিয়েছেন। এ রকম হতেই থাকবে। বিভিন্ন জায়গা থেকে কুকুর [illegible] পছন্দ হবে না। আবার সেগুলি ফেরত যাবে।

[illegible] জীবনের শেষ অংশ কেমন হবে? এদেশের অসম্ভব বিত্তশালী একজন মানুষ [illegible] একা একা? আসলেই কি বিপুল বৈভবের তেমন কোনো দরকার আছে?

[illegible]!

[illegible]মিন চমকে তাকাল জয়নাল, কখন যে নিঃশব্দে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

[illegible] ব্যাপার জয়নাল?

আপনের কাছে যে আসে একজন দাড়িওয়ালা মানুষ রফিক সাব।

[illegible] কেন?

হেইন আইজ সইন্ধ্যায় আসছিলেন।

আমাকে আগে বলনি কেন?

মনে আছিল না আফা।

ডাকলে না কেন আমাকে?

ডাকতে গেছিলাম, জামিলার মা কইল আপনার মাথা ধরছে। দরজা বন্ধ কইরা [illegible]য়া আছেন।

ও আচ্ছা ঠিক আছে। তুমি যাও।

জয়নাল গেল না। মাথা নিচু করে পাশেই দাঁড়িয়ে রইল।

কিছু বলবে জয়নাল?

জ্বি।

বল।

জয়নাল একটা অদ্ভুত কথা বলল। সে নাকি তার ঘরে ঘুমুতে পারে না। জেগে [illegible]টাতে হয়। কারণ সে প্রায়ই দেখে তার ঘরে মার্টি সাহেব হাঁটছে কিংবা পা ছড়িয়ে [illegible]মাচ্ছে। ঘর অন্ধকার থাকলেও দেখা যায়। বাতি জ্বাললে দেখা যায় না। শারমিনের [illegible]শ্ময়ের সীমা রইল না। বলে কি এ।

রোজ দেখ?

রোজ দেখতাম আগে। এখন সারারাত ঘরে বাতি জ্বলে। আমারে অন্য একটা ঘরে [illegible]তে দেন আফা।

বেশ তো থাক অন্য ঘরে। ঘরের তো অভাব নেই।

জয়নাল বেরিয়ে যেতেই শারমিনের মনে হলো সে মিথ্যা কথা বলেছে। উদ্দেশ্যও [illegible]ষ্কার, একটা ভালো ঘর সে দখল করবে। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে একটি চমৎকার গল্প [illegible] ব্যবহার করছে। আমরা সবাই কি সে রকম করি না?

চা নিয়ে বারান্দায় যাওয়া মাত্রই রহমান সাহেব বললেন, তোমাকে একটা বড় খবর [illegible]য়া হয়নি।

কি খবর?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

এখন না সে খবরটা বিয়ের পর পরই দেব।

শুধু শুধু তাহলে আমার মধ্যে কৌতূহল জাগিয়ে দিলে কেন?

ইচ্ছা করেই দিলাম।

রহমান সাহেব ছেলেমানুষের মতো হাসতে লাগলেন। যেন বুদ্ধি করে শারমিনের ভেতর কৌতূহল জাগিয়ে তুলতে পেরে তিনি খুব খুশি। কিন্তু শারমিন তেমন কোন কৌতূহল অনুভব করল না। তার ঘুম পেতে লাগল।

আমি যাই বাবা ঘুম পাচ্ছে।

আর একটু বস মা। রাত বেশি হয়নি।

শারমিন বসল। রহমান সাহেব সিগারেট ধরালেন। অন্তরঙ্গ সুরে বললেন, আমার সব কর্মচারী তোমার বিয়ে উপলক্ষে একটা বোনাস পাচ্ছে তুমি জানো?

জানি। ম্যানেজার সাহেব আমাকে বলেছেন।

আইডিয়াটা তোমার কেমন লাগল মা?

ভালোই। প্রাচীন কালের রাজা মহারাজাদের মতো মনে হচ্ছে। তাঁরাওতো নিজের পুত্র কন্যাদের বিয়ে উপলক্ষে সবাইকে খেলাত টেলাত দিতেন।

রহমান সাহেব উচ্চ স্বরে হেসে উঠলেন। শারমিনের কথাগুলি তাঁর বড় ভালো লাগল। অনেক রাত পর্যন্ত কন্যা ও পিতা বসে রইল মুখোমুখি।

আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছে। অনেক দূরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। বৃষ্টি হবে বোধহয়। রহমান সাহেব বললেন, যাও মা শুয়ে পড়ো। শারমিন নড়ল না। যেভাবে বসে ছিল সেভাবেই বসে রইল।

সাব্বির এলো আট তারিখে। আগের বার এয়ারপোর্টে তাকে রিসিভ করবার জন্যে কেউ ছিল না। এবার অনেকেই এসেছে। সাব্বিরের মা অসুস্থ, তিনিও এসেছেন। এই লোকজনের মাঝখানে বিশাল একটা ফুলের তোড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে শারমিনের অস্বস্তি লাগছিল। ফুলের তোড়া, ফুলের মালা এসব পলিটিশিয়ানদের মানায় অন্য কাউকে মানায় না। তাছাড়া তোড়া জিনিসটাই বাজে। একগাদা ফুলকে জরির ফিতা দিয়ে বেঁধে রাখা। অসহ্য। এরচে' একটি দু'টি গোলাপ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা অনেক ভালো। কোনো একটি ছবিতে এমন একটি দৃশ্য শারমিন দেখেছিল। রেলস্টেশনে একগাদা গোলাপ নিয়ে একটি মেয়ে তার প্রেমিকের জন্যে অপেক্ষা করছে। তার চোখে মুখে গভীর উৎকণ্ঠা। যদি সে না আসে? কত মানুষ নামল কত মানুষ উঠল। কিন্তু ছেলেটির দেখা নেই। মেয়েটি প্লাটফরমের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ছুটাছুটি করছে। হাত থেকে একটি একটি করে ফুল পড়ে যাচ্ছে। মেয়েটির সেদিকে খেয়াল নেই। শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল ছেলেটিকে। মেয়েটি সব ফুল ছুড়ে ফেলে জড়িয়ে ধরল তাকে চমৎকার ছবি।

কেমন আছ শারমিন?

ভালো। আপনি কেমন?

খুব ভালো।

এই নিন আপনার ফুল।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ফর দি ফ্লাওয়ার্স।

[illegible]পরের গায়ে ধবধবে সাদা একটা শার্ট। গাঢ় নীল রঙের একটা টাই। দীর্ঘ [illegible]ান্ত ক্লান্তির কোনো ছাপ নেই তার চেহারায়। কি চমৎকার লাগছে তাকে [illegible]। শারমিন ছোট্ট একটি নিশ্বাস গোপন করল।

[illegible]াকির বলল, আমার সঙ্গে চলো শারমিন। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।

[illegible]ন আপনার সঙ্গে যেতে পারব না।

কেন?

[illegible]। লাগবে।

[illegible]াকির এয়ারপোর্টের সকলকে সচকিত করে হেসে উঠল। এবং অত্যন্ত সহজ [illegible] শারমিনের হাত ধরল। দৃশ্যটি এতটুকুও বেমানান মনে হলো না। যেন এটাই [illegible]াবিক। সাকিবের মা একটু পেছনের দিকে সরে গেলেন। কলেজ টলেজে পড়া [illegible]কটি মেয়ে আছে তার সঙ্গে। তারা মুখ নিচু করে হাসতে লাগল। শারমিনের লজ্জা [illegible]ও লাগল।

[illegible]াকির খুশি খুশি গলায় বলল, তোমার বাবা এটা কি শুরু করেছেন বলতো?

কি করেছেন?

বিশাল এক বাড়ি ভাড়া করেছেন মা'র জন্যে। তিন মাসের জন্য ভাড়া করা হয়েছে। [illegible] উপলক্ষে আত্মীয়স্বজনরা আসবে। মার চিঠিতে জানলাম সে বাড়ি নাকি [illegible]াসাদের মতো। ড্রইং রুমটায় নাকি কোর্ট কেটে ব্যাডমিন্টন খেলা যায়।

সাকিবের হৃষ্টচিত্তে হাসতে লাগল। শারমিন কিছু বলল না। সাকিবের মা'র জন্যে [illegible] ভাড়া করা হয়েছে এই তথ্যটা সে জানত না। বাবা এ বিষয়ে তাকে কিছু বলেনি। [illegible]মিন বলল, আমি কিন্তু এখন সত্যি সত্যি আপনার সঙ্গে যাচ্ছি না। পরে আপনার [illegible] কথা হবে।

পরে না, এখনই হবে। তুমি এখন আমার সঙ্গে যাবে। প্লেনে আজ একটা অদ্ভুত [illegible]তা হয়েছে ওটা শুনবে।

সাকিবের মা বললেন, চলো মা আমাদের সঙ্গে। লজ্জার কিছু নেই। আর সাকিবর, [illegible] এমন হাত ধরে টানাটানি করছিস কেন? হাত ছেড়ে দে।

শারমিনের বাসায় ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। বাড়ি রং করার লোকজন [illegible]ছিল। এরা বিদায় নিচ্ছে। কিছু অপরিচিতা মহিলাকেও দেখা যাচ্ছে। আত্মীয়-[illegible]া আসতে শুরু করেছেন বোধহয়। তারা দূর থেকে কৌতূহলী হয়ে শারমিনকে [illegible]খছে। কাছে এগিয়ে আসছে না। শারমিন হাত ইশারা করে জয়নালকে ডাকল।

জয়নাল, কেউ কি এসেছিল আমার কাছে?

জ্বি না, আম্মা।

এফিক সাহেব?

জ্বি না, আসেন নাই।

ঠিক আছে তুমি যাও। ভালো কথা, ঘর বদল করেছ?

জ্বি করছি।

এখন আর নিশ্চয়ই মার্টি সাহেবকে দেখ না?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

জয়নাল মৃদু স্বরে বলল, জ্বি দেখি। কাইল রাইতেও দেখছি।

শারমিন কিছু বলল না। অশরীরী মার্টি শুধু জয়নালকে দেখা দেবে কেন? তে তার প্রিয়জনদের কাছে। আসবে তার কাছে। কিন্তু আসছে না। কেন আসা শারমিন সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। বড্ড, ক্লান্ত লাগছে। দু'টি বাচ্চা ছেলে না এরা শারমিনকে দেখে থমকে দাঁড়াল।

তোমরা কারা?

ছেলে দু'টি জবাব দিল না। নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। উপলক্ষে এসেছে নিশ্চয়ই। ছেলে দু'টি ভয় পেয়েছে। সম্ভবত তাদের বলা হা দোতলায় উঠা যাবে না। এত আগে সবাই আসতে শুরু করল কেন?

কি নাম তোমাদের?

তারা উত্তর না দিয়ে ছুটে নেমে গেল।

শারমিনের ঘর তালাবন্ধ। আকবরের মা তালা খুলতে খুলতে বলল, বাড়ি। হইয়া গেছে মাইনসে। এইটা ধরে ওইটা ছোয়। কিছু কইলে ফুঁস কইরা উঠে। অমুক আত্মীয়, তমুক আত্মীয়। শারমিন বলল, আমার ঘরের সামনে কাউকে বসিয়ে যাতে কেউ ঢুকতে না পারে।

জ্বি আইচ্ছা।

শারমিন হাত-মুখ ধুয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই জয়নাল এসে দিল, রফিক সাহেব এসেছেন।

রফিক হাসি মুখে বলল, বিয়ের দাওয়াত নিতে এলাম। তুমি তো দাওয়াত দি বাধ্য হয়েই নিজে থেকে আসা। এর আগেও একদিন এসেছিলাম।

খবর পেয়েছি।

এখন বলো, বিয়ের দাওয়াত দিচ্ছ না?

দিচ্ছি। বাসার সবাইকে নিয়ে আসবে। কাউকে বাদ দেবে না। তে চাকরিবাকরি এখনো কিছু হয়নি তাই না?

বুঝলে কি করে?

থট রিডিং। তুমি কিছু খাবে?

ঘরে তৈরি সন্দেশ ছাড়া যে কোনো জিনিস খাব। এ্যাজ এ ম্যাটার অব ফেক্ট। আমার খাওয়া হয়নি।

কেন?

কেন হয়নি সেটা ইম্পর্টেন্ট নয়। খাওয়া হয়নি সেটাই ইম্পর্টেন্ট।

শারমিন উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, আচ্ছা রফিক আমি যদি তোমার জন্যে চাকরির ব্যবস্থা করে দেই তুমি করবে?

কি রকম চাকরি?

ভালো চাকরি। বেশ ভালো। মাসে তিন-চার হাজার টাকার মতো পাওয়া এরকম কিছু।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible] পাঞ্জাবির পকেট থেকে তার সিগারেটের প্যাকেট বের করল। অনেকখানি [illegible]ে সিগারেট ধরাল, তারপর ঠাণ্ডা গলায় বলল, না করব না।

[illegible]া?

[illegible]োমার কাছ থেকে সুবিধা নেব এজন্যে আমি কখনো তোমার কাছে আসিনি।

[illegible] কখনো এসেছ?

[illegible]খনো এসেছি তা তুমি নিশ্চয়ই জানো। জানো না?

[illegible]ামান শুকনো মুখে হাসল। রফিক বলল, আজ বেশিক্ষণ থাকব না। কাজ আছে।

[illegible] কাজ?

বেকার মানুষেরই কাজ থাকে বেশি। তোমাদের ধারণা বেকাররা রাত দিন সিগারেট [illegible]এবং চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দেয় এ ধারণা ঠিক না।

বেকার সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই। আমি আগে কখনো বেকার দেখিনি। [illegible]াকেই শুধু দেখলাম।

কেমন লাগল আমাকে?

[illegible]ামান জবাব দিল না। কিছু প্রশ্ন আছে যার কোনো জবাব দেয়া সম্ভব হয় না।



[illegible]খবরের কাগজে তিন লাইনের একটা বিজ্ঞাপন উঠেছে। হোসেন সাহেব খুবই [illegible]ন হলেন যে এটা কারো চোখে পড়ল না। লোকজন কি আজকাল বিজ্ঞাপন পড়ে [illegible]না?

তাঁর ধারণা ছিল মেয়েরা বিজ্ঞাপন খুঁটিয়ে পড়ে। কিন্তু ধারণাটা সত্যি নয়। নীলু, [illegible]পা, মনোয়ারা এরা কেউ এই প্রসঙ্গে কিছু বলল না। মনোয়ারার চোখে না পড়া [illegible]। তিনি চান না মনোয়ারা দেখুক কিন্তু অন্য দু'জন কেন দেখবে না?

বিজ্ঞাপনটা এ রকম,

শেষ চিকিৎসা

দুরারোগ্য পুরনো অসুখের হোমিওপ্যাথি মতে

চিকিৎসা করা হয়। যোগাযোগ করুন।

এম হোসেন

১৩/৩ কল্যাণপুর

ঢাকা।

[illegible]ক মাসের টাকা দেয়া হয়েছে। প্রতি সপ্তাহে দু'বার করে এই বিজ্ঞাপন ছাপা হবে। [illegible]অবস্থা যা দাঁড়াচ্ছে তাতে মনে হয় না বিজ্ঞাপনে কোন লাভ হবে। কেউতো পড়ছেই [illegible]।

হোসেন সাহেব খবরের কাগজ হাতে রান্না ঘরে ঢুকলেন। নীলু রান্না চড়িয়েছে। [illegible]রকে দেখে সে বলল, কিছু বলবেন নাকি বাবা?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

না তেমন কিছু না। আজকের খবরের কাগজটা কি পড়েছ?

নীলু অবাক হয়ে বলল, হ্যাঁ। কেন?

একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম কাগজে চোখে পড়ে নাই?

তিনি খবরের কাগজ মেলে ধরলেন।

ভাবলাম একটা বিদ্যা যখন শিখলাম কষ্ট করে তখন কাজে লাগানো যাক বলো?

তা তো ঠিকই।

এটাও এক ধরনের সমাজসেবা, কি বলো না?

তাতো নিশ্চয়ই।

গরিব দুঃখীদের কাছ থেকে পয়সা নেব না ঠিক করেছি। তবে অন্যদের কাছ থেকে নেয়া হবে। বাসায় এলে দশ টাকা আর কল দিয়ে নিয়ে গেলে কুড়ি টাকা। বেশি গেল নাকি?

না বেশি হয়নি ঠিকই আছে।

হোসেন সাহেব ইতস্তত করে বললেন–বাড়ির সামনে একটা সাইন বোর্ড হবে। "ডাঃ এম হোসেন হোমিও" কি বলো মা? লোকজন বিজ্ঞাপন দেখে আসবে খুঁজে বের করতে হবেতো?

সাইন বোর্ড তো দিতেই হবে। আপনি রফিককে বলে দিন ও সাইন বোর্ড কাল নিয়ে আসবে।

হ্যাঁ বলব। ইয়ে আরেকটা কথা মা।

বলুন।

তোমার শাশুড়িকে কিছু না বলাই ভালো। মনে কিছু চিন্তাভাবনা না করেই যায় তো সে জন্যেই বলছি।

না বাবা আমি কিছু বলব না।

নীলুর কথার মাঝখানেই মনোয়ারা ঢুকলেন। হোসেন সাহেবকে দেখেই উঠলেন।

রান্নাঘরে ঘুরঘুর করছ কেন? পুরুষ মানুষদের রান্নাঘরে ঘুরঘুর করা আমার পছন্দ না। যাও টুনীদের বই নিয়ে বসাও।

অন্যদিন হলে তিনি কিছু বলতেন। রান্নাঘরে পুরুষ মানুষদের থাকা উচিত, উচিত না এই নিয়ে মোটামুটিভাবে একটা তর্ক বাধিয়ে বসতেন। আজ কিছুই বলল না। টুনী এবং বাবলুকে নিয়ে পড়াতে বসলেন।

মনোয়ারা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন, তোমার শ্বশুরের কাণ্ডকারখানায় লজ্জায় দেখানো দায়। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখেছ? এম. হোসেন দেখেই সন্দেহ হয়েছিল, ঠিক দেখে বুঝলাম। তোমাকে বিজ্ঞাপনের কথাই বলছিল বোধ হয়।

জ্বি।

লোকটা যে বোকা তাও না। কিন্তু মাঝে মাঝে এমন সব কাণ্ড করে। সে এক ডাক্তার হয়ে গেছে। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে হবে। চিন্তা করো অবস্থা।

নীলু মৃদু স্বরে বলল, কিছু বলার দরকার নেই মা।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible] তো আশকারা দেয়া হবে। এ সব জিনিস আশকারা দিতে নেই।

টুনী এবং বাবলু পড়তে বসেছে। এদের পড়ানোর কাজটা হোসেন সাহেব নিজেই [illegible] নিয়েছেন। পড়াশোনা চলছে তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে। প্রতিদিন একটি করে [illegible] ভাবে শেখানো হচ্ছে। হোসেন সাহেব হিসাব করে দেখেছেন এগারোটি [illegible] শিখতে লাগবে এগারো দিন এবং ব্যঞ্জনবর্ণ শিখতে লাগবে আটত্রিশ দিন। মোট [illegible] উনিশ দিনে প্রতিটি বর্ণ তারা পড়তে এবং লিখতে শিখবে।

আজ শেখানো হচ্ছে 'গ'। হোসেন সাহেব প্রকাণ্ড একটা গ লিখে দেয়ালে [illegible]। গ দিয়ে দু'লাইনের একটি ছড়া তৈরি করা হয়েছে। টুনী এবং বাবলু মাথা [illegible] মিলিয়ে ছড়াটি পড়ছে।

গ তে হয় গরু

তার পা দু'টি সরু।

গরুর শিং বাঁকা

গরু যায় ঢাকা।।

বাবলু এমনিতে কথা বার্তা একেবারেই বলে না কিন্তু ছড়া বলাতে তার একটা [illegible] আছে। সে টুনীর সঙ্গে গলা মিলিয়ে সুর করে ছড়া পড়ছে।

হোসেন সাহেব বললেন, এইবার লেখ। প্রথমে একটা গরুর ছবি আঁক। শিংওয়ালা গরু যে ঢাকার দিকে যাচ্ছে। এবং গরুর পাশে আঁক একটা গ। তারপর তোমাদের ছুটি।

টুনী বলল, না দাদু ছুটি না, তুমি গল্প বলবে।

আজ আর গল্প না।

উঁহু। বলতে হবে। শীত-বসন্তের গল্প বলতে হবে।

না আজ আর কোনো গল্প টল্প হবে না।

বলতেই হবে বলতেই হবে।

গল্প বলায় হোসেন সাহেবের যথেষ্ট আগ্রহ আছে। গল্প বলতে না চাওয়া হচ্ছে তাঁর [illegible] বাড়াবার একটা কৌশল। রোজই বেশ খানিকক্ষণ না না করেন এবং শেষ পর্যন্ত [illegible] চওড়া একটা গল্প শুরু করেন যেটা শেষ হতে দীর্ঘ সময় নেয়। এক সময় টুনী এবং বাবলু দু'জনের চোখই ঘুমে জড়িয়ে আসে তবু তারা জেগে থাকে।

বাবলু এ বাড়িতে মোটামুটিভাবে সুখেই আছে বলা চলে। কোনো এক বিচিত্র [illegible]ণে সফিক বাবলুকে খুবই পছন্দ করে। সে যে আগ্রহ বাবলুর ব্যাপারে দেখায় টুনীর [illegible]পারে তা দেখায় না। এটা নীলুকে বেশ পীড়িত করে। এর মধ্যে রহস্য আছে কিনা [illegible] জানে।

অফিস থেকে ফিরেই সফিক ডাকবে, বাবলু সাহেব কোথায়? বাবলু যেখানেই [illegible] গলার স্বর শুনে আসবে উল্কার বেগে।

তারপর বাবলু সাহেব কেমন আছেন?

ভালো।

সারাদিন কি কি করলেন?

(একগাল হাসি)

কি কিছুই করা হয়নি?)

Nirjoy

www.BanglaBook.org

(না বোধক মাথা নাড়া)

সফিক অফিসের কাপড় ছাড়বে সে দাঁড়িয়ে থাকবে পাশে। সফিক বাথরুমে [illegible] হাত-মুখ ধুতে সে দাঁড়িয়ে থাকবে দরজার পাশে। সফিক অফিস ফেরত চা বারান্দায় বসে খাবে। সেও থাকবে বারান্দায়।

নীলু অনেকবার ধমক দিয়েছে কি সব সময় বড়দের সঙ্গে ঘুরঘুর করা? যাও খেলা যাও।

সফিক প্রশ্রয়ের সুরে বলেছে-আহা থাক না। বিরক্ত করছে না তো।

ছুটির দিনগুলিতে সফিক দুপুরবেলা শুয়ে থাকে। বাবলু ঠিক তখন সফিকের পাশে বসে থাকে। এবং একটা হাত তুলে দেয় সফিকের গায়ে। এতটা বাড়াবাড়ি নীলুর ভালো লাগে না। কোনো কিছুর বাড়াবাড়িই ভালো না।

নীলু প্রায়ই ভাবে এই প্রসঙ্গে সফিককে সরাসরি একদিন কিছু বলবে। বলা হয়ে উঠছে না। সফিক আজকাল আগের চেয়েও গম্ভীর। অফিসের ঝামেলা নিশ্চয়ই অনেক বেড়েছে। অফিস সম্পর্কে সফিক কখনো কিছু বলে না কাজেই আসলে কি হচ্ছে জানার উপায় নেই। অবশ্যি সে এখন ঘরে ফিরছে সকাল সকাল। টঙ্গী যাচ্ছে না। নীলুর ধারণা ছিল টঙ্গীর কাজ শেষ হয়ে গেছে বলেই যেতে হচ্ছে না। সে ধারণাও ঠিক না। টঙ্গীর কাজ শেষ হয়নি। দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে অন্য একজনকে। কেন কে জানে?

সফিক অফিসে ঢুকেই জানল খাস বিলেতি বড় কর্তা আজ অফিসে আসবেন। তিনি গতকাল সন্ধ্যায় এসে ঢাকা পৌঁছেছেন। তাঁর নাম মি. টলম্যান। এই জাতীয় নাম বিলেতিদের পক্ষেই সম্ভব। বাঙালি মুসলমান কত বৎসর পর তার ছেলের নাম রাখবে লম্বা আহমেদ? বা আদৌ এ রকম নাম রাখার মতো সাহস কি তাদের হবে?

সফিক অবাক হয়ে লক্ষ করল নতুন বড় সাহেবের আচার-আচরণ নিয়ে ইতিমধ্যে অনেক গবেষণা হয়ে গেছে। এবং জানা গেছে ইনি দারুণ কড়া লোক। অসম্ভব রাগী এবং অসম্ভব কাজের। মালয়েশিয়ার কোম্পানি যখন লাটে উঠার মতো হলো তখন টলম্যানকে পাঠানো হলো। এক মাসের মধ্যে সে সব ঠিকঠাক করে ফেলল।

বিলেতী সাহেব একজন আসবেন জানা ছিল। গতকালই তিনি এসে পৌঁছেছেন এটা সফিকের জানা ছিল না। সিদ্দিক সাহেব জানতেন। তিনি খবরটি অন্য কাউকে জানাননি। নিজেই গিয়েছেন এয়ারপোর্টে সাহেবকে এনে প্রথম রাতে নিজের বাসায় ডিনার খাইয়েছেন। সিদ্দিক সাহেবের এই ধরনের লুকোচুরির কারণ সফিকের কাছে স্পষ্ট হলো না। কানভাঙ্গানির কিছু কি আছে তাঁর মনে? সিদ্দিক সাহেব বুদ্ধিমান লোক একজন বুদ্ধিমান লোক এ ধরনের বোকামি করবে না। সিদ্দিক সাহেব এতটা কাঁচা কাজ করবেন এটা ভাবা যায় না।

সিদ্দিক সাহেব খবর নিয়ে এলেন মি. টলম্যান সাড়ে এগারোটার সময় আসবেন। বারোটা থেকে সাড়ে বারোটা পর্যন্ত অফিসারদের সঙ্গে মিটিং করবেন। কারখানা দেখতে যাবেন তিনটায়। সাড়ে চারটায় যাবেন জয়দেবপুর। সিদ্দিক সাহেবকে অত্যন্ত উল্লসিত মনে হলো। সফিককে হাসতে হাসতে বললেন, জাত ব্রিটিশ তো একেবারে বাঘের বাচ্চা।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible] ঠাণ্ডা গলায় বলল, হালুম হালুম করছিল নাকি?

[illegible] এখনো করেনি। তবে করবে। মালয়েশিয়াতে কি কাণ্ডটা করেছে জানেন তো?

[illegible]কে স্যাক করেছে জয়েন করবার প্রথম সপ্তাহে। ইউনিয়ন গাই ওই করছিল। [illegible]নের চাঁইদের ডেকে নিয়ে বলেছে–যদি কোনোরকম গোলমাল হয়, কোম্পানি বন্ধ [illegible] দিয়ে সে চলে যাবে। তাকে এই ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। যে কোম্পানি লস খাচ্ছে [illegible] পোষার কোনো মানে হয় না।

কোনোরকম ঝামেলা হয়নি?

[illegible]বসলিউটলি নাথিং।

এখানেও কি এরকম কিছু হবে বলে মনে করেন?

[illegible]তে পারে। আমি জানি না।

জানবেন না কেন? তাঁর সঙ্গে নিশ্চয়ই আপনার কথাবার্তা হয়েছে। এয়ারপোর্ট [illegible] আনলেন ডিনার খাওয়ালেন।

আপনি কি অন্য কিছু ইঙ্গিত করছেন?

না আমি অন্য কিছুই ইঙ্গিত করছি না। টলম্যানের আসার খবর আপনি চেপে [illegible]ন এটাই আমার কাছে রহস্যময় মনে হয়েছে।

এর মধ্যে রহস্য কিছু নেই।

না থাকলেই ভালো।

অফিসের সবাই ভেবেছিল নাম যখন টলম্যান তখন নিশ্চয়ই বেঁটেখাটো মানুষ [illegible]বে। কিন্তু দেখা গেল মানুষটি তালগাছের মতোই, স্বভাবচরিত্রেও ভয় পাওয়ার মতো [illegible] নেই। শান্ত। কথাবার্তা বলে নিচু গলায়। মিনিটে মিনিটে রসিকতা করে। নিজের [illegible]কতায় নিজেই হাসে প্রাণ খুলে।

অফিসারদের সঙ্গে মিটিংটি চমৎকারভাবে শেষ হলো। টলম্যান বললেন, তিনি মনে [illegible]রেন এখানে চমৎকার স্টাফ আছে যারা ইচ্ছা করলেই প্রতিষ্ঠানটিকে প্রথম শ্রেণীর [illegible]কটি প্রতিষ্ঠানে দাঁড়া করিয়ে দিতে পারে। তিনি এসেছেন এই ব্যাপারে তাদের সাহায্য [illegible]তে এর বেশি কিছু নয়। যারা যারা সিগারেট খায় তিনি তাদের সবাইকে নিজের [illegible]াকেট থেকে সিগারেট দিলেন এবং হরতাল ও স্ট্রাইক প্রসঙ্গে বিলেতি একটি গল্প বলে [illegible]াইকে মুগ্ধ করে দিলেন। গল্পটি এ রকম, লেবার পার্টি ক্ষমতায় থাকাকালিন ক্যামব্রিজ [illegible]বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা একবার ঠিক করলেন কিছু দাবি-দাওয়া নিয়ে একদিনের জন্যে [illegible]ক করবেন। ইতিহাসে এ রকম ব্যাপারে আর হয়নি। সবার ধারণা শেষ পর্যন্ত স্ট্রাইক [illegible]বে না। পত্রপত্রিকায় এ নিয়ে প্রচুর জল্পনা-কল্পনা, চিঠি লেখালেখি।

শেষ পর্যন্ত স্ট্রাইক হলো। অদ্ভুত ধরনের স্ট্রাইক। প্রফেসররা ঠিকই ক্লাস নিলেন, [illegible]ন্য কর্ম করলেন শুধু সেই দিনটির বেতন নিলেন না।

গল্প শেষ করে টলম্যান বললেন, এ ধরনের স্ট্রাইক তোমাদের দেশে চালু করতে [illegible]রলে বেশ হতো তাই না?

মিটিং শেষ করে নিজের ঘরে ফেরার পনেরো মিনিটের মধ্যে সফিক টলম্যানের [illegible]ছ থেকে যে চিঠিটা পেল তার সারমর্ম হচ্ছে "তুমি দায়িত্বে থাকা কালিন এ অফিসে [illegible]লক্ষিত অনিয়মগুলি হয়েছে। আমি মনে করি এ দায়িত্ব বহুলাংশে তোমার। এক

Nirjoy

www.BanglaBook.org

সপ্তাহের মধ্যে তুমি প্রতিটি অভিযোগ প্রসঙ্গে তোমার বক্তব্য লিখিতভাবে জমা। তিনটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পরের পৃষ্ঠায় আছে। বেশ খুঁটিয়ে লেখা।

দুপুর দুটোর দিকে সিদ্দিক সাহেব এসে বললেন, সফিক সাহেব আপনার প্রসঙ্গে আমি কিছুই জানি না আপনি বিশ্বাস করেন। এত ছোট মন আমার না। ভদ্রলোকের ছেলে। এই টলম্যান ব্যাটার সঙ্গে আপনার ব্যাপারে আমার কোনো হয়নি।

সফিক শান্ত স্বরে বলল, আপনার কথা বিশ্বাস করছি। কাগজপত্র সাহেব অফিস থেকেই তৈরি করে এনেছে।

আমি টলম্যানকে আপনার কথা গুছিয়ে বলব।

না কিছু বলার দরকার নেই।

সফিক অসময়ে বাড়ি ফিরে এলো।

কবির মামা এসেছেন। টেবিলে পা তুলে সোফায় বসে আছেন গম্ভীর হয়ে। দেখেই মনে হচ্ছে মেজাজ অত্যন্ত খারাপ। মেজাজ খারাপ হবার মতো কারণ ঘটে ট্রেনে আসার সময় একটা ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। ট্রেন মোটামুটি ফাঁকা। পা তুলে আরাম করে সিটে বসেছিলেন। তেজগাঁ স্টেশনে নামতে গিয়ে দেখেন জুতো জোড়া নেই। পুরনো চটি এমন কোনো লোভনীয় বস্তু নয়। মানুষ কি দিন অসৎ হয়ে যাচ্ছে? কোথাও যেতে হলে সারাক্ষণ নিজের জিনিসপত্র কোলের উপর বসে থাকতে হবে? তাঁকে বাসায় আসতে হয়েছে খালি পায়ে।

সফিক কবির মামাকে দেখে সালাম করবার জন্যে এগিয়ে এল।

কি রে ভালো আছিস?

জ্বি

মুখ এমন শুকনো শুকনো লাগছে কেন?

মাথা ধরেছে।

অফিস থেকে চলে এসেছিস?

জ্বি।

সামান্য মাথা ধরাতেই অফিস ছেড়ে চলে এসেছিস বলিস কি?

সফিক কিছু না বলে ভেতরে চলে গেল। কবির মামা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলে তিনি অসম্ভব বিরক্ত হয়েছেন। সমগ্র জাতির ভেতরই কাজের প্রতি একটি অনীহা গেছে।

টঙ্গীতে একজন টিকিট চেকার উঠল। পাঁচ ছ'জন যাত্রীর টিকিট দেখেই সে ক্লান্ত হয়ে গেল। দু'বার হাই তুলল। কবির সাহেবের কাছে এসে এমন ভঙ্গিতে দাঁ যেন সে এক্ষুণি ঘুমিয়ে পড়বে। তিনি পাঞ্জাবির পকেটে হাত দিতেই সে বলল, থাক লাগবে না। তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, লাগবে না কেন দেখেন।

আরে না দেখতে হবে না।

দেখতে হবে না কেন? একশ' বার দেখতে হবে।

টিকিট চেকার এরকম ভাবে তাকাল যেন সে এমন অদ্ভুত কথা এর আগে কে বড়ই আশ্চর্য কাণ্ড।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible] মামা সোফায় হেলান দিয়ে ভাবতে চেষ্টা করলেন–কেন দিন দিন জাতি এমন [illegible] যায় যাচ্ছে। কাজে কেউ কেন আনন্দ পাচ্ছে না। কেন পাচ্ছে না? এসব প্রশ্নের [illegible] জানেন? সমাজ বিজ্ঞানীরা? জাতি হিসেবে বাঙালি কর্মবিমুখ এটা তিনি [illegible] নন। মুক্তি যুদ্ধের সময় তিনি দেখেছেন কি অসম্ভব খাটতে পারে না খাওয়া [illegible]গপানি। তখন পেরেছে এখন কেন পারবে না? এখন কেন জোয়ান বয়সের [illegible] টিকিটে চেকার তিনটা টিকিটে টিক মার্ক দিয়েই বোয়াল মাছের মতো হাই

[illegible]োয়াগা বললেন, গোসল করে নিন। ভাত দিয়ে দেই।

[illegible] অপেক্ষা করি। বৃষ্টি আসবে আসবে করছে। বৃষ্টির পানিতে গোসল করব।

[illegible]ি পানিতে করবেন কেন? ঘরে কি পানির অভাব?

[illegible]বির মামা থেকে থেকে বললেন, বয়স হয়ে যাচ্ছে, বেশি দিন বৃষ্টির পানি গায়ে [illegible]া যাবে না তাই সুযোগ পেলেই লাগিয়ে নেই। সরিষার তেল আছে ঘরে?

[illegible] আছে।

[illegible]য়ে আসো। তেল মেখে নেই। ঠাণ্ডা লেগে গেলে মুশকিল।

[illegible]োয়াগা বসলেন পাশেই। কবির মামা বললেন, তারপর বলো, তোমার খবরাখবর

[illegible]ামার কোনো খবর নাই।

[illegible]বর নাই কেন? মনে হচ্ছে সবার উপর তুমি বিরক্ত।

[illegible]রক্ত হব না কেন? কে আমর জন্যে কি করল খুশি হবার মতো।

[illegible] কি করল সেটা জিজ্ঞেস করবার আগে বলো তুমি অন্যদের জন্যে কি করলে?

[illegible]োয়াগা অবাক হয়ে বললেন, কি করলাম মানে। সংসার চালাচ্ছে কে?

[illegible]মি এমন ভাব করছ যেন তুমি না থাকলে সংসার আটকে যাবে।

[illegible]াটকাবে না?

[illegible] আটকাবে না। কারো জন্যই কিছু আটকে যায় না। মুশকিলটা হচ্ছে সবাই মনে [illegible] তাকে ছাড়া সংসার অচল। বৃষ্টি নামল বোধ হয়। সাবান দাও, গামছা দাও।

[illegible]ন আসবে কখন?

[illegible]ানি না কখন।

কোথায় গিয়েছে বললে?

[illegible]ানি না কোথায়।

[illegible]মি কি আমার উপর রেগে গেলে নাকি? রাগ হবার মতো কিছু বলিনি।

গামছা সাবান নিয়ে তিনি ছাদে চলে গেলেন। ভালো বৃষ্টি নেমেছে। ছাদে পানি [illegible] গেছে। তিনি খানিকক্ষণ শিশুদের মতো সেই জমে থাকা পানিতে লাফালেন। যখন [illegible]ন পাশে কেউ থাকে না তখন সব বয়স্ক মানুষরাই বোধ হয় খানিকটা শিশুর অভিনয় [illegible]তে ভালোবাসে।

কবির মামা গায়ে সাবান মাখতে মাখতে লক্ষ করলেন খাঁচায় দু'টি কবুতর চুপচাপ [illegible]ে। আনিসের ম্যাজিকের কবুতর। তাঁর বিরক্তির সীমা রইল না। প্রথমত খাঁচায়

Nirjoy

www.BanglaBook.org

পাখি আটকানোই একটি অপরাধ। তার চেয়ে বড় অপরাধ বন্দি পাখিগুলি খাঁচার মধ্যে ফেলে রাখা। তিনি আনিসের ঘরে উঁকি দিলেন, আনিস আছ?

আনিস ঘরেই ছিল। সে অবাক হয়ে উঠে এলো।

তোমার কবুতর বৃষ্টিতে ভিজছে। পশুপাখিকে এভাবে কষ্ট দেবার তোমার রাইট নেই। এটা ঠিক না। অন্যায়।

আপনি বৃষ্টির মধ্যে কি করছেন মামা?

গোসল করছি? আর কি করব?

আপনি কি মামা কবুতর দু'টি ছেড়ে দিতে বলছেন।

তোমার ম্যাজিকের যদি কোনো গুরুতর ক্ষতি না হয় তাহলে ছেড়ে দাও।

আনিস হাসি মুখে বৃষ্টির মধ্যে নেমে এলো। খাঁচা খোলার পর কবুতর দু'টি গেল না। ছাদের রেলিংয়ের উপর বসে রইল। আনিস বলল, দেখলেন মামা ভিজতে ওদের ভালোই লাগছে।

আনিস হুস হুস করে ওদের তাড়াতে চেষ্টা করল। ওরা গেল না। উড়ে উড়ে বার রেলিংয়েই বসতে লাগল।

কবির মামা গম্ভীর গলায় বললেন-উড়তে ভুলে গেছে।

আনিস বলল-ভুলে গেলও শিখে নেবে। ওদের নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন মামা।

তুমি ভিজছ কেন?

আনিস হেসে বলল, ভিজতে ভালোই লাগছে।

তোমার ম্যাজিক কেমন চলছে?

ভালোই।

যে শাস্ত্রটা তৈরিই হয়েছে মানুষকে ফাঁকি দেয়ার জন্যে সেটা লোকজন এত করে কেন শিখে বলো তো আমাকে?

আপনি মামা শুধু ফাঁকিটা দেখলেন। ফাঁকির পেছনে বুদ্ধিটা দেখলেন না? আমি এই বৃষ্টির ফোঁটা থেকে একটা গোলাপ ফুল এনে দেই আপনার কেমন লাগবে?

বলতে বলতেই আনিস হাত বাড়িয়ে একটি গোলাপ তৈরি করল। কবির স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

কেমন লাগল মামা?

চমৎকার!

শুধু চমৎকার?

অপূর্ব! আমি মুগ্ধ হলাম আনিস।

আপনার কি মামা মনে হয় না যে সত্যিকার ফাঁকিগুলি ভুলে থাকার জন্যে এ রকম কিছু ফাঁকির দরকার আছে?

তুমি খুব গুছিয়ে কথা বলতে শিখেছ।

আনিস হাসতে লাগল। কবির মামা বললেন, তোমাকে আমি নীলগঞ্জে নিয়ে গ্রামের লোকজনদের তুমি তোমার খেলা দেখাবে।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible] দেখাব। আপনি যখন বলবেন তখনি যাব। অনেক্ষণ ধরে ভিজছেন। নিচে [illegible] যাবে। ফুলটা নিয়ে যান মামা।

[illegible] গোলাপ হাতে নিচে নেমে এলেন।

[illegible] বেলা তাঁর জ্বর এসে গেল। রফিককে যেতে হলো ডাক্তারের খোঁজে। [illegible] কপালে টিপে দিতে বসল।

[illegible] শাড়ি পরেছে। মনোয়ারা কামিজ পরার উপর কঠিন নিষেধাজ্ঞা জারি [illegible]। দু'দিন পর বিয়ে হচ্ছে যে মেয়ের সে ফ্রক পরে ধেই ধেই করবে কেন?

[illegible] শাহানাকে অপূর্ব লাগছে। ঘরে আলো কম। কবির মামার চোখে আলো [illegible] বাতি নেভানো। খোলা দরজা দিয়ে সামান্য কিছু আলো এসে পড়েছে [illegible] মুখে। কি সুন্দর লাগছে তাকে। যেন একজন কিশোরী দেবী।

শাহানা বলল, এখন কি একটু ভালো লাগছে মামা?

লাগছে। তোর বিয়ের ব্যাপার কতদূর কি হলো?

[illegible] না।

[illegible] এটা ঝুলিয়ে রেখেছে কেন বুঝলাম না। এসব তো ঝুলিয়ে রাখার জিনিস [illegible]।

শাহানা কিছু বলল না। কবির মামা বললেন, ছেলেটিকে পছন্দ হয়েছে তো?

শাহানা জবাব দিল না। খুব লজ্জা পেয়ে গেল। তিনি বিরক্ত গলায় বললেন, লজ্জা [illegible] কিসের? একজন মানুষকে পছন্দ হয়েছে কি পছন্দ হয়নি এটা বলার মধ্যে লজ্জার কিছু [illegible]।

পছন্দ হয়েছে।

ভালো। যে কথাটা মনে আসে সে কথাটা মুখেও আসতে পারে। এবং আসাই [illegible]। তোর বরের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। ভালো ছেলে। সব সময় হাসছে।

সব সময় হাসলেই বুঝি ভালো ছেলে হয়?

[illegible] হয়। কুটিল মনের মানুষ সব সময় হাসতে পারে না। গম্ভীর হয়ে থাকে।

তুমিও তো সব সময় গম্ভীর হয়ে থাকো। তুমি কি কুটিল মনের মানুষ।

গম্ভীর হয়ে থাকি আমি?

[illegible]।

কখনো হাসি না?

না।

কবির মামাকে দেখে মনে হলো তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। শাহানা [illegible] শুরু করল। কিছুক্ষণ চেষ্টা করল হাসির বেগ সামলাবার জন্যে সেটা সম্ভব হলো [illegible]। সে ছুটে গেল বারান্দায়। বারান্দায় কিন্নর কণ্ঠের হাসি দীর্ঘ সময় ধরে শোনা গেল। [illegible] যোগ দিল সেই হাসিতে, তারপর বাবলু। শিশুরা যাবতীয় সুখের ব্যাপারে অংশ [illegible] চায়।

Nirjoy

www.BanglaBook.org



আগামীকাল শারমিনের গায়ে হলুদ।

শারমিন আয়নার সামনে অনেকক্ষণ ধরেই বসে আছে। আয়নায় নিজেকে যাচ্ছে না। কোথায় যেন পড়েছিল বিয়ের ঠিক আগে আগে সব মেয়েই অচেনা হয়ে তাদের চোখ হয় আরো কালো। চেহারায় সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের ঔজ্জ্বল্য আসে। বিয়ে হবে মেয়েরা বার বার আয়নায় নিজেদের দেখে কথাটা আংশিক সত্যি। শ আয়নায় নিজেকে চিনতে পারছে না তবে আয়নার সামনে বসে থাকতে ভালো না।

জমিলার মা এসে বলল, আপনাকে ডাকে?

কে ডাকে?

বড় সাহেব।

বল আসছি।

শারমিন নড়ল না। যে ভাবে বসেছিল ঠিক সে ভাবেই বসে রইল। বাড়ি মানুষ। কিছুক্ষণ আগেই দুটি মেয়ে বারান্দায় ছুটাছুটি করছিল। শারমিন শেষ বলতে বাধ্য হয়েছে-তোমরা নিচে যাও কিংবা ছাদে যাও আমার মাথা ধরেছে। উপর রাগ লাগছে খানিকটা এক মাস আগে থেকে লোকজন দিয়ে বাড়ি ভর্তি কোনো দরকার ছিল না। এবং এদের কাণ্ড জ্ঞানও নেই এত দিন আগে কেউ অন্যের বাড়ি?

আফা।

শারমিন বিরক্ত মুখে তাকাল। জমিলার মা আবার এসেছে। তার মুখ হাসি ঠোঁট লাল টুকটুক করছে। গায়ের লাল পেড়ে সাদা শাড়িটিও নতুন। বিয়ে উপ সবাই নতুন শাড়ি পেয়েছে। দু'টি করে শাড়ি। একটি সাধারণ লাল পেড়ে সাদা অন্যটি দামি শাড়ি।

আফা, আপনেরে ডাকে।

বলছিতো যাব।

বড় সাব চা লইয়া বইস্যা আছে।

শারমিন উঠে দাঁড়াল। এমন বিরক্ত লাগছে। শুধু বিরক্তি নয় মাথাও ধরেছে। ব্যথা। চারটা প্যারাসিটামল খাওয়া হয়েছে ছ'ঘণ্টার মধ্যে। যন্ত্রণা ভোঁতা হয়ে এ কিন্তু তবু মাঝে মাঝে চিলিক দিয়ে উঠছে।

রহমান সাহেব চায়ের পট নিয়ে হাসিমুখে বসে আছেন। শারমিনকে দেখে অ হয়ে বললেন, এমন একটা সাধারণ শাড়ি পরে ঘুরছ কেন মা? শারমিন জবাব দিল

Nirjoy

www.BanglaBook.org

খাও চা নাও।

খা খেতে ইচ্ছে করছে না।

ইচ্ছা না করলেও খাও। বাবাকে কোম্পানি দাও। এখন তো আর আগের মতো বাবাকে পাব না।

পাবে। সব সময়ই পাবে। আমি সব সময় তোমার মেয়েই থাকব বাবা।

এতে বলতে শারমিনের গলা ভারি হয়ে এলো। রহমান সাহেব দেখলেন শারমিন কাঁদছে। তিনি কি বলবেন ভেবে পেলেন না। বাবার কাছে মেয়ের বিয়ে কোনো আনন্দের ব্যাপার নয়। বিয়ের দিনটি হচ্ছে বাবা-মা'র জীবনের গভীরতম বিষাদের দিন। এই বিষাদ ভুলবার জন্যেই আনন্দ ও উল্লাসের একটা ভান করা হয়। রহমান সাহেব গাঢ় গলায় বললেন, মামণি চা খাও।

শারমিন পেয়ালা হাতে নিয়ে চুমুক দিতেই টুপ করে এক ফোঁটা চোখের জল পড়ল পেয়ালায়। রহমান সাহেব দৃশ্যটি দেখলেন। তাঁর নিজেরো ইচ্ছা করল ছুটে কোথাও পালিয়ে যেতে। মানুষের বেশির ভাগ ইচ্ছাই অপূর্ণ থাকে। ছুটে যেতে ইচ্ছা করলেও ছুটে যাওয়া যায় না। তাকে বসে থাকতে হবে এখানেই।

শারমিন।

বল বাবা।

তোমাকে না জানিয়ে একটা কাজ করেছি মা।

শারমিন তাকাল।

পুলিশের ব্যান্ড পার্টি আনিয়েছি। গ্রাম থেকে অনেকেই এসেছে ওরা খুশি হবে। ব্যান্ড পার্টির অনেক কায়দা কানুন আছে তো। একজন ব্যান্ড মাস্টার থাকে সে রুপো বাঁধানো লাঠি নাড়াচাড়া করে। আমার নিজেরই দেখতে এমন চমৎকার লাগে।

রহমান সাহেবে হাসলেন। হাসল শারমিনও।

ওরা কখন আসবে?

আজ বিকেলে আসবে। আবার কালও আসবে। কেমন হবে বলো তো মা?

ভালোই হবে।

মোতাব্বের সাহেব বলছিলেন ব্যান্ড না এনে সানাইয়ের ব্যবস্থা করতে। একটা স্টেজের মতো থাকবে সেখানে বসে বসে সানাই বাজাবে। কাউকে সে রকম পাওয়া গেল না। তা ছাড়া সানাই বড় মন খারাপ করিয়ে দেয়। মেয়ে বিয়ে এম্নিতেই বাবা মা'র জন্যে যথেষ্ট মন খারাপ করার মতো ব্যাপার, সেটা কে আর বাড়ানো ঠিক না, কি বলো মা?

শারমিন জবাব দিল না। রহমান সাহেব সিগারেট ধরালেন। কয়েকদিন ধরেই তিনি খুব সিগারেট খাচ্ছেন। প্রায় চেইন স্মোকার হয়ে গেছেন।

শারমিন বলল, আমি এখন উঠি বাবা?

এখনই উঠবে কি বস একটু।

ভালো লাগছে না বাবা। জ্বর জ্বর লাগছে।

তিনি মেয়ের হাত ধরলেন। জ্বর নেই গা ঠাণ্ডা হয়ে আছে।

শারমিন!

কি বাবা?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

তিনি খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বললেন, একটা কথার ঠিক জবাব দাওতো ৷ তাকাও আমার চোখের দিকে। রহমান সাহেব থেমে থেমে বললেন, সাব্বিরকে ' তোমার পছন্দ হচ্ছে না?

পছন্দ হবে না কেন? তাঁকে পছন্দ না করার মতো তো কিছু নেই।

আমিও তাই বলি। জমিলার মা বলল তুমি গতকাল সারারাত ঘুমুওনি। বারান্দা হাঁটাহাঁটি করছিলে।

ঘুম আসতে একটু দেরি হয়েছে যা গরম।

আমাকে ডাকলে না কেন?

তোমাকে ডাকলে কি হতো?

দু'জনে মিলে গল্প করতাম।

আজ যদি ঘুম না আসে তোমাকে ডাকব। বাবা, এখন যাই?

আচ্ছা যাও। জমিলার মা বলছিল ছেলেপুলেরা নাকি তোমাকে খুব বিরক্ত করছে বারান্দায় ছুটাছুটি করছে।

না তেমন কিছু না।

শারমিন নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে শুয়ে রইল। এবং এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল। জমিলার মা তাকে জাগাল না। দুপুরে খাবার সময় রহমান সাহেব বললেন ওর ঘুম ভাঙানোর দরকার নেই ঘুমুক।

পুলিশের ব্যান্ড পার্টি চলে এলো তিনটায়। শারমিনের ঘুম ভাঙল ব্যান্ডের শব্দে। তারা বাজাচ্ছে আনন্দের গান, উৎসবের গান। কিন্তু তবু কেন বার বার চোখ ভিজে উঠছে? কেন বার বার মনে হচ্ছে চারপাশ অসম্ভব ফাঁকা। কোথাও কেউ নেই। কেন এত কষ্ট হচ্ছে?

দরজায় টুক টুক আওয়াজ হলো। শারমিন ক্লান্ত গলায় বলল, কে?

আফা আমি।

কি চাও?

আপনার সাথে দেখা করতে আইছে।

কে?

ঐ দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক, রফিক সাব।

শারমিন চুপ করে রইল। তার একবার ইচ্ছা হলো বলে–ওকে চলে যেতে বলো। কিন্তু সে কিছুই বলল না। জমিলার মা দ্বিতীয়বার ডাকল- ও আফা, আফা। শারমিন তারও জবাব দিল না। কিন্তু জমিলার মা নেমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সেও নিচে নেমে এলো।

ব্যান্ড পার্টির চারদিকে সবাই ভীড় করে আছে। রহমান সাহেবও এতক্ষণ ছিলেন। একটু আগেই গাড়ি নিয়ে বের হয়েছেন। বলে গেছেন শারমিন ঘুম থেকে উঠেই যেন কাপড় পরে তৈরি থাকে। সন্ধ্যার পর তাকে নিয়ে বেরুবেন।

রফিক ব্যান্ড পার্টির বাজনা শুনছে খুব উৎসাহ নিয়ে। তার মুখ হাসি হাসি। শারমিনকে আসতে দেখে সে এগিয়ে গেল।

শারমিন বলো তো কি গান বাজছে?

জানি না।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

গান সেপ্টেম্বর। আমার খুব প্রিয় গান।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। দারুণ মিউজিক। তোমার ভালো লাগছে না?

লাগছে।

আজ তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হলো। আমি নিজেই এগিয়ে গিয়ে পরিচয় দিলাম।

কি পরিচয় দিলে?

নিজের তো কোনো পরিচয় নেই। তোমার পরিচয়েই পরিচয় দিলাম, বললাম আমি তোমার মেয়ে শারমিনের সঙ্গে পড়তাম।

শারমিন তাকিয়ে আছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। রফিক হাসতে হাসতে বলল, একবার বললাম বলি আমি শারমিনের বন্ধু।

বললে না কেন?

সাহস হলো না। যদি রেগে যান। উৎসবের দিনে তোমাকে এমন পেত্নীর মতো লাগছে কেন?

পেত্নীর মতো লাগছে?

হ্যাঁ। চুলে চিরুনি পড়েনি। চোখ লাল এবং বেছে বেছে সবচে' ময়লা শাড়িটাই আজ পরেছ। আচ্ছা তোমার কি একটাও ভালো শাড়ি নেই?

শারমিন বলল, তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাজনা শোনো। আমি এক্ষুণি আসছি। কাপড় বদলে আসছি। তোমার হাতে কি কোনো কাজ আছে?

না। কেন?

তোমাকে নিয়ে যাব এক জায়গায়।

কোথায়?

বলছি, বসো তুমি। চা খাবে?

হ্যাঁ খাব। চায়ের সঙ্গে আর কিছু আছে?

দেখি আছে কিনা।

খাল কিছু। নো সুইটস।

শারমিন অতি দ্রুত কাপড় বদলাল। পাতলা একটা চেইন পরল গলায়। হালকা নীল রঙের একটা শাড়ি পরল। একটা হ্যান্ড ব্যাগ নিল হাতে।

জমিলার মা বলল, যান কই আফা?

একটা কাজে যাচ্ছি। ড্রাইভারকে গাড়ি বের করতে বলো। ইয়াসিন আছে না?

জ্বি আছে।

কোন সময় আইবেন আফা?

শারমিন তার জবাব দিল না। নেমে এলো নিচে। তার মুখ অস্বাভাবিক বিবর্ণ। যেন বড় ধরনের কোনো একটা অসুখ থেকে সে উঠেছে। রফিকের মনে হলো শারমিন যেন ঠিকমত হাঁটতেও পারছে না।

শারমিন তুমি কি অসুস্থ?

না, আমার শরীর ভালোই আছে? চলো তুমি।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

চা খাইনি তো এখনো, চা আসেনি।

চা পরে খাবে।

রফিক অবাক হয়ে উঠে দাঁড়াল। সে কিছুই বুঝতে পারছে না। ব্যান্ড পার্টির দলটিকে ঘিরে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা হৈ চৈ করছে। ওদের আনন্দের কোনো সীমা পরিসীমা নেই। ইলেকট্রিসিয়ানরা ব্যস্ত আলোকসজ্জা নিয়ে। আলোকসজ্জা শুরু হবে আজ সন্ধ্যা থেকে।

গাড়ি পুরনো ঢাকা ছাড়িয়ে আসার পর পরই রফিক লক্ষ করল শারমিন কাঁদছে। অত্যন্ত অস্বস্তিকর অবস্থা। কোথায় তারা যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে কে জানে। ড্রাইভার নিজে বেশ কয়েকবার তাকাল পেছনের দিকে। রফিকের সিগারেট ধরাবার ইচ্ছা কিন্তু গেল জানি ধরাতেও সাহস হচ্ছে না।

রফিক।

বলো।

ক'টা বাজে দেখো তো?

চারটা দশ। কোথায় যাচ্ছি আমরা?

শারমিন শান্ত স্বরে বলল, আমি এখন তোমাকে কয়েকটা কথা বলব তুমি শুধু শুনে যাবে কোনো প্রশ্ন করবে না। ড্রাইভার সাহেব।

জি আপা।

আপনি গাড়ি একটু আস্তে চালান।

জি আচ্ছা।

কথাবার্তা যা শুনবেন নিজের মধ্যে রাখবেন।

জি আচ্ছা।

শারমিন ছোট একটি নিশ্বাস ফেলল। রফিক অপেক্ষা করতে লাগল।

রফিক।

বলো শুনছি।

তুমি কি আমাকে বিয়ে করতে রাজি আছ?

রফিক কোনো জবাব দিতে পারল না। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। শারমিন নিচু গলায় বলল, আমি খুব বড় ধরনের কনফিউশনে ভুগছি। কি করব কিছু বুঝতে পারছি না।

কনফিউশন হবার কারণ কি?

কারণ কি তুমি ভালো করেই জানো। কেন তুমি বার বার এসেছ আমার কাছে?

বলতে বলতে শারমিন ফুঁপিয়ে উঠল।

সাকিবের ভাইকে বিয়ে করতে আমি রাজি না এই কথাটা আমি কিছুতেই বাবাকে বলতে পারব না। আমি আমার বাবাকে যে কি পরিমাণ ভালোবাসি তা একমাত্র আমিই জানি। অন্য কেউ জানে না।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

রফিক সিগারেটের জন্যে পাঞ্জাবির পকেটে হাত দিল। সিগারেট নেই। হাত পড়ল মণিব্যাগের একটি ময়লা নোটে, এই টাকাটাই তার সম্বল।

শারমিন মৃদু স্বরে বলল–আমাকে নিয়ে তোমাদের বাড়িতে যাবার সাহস কি তোমার আছে?

রফিক শান্ত স্বরে বলল, তোমার বাবাকে গিয়ে সব কিছু খুলে বললে কেমন হয়?

আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

তোমাকে বলতে হবে না। আমি বলব।

না।

শারমিন শাড়ির আঁচলে মুখ ঢেকে বসে রইল। রফিক বলল, ড্রাইভার সাহেব, আপনার কাছে সিগারেট আছে? ড্রাইভার সিগারেট দিল। নিচু গলায় বলল, এখন কোনদিকে যাইবেন? রফিক বলল, খুব স্পিডে একটু ঘুরে বেড়ান আমার মাথাটা ঠাণ্ডা হোক। কোথায় যাব এখনো জানি না।

রফিক আড়চোখে তাকাল শারমিনের দিকে। সে শাড়ির আঁচলে মুখ ঢেকে বসে আছে চুপচাপ। রফিকের ইচ্ছা করল আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করে বলে, এই মেয়েটিকে পৃথিবীর কেউ আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিতে পারবে না। এ একান্তই আমার।



মনোয়ারা অবাক হয়ে বললেন, রফিক একে বিয়ে করেছে? তুমি এসব কি বলছ বৌমা? নীলু মনোয়ারার হাত ধরল।

মা আপনি আমার সঙ্গে আসুন আমি আপনাকে সব বুঝিয়ে বলছি। আসুন আমার সঙ্গে।

আমাকে কিছুই বুঝিয়ে বলতে হবে না। আমি সবই বুঝতে পারছি। রফিক কোথায়?

ও একটু বাইরে গেছে। আসবে। মা আপনি একটু আসুন আমার সঙ্গে।

তুমি বৌমা আমার হাত ধরে টানাটানি করবে না। আমি এই মেয়ের সঙ্গে কথা বলব।

শারমিন ভেজা চোখে তাকাল মনোয়ারার দিকে। হোসেন সাহেব বললেন, কথা বলার জন্যে এত ব্যস্ত কেন? এই মেয়ে তো আর চলে যাচ্ছে না। তুমিও যাও বৌমার সঙ্গে।

মনোয়ারা কড়া চোখে তাকালেন। হোসেন সাহেব থতমত খেয়ে থেমে গেলেন। মনোয়ারা কড়া গলায় বললেন, বৌমা তুমি সবাইকে নিয়ে এ ঘর থেকে যাও, আমি মেয়েটার সঙ্গে কথা বলব। একা কথা বলব।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

নীলু সবাইকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। হোসেন সাহেব দির্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন, ঝামেলা হয়ে গেল তো বৌমা। সফিক এসেছে?

জি না।

বাজে ক'টা?

আটটা।

কাওটা রফিক কি করল?

বাবা আপনি টুনী আর বাবলুকে নিয়ে বসেন।

হ্যাঁ বসছি। তুমি যাও তোমার শাশুড়ির কাছে গিয়ে দেখো কিছু করা যায় কিনা মেয়েটার জন্য বড় মায়া লাগছে।

হোসেন সাহেব টুনী এবং বাবলুকে নিয়ে বারান্দায় চলে গেলেন। শাহানা শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে আছে। সে ফিসফিস করে বলল, কি হবে ভাবী?

কিছুই হবে না। হবে আবার কি?

মা যে কি করছেন। তুমি লক্ষ করেছ ভাবী, মা রাগে কাঁপছিলেন। রফিক ভাই আবার কোথায় গেল?

কি জানি কোথায়?

শাহানা চাপা গলায় বলল, আমার এমন রাগ লাগছে ভাইয়ার উপর। কাঁদতে ইচ্ছা হচ্ছে। শাহানা সত্যি সত্যি কেঁদে ফেলল।

মনোয়ারা কড়া গলায় বললেন, তুমি বসো এখানে।

শারমিন বসল। তিনি দাঁড়িয়েই রইলেন।

তুমি আমাকে বলো তুমি কেমন মেয়ে? বাবা-মাকে কিছুই না বলে বিয়ে করে ফেললে?

শারমিন নিশ্বাস চাপতে চেষ্টা করল। পারল না।

চাকরি নেই কিছু নেই এমন একজন অপদার্থকে বিয়ে করে ফেললে। যার নিজের থাকার জায়গা নেই। তুমি তার মতোই অন্যের ঘাড়ে বসে খাবে। চক্ষু লজ্জাও তোমার নেই।

নীলু এসে মনোয়ারাকে প্রায় টেনে ঘর থেকে বের করে নিয়ে গেল। শারমিন শুকনো দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে দিকে। তার মাথায় অসম্ভব যন্ত্রণা হচ্ছে। চারদিকে কি ঘটছে না ঘটছে কিছুই বুঝতে পারছে না। পরিচিত কেউ নেই যে এসে তার পাশে দাঁড়াবে। আশা ও সান্ত্বনার কিছু বলবে। জীবন এত কঠিন কেন?

চমৎকার একটি চাঁদ উঠেছে আকাশে। সফিক বারান্দায় বসে সিগারেট টানছে। নাটকীয় এই সংবাদ সে শুনেছে। সে কোনো কথা বলেনি। রাতে নীলু যখন তাকে খাবার জন্যে ডাকল সে বলল, আমার কিছু খেতে ইচ্ছা করছে না নীলু।

শারমিনও কিছু খায়নি। সে রফিকের ঘরে মাথা নিচু করে বসে আছে। রফিক তাকে

Nirjoy

www.BanglaBook.org

শারমিন শান্ত করার চেষ্টা করেছে কোনো কাজ হয়নি। সে একটিও কথা বলেনি। রফিক বলল, আমাদের জীবনটা শুরু হলো খুব খারাপভাবে। তাই না? শারমিন জবাব দিল না।

তবু আমার কেন জানি মনে হচ্ছে একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে। শারমিন।

বলো।

খুব সুন্দর জোছনা হয়েছে বাইরে। চলো না একটু ছাদ থেকে ঘুরে আসি।

তুমি যাও। আমার ইচ্ছা করছে না।

শারমিন প্লিজ।

রফিক, আমাকে বিরক্ত করবে না।

এত সুন্দর একটা রাত নষ্ট করব?

শারমিন জবাব দিল না। কিন্তু উঠল। রফিক ছুটে গেল নীলুর কাছে। তার খুব শখ ভাবীকে দিয়ে একটা গান যদি গাওয়াতে পারে। অনেকদিন আগে এরকম এক জোছনা রাতে তারা সবাই মিলে ছাদে হাঁটছিল। হঠাৎ কি মনে করে ভাবী গুনগুন করে গেয়েছিল–চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে। ভাবীকে চেপে ধরলে সেকি তাদের নতুন জীবনকে সুস্থ করবার জন্যে একটা গান গাইবে না। ভাবীর পক্ষে কি এতটা নির্দয় হওয়া সম্ভব?

জোছনার ঝিনিক ফুটেছে চারদিকে। আকাশ ভেঙে পড়ছে আলোয়। কি উথাল পাথাল জোছনা। ছাদে একটি পাটি পাতা হয়েছে। শারমিন মাথা নিচু করে বসে আছে পাটিতে। শাহানা টি-পট ভর্তি করে চা নিয়ে এসেছে। নীলু মৃদু স্বরে বলল, মন খারাপ করো না শারমিন। দেখ কি সুন্দর একটা রাত। এমন চমৎকার জোছনা কখনো দেখেছ?

শারমিন কোন জবাব দিল না।

তাদের অবাক করে দিয়ে নীলু গুনগুন করে উঠল, আজ জোছনা রাতে সবাই গেছে বনে। তার গলা তেমন কিছু আহামরি নয়।

কিন্তু তবু কি অপূর্বই না শুনাল সেই গান।

অবাক হয়ে চিলেকোঠার ঘর থেকে বেরিয়ে এলো আনিস।

হোসেন সাহেব ফিসফিস করে বললেন, কে গাইছে? আমাদের বড় বৌমা? বড় মিঠা গলা তো আমার মা'র।

গাইতে গাইতে নীলু শাড়ির আঁচলে তার চোখ মুছল। শারমিনের চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়তে লাগল। তার মন বলছে আজকের এই চোখের জল জীবনের সমস্ত দুঃখ ও বেদনা ধুয়ে মুছে যাবে। সে হাত বাড়িয়ে রফিককে স্পর্শ করল। ভালোবাসার স্পর্শ, যার জন্যে প্রতিটি পুরষ হৃদয় তৃষিত হয়ে থাকে। রফিক তাকাল আকাশের দিকে। আহা কি চমৎকার জোছনা! এত সুন্দর কেন পৃথিবীটা?

[প্রথম খণ্ড সমাপ্ত]

Nirjoy

www.BanglaBook.org



আজ একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটেছে।

হোসেন সাহেবের কাছে এক রুগী এসে উপস্থিত। সাফারি গায়ে লম্বা-চওড়া একজন মানুষ। দরজা খুলতেই জিজ্ঞেস করলেন, ডাক্তার সাহেব কি আছেন? হোসেন সাহেব নিজেই দরজা খুলেছেন। তিনি অবাক হয়ে বললেন, কোন ডাক্তার?

ড. হোসেন, হোমিওপ্যাথ।

হোসেন সাহেবের বিস্ময়ের সীমা রইল না। কয়েক মিনিট বুঝতেই পারলেন না, কি করবেন কি বলবেন। শেষ পর্যন্ত রুগী এসে পড়েছে। রুগীদের সঙ্গে ডাক্তাররা কি ভাবে কথা বলে কে জানে। খুব বেশি খাতির করতে নেই বোধ হয়। তাতে রুগী মনে করতে পারে ডাক্তারটা কিছু জানে না। আবার খুব গম্ভীর হয়ে থাকলে পরের বার আসবে না।

জ্বি ভাই। আমিই ড. হোসেন বসুন, আরাম করে বসুন। চায়ের কথা বলে আসি।

না, না চা লাগবে না।

লাগবে। অবশ্যই লাগবে।

অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে তিনি চায়ের কথা বলতে গেলেন। ফিরে এলেন হোমিওপ্যাথির বাক্স নিয়ে। স্টেথিসকোপ একটা কেনা দরকার। থার্মোমিটারটা নষ্ট। টুনী ভেঙেছে। এইসব যন্ত্রপাতি এখন দরকার। প্রেসার মাপার ঐ জিনিসও কিনতে হবে।

অসুখটা কি ভাই বলুন?

আমার কিছু না। আমার স্ত্রীর গলায় মাছের কাঁটা বিঁধেছে। সে বলল হোমিওপ্যাথিতে নাকি এর অষুধ আছে। আপনার সাইন বোর্ড দেখলাম। ভাবলাম.....

ভালো করেছেন, খুব ভালো করেছেন। এক্ষুনি অষুধ দিয়ে দিচ্ছি কোনো অসুবিধা নেই। মাছের কাঁটা পালাবার পথ পাবে না। কি মাছ?

কৈ মাছ।

ও আচ্ছা কৈ মাছ। ছোট কৈ না বড় কৈ?

ভদ্রলোক বিস্মিত হয়ে বললেন, এসবও কি অষুধ দিতে লাগে?

হ্যাঁ লাগে। হোমিওপ্যাথি খুবই জটিল চিকিৎসা। মনে হয় সোজা। সোজা মোটেই না।

ভদ্রলোক অষুধ নিয়ে যাবার সময় অষুধের দাম এবং ভিজিট বাবদ দু'টি চকচকে পাঁচ টাকার নোট দিয়ে গেলেন। বিস্ময়ের উপর বিস্ময়। হোসেন সাহেব হড়বড় করে বললেন, গলার কাঁটাটা গেল কি না একটু খবর দিয়ে যাবেন। না গেলে কড়া ডোজের আরেকটা অষুধ দেব।

হোসেন সাহেব লক্ষ করলেন জীবনের প্রথম বেতন পেয়ে যেমন আনন্দ হয়েছিল

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible] চেয়েও অনেক বেশি আনন্দ হচ্ছে। চেঁচিয়ে সবাইকে বলতে ইচ্ছা হচ্ছে। কিন্তু [illegible]লো বাসায় কেউ নেই। বড় বৌমা অফিসে, ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা। শাহানা [illegible]ব কোন বান্ধবীর বাড়ি। ছোট বৌমা এবং রফিকও নেই। হোসেন সাহেব নোট [illegible]ক নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকলেন।

[illegible]য়ারার মেজাজ আজ অন্য দিনের চেয়েও খারাপ। দাঁতের ব্যথা শুরু হয়েছে। [illegible]তে গিয়ে জেনেছেন ঘরে লবণ নেই। রহিমার মা'কে লবণ আনতে পাঠিয়ে তিনি [illegible]রে বসে আছেন। হোসেন সাহেবকে ঢুকতে দেখে চট করে জ্বলে উঠলেন।

এখানে কি চাও?

না কিছু চাই না।

তাও রান্নাঘর থেকে যাও। পুরুষ মানুষকে রান্নাঘরে দেখলেই আমার মাথায় রক্ত [illegible]য়।

হোসেন সাহেব ক্ষীণ স্বরে বললেন, মাথায় রক্ত তো তোমার উঠেই আছে নতুন [illegible] আর কি উঠবে। বলেই তিনি অপেক্ষা করলেন না অত্যন্ত দ্রুত বসার ঘরে চলে [illegible]লেন। এরকম একটা সুসংবাদ কাউকে দিতে না পারার কষ্টে তাঁর মন খারাপ হয়ে [illegible]ল। অবশ্যি বাড়িওয়ালার বাসা থেকে বৌমার অফিসে টেলিফোন করা যায়। সেটাই [illegible]ল হয় সবচে নিরাপদ।

বীণা মেয়েটি বড় ভালো। দেখতে পেয়েই বলল, টেলিফোন করতে এসেছেন তাই [illegible]া চাচা?

হ্যাঁ, কি করে বুঝলে?

আপনি যখন লজ্জা লজ্জা মুখে আসেন তখনই বুঝতে পারি।

বীণা হাসতে লাগল। হোসেন সাহেব গলা নিচু করে বললেন, আমার এখন একটা [illegible]লিফোন নিতে হবে। রুগী টুগী আসছে। ওরা খোঁজ খবর করে।

কিসের রুগী?

হোসেন সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, হোমিওপ্যাথি করছি তো। জানো না তুমি? [illegible]াইন বোর্ড দেখনি–এম. হোসেন। গলিটায় ঢুকতেই সাইন বোর্ড। নারকেল গাছে [illegible]াণানো।

টেলিফোনে নীলুকে পাওয়া গেল। নীলু উদ্বিগ্ন স্বরে বলল, কোনো খারাপ খবর নাকি [illegible]বা?

না, না খবর সব ভালো। এম্নি টেলিফোন করলাম। তুমি ভালো তো মা?

জ্বি ভালো।

কাজের চাপ খুব বেশি নাকি?

না খুব বেশি না।

আসার পথে একটা থার্মোমিটার নিয়ে এসো তো। থার্মোমিটার ছাড়া বড্ড অসুবিধা [illegible]ছে। রুগী পত্র আসতে শুরু করেছে। আজ একজন এসে কুড়ি টাকা ভিজিট দিল।

কুড়ি টাকা ভিজিট, বলেন কি বাবা।

না মানে কুড়ি টাকা দিতে চেয়েছিল আমি দশ টাকা রাখলাম। এরচে' বেশি রাখলে [illegible]ধুম হয়ে যায়, কি বলো মা?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

হ্যাঁ, তা তো হয়ই।

ডাক্তার হয়েছি বলে তো আর রুগীর চামড়া খুলে নিতে পারি না। কি বলো [redacted]

জ্বি তাতো ঠিকই।

আর শোনো মা, ঐ সাইন বোর্ডটা বদলে একটা বড় সাইনবোর্ড করাতে হবে। [redacted] ছোট, অনেকের চোখে পড়ে না। বীণা তো দেখেই নাই।

হ্যাঁ, তাতো করাতেই হবে।

হোসেন সাহেব প্রায় পনেরো মিনিট কথা বললেন। বীণা এর মধ্যে চা এবং [redacted] মাখানো টোস্ট বিসকিট নিয়ে এসেছে। চা খেতে খেতে বীণার সঙ্গেও ভবিষ্যৎ পরি[redacted] নিয়ে অনেক কথা বললেন। হোমিওপ্যাথি জিনিসটা যে অসম্ভব জটিল সেটা জলে[redacted] বুঝিয়ে দিলেন। পাওয়ার ২০ এবং পাওয়ার ২০০ এর পার্থক্যটা কি তাও বললেন। [redacted] আজ বড় আনন্দ হচ্ছে। এই আনন্দ পৃথিবীর সবার সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারলে [redacted] হত। তা করা যাচ্ছে না। হাতের কাছে যে ক'জনকে পাওয়া যাচ্ছে তাদেরকেই আপা[redacted] বলা যাক।

তিনি সারা দুপুর ভাবলেন প্রথম রোজগারের টাকাটা দিয়ে কি করবেন। সবাইকে [redacted] একটা কিছু কিনে দিতে পারলে ভালো হত। সেটা বোধ হয় সম্ভব নয় তবু বিকে[redacted] একবার নিউ মার্কেটে গিয়ে দেখা যেতে পারে। তিনি সাধারণত দুপুরে খানিকটা ঘুমা[redacted]। আজ মানসিক উত্তেজনায় ঘুমুতেও পারলেন না। শুয়ে শুয়ে বিকাল পর্যন্ত হোমিওপ্যা[redacted] বইয়ে লক্ষণ বিচার চ্যাপ্টারটা দু'বার পড়লেন। সন্ধ্যাবেলা নিউ মার্কেট থেকে সব[redacted] জন্যে একটা করে কাঠ পেনসিল কিনে আনলেন।

মনোয়ারা তিক্ত গলায় বললেন, পেনিসল দিয়ে আমি কি করব?

লিখবে। আর কি করবে?

লেখালেখির কোন কাজটা আমি করি?

বেশতো লিখতে না চাও কান চুলকাবে।

মনোয়ারা রান্নাঘরে ঢুকে দেখলেন ঠিক তাঁর মতো একটি পেনসিল রহিমার মা' [redacted] পেয়েছে। সে বটিতে তার পেনসিলটা চাঁচতো চেষ্টা করছে।

হোসেন সাহেব অনেক রাত পর্যন্ত বসার ঘরে বসে রইলেন। ঐ ভদ্রলোক যদি খবর দিতে আসেন। সেটা শোনা দরকার। অষুধ দিয়েই কর্তব্য শেষ এরকম ডাক্তার তিনি হতে চান না।

শাহানা একমনে কি একটা বই পড়ছে। এত মনোযোগ দিয়ে যখন পড়ছে নিশ্চয়ই গল্পের বই। মাঝে মাঝে আবার চোখ মুছছে। চোখ মুছার দৃশ্যগুলি দেখতে হোসেন সাহেবের বড় ভালো লাগছে। এত সুন্দর হয়েছে মেয়েটা। মনেই হয় না তাঁর মেয়ে, যেন অচিন দেশের কোনো এক রাজকন্যা পথ ভুলে এ বাড়িতে এসে পড়েছে। টাঙ্গাইলের সাধারণ একটি সুতি শাড়ি পরে বসে আছে তাঁর সামনে। আবার যেন কিছুক্ষণ পরই চলে যাবে।

ও শাহানা।

কি বাবা।

এত মন দিয়ে কি পড়ছিস? গল্পের বই?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

ঁ!

৭ পড়তে পড়তে কেউ এত কাঁদে? গল্পটা কি রে?

শাহানা বই থেকে মুখ না তুলেই বলল, একটা মেয়ে একই সঙ্গে দু'টি ছেলেকে ভালবাসে। যখন যার কাছে যায় তাকেই ভালো লাগে। এই নিয়ে গল্প।

হোসেন সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, একি অসম্ভব কথা। একই সঙ্গে দু'টি ছেলেকে ভালবাসবে কি ভাবে। আজেবাজে একটা কিছু লিখলেই হলো?

শাহানা কপাল কুঁচকে বলল, বিরক্ত করো নাতো বাবা, পড়ছি দেখছ না।

হোসেন সাহেব চুপ করে গেলেন।

দেয়াল ঘড়িতে বারোটার ঘণ্টা পড়ল তার মানে এখন বাজছে এগারোটা। ঘড়িতে একটা ঘণ্টা কম পড়ে। রাত যখন ১টা হয় তখন আবার ঘণ্টা পড়ে বারোটা।

শাহানা বসে আছ কেন বাবা শুয়ে পড় না।

বসি খানিকক্ষণ। তোকে তো বিরক্ত করছি না।

কতক্ষণ বসে থাকবে?

তোর পড়া শেষ হোক তারপর যাব।

আমি তো বাবা বই শেষ না করে উঠব না।

না উঠলে না উঠবি আমি কি উঠতে বলছি?

বাইরে ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। এবার বর্ষা অনেক দেরিতে শুরু হল। আজ আষাঢ়ের মাঝামাঝি, বর্ষণ হচ্ছে এই প্রথম।

শাহানা।

কি?

তোর বিয়ে যেন কবে বিশে আষাঢ় না একুশে?

জানি না বাবা।

সে কি নিজের বিয়ের তারিখ নিজে জানিস না?

তুমিও তো নিজের মেয়ের বিয়ের তারিখ জানো না আর একটি কথাও বলবে না বাবা প্লিজ।

আচ্ছা বলব না, কত পাতা বাকি?

এই তো আবার কথা বলছ।

আর বলব না। জানালাটা বন্ধ করে দে বৃষ্টির ছাট আসছে।

তুমি বন্ধ করে দাও না কেন? তুমি তো আর কিছু করছ না। বসেই আছ।

হোসেন সাহেব উঠে জানালা বন্ধ করলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হলো সোফায় পিঠ সোজা করে বসে থাকা এই অসম্ভব রূপবতী মেয়েটি একদিন বুড়ি হয়ে যাবে। চুলে পাক ধরবে। চোখের কালো রঙ হবে ঘোলাটে। কি প্রচণ্ড নিষ্ঠুরতা। তাঁর মনটা অসম্ভব খারাপ হয়ে গেল। তিনি দেখলেন শাহানা আবার চোখ মুছছে।

ও শাহানা!

কি।

শব্দ করে পড় না। আমিও শুনি কি লিখেছে।

তোমার ভালো লাগবে না বাবা। এটা আমাদের গল্প। তোমাদের না।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

ঠিক ঠিক খুব ঠিক। সময় আলাদা করে রেখেছে তাদের দু'জনকে। চেষ্টা হয়তো একে-অন্যকে ছুঁতে পারবে না। ঢালা বর্ষণ হচ্ছে বাইরে। ক্ষণে ক্ষণে চমকাচ্ছে। বড় বৌমার ঘরে টুনী জেগে উঠেছে। বাথরুম করবে হয়তো। শোবার ভালোমত বাথরুম করিয়ে নিলে রাত দুপুরে ঝামেলা করতে হয় না।

নীলু টুনীকে কোলে করে বের হলো। অবাক হয়ে বলল, রাত দুপুরে কি ক বাবা?

কিছু না, এই বসে আছি। বৃষ্টির নমুনা দেখেছ মা? ভাসিয়ে দেবে। তুমি কি মা। কষ্ট করে–

হোসেন সাহেব কথা শেষ করলেন না। নীলু শান্ত স্বরে বলল, দিচ্ছি। চায়ের আর কিছু দেব?

এক স্লাইস রুটি দিতে পার যদি থাকে। মাখন দিও না। এই বয়সে মাখনটা সহ্য হয় না।

নীলু মুহূর্তের মধ্যেই চা-রুটি নিয়ে এলো। মুখে একটি বিরক্তির রেখাও পড়ল ঠোঁট বাঁকল না। পরের ঘরের একটি মেয়ে কত যত্নই না করল। এই ঋণ তো কখ শোধ হবে না। পরের বাড়ির একটি মেয়ের কাছে আকাশ প্রমাণ ঋণ রেখে তাঁকে মা হবে।

বৌমা, একটু বসো না। এই দু'মিনিট।

নীলু বসল। হোসেন সাহেব হাসি মুখে বলতে লাগলেন, গ্রামের বাড়িতে প্রা বর্ষণে কত মাছ মেরেছি। প্রথম বর্ষণে কি হয় জানো? মাছগুলি সব মাথা খারাপের ম হয়ে যায়। পানি ছেড়ে শুকনায় উঠে আসে, স্রোতের উল্টো দিকে সাঁতরায়। কত কি করে।

শাহানা কাঁদো কাঁদো গলায় বললো, আবার বক বক শুরু করলে বাবা।

হোসেন সাহেব চুপ করে গেলেন। বৃষ্টিতে ঢাকা শহর আজ হয়তো ডুবে যাবে এখন আবার বাতাস দিচ্ছে।

এক রাতের বৃষ্টিতে বাড়ির সামনে হাঁটু পানি জমে গেছে। আরেকটু হলে ঘরে পা ঢুকতো। শাহানা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পানি দেখছে। নীলু অফিসে যাবার জন্যে তৈরি হ বাইরে এসে আঁৎকে উঠল। ভীত গলায় বলল, বন্যার পানি নাকি শাহানা? সমুদ্রের মতে লাগছে।

শাহানা হাসি মুখে বলল, আজ আর অফিসে যেতে পারছ না। শাড়ি হাঁটু পর্যন্ত যা তুলতে পারো তাহলে অবশ্যি ভিন্ন কথা। কিংবা একটা রিকশা যদি বারান্দা পর্যন্ত আন যায়।

কে আনবে রিকসা?

সেটা একটা সমস্যা। রফিককে বলা যাবে না। সে এখনো ঘুমুচ্ছে। না ঘুমুলেও পানি ভেঙে রিকশা আনার পাত্র সে নয়। শাহানা বলল, তোমার কি যাওয়াটা খুবই দরকার ভাবী?

হুঁ।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

আনিস ভাইকে বলি একটা রিকশা এনে দিক।

আপা প্রজ। দেখ সে আছে কি না।

না নেই। বাজার করতে গিয়েছে। এক ঘন্টার উপর হয়েছে এসে পড়বে। এলেই পাঠিয়ে দিচ্ছি।

আনিস শাহানা।

শাহানা ভেতরে ঢুকে গেল। তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভারী একটা বাজারের ব্যাগ হাতে আনিসকে আসতে দেখা গেল। লাউয়ের মাথা পুঁই শাক বের হয়ে আছে। অন্য হাতে ডিমের ট্রে। এত বাজারটাজার আনিসের নিশ্চয়ই নয়। বীণাদের বাজার। আনিসের কাজ করে হাঁটু পর্যন্ত তোলা। কি কুৎসিতই না দেখাচ্ছে। আনিস হাসি মুখে বলল, কি ব্যাপার শাহানা তুমি এখনো বারান্দায়।

তাতে আপনার কোনো অসুবিধা হচ্ছে?

আরে না আমার অসুবিধা কি? আমার বরং সুবিধাই হলো। তোমার মুখ দেখে যাত্রা শুভ বলে কুড়ি টাকায় হাঁস পেয়ে গেলাম। এই বৃষ্টিবাদলার দিনে এই হাঁসের দাম কমসে কম চল্লিশ।

কেন শুধু শুধু কথা বলেন? কে আপনার এইসব কথা শুনতে চায়? আপনি চট করে একটা রিকশা ডেকে দিন তো আনিস ভাই। ভাবী অফিসে যাবে। আর প্যান্টটা নামান, কি বিশ্রী দেখাচ্ছে।

আনিস অপ্রস্তুত হয়ে হাসল। শাহানা বলল, ঘামকা দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বাজার রেখে রিকশা নিয়ে আসুন।

আনিস বাজারের থলি নামিয়ে রেখে প্যান্টের ভাঁজ খুলতে খুলতে বলল, দু'দিন পর পর হয়ে যাচ্ছে এখনো তুমি এত রেগে রেগে কথা বলো। পরে অসুবিধা হবে।

কি অসুবিধা হবে?

তোমার নিজেরই খারাপ লাগবে। মনে হবে লোকটা তো ভালোই ছিল, কেন যে শুধু শুধু খারাপ ব্যবহার করেছি।

শাহানা একটা বিরক্তির ভঙ্গি করে ঘরে ঢুকে গেল। আবার যদি বের হয় এই আশায় আনিস বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। শাহানা এলো না। আনিসকে আবার প্যান্ট পাল্টাতে হলো। রিকশা আনতে যেতে হবে। তারপর যাবে পুরনো ঢাকায়। আজ শরাফ আলি ভাইকে বাড়িতে পাওয়ার সম্ভাবনা। গতরাতের ঝুম বৃষ্টিতে নিশ্চয়ই প্রাণ ভরে জাল টেনেছে। এবং যদি টেনে থাকে তাহলে এখনো ঘুমে। দড়ির একটা কৌশল যদি আদায় করা যায়।

গলির সামনে আনিসকে থমকে দাঁড়াতে হলো। নর্দমা উপচে উঠেছে। পূঁতিগন্ধময় পানি ঢুকছে গলিতে নাড়ি উল্টে আসার মতো দুর্গন্ধ। সুস্থ মাথায় কেউ এই পানিতে পা দিয়ে গলিতে ঢুকবে না। আনিসের অবশ্যি ফিরে যেতে ইচ্ছা করছে না। আজ গেলেই শরাফ আলিকে পাওয়া যাবে। বড় কিছু পেতে হলে কষ্ট করতেই হয়। সে প্রায় চোখ বন্ধ করে গলিতে ঢুকে পড়ল।

পানবিড়ির দোকানের ঝাপ খোলা। বুড়ো লোকটি কৌতূহলী হয়ে আনিসকে দেখছে। চোখে চোখ পড়তেই বলল, শরাফ আলির খোঁজে যান?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

জ্বি।

আইজ পাইবেন। বাড়িত আছে। একটু আগে পাঁচটা স্টার সিগ্রেট কিনল।

আনিস বলল, আমাকে এক প্যাকেট ভালো সিগারেট দিন। সিগারেট দেখে [illegible] হবে।

বুড়ো বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসল। যার অর্থ খুশি হবার লোক শরাফ আলি নয়।

দরজা খুলল রেশমা। ঝলমলে একটা শাড়ি গায়ে পেঁচানো। মুখটি করুণ ও [illegible] ভারী চোখ, মনে হচ্ছে এই মাত্র ঘুম থেকে উঠে এসেছে। আনিস ভয়ে ভয়ে বলল, [illegible] ভাই আছেন?

হুঁ আছেন।

মেয়েটি দরজা ধরে আছে, ভেতরে ঢুকতে দেবার ইচ্ছা নেই হয়তো। আনিস [illegible] ভেতরে এসে বসব? রেশমা দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াল।

পা ধোয়া দরকার একটু পানি দেবেন?

পা ধোয়ার দরকার নাই। এটা মসজিদ না।

আনিস ঘরে ঢুকল। মেয়েটি কটু গলায় বলল, দুই দিন পরে পরে ক্যান আ[illegible] কি চান আপনে?

আনিসের মন খারাপ হয়ে গেল। এত স্নিগ্ধ মুখ মেয়েটির অথচ কি কঠিন [illegible] কথা বলছে।

কি কথা কন না কেন ভদ্রলোকের ছেইলা।

ম্যাজিক শিখতে আসি। পামিং শিখি।

আসল ম্যাজিক আমার কাছে আছে শিখবেন?

মেয়েটির চোখে মুখে বিদ্যুৎ খেলে যাচ্ছে। সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটা [illegible] দরজার কপাটে। অন্য হাত কোমরে। যেন প্রচণ্ড একটা ঝগড়ার প্রস্তুতি। অথচ মুখ [illegible] হাসি হাসি।

কি দেখবেন ম্যাজিক?

বলতে বলতে মেয়েটি এক হাতে শাড়ি ঘোমটার মতো মাথায় দিয়ে নরম গ[illegible] বলল, এই দেখেন এখন আমি ভদ্দর লোকের মাইয়া। দেখলেন?

আনিস কিছু বুঝবার আগেই রেশমা বুক থেকে শাড়ি সরিয়ে ফেলল। ব্লাউজ বা[illegible] কিছুই নেই। সাদা শঙ্খের মতো মেয়েটির সুগঠিত বুক ঝলমল করছে। আনিসের [illegible] ঝিমঝিম করতে লাগল। রেশমা শান্ত গলায় বলল, একটু আগে ছিলাম ভালো মাইনষে ঝি এখন হইলাম, নটি বেটি। এরে কয় ম্যাজিক। আপনেরে একটা কথা কই–আপ[illegible] ভালো মাইনষের পুলা খারাপ জায়গায় ঘুরাঘুরি করেন ক্যান? এই খানের বাতাসে দো[illegible] আছে। খারাপ বাতাস শইলে লাগব। যান বাড়িতে যান।

আনিস নিঃশব্দে বের হয়ে এলো। আকাশ আবার ঘন হয়ে মেঘ করেছে। প[illegible] নামতেই বড় বড় ফোঁটা পড়তে লাগল। পানওয়ালা হাসি মুখে বলল, দেখা হইছে শরা[illegible] ভাইয়ের সাথে?

আনিস জবাব দিল না।

Nirjoy

www.BanglaBook.org



[illegible] মাস্টারের শরীরটা ভালো না।

[illegible]দিন আগে পা পিছলে পুকুর পাড়ে পড়ে গিয়েছিলেন তখন কিছু হয়নি কিন্তু [illegible] টান দিচ্ছে। গত রাতে কোমর ব্যথায় ঘুমুতে পারেননি। সেঁক দিতে গিয়ে [illegible] গরম কাপড় কোমরে ধরেছে নির্ঘাৎ ফোসকা পড়েছে। এখন টনটনে [illegible]। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেন না। বারান্দার ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে শুয়ে আছেন। [illegible] বৃষ্টি ভেজা জোছনা। রাত তেমন হয়নি কিন্তু মনে হচ্ছে নিশুতি। সুনসান [illegible]। এতক্ষণ ঝিঁ ঝিঁ ডাকছিল এখন তাও ডাকছে না। তবে মশার পিন পিন হচ্ছে। [illegible] মশা। কিছুক্ষণ বসে থাকলে মনে হয় গা খুবলে নিয়ে যাবে। শওকত মালশায় ধূপ [illegible] পায়ের কাছে রেখে দিয়ে ক্ষীণ গলায় বলল, সেঁক লাগব স্যার?

কবির মাস্টার হুংকার দিয়ে উঠলেন, সাবধান সেঁকের কথা মুখে আনবি না। [illegible] আলু পোড়া করেছিস খেয়াল নাই। সাহস কত আবার সেঁক দিতে চায়। দূর হ [illegible] থেকে।

শওকত সরে গেল তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে উঠোনে দেখা গেল। সাজসজ্জা [illegible]। পায়ে গাম বুট, হাতে পাঁচ ব্যাটারির টর্চ। কবির মাস্টার থমথমে গলায় বললেন, [illegible] কোথায়?

মাছ মারতে যাই।

গামবুট পেলি কোথায়?

শওকত জবাব দিল না। কবির সাহেব ভারী গলায় বললেন, অসুখে একটা মানুষকে [illegible] চলে যাচ্ছিস ব্যাটা তুই মানুষ না অন্য কিছু?

কবির মাস্টারের কথা শওকতের উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করল বলে মনে হলো [illegible]। সে টর্চ ফেলে তার কোঁচ পরীক্ষা করল। এবং গাম বুটে মচমচ শব্দ করে বের হয়ে [illegible]। কবির মাস্টার বিড়বিড় করে কি সব বললেন। তাঁর কোমরের ব্যথা বেড়েছে। [illegible] পিপাসা হচ্ছে। কিন্তু উঠে গিয়ে পানি খাবার উৎসাহ বোধ করছেন না। সারা [illegible] সীমাহীন আলস্য। এর নাম বয়স। বেলা শেষ হয়েছে। অজানা দেশে যাবার [illegible] তেমন নেই। একা যখন থাকেন ভয় ভয় লাগে। এক দিকে মায়া অন্যদিকে ভয় [illegible] সুন্দর এই জায়গা ছেড়ে যেতে মায়া লাগছে। প্রিয়জন কেউ নেই তবু যখন মনে [illegible] এই শওকতের সঙ্গে আর দেখা হবে না। দেখা হবে না সফিক রফিকের সঙ্গে তখন [illegible] ভেতর চাপ ব্যথা অনুভব করেন। তিনি গৃহী মানুষ নন তাঁরই যখন এমন অবস্থা [illegible] গৃহী মানুষের অবস্থাটা কি ভাবাই যায় না।

কবির মাস্টার লক্ষ করলেন তাঁর চোখে পানি এসে গেছে। তিনি লজ্জিত বোধ

Nirjoy

www.BanglaBook.org

করলেন। আশেপাশে দেখার কেউ নেই তবু কেন জানি মনে হয় কে যেন দেখে যে দেখেছে সে যেন একটি তরুণী মেয়ে। দেখেই চট করে পর্দার আড়ালে সরে হাসছে। মেয়েটির মুখ শাহানার মতো। সরল স্নিগ্ধ একটি মুখ। যে মুখ দেখলে এক ধরনের পবিত্র ভাব হয়।

শাহানার বিয়ে খুব শিগগিরই হবার কথা কিন্তু কেউ এখনো কোনো চিঠিপত্র না। হয়তো ভুলে গেছে। তাঁর কথা বিশেষ করে কারোর মনে থাকে না। মানুষদের তালিকা যখন তৈরি হয় তখন কেমন করে যেন তাঁর নামটা বাদ পড়ে কেউ ইচ্ছা করে করে না তিনি তা জানেন। হয়ে যায়। ভুল ধরা পড়লে খুব লজ্জা অসংখ্যবার ভাবে এই ভুল আর হবে না। কিন্তু আবার হয়। কেন হয় কে জানে। বড় রহস্যময় প্রাণী। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারকার যে রহস্য মানুষের রহস্য তারচে' কম তিনি আকাশের দিকে তাকালেন। মেঘমালা এগিয়ে আসছে। চাঁদ প্রায় ঢাকা বসেছে। কি সুন্দরই না লাগছে। কোমরের ব্যথা তাঁর আর মনে রইল না। তিনি ধ্যানস্ত হয়ে পড়লেন। শওকত খালি হাতে ফিরে এসেছে এটিও লক্ষ করলেন। শওকত যখন বলল, ঘুমাইছেন? তখনই শুধু চমকে উঠলেন।

কিরে মাছ পাস নাই?

না। যাই নাই।

এত মাছ মাছ করে আবার খালি হাতে ফিরে এলি।

জমির মিয়ার সাথে যাওনের কথা ছিল, তারে ভূতে ধরছে।

কি বললি?

নিয়ামত খাঁর বাড়ির সামনে যে তেঁতুল গাছ আছে হেইখানে ভূতে ধরল। হইছে দুই জনে। জমির মিয়া খুব ভয় পাইছে। শইল দিয়া বিজল বাইর হইতেছে

কি পাগলের মতো কথা বলছিস। ভূতে ধরবে কি?

ধরলে আমি কি করমু কন আমারে জিগাইয়া তো ধরে নাই।

গা জ্বলে যাওয়ার মতো কথা। ভূতের সঙ্গে কুস্তি করেছে একজন, অন্যজন বিশ্বাস করে বসে আছে। কবে এদের বুদ্ধি হবে? কবে এরা সাদা চোখে পৃথিবী দেখা শিখবে?

বিছানা করছি যান শুইয়া পড়েন। চাটা কিছু খাইবেন?

না। তুই আবার যাস কই?

জমির মিয়ার বাড়িতে। লোকটা বাঁচত না। তওবা করতে চায়। মৌলবী আর লোক গেছে।

কি বলছিস তুই?

সারা শইল দিয়া বিজল বাইর হইতেছে।

কবির মাস্টার উঠে দাঁড়ালেন। বিরক্ত স্বরে বললেন, ঘরে তালা দে তারপর মূর্খটাকে দেখে আসি। কুস্তি যে জায়গায় হয়েছে সেখানটায় আগে নিয়ে যায়।

এই অসুখ শইলে যাইবেন? দিনের অবস্থাও বালা না।

কথা বলিস না। তোদের কথা শুনলে গা জ্বলে যায়।

যে তেঁতুল তলায় ভূতের সঙ্গে কুস্তি হয়েছে সে জায়গাটায় ধস্তাধস্তির ছাপ সত্যি

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible] আছে। কবির মাস্টার টর্চ ফেলে ফেলে উবু হয়ে অনেকক্ষণ দেখলেন। শওকত [illegible] গলায় বলল, এখন বিশ্বাস হয় স্যার? জায়গাটা খারাপ। আসেন যাই গিয়া।

[illegible]র ভয় লাগছে?

শওকত জবাব দিল না। তার সত্যি সত্যি ভয় লাগছে। ভয় কাটানোর জন্যে সে [illegible]টি বিড়ি ধরিয়েছে। হাতে আগুন থাকলে এরা কাছে আসতে পারে না। জ্বলন্ত বিড়ি [illegible]-এর নজর থেকে লুকিয়ে রাখাও এক সমস্যা।

[illegible]ার চলেন যাই। দিনের অবস্থা খারাপ।

কবির মাস্টার উঠে পড়লেন।

জমির মিয়ার বাড়িতে রাজ্যের লোক এসে জড় হয়েছে। তিন চারটা হারিকেন [illegible]ছে। মালশায় ধূপ এবং লোহা পুড়তে দেয়া হয়েছে। জমির মিয়া বারান্দায় চাটাইয়ে [illegible] ছটফট করছে। ভূতে পাওয়া মানুষকে ঘরে ঢুকানো যায় না। কবির মাস্টারকে [illegible]খেই জমির শব্দ করে কেঁদে উঠল।

দিন শেষগো মাস্টার সাব। ভূতে কামড় দিছে।

কবির মাস্টারের বিস্ময়ের সীমা রইল না। লোকটি সত্যিই মৃত্যুশয্যায়। চোখ ডেবে [illegible]ছে। গা দিয়ে হলুদ রঙের পিচ্ছিল ঘাম বেরুচ্ছে। বাঁ হাঁত রক্তাক্ত। কবির মাস্টারের [illegible]জেকে সামলাতে সময় লাগল।

জমির মিয়া তুমি যে গিয়েছিলে তেঁতুল তলায় তোমার পায়ে জুতা ছিল?

জ্বি না।

তাহলে আমার কথা মন দিয়ে শোন। তোমার সঙ্গে যে কুস্তি করেছে তার পায়ে ছিল [illegible]ারের জুতা। জুতার ছাপ আছে মাটিতে। ভূত কি আর জুতা পায় দেয় বলো দেখি?

জমির মিয়ার কোনো ভাবান্তর হলো না। টেনে টেনে নিশ্বাস নিতে লাগল। মৌলানা [illegible]াহেব আসবার আগেই ডাক্তার এসে পড়ল। নিমতলির সোবাহান ডাক্তার। নেত্রকোনায় এক সময় কম্পাউন্ডারি করত এখন পুরো ডাক্তার। রুগীকে ভূতে ধরেছে শুনেই সে তার কালো ব্যাগ খুলে সিরিঞ্জ বের করে ফেলল। কবির মাস্টার বললেন, কিসের ইনজেকশান দিচ্ছ? ডাক্তার সোবাহান হাসি মুখে বলল, কোরামিন সুইয়ের এক গোঁতায় দেখবেন রুগী [illegible]োড়ার মতো লাফ দিয়ে উঠেছে। ওষুধ তো না আগুন।

সেই আগুন ইনজেকশনেও কাজ হলো না। রুগী আরো ঝিমিয়ে পড়ল। সোবাহান ডাক্তারকে তা নিয়ে বিশেষ উদ্বিগ্ন মনে হলো না। সে নিচু গলায় পাশের লোকটিকে বলল, একটা পান দিতে বল তো। মুখটা মিষ্টি হয়ে আছে।

কবির মাস্টার দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন। কি অবস্থা। আশেপাশে কোথাও একজন পাস করা ডাক্তার পর্যন্ত নেই যে জানবে কি হচ্ছে, সমস্যা কোথায়। মৃত্যু নামক কুৎসিত জিনিসটির সঙ্গে যে প্রাণপণ যুদ্ধ করবে। ঠাণ্ডা গলায় বলবে–বীনা যুদ্ধে নাহি দেব সূচাগ্র মেদিনী। এই লোকটির মতো বিরস মুখে পান চিবোবে না।

সোবাহান ডাক্তারের জন্যে জলচৌকি এসেছে। সে জলচৌকি প্রত্যাখ্যান করল। তার আরেক জায়গায় যেতে হবে। জরুরি কল। তার অপেক্ষা ভিজিটের জন্যে। টাকা

Nirjoy

www.BanglaBook.org

আসছে না বলে যেতেও পারছে না। পাশের লোকটিকে খানিকটা আড়ালে টেনে নিয়ে গুজগুজ করে আবার কি সব বলছে। সম্ভবত ভিজিটের কথা।

মৌলানা সাহেব এসে পড়েছেন। অনেক আয়োজন করে তিনি তওবা পড়ালেন। এর তার কিছুক্ষণ পরই জমির মিয়া মারা গেল। তার অল্প বয়স্ক বউটি গড়াগড়ি করে কাঁদছে।

এত অল্প সময়ে এত বড় একটি ঘটনা ঘটে যেতে পারে? মৃত্যু ব্যাপারটা কি এতই সহজ? কবির মাস্টার হতভম্ব হয়ে পড়লেন। তাঁর মনে হলো এ রকম কিছু বোধ হয় ঘটেনি। এটা তাঁর কল্পনা।

শওকত।

জ্বি স্যার।

চল বাড়ি যাই।

শওকত বিস্মিত হলো। এ অবস্থায় মাস্টার সাহেব বাড়ি চলে যেতে চাইবেন এটা বিশ্বাস করা কঠিন। সে কথা বাড়াল না। রাস্তায় নেমে এলো।

শওকত।

জ্বি।

চল তো তেঁতুল তলায় আরেকবার যাই।

আবার যাওনের দরকার কি?

ভূতের কথাটা ঠিক না। ভূত রবারের জুতা পায়ে দেয় না।

যা হওনের হইছে স্যার। অখন ভূত হইলেইবা কি না হইলেইবা কি। বৃষ্টিতে ভিজ্যা লাভ নাই চলেন যাই গিয়া।

কবির মাস্টার আর আপত্তি করলেন না। রাতে তাঁর চেপে জ্বর এলো। বিছানায় ছটফট করতে লাগলেন। শেষ রাতের দিকে চোখ লেগে এসেছিল তখন অদ্ভুত অদ্ভুত সব স্বপ্ন দেখলেন। যেন তিনি মারা গেছেন। তাঁর বাবা মা এসেছেন তাঁকে কোথায় যেন নিয়ে যেতে। তাঁদের মুখ বিষণ্ন। চোখে জল টলমল করছে। তাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন মাথা নীচু করে। কবির মাস্টার খুব আগ্রহ নিয়ে বললেন, দাঁড়িয়ে কেন আপনারা? বসুন।

তাঁরা বসলেন না। দু'জনেই কাঁদতে শুরু করলেন।

স্বপ্ন এই পর্যন্তই। কবির মাস্টার জেগে উঠলেন। ঘামে গা ভিজে গিয়েছে। ক্লান্ত স্বরে ডাকলেন, শওকত ও শওকত।

শওকত উঠল না। পাশ ফিরে আবার নাক ডাকতে লাগল। শেষ রাতের দিকে তার ভালো ঘুম হয়।



শাহানার গায়ে হলুদের দিন তারিখ নিয়ে সমস্যা হচ্ছে।

প্রথম ঠিক হলো সোমবার সকালে। বরের বাড়ি থেকে ঠিক ন'টায় মেয়েরা আসবে। দশটার ভেতর বিদেয় করে দিতে হবে। বিয়ে শুক্রবারে, গায়ে হলুদ এত আগে আগে

Nirjoy

www.BanglaBook.org

•••া ...দের পর কিছু নিয়মকানুন পালন করতে হয়। ঘর থেকে হলুদ দেয়া মেয়ে ••• পারে না। ছেলেদের দিকে তাকাতে পারে না। বর পক্ষের কেউ কিছু শুনলেন ... একটিই কথা সোমবারই হবে। এবং ন'টার সময়ই হবে।

...র্যের ব্যাপার হচ্ছে সোমবার খুব ভোরে তাঁরা জানালেন একটা বিশেষ ঝামেলা ••• হলুদ হবে মঙ্গলবার বিকেলে। ঠিক তিনটার সময় তাঁরা আসবেন চারটার মধ্যে ••• দিতে হবে। শেষ পর্যন্ত সেই দিনও বদলান। ঠিক হলো বুধবার সকাল।

...লু খুব বিরক্ত হলো। বরের চাচাকে বলেই ফেলল, আপনার মন ঠিক করুন। ••• চাচা মনে হলো এই কথায় খুব অপমানিত বোধ করলেন। গলার স্বর চট করে ••• ফেলে বললেন, অসুবিধা আছে বলেই তো বদলানো হচ্ছে। শখ করে নিশ্চয়ই ...াচ্ছি না।

...লোক মুখ অন্ধকার করে রইলেন। চা নাস্তা কিছুই মুখে দিলেন না। যাবার সময় ••• ভদ্রতায় বিদায়ও পর্যন্ত নিলেন না। নীলু খুব অপ্রস্তুত বোধ করল।

...নোয়ারা তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, ক্যাট ক্যাট করে এ কথাগুলি না বললে হতো না ...মা?

...লার ইচ্ছা ছিল না মা। মুখ ফসকে বলে ফেলেছি। এমন কিছু অন্যায় কথাও কিন্তু ...লি নি।

আমাকে ন্যায়-অন্যায় শিখাতে এসো না। বয়স কম হয়নি। ন্যায় অন্যায় চিনি। ...মরা সবাই চাও বিয়েটা নিয়ে একটা ঝামেলা হোক। ভালোয় ভালোয় এটা পার করি ... চাও না।

নীলু চুপ করে গেল। মনোয়ারা চুপ করলেন না। তাঁর স্বভাব মতো কথা বলতেই ...গলেন। শেষের দিকে তাঁর কথায় মনে হতে লাগল যেন নীলু আগের থেকে সব ...ঠাক করে বর পক্ষীয়দের সঙ্গে এই ঝামেলাটা বাধিয়েছে। এক পর্যায়ে শাহানা কড়া ...লায় বলল, তুমি যদি এই মুহূর্তে চুপ না করো তাহলে কিন্তু আমি একটা কাণ্ড করব।

কি কাণ্ড করবি?

সেটা যখন করব তখন বুঝবে। এখন বল চুপ করবে কি না। শুধু শুধু ক্যাচক্যাচ ...রে বাড়ি সুদ্ধ সবার মাথা ধরিয়ে দিয়েছে।

মনোয়ারার রক্ত চড়ে গেল। তিনি নিতান্তই অবান্তর সব কথা বলতে লাগলেন। যার ...ধ্যে একটি হচ্ছে নীলুদের পরিবার হচ্ছে ছোটলোকের পরিবার। তিন বছর পর মা ...য়েকে দেখতে এসেছিল খালি হাতে। একটা বিসকিটের প্যাকেট পর্যন্ত ছিল না। ...রিবারের আছর যাবে কোথায়? মা'র যেমন ছোট মন মেয়েরও তেমনি হয়েছে। ...নুষের ভালো দেখতে পারে না। ইত্যাদি।

এইসব কথাবার্তার কোনোরকম জবাব দেয়া অর্থহীন। নীলু রান্না চড়িয়ে দিয়ে ...াণপণে ভাবতে লাগল সে এখন কিছুই শুনছে না। কিন্তু মনোয়ারা নীলুর একটি দুর্বল ...ায়গায় আঘাত করেছেন। যা তিনি প্রায়ই করেন। নীলুর মা খালি হাতে মেয়েকে দেখতে এসেছিলেন। এই কথা নীলুকে অতীতে লক্ষ বার শুনতে হয়েছে। বাকি জীবনে ...তো আরো আরো কয়েক লক্ষ বার শুনতে হবে।

হোসেন সাহেব নিঃশব্দে রান্নাঘরে উঁকি দিলেন। নিচু গলায় ডাকলেন, বৌমা।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

নীলু স্বাভাবিক স্বরে বলল, চা লাগবে বাবা?

না মা চা-টা কিছু না। তোমার শাশুড়ি কি সব শুরু করেছে। কিছু মনে করো ৪ গো লক্ষ্মী ময়না।

আমি কিছু মনে করিনি।

যে সব সে বলছে ওগুলি তার মনের কথা না।

নীলু জবাব দিল না। তার চোখে পানি এসে গিয়েছে। এই স্নেহময় অসংখ্যবার তার চোখে পানি এনে দিয়েছেন। এই ভালোবাসার তেমন কোনো প্রতি নীলু কি দিতে পেরেছে?

তোমার শাশুড়ি হচ্ছে তোমার মেয়ের মতো বুঝলে মা। মেয়ের উপর কি আর করা যায় বলো? কথা বলছ না কেন? রাগ করা যায়?

না যায় না। আপনাকে চা করে দেই?

দাও।

রাতে ঘুমুতে যাবার সময় সফিক হাই তুলে বলল, মা'র সঙ্গে নাকি তুমুল এ যুদ্ধ করলে?

হ্যাঁ করলাম। খবরটা তোমাকে দিল কে?

টুনী দিয়েছে। বাতি নেভাও। শোনো মা'র সঙ্গে আর একটু মানিয়ে চলতে পা না? বুড়ো মানুষ, কিছু একটা বললেই যদি কোমর বেঁধে ঝগড়া শুরু করো তাহলে মুশকিল।

নীলু বাতি নিভিয়ে দিল।

গা ঘামে চট চট করছিল অনেকখানি সময় নিয়ে গোসল করল। চুল ভেজাবে ভেজাবে না করেও চুল ভেজাল। নির্ঘাৎ ঠাণ্ডা লাগবে। কিন্তু বাথরুম থেকে বেরুতে ই করছে না। ইচ্ছা করছে শাওয়ারের নিচে সারারাত মাথা ধরে রাখতে। যাতে মনের গ্লানি জলধারার সঙ্গে ধুয়েমুছে যায়। কিন্তু তা কি আর যায়? যায় না। গ্লানি থেকেই যা

শাহানার ঘরে বাতি জ্বলছে। আজকাল অনেক রাত পর্যন্ত তার ঘরে বাতি জ্বলে। সে কি ইচ্ছে করেই জেগে থাকে না তার ঘুম আসে না? বিয়ে ঠিক হওয়া মেয়েকে এক একা ঘুমুতে দিতে নেই। কিন্তু শাহানাকে দিতে হচ্ছে। সে তার মা'র সঙ্গে ঘুমুতে রাজি না।

অবশ্যি তার ঘরের একটি চৌকিতে বাবলু ঘুমায়। তাকে কি মানুষের মধ্যে গণ্য করা যায়? বোধহয় যায় না। সে বাস করে ছায়ার মতো। ক'দিন ধরে জ্বর যাচ্ছে কি একটি কথাও কাউকে বলেনি। সফিক প্রথম লক্ষ করল এবং বেশ কিছু কড়া কড়া কথা শোনাল। সে সব কথার সারমর্ম হচ্ছে–এই ছেলেটা কোনো আসবাবপত্র না। এও একটি মানুষ।

বাতি জ্বলছে রান্নাঘরেও। রফিক ফিরেছে বোধ হয়। ঘুমুবার আগে সে এক কাপ চা খায়। এতে নাকি তার সুনিদ্রা হয়। নীলু এগুলো রান্নাঘরের দিকে। চিরকাল সে শুনে এসেছে চা খেলে ঘুম কমে যায়, রফিকের বেলায় উল্টো।

রান্নাঘরে রফিককেই পাওয়া গেল। চা নয়, প্লেটে ভাত নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে

Nirjoy

www.BanglaBook.org

খাওয়া। ঠাণ্ডা কড়কড়া ভাত। বড় বড় নলা মেখে মুখে দিচ্ছে। নিশ্চয়ই প্রচুর ক্ষিধে।

শারমিনকে দেখে রফিক অপ্রস্তুতের ভঙ্গিতে হাসল।

খাটা কেমন খাওয়ার নমুনা রফিক? শারমিনকে বললেই সে গরম-টরম করে দিত।

ও ঘুমুচ্ছে। বেকার মানুষ বউকে রাত দুপুরে ঘুম ভাঙাই কি করে?

আমাকে ডাকতে। যাও টেবিলে গিয়ে বসো। আমি গরম করে আনছি।

আমার খাওয়া শেষ, কাজেই তোমাকে কিছুই করতে হবে না। ঘুমুতে যাও।

এত রাত পর্যন্ত বাইরে কি করছিলে?

নাথিং। তুমি আবার এখন উপদেশ দিতে শুরু করলে ঝামেলা হয়ে যাবে। যা বলছ

শোন করো, ঘুমুতে যাও।

চলো একসঙ্গেই যাওয়া যাক।

আমার দেরি হবে। চা খাব।

রফিক চায়ের পানি বসাল। এঁটো থালা-বাসন পরিষ্কার করল। নীলু তাকিয়ে আছে।

বেশ মজা লাগছে তার।

ড্যাব ড্যাব করে কি দেখছ ভাবী?

তোমার ঘরকন্না দেখছি। এক হাতে প্লেট পরিষ্কার করার এই কায়দা কোথায় শিখলে?

সব কিছু কি ভাবী শিখতে হয়! কিছু বিদ্যা মানুষ সঙ্গে নিয়েই জন্মায়। তুমিও কি

চা খাবে?

না।

আমি কিন্তু দু'জনের পানি দিয়েছি।

তুমি নিজেই দু'কাপ খাও। ভালো ঘুম হবে।

রফিক চা বানাতে পারল না। ঘরে চায়ের পাতা নেই। নীলুর খুবই খারাপ লাগতে লাগল। বেচারা এত কষ্ট করে পানিটুকুনি গরম করেছে।

স্যরি রফিক। আমি খেয়াল করিনি।

স্যরি হবার কোনোই কারণ নেই ভাবী। আজকের দিনটিই আমার জন্য খারাপ। যে কাজ করতে গিয়েছি প্রতিটি ভণ্ডুল হয়েছে।

মোড়ের চায়ের দোকানটা খোলা আছে না? ওখান থেকে খেয়ে আসো।

দরজা খুলে দেবে কে?

আমি জেগে থাকব।

রফিক সঙ্গে সঙ্গে রওনা হলো। তার মুখ হাসি হাসি। নীলু বসার ঘরে অপেক্ষা করতে লাগল। একবার যখন বের হয়েছে এত সহজে ফিরবে না। শাহানার ঘরে এখনো বাতি জ্বলছে। একবার উঁকি দিয়ে দেখলে হয়। কিন্তু কেমন আলসী লাগছে। উঠতে ইচ্ছা করছে না।

মাঝে মাঝে এমন আলসেমী লাগে। কোনো কিছুই করতে ইচ্ছা করে না। তারও কি বয়স হয়ে যাচ্ছে? হচ্ছে তো নিশ্চয়ই কিন্তু কেন জানি তা মেনে নিতে ইচ্ছা করে না। আয়নায় নিজেকে দেখলে মনে হয় কই বয়স তো কিছুই বাড়েনি। সুন্দর একটি মায়াভরা

Nirjoy

www.BanglaBook.org

মুখ। ঘন কালো চোখ। এই চোখ নিয়ে কত কাণ্ড। তাদের কলেজের ইংরেজির স্যার আফতাব উদ্দিনের কাছে গিয়েছে পার্সেন্টেজ দিতে। ক্লাসে দেরি করে এসেছিল সেজন্য দেয়া হয়নি। আফতাব স্যার রেজিস্ট্রার খাতা খুলে বললেন, তোমার ক'টা পার্সেন্টের দরকার বলো তো? মোটে একটা? নীলু বিস্মিত হয়ে তাকাতেই তিনি বললেন, বাহ্ তোমার চোখ তো ভারি সুন্দর! ভালো করে তাকাও আমার দিকে। এই বলেই কী বুঝবার আগেই গালে হাত দিয়ে নীলুর মুখ তাঁর দিকে ফিরিয়ে দিলেন। তখন নির্জন হয়ে গেছে। কমন রুমে একটি মানুষ নেই। আফতাব স্যার তাকাচ্ছেন অদ্ভুত চোখে। কি সর্বনাশা কাণ্ড! প্রতিটি মেয়ের জীবনেই এরকম দু'একটা ঘটনা ঘটে যা চিরকাল গোপন রাখতে হয়। কোথায় এখন আফতাব স্যার কে জানে। কি সুন্দর ভরাট গলায় শেক্সপীয়ার পড়াতেন। এখনো কানে বাজে।

Tell them that God bid's us do goods for evil.
And thus I clothe my naked villainity
With odd old ends stol'n forth of holy writ.
And seem a saint when most I play the devil.

কিং রিচার্ড দ্য থার্ড। আচ্ছা তার যদি আফতাব স্যারের সঙ্গে বিয়ে হতো তাহলে কেমন হত? জীবনটা নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ অন্য রকম হতো। টুনী জন্মাত না। অন্য কোনো মেয়ে জন্মাত কিংবা কোনো ছেলে। এখন সে যেমন টুনীকে ভালোবাসে সেই ছেলে বা মেয়েটিকে সে তেমনই ভালোবাসত। বাসত না?

ভাবী। একা একা বসে আছ কেন?

শাহানা বের হয়ে এসেছে। একটা সাদা চাদর এমনভাবে গায়ে জড়িয়েছে যে অদ্ভুত লাগছে দেখতে।

কথা বলছ না কেন ভাবী?

রফিকের জন্যে বসে আছি। রফিক দোকানে চা খেতে গিয়েছে। ঘরে চা ছিল না।

ছিল না তবু খেতেই হবে? ছেলে হবার কত মজা দেখলে ভাবী। একটা ছেলে যা চাইবে সবাই তাকে তা করতে দেবে। কিন্তু একটা মেয়েকে দেবে না।

আমি দেব। তুমি যদি এখন বাইরে চা খেতে যেতে চাও আমার কোনো আপত্তি নেই যেতে পারো।

শাহানা গম্ভীর হতে গিয়ে হেসে ফেলল। নীলু হাসল। শাহানা বলল, তুমি শুয়ে পড়ো আমি দরজা খুলে দেব। আমার ঘুম আসবে না। রাতে আমি প্রায় জেগেই থাকি। দিনে ঘুমাই।

অভ্যেসটা ভালো, বিয়ের পর তাহলে আর খুব কষ্ট হবে না।

কষ্ট হবে না কেন?

বিয়ের পর অনেক দিন পর্যন্ত স্বামী নামক জিনিসটি বৌদের রাতে ঘুমুতে দেয় না।

শাহানা কিছু বলল না। নীলু লক্ষ করল মেয়েটির ফর্সা গাল টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। কথাগুলি বলা ঠিক হয়নি। নীলুর লজ্জা লাগতে লাগল। এত বাচ্চা মেয়ে। জীবন সম্পর্কে কোনো বোধ পর্যন্ত জন্মায়নি। এত তাড়াতাড়ি বিয়ের ব্যবস্থা করা ঠিক হয়নি।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

দাঁড়িয়ে আছ কেন শাহানা, বোসো।

শাহানা বসল না। দাঁড়িয়েই রইল। রফিক এখনো আসছে না। এক ঘন্টার মতো হয়ে গেল। কি যে সে করে।



বাহান্নটা কার্ড বাহান্ন রকম।

দর্শকরা হাতে নিয়ে পরীক্ষা করবেন। তারপর ফিরিয়ে দেবেন ম্যাজিশিয়ানকে। ম্যাজিশিয়ানের হাতে নয়, টেবিলে রাখা একটি চারকোনা বাক্সে। ম্যাজিশিয়ান দূর থেকে মন্ত্র পড়বেন। ম্যাজিক ওয়ার্ড দুলাবেন ওস্নি বাহান্নটি তাস হয়ে যাবে বাহান্নটি সাহেব। খেলার আসল মজাটা হচ্ছে ম্যাজিশিয়ান একবারও হাত দিয়ে তাস ছুঁবেন না। তিনি দাঁড়িয়ে থাকবেন দূরে। কাজেই দর্শকরা একবারও ভাববে না এর মধ্যে হাত সাফাইয়ের কাজ আছে। অসাধারণ একটি খেলা তবে পুরোপুরি যান্ত্রিক। ম্যাজিশিয়ানের করবার কিছু নেই। যা করবার স্প্রিং লাগানো কাঠের বাক্সটাই করবে। তাসের প্যাকেট রাখা মাত্র তা চলে যাবে লুকানো একটি খোপে। উপরে উঠে আসবে আগে থেকে রাখা এক প্যাকেট তাস। তাসের বদলে অন্য কিছুও উঠে আসতে পারে। একটি ডিম উঠে আসতে পারে। ছোট্ট চড়ুই ছানা উঠে আসতে পারে। কিন্তু তা করা ঠিক হবে না। তাহলে দর্শকরা ভাববে কাঠের বাক্সেই কিছু একটা আছে। তখন তারা বাক্স পরীক্ষা করতে চাইবে। তাসের বদলে যদি তাস আসে তাহলে কোনো সমস্যা হবে না। দর্শকরা ভাববে গণ্ডগোলটি তাসে। তারা ব্যস্ত থাকবে তাস পরীক্ষায়। ম্যাজিক হচ্ছে মনস্তত্ত্বের খেলা।

আনিস স্প্রিং দেয়া বাক্সটি নিজেই বানিয়েছে কিন্তু ঠিকমত কাজ করছে না। ডালা নেমে আসার সময় ঝপ করে শব্দ হচ্ছে। শুধু তাই নয় সব সময় নামছেও না। স্প্রিংটা আরো শক্ত করে সেই ত্রুটি দূর করা যায় কিন্তু তাতে ঝপ শব্দ আরো বেড়ে যায়। এই মুহূর্তে সেই শব্দ সমস্যার কোন সমাধান মনে আসছে না।

শাহানা অনেকক্ষণ থেকেই ছাদে হাঁটছে। আনিসকে লক্ষ করছে। কিন্তু আনিস একবারও তাকাচ্ছে না। কেউ একজন যে ছাদে আছে এই বোধটুকুও সম্ভবত তার নেই। শাহানা দরজার পাশে এসে দাঁড়াল। হাল্কা গলায় ডাকল, আনিস ভাই।

আনিস অবাক হয়ে বলল, কি ব্যাপার অসময়ে?

অসময়ে মানে? আপনার এখানে কি পঞ্জিকা দেখে আসতে হবে?

না তা হবে না। ভেতরে আসব?

আসতে বললে হয়তো আসব। আগে বলুন।

আসো। ভেতরে আস।

আপনি বাক্স হাতে নিয়ে কি করছেন? ধ্যান করছেন নাকি? অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ্য

Nirjoy

www.BanglaBook.org

করছি। একবার দেখি বিড়বিড় করে কথা বলছেন। কার সঙ্গে কথা বলছেন? ধা। সঙ্গে?

দাঁড়াও তোমাকে ব্যাপারটা বলি। এই বাক্সটাকে বলে টু ওয়ে বাক্স। কম্পার্টমেন্ট আছে। একটা দেখা যায় অন্যটা দেখা যায় না।

আনিস দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে ফেলল। স্প্রিংটা কিভাবে কাজ করে সেটা দেখ বর্তমানে কি সমস্যা হচ্ছে সেটা বুঝাতে চেষ্টা করল। শাহানা গভীর মনোযোগে তা আছে। যেন সব কিছু পরিষ্কার বুঝতে পারছে। আনিস বলল, কত সহজ টেকা কেমন চমৎকার একটা কৌশল দেখলে?

হ্যাঁ দেখলাম। আপনি কথা বলার সময় আমি একটা কথাও বলিনি, চুপ শুনেছি। এখন আমি কিছুক্ষণ কথা বলব আপনি চুপ করে শুনবেন। আমার কথা না হওয়া পর্যন্ত মুখ খুলবেন না। হুঁ হুঁ কিছুই বলবেন না।

আনিস অবাক হয়ে তাকাল। শাহানার চোখ জ্বলজ্বল করছে। মুখ রক্তাভ। গ স্বর গাঢ়। ব্যাপারটা কি?

আনিস ভাই।

বলো।

শুক্রবারে আমার বিয়ে আপনি তো জানেন। আপনাকে কার্ড দেয়া হয়েছে না?

হয়েছে।

এখন আপনি যদি মনে করেন আপনার সাহস আছে তাহলে আমি আপনার সং অন্য কোথাও চলে যেতে পারি। কোর্টে কিভাবে নাকি বিয়ে করে আমি তো কিছু জা না, আপনিই ব্যবস্থা করবেন। আমার কাছে চারশ টাকা আছে।

আনিস হতভম্ব হয়ে গেল। কি বলছে শাহানা? সুস্থ মাথায় বলছে না অন্য কিছু?

আনিস ভাই আমি একটা স্যুটকেস গুছিয়ে রেখেছি। আপনি আপনার দরকা জিনিসগুলি গুছিয়ে নিন।

এসব তুমি কি বলছ শাহানা?

আপনি কি চান না আমি সারাজীবন আপনার সঙ্গে থাকি?

চাইলেই কি সব হয়? আমি তোমাকে নিয়ে যাব কোথায়? কি খাওয়াব তোমাকে?

শাহানা উঠে দাঁড়াল। শান্ত স্বরে বলল, আনিস ভাই আমি যাচ্ছি।

শাহানা শোনো, একটা কথা শোনো।

শাহানা দাঁড়াল না। সিঁড়ি ভেঙে দ্রুত নেমে গেল। আনিস সন্ধ্যা পর্যন্ত তার ঘরে বসে রইল। সন্ধ্যা মেলাবার পর নিচে নেমে এলো। বারান্দায় নীলু কি যেন করছে। আনিসকে দেখেই বলল, তোমার কি শরীর খারাপ নাকি আনিস?

জ্বি না।

চোখ-মুখ বসে গিয়েছে।

মনটা ভালো নেই ভাবী। বারান্দায় কি করছেন?

কিছু করছি না। তুমি আমাকে দু'টা মোমবাতি এনে দিতে পারবে? আমাদের বাড়িতে ইলেকট্রিসিটি নেই।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

ঝালিস মোমবাতি আনতে গেল। মোমবাতি এনে দেখল ইলেকট্রিসিটি এসে গেছে। । বাড়ি আলোয় আলোয় ঝলমল করছে। একটি রিকশায় করে কারা যেন এসেছে,
ঃ নীলু ভাবীর মা। বিয়ে বাড়ির লোকজন আসতে শুরু করেছে। করাই তো ।। ঝালিস মন্থর পায়ে দোতলায় উঠে এলো।

েমন কোনো ঝামেলা ছাড়াই শাহানার বিয়ে হয়ে গেল। বড় সমস্যা ছিল বিয়ের ের সমস্যা। তার সমাধান হলো অদ্ভুতভাবে। হোসেন সাহেব, কবির মাস্টারকে সঙ্গে গিয়েছিলেন রফিকের শ্বশুর রহমান সাহেবকে দাওয়াত দিতে। দু'জনই ভেবে ছিলেন পরিচয় পর্ব খুব সুখকর হবে না। হোসেন সাহেব আসতে চাননি। তিনি বার বলছিলেন, ছোট বৌমা আগে যাক বাবার সঙ্গে ঝগড়া মিটিয়ে আসুক তারপর আমি । মনোয়ারা বিরক্তিতে মুখ কুঁচকেছেন, ছোট বৌমা যেতে চাচ্ছে না তাকে জোর করে াঠাব?

তাকে জোর করে পাঠাবে না তাহলে আমাকে জোর করে পাঠাচ্ছ কেন?

বাজে কথা বলবে না। তৈরি হও, কবির ভাই যাবে তোমার সাথে। কথাবার্তা যা লবার সেই বলবে, তুমি চুপ করে থাকবে।

তাহলে আমার যাবার আর দরকারইবা কি?

আবার বাজে কথা?

হোসেন সাহেব চুপ করে গেলেন। দাওয়াতের চিঠি হাতে এমনভাবে বের হলেন েন ফাঁসিকাঠে ঝুলবার জন্যে যাচ্ছেন। ইয়া মুকাদ্দেমু পড়ে ডান পা ফেললেন। ায়াতুল কুরসি পড়ে বুকে ফুঁ দিলেন। দোয়ার কারণেই হোক বা অন্য কোনো কারণেই োক রফিকের শ্বশুর হোসেন সাহেবকে জড়িয়ে ধরলেন। আন্তরিক স্বরে বললেন, ামার এত সৌভাগ্য এত বড় মেহমান আমার ঘরে। আদর-যত্নের চূড়ান্ত করলেন ভদ্রলোক। নিজের মেয়ের কথা একবারও জিজ্ঞেস করলেন না। কবির মাস্টার সে প্রসঙ্গ লতেই তিনি তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, আমার মেয়ের সঙ্গে যা বোঝাপড়া তা ামাকেই করতে দিন। ঐটা বাদ থাক। আপনি আপনার নীলগঞ্জের ব্যাপারটা বলুন। এই বয়সে একটা শক্ত কাজ হাতে নিলেন।

যখন বয়স কম ছিল তখন এইসব চিন্তা মাথায় আসেনি। এখন এসেছে। এখন কি য়সের কারণে ঐ চিন্তা বাদ দেয়া ঠিক হবে?

মোটেই ঠিক হবে না। বয়স কোনো ব্যাপার নয়।

আপনি আমার মনের কথাটা বলেছেন বেয়াই সাহেব।

একদিন যাব আপনার নীলগঞ্জ দেখতে।

ইনশাআল্লাহ। বড় খুশি হলাম বেয়াই সাহেব। বড় খুশি হলাম।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

শাহানার বিয়েতে তিনি থাকতে পারবেন না বলে খুব দুঃখ করলেন কারণ পরশু সন্ধ্যায় তাঁকে ব্যাংকক যেতে হচ্ছে। কিছুতেই থাকা সম্ভব নয়।

বুঝলেন বেয়াই সাহেব, একদিন আগে জানতে পারলেও ব্যাংককের মিটিং ক্যানসেল করতাম। এখন তো সম্ভব না। আপনি কিছু মনে করবেন না।

তাঁরা উঠে আসবার সময় রহমান সাহেব বেশ বিব্রত মুখেই একটি খাম এগিয়ে দিলেন। নরম স্বরে বললেন, এটা দিতে খুবই লজ্জা পাচ্ছি। নিজের হাতে কোনো এক গিফট দেয়া দরকার ছিল। এত অল্প সময়ে কিছু কেনা সম্ভব নয়। আপনার মেয়েকে বলবেন সে যেন নিজের পছন্দমত ভালো একটা কিছু কেনে।

বাড়ি ফেরার পথেই খাম খোলা হলো। দশ হাজার টাকার একটা ক্রসড চেক। অবিশ্বাস্য ব্যাপার। হোসেন সাহেব ভেবেছিলেন চেক দেখে মনোয়ারা রেগে যাবেন ক্যাট ক্যাট করে বলবেন, এত বড় সাহস আমাকে টাকা দেখাচ্ছে! টাকার গরম আমার কাছে?

আশ্চর্যের ব্যাপার–সে রকম কিছু হলো না। মনোয়ারা একটি কথাও বললেন না। ঐ টাকায় শাহানাকে কিছু কিনে দেয়া হলো না। পুরোটাই খরচ হলো বিয়েতে। আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা হল। খাবারের মেনুতে আগে টিকিয়া ছিল না এখন টিক্কা এবং দৈ-মিষ্টি যোগ হলো। ছেলেকে যে আংটি আগে দেবার কথা ছিল তার চেয়ে অনেক ভালো একটা আংটি কেনা হলো। মনোয়ারার ইচ্ছা ছিল স্যুটের কাপড় আরেকটু ভালো দেয়। কিন্তু আগেই কাপড় কিনে দরজির দোকানে দিয়ে দেয়া হয়েছে বলে সেটা সম্ভব হলো না।

শাহানা বিয়ের সমস্ত অনুষ্ঠানটি খুব সহজভাবেই পার করল। মনোয়ারা ভেবেছিলেন মেয়ে কেঁদেকেটে বিশ্রী একটা কাণ্ড করবে। সে রকম কিছু হলো না। শাহানার আচরণ সহজ এবং স্বাভাবিক। একবার শুধু নীলুকে বলল, ভাবী আনিস ভাইকে একটু ডেকে আনবে, কথা বলব।

নীলু বিরক্ত স্বরে বলল, এখন ওর সঙ্গে কথা বলবে মানে? কি কথা?

তেমন কিছু না। ঠিকমত খাওয়া-দাওয়া করেছে কি না।

ঐ সব নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।

আচ্ছা যাও ভাবব না।

শাহানা মিষ্টি করে হাসল। বিয়ের সাজে আজ তাকে তেমন সুন্দর লাগছে না। কেমন যেন জবরজং দেখাচ্ছে। গা ভর্তি গয়না। ফুলে-ফেঁপে আছে জমকালো শাড়িতে। ঠোঁটে কালচে রঙের লিপস্টিক। একেবারেই মানাচ্ছে না। একদল মেয়ে তাকে ঘিরে আছে। এরা অকারণে হাসছে। এদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে হাসছে শাহানা। এক একবার হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ছে। দৃশ্যটি কেমন যেন ভালো লাগে না। নীলু এক সময় শাহানাকে একে পাশে নিয়ে নিচু গলায় বলল, এত হাসছ কেন?

হাসির গল্পগুজব হচ্ছে তাই হাসছি। কেন ভাবী আমার হাসায় কোনো বাধা আছে?

শাহানার গলার স্বরও যেন অন্য রকম। কঠিন এবং কিছু পরিমাণে কর্কশ। নীলু আর কিছু বলল না। শাহানা ফিরে গিয়ে আরো শব্দ করে হাসল।

Nirjoy

www.BanglaBook.org



বিয়ের প্রথম কিছুদিন ঘোরের মধ্যে কেটে যায়। অনেকগুলি ঘটনা একসঙ্গে এবং পর পর ঘটে। অনেকটা স্বপ্ন দৃশ্যের মতো। নিজের জীবনেই ঘটছে অথচ যেন নিজের জীবনে ঘটছে না। এটা যেন অন্য কারো জীবন।

বিয়ের রাতটি নিয়ে শাহানার অনেক রকম দুশ্চিন্তা ছিল। না জানি কি হয়, না জানি কি ঘটে। বাসররাত নিয়ে কত রকম গল্প সে বন্ধুদের কাছ থেকে শুনেছে। কিছু কিছু অংশ মিষ্টি। বার বার শুনতে ইচ্ছে করে। গল্পের বইয়েও এই রাতের কত সুন্দর সুন্দর বর্ণনা আছে। অপরাজিতায় কি সুন্দর বর্ণনা। অপুর সঙ্গে তার স্ত্রীর প্রথম দেখা। ছোট ছোট কথা বলছে দু'জনে। কত দ্রুত বন্ধুত্ব হচ্ছে দু'জনের মধ্যে। আবার সম্পূর্ণ অন্য জীবনের গল্পও আছে। নারী জীবনের চরম অবমাননার গল্প। গ্লানি ও পরাজয়ের গল্প। সেখানে ভালোবাসা নেই অন্য কিছু আছে।

শাহানার বেলায় এর কোনোটাই হলো না। জহির এলো রাত একটার দিকে। তার মুখ দেখে মনে হল সে খুব বিরক্ত। জহিরের বড় বোনের গলা শোনা যাচ্ছে। খুব চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কি যেন বলছে অন্য সবাই তাকে সামলাতে চেষ্টা করছে। বড় রকমের ঝগড়া হচ্ছে। শাহানার একবার ইচ্ছে হলো জিজ্ঞেস করি কি নিয়ে ঝগড়া? সে অবশ্যি জিজ্ঞেস করল না। খাটে হেলান দিয়ে বসে রইল। তার ঘুম পাচ্ছিল। আবার একই সঙ্গে মাথার যন্ত্রণা হচ্ছিল। ভোঁতা ধরনের ব্যথা। সারা দুপুর ঘুমুলে যেমন ব্যথা হয় তেমন।

জহির নিজে কিছু বলল না। লাগোয়া বাথরুমে ঢুকে হাত-মুখ ধুতে লাগল। এই সময় বাইরের হৈচৈ আরো বেড়ে গেল, মোটা পুরুষালী গলায় কে একজন বলছে, এসব আমি টলারেট করব না। যথেষ্ট টলারেট করেছি। তার পরপরই ঝনঝন করে কি যেন ভাঙল। জহির বাথরুম থেকে বের হয়ে এসেছে। সে অসহায় ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল কিছু বলবে না বলবে না করেও শাহানা বলল, কি হয়েছে?

একটা পুরানো পারিবারিক ঝগড়া। উৎসবউৎসবের দিনে এই ঝগড়াগুলি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। আজ এসব শুনে দরকার নেই। পরে শুনব। তুমি থাকো কিছুক্ষণ একা একা, আমি এক্ষুণি সব মিটিয়ে দিয়ে আসছি। স্যরি এবাউট ইট।

অপেক্ষা করতে করতে কখন যে শাহানা ঘুমিয়ে পড়েছিল সে নিজেই জানে না। জহির তাকে আর জাগায়নি। বিয়ের প্রথম রাতটি সে ঘুমিয়ে পার করে দিল। নিজকে কেমন যেন অপরাধী মনে হচ্ছিল। ভোরবেলা জেগে উঠে দেখে জহির পাশের ইজিচেয়ারে বসে। অঘুম জনিত কারণে তার চোখ ঈষৎ রক্তাভ। জহির বলল, ঘুম ভালো হয়েছে শাহানা?

শাহানা জবাব দিল না।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

তুমি এত তৃপ্তি করে ঘুমুচ্ছিলে যে জাগাতে মন চাইল না।

শাহানার খুব ইচ্ছে করল জিজ্ঞেস করে আপনি ঘুমুননি? জিজ্ঞেস করতে পা লজ্জা লাগল।

জহিরের বড় বোনের নাম আসমানী। কাল রাতে যে মেয়ে এত কাণ্ড করে ভোরে তাকে দেখে তা কে বলবে। খুব হাসিখুশি। যেন কিছুই হয়নি। শাহা ধরে বাড়ি দেখাচ্ছে। হড়বড় করে কত কথা বলছে–

কত বড় বারান্দা দেখলে শাহানা? ফুটবল খেলা যায় তাই না? অনেকেই বলে বড় বারান্দা একটা ওয়েস্টেজ। আমার তা মনে হয় না। ছোট বারান্দার বাড়ি আমার দমবন্ধ হয়ে আসে। তোমার আসে না?

না। আমার জীবন কেটেছে ছোট বারান্দার বাড়িতে।

এখানে কিছুদিন থাকলে আর ছোট বারান্দার বাড়িতে থাকতে পারবে না। বন্ধ হয়ে আসবে। এসো শাহানা লাইব্রেরি ঘরটা তোমাকে দেখাই। তোমার তো গল্পের বইয়ে খুব নেশা।

কে বলল আপনাকে?

কেউ বলেনি। একবার তোমাদের বাসায় গিয়ে দেখি বই পড়ছ আর চোখে আঁচল

শাহানা কিছু বলল না। আসমানী হাসতে হাসতে বলল, গল্প-উপন্যাসের নায়িকাদের সুখ-দুঃখে যারা কাতর তারা সাধারণত নিজেদের সুখ-দুঃখের ব্যা উদাসীন হয়। এ রকম হয়ো না। নিজের সুখ নিজে আদায় করে নেবে। বুঝতে পা পারছি।

জহির অবশ্যি খুবই ভালো ছেলে সুখ তুমি পাবে। যথেষ্টই পাবে এ নিয়ে সঙ্গে এক লক্ষ টাকা বাজি রাখতে পারি। রাখবে বাজি?

শাহানা হেসে ফেলল। আসমানী প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, কাল রাতে বড় রকমের ঝগড়া হয়েছে তুমি কিছু কিছু বোধহয় শুনেছ। জহির কি কিছু বলেছে?

না।

সত্যি বলেনি?

না। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

ও আচ্ছা। তুমি কি শুনতে চাও?

জি না আমি শুনতে চাই না।

আসমানী অবাক চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে সহজ স্বরে বলল, শুনতে চাইলেও তুমি শুনবে। অন্য কারো কাছ থেকে শোনার চাইতে আমার কাছ থে শোনো-ঝামেলাটা বাড়ি নিয়ে। এই বাড়ি আমি চাই কিন্তু বাবা আমাকে দিতে রাজি ঢাকায় বাবার আরো দু'টি বাড়ি আছে, সে দু'টি বাবা জহিরকে দিয়ে দিক। তা বে না। বাবা আমার কোনো কথাই শুনতে চাচ্ছে না। জহির যেমন তাঁর ছেলে আ তেমনি তাঁর মেয়ে। আমি তো নদীর পানিতে ভেসে আসি নি। তাই না শাহানা?

তা তো ঠিকই।

শোনো শাহানা, তোমার কাছে অনুরোধ পারিবারিক এই ঝামেলায় তুমি নিরপে থাকবে। এবং আমার মন খুব ছোট এইসব ভাববে না। আমার মন ছোট না। তবে আ

Nirjoy

www.BanglaBook.org

আপনার ছেড়ে দেবার মেয়েও না। আই উইল ফাইট টু দি লাস্ট। এসো তোমাকে বাগানটা দেখাই। খুব সুন্দর বাগান।

বাগান সত্যিই খুব সুন্দর। দু'টি গোলাপ ঝাড় বাগান আলো করে আছে। শাহানা মুগ্ধ কণ্ঠে বলল, বাহ্ কি সুন্দর! আসমানী চাপা গলায় বলল, এই বাগানের প্রতিটি গাছ চারা আমার লাগানো। কোনটিতে কবে ফুল ফুটল সব আমার ডাইয়েরিতে লেখা আছে। এ বাড়িতে কারো বাগানের শখ ছিল না। এই শখ আমার। চল ছাদে যাই, ওখানে কত ধরনের অর্কিড আছে। কত কষ্ট করে একেকটা জোগাড় করেছি। একবার অর্কিড আনতে গিয়ে দু'টি খারাপ লোকের পাল্লায় পড়েছিলাম। ভাগ্যগুণে বেঁচে গেছি।

আসমানী ছোট্ট একটি নিশ্বাস ফেলল। শাহানার খুব ভালো লাগল মেয়েটিকে। কথা বলার কি সহজ-স্বাভাবিক ভঙ্গি।

হাত ধরে ধরে হাঁটছে। যেন কত দিনকার পুরানো বন্ধু। অথচ এই মেয়েই কি কর্কশ গলায় কাল রাতে ঝগড়া করছিল। আজও হয়তো করবে। একজন মানুষের অনেকগুলি চেহারা থাকে। একটি চেহারার সঙ্গে অন্য চেহারার কিছু মাত্র মিল থাকে না।

শাহানা প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল নতুন বাড়িতে নতুন পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিতে। স্রোতের মতো লোকজন আসছে। সবার সঙ্গেই হাসিমুখে কথা বলতে হচ্ছে। আশ্চর্যের ব্যাপার, যারা আসছে সবাই বিত্তবান। কেউ বিলেত ঘুরে এসেছে। কেউ এই মাসান্তে আমেরিকা যাবে। একজন শাহানাকে বলল শাহানা যদি শপিং-এর জন্যে কোলকাতা যেতে চায় তাহলে যেন তাকে খবর দেয়। সেও সঙ্গে যাবে। কোলকাতা যাওয়া কিছু নয় যেন বাইতুল মুকাররাম বাজার করতে যাওয়া। শাহানা ধাঁধায় পড়ে গেল। বিরক্ত বিব্রত বোধ করতে লাগল। সবচে' বিরক্ত করল দাড়ি-গোঁফওয়ালা বৃষস্কন্ধ এক প্রৌঢ়। সে শাহানাকে ডাকছে আন্টি করে এবং বেশ উঁচু স্বরেই বলছে তার নেক্সট ছবিতে আন্টিকে একটা রোল করতেই হবে। এরকম সুন্দর একটা চেহারা অথচ বাংলাদেশের লোক সেটা দেখবে না তা হতেই পারে না। যদি হয় তাহলে সেটা হবে ক্রাইম। ক্ষমার অযোগ্য একটা অপরাধ। কি কুৎসিত লোকটির বলার ভঙ্গি অথচ কেউ রাগ করছে না। বরং মজা পেয়ে হাসছে। খুশি খুশি গলায় বলছে–দাও একটা রোল শাহানাকে। মনে হয় ভালোই করবে। সে ভাবে ব্লাস করছে তাতে ভার্জিন ভিলেজ গার্ল হিসেবে চমৎকার হওয়ারই কথা।

কোথায় ছিল শাহানা আর আজ সে কোথায়? পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গে মনও বোধহয় বদলে যায়। এত ভালোবাসত গল্পের বই অথচ এখন বই নিয়ে বসার কথা মনেই হয় না। তবুও অচিন রাগিনী নামের একটা বই সে বের করেছে। পড়ছে কিন্তু মন লাগছে না। আগে একটি বই পড়া শুরু করলেই মনে হতো গল্পের নায়িকা আসলে সে। এ সব তার জীবনের ঘটনা। এখন মনে হচ্ছে না। উপন্যাসের নায়িকার জীবন এবং তার জীবন আলাদা। এত তাড়াতাড়ি মানুষ এত বদলে যায়? এই বাড়িতে কত মানুষ অথচ কেউ তার পরিবর্তন লক্ষ করছে না কেন? যে মানুষটি সবচে' কাছের হওয়া উচিত সেই কেমন দূরে দূরে আছে। কি একটা মামলা নিয়ে ব্যস্ত। তাকে নাকি চিটাগাং যেতে হবে। না গেলেই নয়। গত রাতে সে খুব আগ্রহ নিয়ে মামলার কথা বলল,

বুঝলে শাহানা, মামলাটা সম্পত্তি নিয়ে। হাজি নুরুল ইসলাম নামে এক বিরাট ধনী ব্যক্তি চিটাগাং-এ থাকেন। জন্মসূত্রে বাড়ি হচ্ছে ঢাকার বিক্রমপুর। ভদ্রলোক অত্যন্ত

Nirjoy

www.BanglaBook.org

ধার্মিক। এতিমখানা, স্কুল, কলেজ, মসজিদে বহু টাকা দেন। শুধু তাই না, তিনি একজন আদর্শ স্বামী, আদর্শ বাবা। ভদ্রলোক মারা যাবার পর একটা সমস্যা দেখা গেল। চিটাগাংয়ের খারাপ পাড়ার এক মেয়ে তাঁর সম্পত্তির বিরাট এক অংশ দাবি করে মামলা রুজু করে দিল। ভদ্রলোক নাকি তাকে দানপত্র করে দিয়ে গেছেন। কাগজপত্র আছে। কেলেঙ্কারি অবস্থা। কেমন ইন্টারেস্টিং না?

হ্যাঁ।

তুমি কিন্তু তেমন ইন্টারেস্ট পাওনি। কেমন করে বুঝলাম বলো তো?

শাহানা চুপ করে রইল। জহির হাসতে হাসতে বলল, তুমি জানতে চাওনি আমি কোন পক্ষের হয়ে মামলায় নেমেছি। তা থেকেই বুঝলাম।

জহির শব্দ করে হাসতে লাগল। কাউকে হাসতে দেখলেই হাসতে ইচ্ছে করে। শাহানাও হেসে ফেলল। জহির অবাক হওয়ার মতো ভঙ্গি করে বলল, তুমি আবার হাসতেও জানো নাকি? অবাক করলে তো। আমি এক মেয়েকে জানতাম সে কিছুতেই হাসত না। যত হাসির কথা বলা হোক সে গম্ভীর হয়ে থাকত। শেষটায় রহস্য জানা গেল।

কি রহস্য?

হাসলে মেয়েটাকে খুব বাজে দেখাত।

সত্যি?

হ্যাঁ কাউকে কাউকে বাজে দেখায়। আচ্ছা শোনো শাহানা, একটা কাজ করলে কেমন হয়? তুমিও আমার সঙ্গে চিটাগাং চলো।

আমি?

হ্যাঁ তুমি। চিটাগাং-এর কাজ শেষ করে তোমাকে নিয়ে নেপাল থেকে ঘুরে আসব। এই সময়টা নেপালে যাবার জন্যে ভালো নয়। তবু খারাপ লাগবে না। আমি কয়েকবার গিয়েছি। যাবে?

যাব।

তোমাদের বাসায় এখন কিছু জানানোর দরকার নেই। নেপাল পৌঁছে সবার নামে একটা করে ভিউ কার্ড পাঠিয়ে দেবে। আইডিয়াটা কেমন? ভালো না?

হ্যাঁ ভালো।

এমন শুকনো মুখে বলছ কেন? হাসি মুখে বলো।

শাহানা হাসল। জহিরের সঙ্গে কথা বলতে তার বেশ ভালোই লাগছে। কে জানে এই লোকটির সঙ্গে তার জীবন হয়তো খুব খারাপ কাটবে না।

টলম্যান, সফিককে ডেকে পাঠিয়েছে।

বেয়ারা দিয়ে ডেকে পাঠানো নয়-একটা নোট দিয়েছে যার অর্থ দুপুর এগারোটায় আমার সঙ্গে দেখা করবে। জরুরি।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

চাকরি কিছু তো মনে হচ্ছে না। সাধারণ কিছু হলে নোট পাঠাত না। নিজেই উঠে আসত, সফিক আমার ঘরে এসো একসঙ্গে চা খাব। টি ব্রেক।

গতই দিন যাচ্ছে লোকটিকে সফিকের ততই পছন্দ হচ্ছে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। অফিস ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে জলের মতো স্বচ্ছ ধারণা। শুধু অফিস ম্যানেজমেন্ট নয় মার্কেটাইজিং, পাবলিক রিলেশন সবই তার নখদর্পণে। শুধু একটি সমস্যা, কারোই কাজ করার কোনো স্বাধীনতা নেই, সব কাজ সে একাই করছে। বিভাগীয় প্রধানদের প্রায় আর কিছু করার নেই।

শ্রমিক সমস্যা সে মোটামুটি ধামাচাপা দিয়েছে। পদ্ধতিটিও চমৎকার। শ্রমিকদের প্রধান দাবি ছিল-দু'টি ঈদ বোনাস, যাতায়াত ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, বাড়ি ভাড়া।

সে দু'টির জায়গায় তিনটি বোনাস দিয়ে দিল। যাতায়াত ভাতা দেয়া হলো না। ঠিক হলো বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে গাড়ি ওদের নিয়ে আসবে এবং দিয়ে আসবে। ওদের দাবি ছিল মাসে পঞ্চাশ টাকা চিকিৎসা ভাতা, সেটাকে করা হলো পঁচাত্তর। মূল বেতনের তিরিশ ভাগ বাড়ি ভাড়া দেয়া হলো এবং ঘোষণা দেয়া হলো এক বৎসরের মধ্যে প্রতিটি শ্রমিকের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হবে।

শ্রমিকদের জন্যে অপ্রত্যাশিত বিজয়। তারা আন্দোলনের সাতজন মূল নেতাকে কাঁধে মালা দিয়ে কাঁধে করে নাচতে লাগল। তাদের বিজয় উল্লাসে বারবার শোনা গেল-শ্রমিক বন্ধু টলম্যান, জিন্দাবাদ। উৎসাহের প্রথম ধাক্কাটা কেটে যাবার পর পর দেখা গেল টলম্যান সাতজন শ্রমিক নেতাকে বরখাস্ত করেছে।

টলম্যান নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, আমার আদেশের কোনোরকম নড়চড় হবে না। তোমাদের কথা আমি মেনে নিয়েছি। তোমরা আমার কথা মানবে। যদি না মানো, কারখানা বন্ধ করে চলে যাব। এই ক্ষমতা আমাকে দেয়া হয়েছে। একদিনের ছুটি তোমাদের দেয়া হলো। তোমরা চিন্তাভাবনা করো। একদিন কারখানা বন্ধ থাকবে। মন ঠিক করো, কাজ করবে কি করবে না। যে একদিন ছুটি দেয়া হলো সেই একদিন একটু কষ্ট করে খোঁজ নেবে অন্য কারখানায় শ্রমিকরা কি সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে। আচ্ছা এখন যেতে পারো।

পরশু সকাল ন'টায় যারা কাজে যোগ দেবে না তাদের চাকুরী বাতিল ধরা হবে। পরবর্তী সময়ে এই নিয়ে কোনো রকম দেন-দরবার চলবে না।

টলম্যান বাংলা জানে না। সে কথা বলল ইংরেজিতে। সফিককে অনুবাদ করে দিতে হলো। শ্রমিকরাও কথা বলছিল। সফিক তার ইংরেজি করে দিতে গেলে টলম্যান শুকনো গলায় বলল, ওরা কি বলছে তা শোনার বিন্দুমাত্র আগ্রহ আমার নেই। আমি কি বলছি তুমি শুধু সেটাই ওদের কাছে পৌঁছে দেবে।

আমার মনে হয় ওদের কথাও জানা থাকা ভালো।

শুধু তোমার মনে হলে তো হবে না আমারো মনে হতে হবে। আমার সে রকম মনে হচ্ছে না।

অফিসের রামেশ্বর বাবুরও চাকরি চলে গেল। এমন যে ঘটবে কেউ কল্পনাও করেনি। রামেশ্বর বাবু নিরীহ নির্বিরোধী মানুষ। কারো সাতে-পাঁচে নেই। পানের কৌটা

Nirjoy

www.BanglaBook.org

নিয়ে অফিসে আসেন। একটু পর পর পান খান। পায়ের কাছে পিকদানিতে ফেলেন। একদিন টলম্যান তাঁকে ডেকে পাঠান। হাসিমুখে বলল, ভালো আছেন?

জ্বি স্যার।

দু'দিনের ক্যাজুয়েল নিয়েছিলেন অসুখ সেরেছে?

জ্বি স্যার।

কি অসুখ?

আমার বড় নাতনির আমাশা হয়েছিল।

ও আচ্ছা। নাতনির অসুখ, আপনার নিজের কিছু না?

জ্বি না স্যার।

আপনি দু'দিনের ছুটি নিয়েছিলেন কিন্তু এসেছেন চারদিন পর। বাড়তি দু'দিনের ব্যাপারে কিছুই করেননি। মনে হয় ভুলে গিয়েছিলেন।

জ্বি স্যার।

অফিস ন'টার সময় শুরু হয় কিন্তু আপনি কোনোদিন সাড়ে দশটার আগে আসতে পারেন না।

অনেক দূরে থাকি স্যার, রামপুরা।

এখন তো অফিসের বাস যায়। দূরে থাকলেও অসুবিধা হবার কথা নয়।

এত সকালে ভাত রান্না হয় না স্যার।

আপনি বাড়ি যান খুব সকাল সকাল। ঠিক না?

রামেশ্বর বাবু কোন জবাব দিলেন না। প্রচুর ঘামতে লাগলেন। টলম্যান বললেন গত এক মাসে আপনি কখন অফিসে এসেছেন কখন গিয়েছেন সব লিখে রেখেছি। এই কাগজে আছে। নিন পড়ে দেখুন।

রামেশ্বর বাবু কাগজের উপরে চোখ বুলিয়ে গেলেন। কিছু পড়লেন বলে বলে হলো না।

ঠিক আছে এখন যেতে পারেন।

তিনি নিজের চেয়ারে এসে পানের কৌটা খোলামাত্র টলম্যানের চিঠি চলে এলো যার বক্তব্য হচ্ছে এই অফিস মনে করছে তোমার চাকরি অফিসের কল্যাণে আসছে না। সম্ভবত অফিসের কাজে তোমার মন বসছে না। কাজেই ...। সার কথা চাকরি শেষ।

রামেশ্বর বাবুর জন্যে সুপারিশ নিয়ে অনেকেই গিয়েছিল টলম্যানের কাছে। সেই অনেকের একজন হচ্ছে সফিক। টলম্যান হাসিমুখে বলেছে–দয়া দেখাবার কথা তুমি বলছ কেন? দয়া দেখাবে দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলি। এটা কোনো দাতব্য প্রতিষ্ঠান নয়। আমরা এ দেশে টাকা কামাতে এসেছি। এই সহজ সাধারণ সত্যটি তোমরা যত তাড়াতাড়ি বুঝতে পারো ততই ভালো।

রামেশ্বর বাবু অনেকদিন এই কোম্পানির জন্যে কাজ করেছেন। কোম্পানির তাঁর প্রতি দায়িত্ব আছে।

উনি বিনা বেতনে চাকরি করেননি। কাজেই কোম্পানির দায়িত্বের প্রশ্নটা কেন আসছে? এই ব্যাপারটি নিয়ে আমি আর কথা বলতে চাই না। তুমি অন্য কোন প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ করলে করতে পার। তোমাদের দেশের সবচেয়ে সুন্দর জায়গা কোনটি বলতো? সুন্দরবনের কথা খুব শুনছি। কিভাবে যাওয়া যায়?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

টেলিফোনের নোটটি সফিকের সামনে। এগারোটা বাজতে এখনো দশ মিনিট সফিক বসে আছে। তার মধ্যে এক ধরনের অস্বস্তি কাজ করছে। যার কোন কারণ নেই। সে চা খেতে চায় নি। না বললেও হতো। টলম্যানের কাছে যাওয়া মানেই প্রথম এক কাপ চা খাওয়া। এই চা সে নিজে বানায়। পানি গরম করা থেকে দুধ-চিনি মেশানো পর্যন্ত সে নিজেই করে। অধস্তন যে মানুষটির জন্য চা বানানো হচ্ছে সে অস্বস্তি বোধ করে। এটা বোধ হয় অফিস ম্যানেজমেন্টের একটা অঙ্গ।

সে যে টলম্যান চায়ের কথা বলল না। ফুর্তিবাজের ভঙ্গিতে বলল, দুপুরে আজ তুমি আমার সঙ্গে লাঞ্চ করবে। অসুবিধা আছে?

না স্যার।

চলো একটা ভালো রেস্তোরাঁয় যাই চলো। তুমি কি মদ পান করো?

না।

আমিও করি না তবে কোনো স্পেশাল অকেশন হলে খানিকটা করি।

আজ কি কোন স্পেশাল অকেশন?

না। স্পেশাল কিছু না। আর দশটা দিনের মতো সাধারণ একটা দিন। ভালো রেস্তোরাঁ কি আছে এখানে? মেক্সিকান ফুড পাওয়া যায়?

না। তবে বড় হোটেলগুলি মাঝে মাঝে মেক্সিকান নাইট, স্পেনিশ নাইট এইসব করে তখন পাওয়া যায়।

চলো ভালো একটা চায়নিজ রেস্টুরেন্টে যাওয়া যাক।

আপনি কি আমাকে কিছু বলবেন?

হ্যাঁ বলব। খেতে খেতে বলব।

খেতে খেতে যে কথাগুলি টলম্যান বলল, সফিক তার জন্যে প্রস্তুত ছিল না।

প্রায় দু'বছর আগে আগস্ট ফিফটিস্থ এক ব্যাচ অষুধ তৈরি হয়েছিল যা নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে বাতিল করে দেয়া হয়। তোমার মনে আছে?

মনে নেই। কাগজপত্র দেখতে হবে।

কাগজপত্র আমার সঙ্গে আছে তুমি দেখতে পারো। তুমি ছিলে প্রোডাকশন সুপারভাইজার, তোমার সই আছে।

সই থাকলে ঠিক আছে।

না ঠিক নেই। কারণ কারখানার লগ বুকে ঐ দিন ঐ তারিখে কোনো অষুধ তৈরির কথা নেই। ঐ দিন কোনো অষুধ তৈরি হয়নি। নষ্ট করার প্রশ্নই ওঠে না।

সফিক তাকিয়ে রইল। টলম্যান ঠাণ্ডা গলায় বলল, তার তিন মাস পর তুমি আশি হাজার টাকার একটা চেক ইস্যু করেছ স্টোরের দু'টি এয়ার কুলার কেনার জন্যে। সেই এয়ার কুলার কেনা হয়নি চেক কিন্তু ভাঙানো হয়েছে।

সফিক কিছু বলল না। টলম্যান বলল, ঐ মাসেই তার দিন দশেকের ভেতর 'মর্ডনা কার' নামের এক এজেন্সিকে গাড়ি কেনা বাবদ অগ্রিম এক লক্ষ টাকা দেয়া হয় ফরেন কারেন্সিতে-ছ'হাজার ডলার। মর্ডনা কার বলে কোনো প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে নেই। যে ঠিকানা দেয়া হয়েছে ঐ ঠিকানারও কোনো অস্তিত্ব নেই। তুমি কিছু বলবে?

না।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

কাগজপত্র সব নিয়ে এসেছি দেখতে পারো। প্রয়োজন বোধ করলে আমরা ডিসকাস করতে পারো। তুমি কি দায়িত্ব অস্বীকার করতে চাও?

না। অস্বীকার করার পথ কোথায়?

দ্যাটস রাইট, অস্বীকার করবার পথ নেই। এটা একটা জটিল চক্রান্ত। আমাকে ধারণা তোমাকে ব্যবহার করা হয়েছে। চিংড়ি মাছটা খাও, ভালো বানিয়েছে। এত স্পাইসি না করলেও পারত। আমার তো জীব পুড়ে গেছে।

টলম্যান রুমালে মুখ মুছল। চেয়ারে ঝুলিয়ে রাখা কোটের পকেট থেকে মুখ বন্ধ একটা খাম বের করে এগিয়ে দিল সফিকের দিকে। সহজ গলায় বলল, স্যরি। আই হ্যাভ টু বি ক্রুয়েল ওনলি টু বি কাইন্ড। তোমাকে আপাতত সাসপেন্ড করা হলো। পূর্ণ তদন্ত হবে। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো তদন্ত হবে নিরপেক্ষ। চিঠিটা খুলে পড়ো। মুখ নিয়ে বসে আছ কেন?

সফিক চিঠি খুলল, মূল সাসপেনসন অর্ডারের সঙ্গে পেনসিলে টলম্যানের লেখা একটা নোট। নোটের ভাবার্থ হচ্ছে, আমি খুবই দুঃখিত। এই ব্যাপারটা সহজভাবে নিতে চেষ্টা করো।

সফিক অসময়ে বাড়ি ফিরেছে। নীলুও সকাল সকাল এসেছে। তার শরীর ভালো লাগছিল না–ছুটি নিয়ে এসেছে। সফিককে দেখে হঠাৎ তার মনটা ভালো হয়ে গেল। সে খুশি খুশি গলায় বলল, আমার কেন জানি মনে হচ্ছিল বাসায় গিয়ে তোমাকে দেখব।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। আচ্ছা চলো না একটা কাজ করি। কোথাও বেড়াতে যাই, যাবে?

নীলুকে অবাক করে দিয়ে সফিক বলল, চলো যাই। কোথায় যেতে চাও?

সত্যি যাবে?

হ্যাঁ যাব।

নীলু তৎক্ষণাৎ চুল বাঁধতে বসল। সফিক যাতে মত বদলাবার সময় না পায়। আগে এরকম হয়েছে, বেড়াতে যাবার জন্যে রাজি হয়ে শেষ মুহূর্তে বলেছে আজ না গেলে হয় না? শরীরটা কেমন যেন ম্যাজম্যাজ করছে।

সফিক পা ঝুলিয়ে খাটে বসেছে। তার মুখ দেখে মনের আঁচ পাওয়া যায় না। তবু নীলুর মনে হলো সফিক কিছু একটা নিয়ে চিন্তিত। নীলু বলল, শাহানার কাণ্ড শুনেছ?

না। কি কাণ্ড?

আজ জহিরকে নিয়ে কাঠমাণ্ডু চলে গিয়েছে। কাউকে কিছু বলেনি। রফিক, টুনী আর বাবলুকে নিয়ে ও বাড়িতে গিয়ে শুনে কিছুক্ষণ আগে এয়ারপোর্ট রওনা হয়েছে।

ভালোই তো।

আমাদের কাউকে কিছু জানাল না কেন কে জানে। আসুক জহির ওকে ধরব শক্ত করে।

টুনী, বাবলু ওরা কোথায়?

ছাদে। এখন ওদের ডাকাডাকি করবে না। বেরুচ্ছি দেখলে আর রক্ষা থাকবে না, সঙ্গে যাবার জন্যে হৈচৈ শুরু করবে। তুমি কি এক কাপ চা খাবে?

না।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

আজ। শোনো তুমি কি কোনো কিছু নিয়ে চিন্তিত নাকি? কেমন যেন অন্য রকম লাগছে তোমাকে?

না। চিন্তিত না।

এই শাড়িতে কি আমাকে ভালো দেখাচ্ছে?

হুঁ। দেখাচ্ছে। কোথায় যাবে কিছু ঠিক করেছ?

আমার এক বান্ধবীর বাসা আছে নয়া পল্টনে, যাবে?

চলো যাই।

নয়া পল্টনের বাসায় নীলুর বান্ধবীকে পাওয়া গেল না। তারা ঘর তালা দিয়ে কোথায় যেন গিয়েছে। নীলুর অসম্ভব মন খারাপ হলো। সফিক বলল, অন্য কোথাও চলো। তোমার আরো বান্ধবী আছে নিশ্চয়ই।

থাক এমনি চলো রাস্তায় একটু হাঁটি।

সফিক তাতেও রাজি। তারা কিছুক্ষণ হাঁটল। নীলু একটি মিষ্টি পান কিনল। রাস্তায় ফুটপাথে করে বেলি ফুলের মালা বিক্রি হচ্ছে। নীলুর একটি কিনতে ইচ্ছা হচ্ছে আবার বলতে লজ্জাও লাগছে। আশ্চর্য কাণ্ড নীলুকে অবাক করে দিয়ে সফিক বেলি ফুলওয়ালার দিকে এগিয়ে গেল। কত সামান্য ব্যাপার অথচ এতেই নীলুর হৃদয় আবেগে পূর্ণ হলো। তার মনে হতে লাগল এই পৃথিবীতে তার মতো সুখী মেয়ে আর একটিও নেই। তার ইচ্ছে করছে সফিকের হাত ধরে হাঁটতে। আজকাল ছেলেমেয়েরা কেমন সুন্দর হাত ধরাধরি করে হাঁটে। দেখতে ভালো লাগে। দিন বদলে যাচ্ছে। নতুন দিনের সবই যে ভালো তা না কিন্তু কিছু কিছু জিনিস ভালো।

সফিক বলল, আরো হাঁটবে?

তোমার হাঁটতে ভালো লাগছে না?

লাগছে।

জানো আজ শরীরটা ভালো লাগছিল না বলে সকাল সকাল চলে এসেছিলাম, এখন এত চমৎকার লাগছে।

সফিক হাসল।

হাসলে এই গম্ভীর মানুষটাকে এত সুন্দর লাগে। অথচ এই লোকটি একেবারেই হাসে না।

নীলু নরম সুরে বলল, আমার একটা কথা শুনবে?

হ্যাঁ শুনব।

চলো না আজ আমরা বাইরে কোথাও যাই। কোনো নিরিবিলি রেস্টুরেন্ট। যাবে?

চলো যাওয়া যাক।

তোমার মন থেকে ইচ্ছে না করলে থাক।

সফিক হেসে বলল, আমার ইচ্ছে করছে। টাকা আছে তো তোমার কাছে? আমার মানিব্যাগ ফাঁকা।

টাকা আছে। বেশি কিছু তো আর খাব না।

রেস্টুরেন্টে বসে নীলুর একটু খারাপ লাগল: বেচারি টুনীকে ফেলে একা একা

Nirjoy

www.BanglaBook.org

খাওয়া। সে হয়তো না খেয়ে বাবা-মা'র জন্য বসে থাকবে। নীলু বলল, কিছু খ দরকার নেই, চলো বাসায় চলে যাই। বরং দু'টা কোল্ড ড্রিংকের অর্ডার দাও নয়তে আবার কি ভাববে।

সফিক মেনু দেখে দেখে একগাদা খাবারের অর্ডার দিল। নীলু বলল, এত কে টুনী খাবে। প্যাকেটে করে বাসায় নিয়ে যাব।

এটা ভালোই করেছ, টাকায় শর্ট পড়বে না তো? আমার কাছে তিনশ টাকা অ

শর্ট পড়লে কোট খুলে রেখে দেব।

বলতে বলতে সফিক শব্দ করে হাসল। খাবারগুলি চমৎকার। কিংবা কে। অনেকদিন পর বাইরে খেতে এসেছে বলেই হয়তো এত ভালো লাগছে। মাঝে মা এমন এলে হয়। তা কি আর সম্ভব হবে। কতগুলি টাকা আজ দিতে হবে। হিসে টাকা।

সফিক বলল, চুপচাপ খাচ্ছ কেন কথা বলো।

কি বলব?

মজার মজার কিছু গল্প বলো।

মজার গল্প বুঝি আমি জানি? তুমি বরং একটা গল্প বলো।

সফিক কি একটা বলতে গিয়ে বলল না। রুমাল দিয়ে মুখ মুছে অন্যমনস্ক ভঙ্গি বলল, খেতে ইচ্ছা করছে না।

কেন?

জানি না। শরীরটা বোধহয় খারাপ।

শরীর খারাপ তাহলে এলে কেন?

তোমার সঙ্গে কখনো আসা হয় না। সুযোগ হলো একটা।

নীলু দেখল সফিক আবার হাসছে। কি চমৎকারই না তাকে লাগছে। গ্রে কালারে এই কোটটায় কি সুন্দর মানিয়েছে। নীলুর খুব ইচ্ছা করছে সফিকের কোলে একটা হা রাখে। মজার কোনো একটা গল্প বলে সফিককে আবার হাসিয়ে দেয়। তার চোখ ভি উঠতে শুরু করেছে।

শাহানার এই প্রথম প্লেনে চড়া।

আকাশে উড়বার মতো বিরাট একটা ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে কিন্তু তার জন্যে যতটা উত্তেজিত হওয়া উচিত ততটা উত্তেজিত সে হচ্ছে না। অথচ প্রথম ট্রেনে চড়ার উল্লাস তার এখনো মনে আছে।

প্রথম প্লেনে চড়া সেই রকমই তো হওয়া উচিত। তা না কেমন যেন ভয় ভয় লাগছে। মনে হচ্ছে কিছু একটা হবে। তার সবচে' মন খারাপ হলো প্লেনের সাইজ দেখে। এত ছোট? সত্যি সত্যি পাখির মতো লাগছে। শাহানা বলেই ফেলল, প্লেন এত ছোট হয়!

Nirjoy

www.BanglaBook.org

[illegible] হাসতে হাসতে বলল, ছোট কোথায় দু'শ ত্রিশ জন যাত্রী যেতে পারে। বেশ

[illegible] থেকে দেখছ তো তাই এরকম লাগছে।

[illegible] দূর থেকে তারা দেখছে না। বসে আছে ডিপারচার লাউঞ্জে। কি একটা সমস্যা

[illegible]। প্লেন ছাড়তে এক ঘণ্টা দেরি হবে। সময় কাটানোর জন্যে চা-টা খাচ্ছে যাত্রীরা।

[illegible] বলল, কিছু খাচ্ছ না কেন শাহানা?

[illegible]ো লাগছে না। ঢোক গিলতে পারছি না।

[illegible] টনসিলাইটিস নাকি?

[illegible]নি না। কাঠমাণ্ডু না গেলে কেমন হয় বলো তো? আমার একটুও যেতে ইচ্ছে

[illegible]।

[illegible]র পৌঁছে দেখো ফিরে আসতে ইচ্ছে করবে না। তোমার কি প্লেনে চড়তে ভয়

[illegible]?

[illegible]।

[illegible]টা কাটতে মিনিট পাঁচেক সময় লাগবে। প্লেন ভ্রমণ হচ্ছে পৃথিবীতে সবচে'

[illegible]দ ভ্রমণ।

শাহানা বলল, আমার শরীর খুব খারাপ লাগছে।

দু'টা প্যারাসিটামল খাও। ব্যাগে আছে না? আমি পানি এনে দিচ্ছি।

শুধু পানি না, জহির একটা পানও নিয়ে এসেছে। মাইকে বলা হচ্ছে ফ্লাইট নাম্বার [illegible] ১০৭, কাঠমাণ্ডুগামী যাত্রীদের অনুরোধ করা হচ্ছে....অদ্ভুত এক ধরনের উচ্চারণ। [illegible] অর্ধেক যন্ত্র একজন মানুষ কথা বলছে। শাহানার মনে হলো এই কথাগুলি সহজ [illegible]াবিকভাবে বলা যায় না?

তোমরা গা তো বেশ গরম মনে হচ্ছে শাহানা?

[illegible]র আসছে বোধহয়।

তোমার খুব বেশি খারাপ লাগলে না হয় বাদ দেয়া যাক। এখন টিকিট ক্যানসেল [illegible]লে অবশ্যি পয়সাকড়ি কিছুই পাওয়া যাবে না।

শাহানা যন্ত্রের মতো বলল, ক্যানসেল করতে হবে না। চলো যাই।

শাহানা বসেছে জানালার পাশে কিন্তু একবারও জানালা দিয়ে তাকাতে ইচ্ছা করছে [illegible]। তার কেবলি ভয় এই বুঝি সে বমি করে ফেলবে। বমি আসার আগে আগে মুখে [illegible]মন টক টক স্বাদ চলে আসে সে রকম চলে এসেছে। তার সামনের এক ভদ্রলোক [illegible]গারেট ধরিয়েছেন, কি কুৎসিৎ কটু গন্ধ। শাহানার ইচ্ছে করছে এই টেকো লোকটার [illegible]গালে ঠাস করে একটা চড় মারতে।

জহির বলল, খুব বেশি খারাপ লাগছে?

হুঁ।

প্রায় এসে গেছি। প্লেন নামতে শুরু করেছে। কান ভোঁ ভোঁ করছে না?

হুঁ করছে।

ঢোঁক গিল, কমে যাবে।

ঢোঁক গিলতে পারছি না।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

তাকাও জানালা দিয়ে। দ্যাখো প্লেনের চাকা নামছে। তুমি তো কিছুই দে
শাহানা ক্লান্ত গলায় বলল, পানি খাব।

জহির হাত ইশারায় একজন এয়ার হোস্টেসকে ডাকল। কোনো লাভ
এক্ষুনি প্লেন নামবে। ওরা তাই নিয়েই ব্যস্ত। নো স্মোকিং সাইন বারবার জ্বলছে
তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। সমানে সিগারেট টানছে। জহির এয়ার সেইফটি
একটি প্রবন্ধ পড়েছিল। নিউজ উইকে। সেখানে বলা হয়েছে–এশিয়া মহাদেশে
যাত্রীরা বিমান ভ্রমণের আইনকানুন ভঙ্গ করে এক ধরনের মজা পায়। যে সম
বেল্ট বাঁধার কথা সে সময় সিট বেল্ট খুলে ফেলে। নো স্মোকিং সাইন দেখলে
সিগারেটের পিপাসা পেয়ে যায়। তারা সবচে' পছন্দ করে বিমানের করিডোরে
যেন এটা প্লেন নয় বাস।

প্লেন বেশ বড় ধরনের ঝাঁকুনি খেয়ে ভূমি স্পর্শ করল। জহির হাসিমুখে বলল
গেছি শাহানা। হোটেলে পৌঁছেই ডাক্তার ডাকব।

বড় হোটেলের নিয়মকানুনগুলি বেশ চমৎকার। দশ মিনিটের মাথায় ডাক্তার
উপস্থিত। কুড়ি মিনিটের মাথায় এলেন খোদ হোটেলের ম্যানেজার। পরনে হা
কড়া লাল রঙের স্পোর্টস শার্ট। মুখ ভর্তি হাসি। সে হাসিমুখে যে কথা বলল
জহিরের মুখ শুকিয়ে গেল। রুগিনীকে হোটেলে রাখা যাবে না। হাসপাতালে
করাতে হবে। জহির বলল, পেশেন্টকে হোটেলে রেখে চিকিৎসা হবে না?

না।

কেন?

কারণ হোটেল কোনো হাসপাতাল নয়।

তাহলে আমি অন্য কোনো হোটেলে চেষ্টা করতে চাই যেখানে আমাকে আমার
সঙ্গে থাকতে দেবে।

নতুন বিয়ে?

হ্যাঁ।

হানিমুন?

হ্যাঁ বলতে পারো। লেট হানিমুন।

আমার সমস্ত সহানুভূতি তোমার জন্যে। কিন্তু আমার উপদেশ শোনো। আমি
ব্যবস্থা নিচ্ছি তা আমাকে নিতে দাও। বিশ্বাস করো আমি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি।
যত ঠাণ্ডা মাথায় একটি সমস্যা নিয়ে ভাবতে পারি কোনো রাষ্ট্রপ্রধানও তা পারেন
এ্যাম্বুলেন্স এসে গেছে, তুমি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে যাও, তাকে ভর্তি করিয়ে ফিরে এসো

জহির চুপ করে রইল। ম্যানেজার হাসিমুখে বলল, কি আমার কথায় আপসেট
নাকি? আমার পরামর্শ কিন্তু চমৎকার। স্ত্রীকে হাসপাতালে দিয়ে ফিরে এসে একটা
শাওয়ার নাও। এবং দুটি বিয়ার খাও।

জহিরের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। শাহানা প্রায় অচেতন। জ্বর একশ
পয়েন্ট পাঁচ। জহির শুকনো গলায় বলল, খুব বেশি খারাপ লাগছে? শাহানা কাতর গলা
বলল, খুব খারাপ লাগছে।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

পাড়াগাঁর হাসপাতালটির অবস্থা খুবই মলিন। নোংরা, অপরিচ্ছন্ন, ফিনাইলের ও পায়খানা কেমন একটা টক গন্ধ। একটা ডেডবডি পড়ে আছে বারান্দায়। কেউ তার ব্যবস্থা করার প্রয়োজনও বোধ করেনি। নীল রঙের ডুমো মাছি মৃত মানুষটির উপর ভন ভন করে উড়ছে। জহিরের অন্তরাত্মা পর্যন্ত শুকিয়ে গেল। ডাক্তার ভদ্রলোক হেসে জিজ্ঞেস করলেন, অবস্থা দেখে ঘাবড়ে গেছেন মনে হচ্ছে।

না, খুব ঘাবড়ে গেছি তো বটেই।

বাংলাদেশের হাসপাতালগুলি কি এর চেয়ে ভালো?

হ্যাঁ ভালো, অনেক ভালো।

আমি যখন ছিলাম তখন কিন্তু ভালো ছিল না।

আপনি বাংলাদেশে ছিলেন?

জ্বি। আমি ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে পাস করেছি। আমাদের দেশে মেডিকেল স্কুল নেই। ডাক্তারী পড়তে হলে আমাদের বাইরে যেতে হয়।

রোগী ভর্তির ব্যাপারটি অতি দ্রুত শেষ হলো। শাহানাকে নিয়ে যাওয়া হলো কেবিনে। জহির বলল, আমি কি ঐ কেবিনে রাতটা কাটাতে পারি?

না। পারেন না।

হাসপাতালে কোথাও অপেক্ষা করতে পারি?

না নিশ্চয়ই পারেন। আমার এই ঘরেই বসতে পারেন। তার কি কোনো প্রয়োজন আছে? আপনার কষ্ট হবে। প্রচণ্ড মশা।

না আমার কষ্ট হবে না।

আপনার রাতের খাওয়া কি হয়েছে?

না হয়নি।

আমি কিছুক্ষণ পর পাশের একটি হোটেলে খেতে যাব। পাশেই একটা ভালো হোটেল আছে। ইচ্ছে করলে আপনি আসতে পারেন।

জহির বলল, তার আগে জানতে চাই আমার স্ত্রীর চিকিৎসা কি শুরু হয়েছে?

এখনো শুরু হয়নি, হবে। প্রোটোকল চার করা হচ্ছে। হানিমুনে এসেছেন তাই না?

হ্যাঁ।

আপনার মনে ভয় ঢুকে গেছে যে হয়তোবা আপনাকে একা ফিরতে হবে। তাই না?

হ্যাঁ তাই।

ভয় পাবেন না, খুবই সামান্য ব্যাপার।

ডাক্তার ডান হাতে জহিরের কাঁধ স্পর্শ করলেন। জহিরের মনে যে ভয় ভয় ভাব ছিল তা পুরোপুরি কেটে গেল। সে তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নিল–সারারাত এখানে বসে মশার কামড় খাওয়ার কোন মানে হয় না। হোটেলে ফিরে একটা শাওয়ার নেয়া যেতে পারে।

শেষ পর্যন্ত অবশ্যি যাওয়া হলো না। জহির রাতটা হাসপাতালেই কাটিয়ে দিল। চায়ের একটি হোটেলের খোঁজ ডাক্তার সাহেবই করে দিলেন। প্রচুর দুধ ও গরম মসলা দেয়া অদ্ভুত ধরনের চা। ঝাঁঝালো খানিকটা তেতো ধরনের স্বাদ। খেতে ভালোই লাগে। শাহানাকে দেখতে গেল ভোর ন'টায়। জ্বর কমে গেছে। তবে এক রাতেই কেমন

Nirjoy

www.BanglaBook.org

রোগা লাগছে শাহানাকে। গালের হাড় বেরিয়ে গেছে। চোখের নিচে কালি। কি অবস্থা?

শাহানা হাসল।

এখন কি একটু ভালো লাগছে?

লাগছে।

একটু ভালো না অনেক ভালো?

অনেক ভালো।

তাহলে একটু হাসো আমি দেখি।

শাহানা হাসল। জহির পাশেই চেয়ার টেনে বসতে বসতে বলল, আমি হাসপাতালেই ছিলাম।

জানি।

কিভাবে জানলে? কেউ বলেছে?

না কেউ বলেনি। আমার মনে হয়েছে।

এখন আমি চলে যাব আবার বিকেলে আসব।

আচ্ছা।

তোমার জন্যে কিছু ভিউকার্ড নিয়ে এসেছি। শরীরটা যদি ভালো লাগে কার্ডগুলিতে নাম-ঠিকানা লিখে রেখো বিকেলে আমি পোষ্ট করে দেব।

আচ্ছা।

অসুখের কথা কিছু লেখার দরকার নেই। সবাই চিন্তা করবে। অবশ্যি অসুখ কিছু হয় নি। থ্রোট ইনফেকশন। ডাক্তার সাহেব বললেন পরশুর মধ্যে রিলিজ করে পারবেন। পরশু পর্যন্ত একটু কষ্ট করো।

আমার কষ্ট হচ্ছে না।

তোমার এখান থেকে হিমালয় দেখা যায়। উঠে বসে জানালা দিয়ে তা হিমালয় দেখবে।

আমার হিমালয় দেখতে ইচ্ছা করছে না।

ইচ্ছা না করলেও দেখো। এসো তোমাকে হাত ধরে দাঁড়া করাই-ঐ যে দেখছ না? ওর নাম অন্নপূর্ণা। সুন্দর না?

হ্যাঁ সুন্দর।

তুমি সুস্থ হয়ে উঠলেই তোমাকে পোখরা বলে একটা জায়গায় নিয়ে যাব। মতে পোখরা হচ্ছে পৃথিবীর সবচে' সুন্দর জায়গা।

শাহানা হাই তুলল। ক্লান্ত ভঙ্গিতে হাসল।

তোমরা ঘুম পাচ্ছে শাহানা?

হ্যাঁ পাচ্ছে।

তাহলে ঘুমাও। ইন্টারেস্টিং একটা এ্যাডভেঞ্চার হয়ে গেল তাই না?

হ্যাঁ।

ঢাকায় গিয়ে গল্প করতে পারবে। তুমি ঘুমাও আমি পাশে বসে আছি।

তোমাকে বসতে হবে না, তুমিও বিশ্রাম করো। রাত জেগে যা বিশ্রী তে দেখাচ্ছে।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

খুব বিশ্রী?

হ্যাঁ খুব বিশ্রী।

শাহানা মিষ্টি করে হাসল। হাসপাতালের ধবধবে সাদা বেডে কি সুন্দর তাকে লাগছে। মুখের উপর তেছরা করে রোদের আলো এসে পড়েছে। মনে হচ্ছে এটি স্বপ্নে দেখা একটি ছবি। বন্দি রাজকন্যা শুয়ে আছে। এক্ষুণি জেগে উঠবে।

সমস্তটা দিন জহির ঘুমিয়ে কাটাল। দুপুরে উঠে দু'টি স্যান্ডউইচ মুখে দিয়ে আবার ঘুম। সেই ঘুম ভাঙল সন্ধ্যায়। তার খুব মন খারাপ হয়ে গেল। বেচারি শাহানা। অপেক্ষা করে আছে নিশ্চয়ই। খুবই অন্যায় হয়েছে। দ্বিতীয় দফায় ঘুমিয়ে পড়াটা উচিত হয়নি। সন্ধ্যার পর এরা ফিমেল ওয়ার্ডে পুরুষদের যেতে দেয় না। নিয়মটি হয়তো বিদেশিদের জন্যে। কারণ কাল বেশ কিছু পুরুষদের সে ঢুকতে দেখেছে। এরা সবাই যে হাসপাতালের কর্মচারী তাও মনে হয়নি।

গতকালের ডাক্তার ভদ্রলোকের নাম জানা হয়নি। আজ হয়তো তার ডিউটি নেই। পর পর দু'রাত নাইট ডিউটি না থাকারই কথা। আজ হয়তো আছে বদমেজাজি কোনো ডাক্তার যে কোনো কথাই বলবে না।

আগের ডাক্তারকেই পাওয়া গেল। কিন্তু তিনি রুগিনীর কাছে যাবার কোনো ব্যবস্থা করতে পারলেন না। কয়েক দিন আগে ফিমেল ওয়ার্ড নিয়ে লেখা নানান কেচ্ছাকাহিনী যেদিন এক কাগজে ছাপা হয়েছে তারপর থেকে এই কড়াকড়ি। ডাক্তার সাহেব বললেন, আপনি বসুন আমি খবর এনে দিচ্ছি। তবে আপনার স্ত্রী বেশ সুস্থ এইটুকু বলতে পারি। আমার সঙ্গে কথা হয়েছে। আপনি বসুন। আমি আসছি।

ভদ্রলোক মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ফিরে এলেন। হাসি মুখে বললেন, কাল সন্ধ্যায় আপনার স্ত্রীকে রিলিজ দেয়া হতে পারে। জ্বর রেমিশন হয়েছে।

থ্যাংক ইউ।

এই ভিউকার্ডগুলি তিনি দিলেন। আপনাকে পোস্ট করতে বলেছেন।

চারটা ভিউকার্ড। প্রতিটিতেই কয়েক লাইনের চিঠি। নীলুর জন্যে একটি, শারমিনের জন্যে একটি। বাবা ও মা'র জন্যে একটি এবং চতুর্থটি আনিসের জন্যে। জহির বিস্মিত হয়ে আনিসের ভিউকার্ডের দিকে তাকিয়ে রইল। সেখানে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা-"আনিস ভাই, আমার খুব অসুখ করেছে।"

লম্বা একটা মানুষ বসার ঘরে।

কেমন অদ্ভুত ভঙ্গিতে বসে আছে। গায়ে হলুদ রঙের চাদর। কাঁধে একটা শান্তিনিকেতনী ব্যাগ। লোকটা বসে আছে মূর্তির মতো। যেন সে আসলেই একটা মূর্তি, মানুষ নয়।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

টুনী অনেকক্ষণ ধরেই লোকটিকে দেখছে। একবার তার চোখের উপর চোখ পড়ল। তবু লোকটা নড়ল না। টুনী সাহসে ভর করে বলল, আপনি কে?

লোকটি হেসে ফেলল। হাত ইশারা করে কাছে ডাকল। টুনী পর্দার আড়াল থেকে বেরুল না। তার কেমন যেন ভয় ভয় লাগছে। লোকটি বলল, তোমার নাম টুনী?

হ্যাঁ। আপনার নাম কি?

আমার নাম সোবাহান। তোমাদের বাসায় বাবলু থাকে?

হ্যাঁ থাকে।

তাকে ডেকে আনতে পারবে?

না পারব না। বাবলু ছাদে। আমি ছাদে যাই না।

যাও না কেন? ছাদে কি ভূত আছে?

আছে। দিনের বেলা থাকে না। রাতে আসে।

তাই নাকি?

হুঁ। রাতের বেলা এরা ছাদে লাফালাফি করে।

তুমি শুনেছ?

হুঁ।

ভেতর থেকে নীলু বলল, কার সঙ্গে কথা বলিস রে? টুনী বলল, সোবাহানের সঙ্গে।

এই কথায় লোকটি শব্দ করে হেসে উঠল। নীলু পর্দার ফাঁক দিয়ে বসার ঘরের দিকে তাকাল। তার চোখে-মুখে বিস্ময়। সে কঠিন গলায় বলল, আপনি কি মনে করে?

তোমাদের দেখতে এলাম। ভালো আছ নীলু?

আমাদের দেখতে এসেছেন?

হ্যাঁ।

দুলাভাই আপনার অসীম দয়া। আমরা ধন্য হলাম।

কেন ঠাট্টা করছ নীলু?

ঠাট্টা? ঠাট্টা করব কেন? আপনার সঙ্গে ঠাট্টা করবার মতো সাহস কি আমার আছে? আপনি হচ্ছেন মহাপুরুষ ব্যক্তি। সাধারণ প্রেম-ভালোবাসা আপনাকে আকর্ষণ করে না। আপনার ছেলে কোথায় আছে কি করছে তা জানারও আপনার আগ্রহ নেই। আপনার মতো মহাপুরুষকে ঠাট্টা করব?

বসো নীলু। বসো আমার সামনে।

নীলু বসল না। তার রাগ সামলাবার চেষ্টা করতে লাগল। সোবাহান বলল, একসঙ্গে অনেকগুলি কথা বলে মনে হয় হাঁপিয়ে গেছ।

চা খাবেন?

যদি দাও তাহলে খাব।

নীলু রান্নাঘরে আসতে আসতে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল। এই লোকটির সঙ্গে রাগারাগি করা অর্থহীন। রান্নাঘরের সামনে রফিক দাঁড়িয়ে আছে। সে কৌতূহলী গলায় বলল, কার সঙ্গে কথা বলছিলে ভাবী?

কারো সঙ্গে না।

স্বগত ভাষণ: কিন্তু আমি যেন পুরুষের গলা শুনলাম।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

আমার বড় দুলাভাই।

বাবলু সাহেবের গ্রেট ফাদার?

হুঁ।

আমি কি উনার সঙ্গে কথা বলতে পারি? মনে হচ্ছে ইন্টারেস্টিং ক্যারেকটার।

এটা আবার কি ধরনের কথা রফিক? তোমার কথা বলতে ইচ্ছে করলে তুমি কথা বলো।

মোটেও মনে হচ্ছে নট গুড।

নীলু রান্নাঘরে ঢুকল। শুধু চা দিতে ইচ্ছে করছে না অথচ ঘরে কিছু নেই। বিস্কিটের আধ খানা বিস্কিট, সেখানে পিঁপড়া ধরেছে। অথচ দুলাভাইকে শুধু চা দিতে ইচ্ছা করছে না। নীলু আনিসের খোঁজ দোতলায় গেল। আনিস নেই। বাবলু ছাদে একা একা ব্যায়াম করছে। হাত-পা নাড়ছে। নিজের মনে বিড়বিড় করছে।

বাবলু।

কি?

কত বার বলেছি জ্বি বলবে। একটি জিনিস ক'বার বলতে হয়? যাও নিচে যাও। তোমার আব্বা এসেছে। এক্ষুণি নিচে যাও। এই শার্টটা বদলে একটা ভালো শার্ট পরে যাও।

একটা মানুষ নেই যাকে পাঠিয়ে দোকান থেকে কিছু আনাবে। এত দিন পর এসেছে দুলাভাই শুধু চা খাবে? নিজে গিয়ে নিয়ে এলে কেমন হয়? রফিক বাসায় নেই। নয়তো ওকে বলা যেত। দুলাভাইয়ের সঙ্গে একটু আগেই খুব কড়া কড়া কথা সে বলেছে। খারাপ লাগছে। এই জন্যেই বেশি খারাপ লাগছে। এই দুঃখী মানুষটিকে সে খুব পছন্দ করে।

বসার ঘরে রফিক খুব জমিয়ে গল্প করছে। সোবাহান কিছু বলছে না। তবে তার মুখেও হাসি হাসি। রফিক বলল,

তারপর ভাই কিছু না করলে আপনার চলে কি করে? আপনি কি সন্ন্যাসী? অবশ্যি সন্ন্যাসীরাও তো কিছু একটি করেন। ভিক্ষা করেন।

আমি মানুষের হাত দেখে ভাগ্য বলি।

ভাগ্য বলেন?

হ্যাঁ। আপনি একজন পামিস্ট?

জ্বি।

বিশ্বাস করেন এসব?

জ্বি না। বিশ্বাস না করেও তো আমরা অনেকে কিছু করি।

উদাহরণ দিন।

দেশের কিছু হবে না এই জেনেও আমরা দেশের জন্যে জীবন দিয়ে দেই। দেই না?

গুড। আপনি তো ভাই ফিলসফার কিসিমের মানুষ। নিন আমার হাত দেখে নিন।

আজ থাক। আরেকদিন দেখব।

অসম্ভব আজই দেখতে হবে। হাত দেখে শুধু বলুন-টাকা-পয়সা হবে কি না। আর কিছু জানতে চাই না। সুখটুখ কিছু আমার দরকার নেই, টাকা থাকলেই হলো।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

সোবাহান রফিকের হাতের দিকে তাকাল। মৃদু স্বরে বলল, বুধের ক্ষেত্র খুব শুভ। মঙ্গলে আছে ত্রিভুজ চিহ্ন। আপনি অত্যন্ত ধনবান হবেন। তবে তা নিজের হবে না। হৃদয় রেখা থেকে একটি রেখা ভাগ্য রেখাকে স্পর্শ করেছে। কাজেই ধনবান হবেন স্ত্রী ভাগ্যে।

বেইজ্জতি কথা বলছেন ভাই। স্ত্রী ভাগ্যে ধন?

হ্যাঁ তাই।

একটু আগে বললেন আপনি হাত দেখায় বিশ্বাস করেন না কিন্তু এখন এত জোর সঙ্গে কথা বলছেন কেন?

জোর দিয়ে বলারই নিয়ম। যে হাত দেখাতে আসে সে এতে মনে করে এই বড় জ্যোতিষী।

তার মানে এটা হচ্ছে আপনার একটা ব্যবসায়িক চাল?

হ্যাঁ তাই।

তাহলে আমি কি ধরে নিতে পারি যে নিজের ভাগ্যেও আমি বড়লোক হতে না। পারবেন না। আপনার যা হবার তা হবে স্ত্রী ভাগ্যে।

আরে আপনাকে নিয়ে তো মহামুশকিল।

হাতে যেমন দেখছি তেমনি বলছি।

এক মিনিট দাঁড়ান আমার স্ত্রীর হাতটা দেখে দিন। পালিয়ে যাবেন না যেন।

রফিক সাহেব আজ থাক।

অসম্ভব। আজই দেখবেন। এক্ষুণি নিয়ে আসছি। যাব আর আসব। এক মিনিট।

শারমিন ভেতরের বারান্দায় চুপচাপ বসে আছে। গতকাল সকালে সে একটি চিঠি পেয়েছে। আমেরিকা থেকে পাঠিয়েছে সাকিবর। চিঠির বিষয়বস্তু হচ্ছে নতুন দেশ কেমন লাগছে তাই জানতে চাওয়া। এবং সে যে সুইডেনে একটি চাকরি পেয়েছে খবর জানানো। চিঠি পাওয়ার পর থেকে শারমিন অস্বাভাবিক গম্ভীর। রাতে রফিক সঙ্গে একটি কথাও বলেনি। রফিক একবার হাত ধরতেই ঝাঁকি দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নি বলেছে–হাত ধরবে না।

রফিক বিস্মিত হয়ে বলল, হাত ধরব না কেন? এই হাত কি আমেরিকায় বন্ধক

কি কুৎসিৎ কথা। এর জবাব দিতে ইচ্ছা করেনি। আজ বারান্দায় একা একা তার রীতিমত কান্না পাচ্ছে। কাঁদতে পারলে মন হালকা হতো কিন্তু বাড়িটা এত যে কাঁদবার জন্যে গোপন জায়গাও নেই।

এই যে শারমিন এখানে বসে আছ? এসো আমার সঙ্গে।

কোথায় যাব?

এক গ্রেট পামিস্ট এসেছে। ভূত-ভবিষ্যৎ বর্তমান সব ফড়ফড় করে বলে দেয় তাকে হাত দেখাবে।

আমাকে বিরক্ত করবে না। একা থাকতে দাও।

সে কি? তুমি তোমার ভবিষ্যৎ জানতে চাও না?

না।

জানতে চাও না স্বামীর সঙ্গে জীবন কেমন কাটবে?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

।শমন কাটবে তা পরিষ্কার বুঝতে পারছি। তার জন্যে জ্যোতিষীকে হাত দেখাতে
না।

।শমার হয়েছে কি বলো তো?

।কছুই হয়নি।

।তা তো সত্যি বললে না। কিছু একটা নিশ্চয়ই হয়েছে। আমেরিকার চিঠি আসার
।থকেই মেজাজ ফোর্টি নাইন।

শারমিন কড়া গলায় বলল, কি হয়েছে সত্যি জানতে চাও?

।া চাই।

তাহলে এসো আমার সঙ্গে, ঘরে এসো। এখানে বলব না।

।এ এমন কথা যে মন্দিরের ভেতর গিয়ে বলতে হবে। চলো যাই।

শারমিন দরজা ভিড়িয়ে দিয়ে কঠিন গলায় বলল, বসো এখানে।

রফিক বসল। তার বেশ মজা লাগছে। শারমিনের প্রচণ্ড রাগের কারণটা ধরতে
পারছে না। রাগে শারমিনের মুখ লাল হয়ে আছে। মনে হচ্ছে এক্ষুণি কেঁদে ফেলবে।

তুমি আমেরিকার চিঠিটা গতকাল আমাকে দিয়েছ।

হ্যাঁ।

কিন্তু তার আগে খাম খুলে তুমি চিঠি পড়েছ।

মুখবন্ধ খামই তোমাকে দিয়েছি।

তা দিয়েছ। কিন্তু খাম খুলে চিঠি পড়ে তারপর আবার মুখ বন্ধ করেছ।

এ রকম সন্দেহ হবার কারণ?

কারণ খামের মুখ ভাত দিয়ে বন্ধ করা ছিল। আমেরিকা থেকে কেউ ভাত দিয়ে মুখ
বন্ধ করে খাম পাঠায় না।

রফিক চুপ করে রইল। কথা সত্যি। শারমিন বলল, আমার চিঠি তুমি কেন পড়লে?

হাসবেন্ড তার স্ত্রীর চিঠি পড়তে পারবে না?

নিশ্চয়ই পারবে। কিন্তু চুরি করে না।

আমার ভুল হয়েছে এরকম আর হবে না।

শারমিন ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। শোকের এমন তীব্র প্রকাশ রফিক আগে
দেখেনি। তার লজ্জার সীমা রইল না। সে নরম স্বরে বলল, শোনো শারমিন, এই যে
তাকাও আমার দিকে।

প্লিজ আমার সঙ্গে কথা বলবে না।

কথা না বলে আমি থাকতে পারি না।

শারমিন জবাব না দিয়ে উঠে চলে গেল।

বাবলুকে কোথাও পাওয়া গেল না। ছাদে ছিল এখন নেই। আশেপাশের কোনো
বাড়িতেও নেই। টুনী খুঁজে এসেছে।

সোবাহান তার ঝুলির ভেতরে হাত দিয়ে প্লাস্টিকের সস্তা ধরনের একটা খেলনা
বের করে এগিয়ে দিল টুনীর দিকে। নীলু বলল, টুনীকে দিতে হবে না দুলাভাই। বাবলুর
জন্যে এনেছেন রেখে দিন বাবলুকেই দেবেন।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

সোবাহান হেসে ফেলল। হাসতে হাসতেই বলল, এইখানে তুমি একটা গু নীলু। এটা আমি টুনীর জন্যেই এনেছি। দেখো এটা একটা পুতুল। মেয়ের খেলে। বাবলুর জন্যে আমি একটা পিস্তল এনেছি। নাও এটা ওকে দিও।

নীলু বেশ লজ্জা পেল। সোবাহান হাসছে। নীলুর এই লজ্জা সে যেন ' করছে।

যাই নীলু।

আমার কথায় কিছু মনে করবেন না দুলাভাই।

যাদের আমি পছন্দ করি তাদের খুব কড়া কথাও আমার ভালো লাগে।

সোবাহান রাস্তায় নেমে গেল। নীলু অনেকক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল। খারাপ লাগছে। শুধু শুধু এতগুলি কঠিন কথা বলা হলো। সে কিছুতেই নিজেকে করতে পারছে না। ভেতর থেকে মনোয়ারা ডাকছেন, বৌমা ও বৌমা।

কোন বৌকে ডাকছেন কে জানে। দুই ছেলের বৌকেই তিনি বৌমা ডাকেন- বা ছোট বৌমা নয়। কিন্তু একজনের জায়গায় অন্যজন এলে রেগে আগুন হন। গলায় বলেন-তোমাকে তো ডাকিনি বৌমা। তুমি এসেছ কেন?

এখন তিনি কাকে ডাকছেন কে জানে। নীলু ক্লান্ত পায়ে ভেতরে ঢুকল। মনে বিছানায় শুয়ে আছেন। তাঁর মুখ থমথম করছে।

আমাকে ডেকেছেন মা?

হ্যাঁ। কে এসেছিল?

আমার বড় দুলাভাই, বাবলুর বাবা।

আমাকে ডাকলে না কেন? আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে না যে? নাকি আম তোমরা মানুষ বলে মনে করো না!

আপনি শুয়েছিলেন তাই।

শুয়েছিলাম, মরে তো যাইনি? নাকি তোমার ধারণা মরে গিয়েছি?

ছিঃ মা কি বলছেন এসব।

আত্মীয়-স্বজন এলে দেখা-সাক্ষাতের একটা ব্যাপার আছে।

তা তো আছেই।

ঠিক আছে মা তুমি যাও। বেশি দিন বেঁচে থাকার এইটাই সমস্যা। কেউ মানুষ মনে করে না। মনে করে ঘরের আসবাবপত্র। ছিঃ ছিঃ ছিঃ। দাঁড়িয়ে আছ কেন যাও।

মনোয়ারা রাগ করে রাতের বেলা ভাত খেলেন না।



রফিকের আজ হঠাৎ করে তিনশ টাকার দরকার হয়ে পড়েছে। বায়োডাটা দিয়ে চাকরির দরখাস্ত করবে জাপানের এক ফার্মে। দরখাস্তের সঙ্গে ওদের দশ ডলার পাঠাতে হবে। দশ ডলার কেনার জন্যেই টাকাটা দরকার। ব্যাপারটা হয়তো পুরোপুরি ভাঁওতা।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

...স্পানিটা বিদেশি। বিদেশিরা এতটা চামার নাও হতে পারে। হয়তো সত্যি সত্যি ...।

...শকিল হচ্ছে তিনশ' টাকার জোগাড় এখনো হয়নি। নীলুর কাছে চেয়েছিল। নীলু ... পারেনি। পঞ্চাশ টাকার একটি নোট বাড়িয়ে দিয়ে বলেছে-বেতন পেলে বাকিটা ...। টাকা আমার কাছে কিছু ছিল-বাবা নিয়ে নিয়েছেন। রফিক বিরক্ত হয়ে ...-বাবার আবার টাকার দরকার কি?

...মার দরকার থাকলে তাঁরও থাকতে পারে।

...র তো পেনশনই আছে।

...পেনশনের টাকার সবটা তো মাকে দিয়ে দিতে হয়।

...রফিক রীতিমত চিন্তায় পড়ে গেল। শারমিনের কাছে হয়তো কিছু টাকা আছে। ...এখন চাওয়া যাবে না। কথাবার্তা পুরোপুরি বন্ধ। সামান্য এক চিঠি নিয়ে এই কাণ্ড। ...দিন এরকম চলবে কে জানে। রফিকের মাঝে মাঝে মনে হয় এরকম আবেগ-প্রবণ ...টি মেয়েকে বিয়ে করে সে বোধ হয় ভুল করেছে। তার জন্যে দরকার ছিল হাসি-...শ ধরনের একটি মেয়ে, যে খুব রাগ করবে আবার পরমুহূর্তেই সব কিছু ভুলে হেসে ...বে। রাত একটার সময় ছাদে উঠে বৃষ্টিতে ভিজতে যার কোনো আপত্তি থাকবে না। ...শারমিন মোটেই সে রকম নয়।

রফিক শেষ পর্যন্ত ঠিক করল সফিকের অফিসেই যাবে। ভাইয়ার অফিসে গিয়ে ...া চাওয়ার একটা সুবিধা আছে। ভাইয়া কখনো না বলবে না। সঙ্গে টাকা না থাকলে ...বে ঘণ্টা খানিক পরে আয়। এই এক ঘণ্টা কোনো না কোনোভাবে সে ম্যানেজ ...বেই।

রফিকের জন্যে বড় রকমের বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। সফিক অফিসে নেই। যে ...য়ায় বসতো সেখানে অপরিচিত এক ভদ্রলোক বসে আছেন। তিনি বিরক্ত মুখে ...বললেন, কাকে চাই?

সফিক সাহেবকে, এখানে বসতেন।

তাঁর সঙ্গে আপনার কি দরকার?

উনি আমার বড় ভাই।

ও আচ্ছা আচ্ছা আসুন আসুন, বসুন এখানে।

ভদ্রলোক অতিরিক্ত রকমের ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সরু গলায় বললেন, আপনার ভাইয়ের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ নেই?

যোগাযোগ থাকবে না কেন? আমরা তো একসঙ্গেই থাকি।

ও আচ্ছা।

ভদ্রলোক খুবই অবাক হলেন। তারপর যা বললেন তা শুনে রফিকের মাথা ঘুরতে লাগল। কি সর্বনাশের কথা। শুনেও বিশ্বাস হতে চায় না।

ভাইয়াকে সাসপেন্ড করা হয়েছে?

জ্বি।

তিনি অফিসে আসেন না?

জ্বি না। আপনারা এ সম্পর্কে কিছুই জানেন না?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

জ্বি না। এই প্রথম জানলাম। ভাইয়া খুব চাপা স্বভাবের মানুষ।

আমার বোধ হয় এটা আপনাকে বলা ঠিক হলো না। অফিসের আমরা ব্যাপারটায় খুব আপসেট।

উনার বিরুদ্ধে অভিযোগটা কি?

বেশ কিছু অভিযোগ আছে।

আমার বিশ্বাস করতে অসুবিধা হচ্ছে। কোনোরকম অন্যায় করার ক্ষমতাই নেই। নিশ্চয়ই কোথাও কিছু ভুল হচ্ছে।

তা তো হচ্ছেই। অভিযুক্ত হবার জন্যে সবসময় কিন্তু অন্যায় করতে হয় না। সিগারেট নিন। চা খাবেন?

জি না। চা-সিগারেট কিছুই খাব না। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ঠাণ্ডা এক পানি খাওয়াতে পারেন?

নিশ্চয়ই পারি।

ভদ্রলোক কোল্ড ড্রিংক আনালেন। রফিক দীর্ঘ সময় ভদ্রলোকের সামনে রইল। উঠে যাবার মতো শক্তিও তার নেই। এই বিশাল সমস্যার কি সমাধান হবে

সে সেখান থেকে সরাসরি নীলুর অফিসে চলে গেল। নীলু কি একটা ফাইল খুব ব্যস্ত। চোখে চশমা। এই চশমা সে বাসায় পরে না। অফিসে এলে চোখে দেয় তাকে একেবারেই অন্য রকম লাগে। নীলু হাসি মুখে বলল, কি খবর রফিক?

কোনো খবর নেই ভাবী। আমি যখনই আসি তখনই দেখি তুমি ব্যস্ত। একটা দেখলাম না তুমি কলিগদের নিয়ে জমিয়ে গল্প করছ।

কি করব তুমি বেছে বেছে কাজের দিনগুলোতেই শুধু আসো। আজ কি ব্যাপা

তোমার সঙ্গে একটা জরুরি কথা আছে ভাবী। চলো তোমাদের ক্যান্টিনে যাই

এখানে বলা যাবে না?

না।

ক্যান্টিন পুরো ফাঁকা। চা পাওয়া গেল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই লাঞ্চ আওয়ার হবে। এখানে লাঞ্চ আওয়ারে চা হয় না। নীলু বলল, কি বলবে তাড়াতাড়ি বলো। জ কথার নাম দিয়ে তুমি যা বলো সেটা কখনো জরুরি হয় না।

এবারেরটা হবে।

বলো শুধু শুধু দেরি করবে না।

তার আগে একটা হাসির গল্প শুনে নাও ভাবী। এতে খারাপ খবর সহ্য করা সহ হবে। গল্পটা হচ্ছে–এক লোক এক্সিডেন্ট করেছে। গাড়ি নিয়ে খাদে পড়ে গেছে। ট্রাফি সার্জন বলল, তুমি গাড়ি নিয়ে খাদে পড়ে গেলে ব্যাপারটা কি...

নীলু বিরক্ত হয়ে বলল, তুমি কি বলতে এসেছ বলে চলে যাও।

ভাইয়াকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। এক সপ্তাহ আগে। তদন্ত কমিটি বসেছে তদ হচ্ছে। গত এক সপ্তাহ ভাইয়া অফিসে যায়নি। ঘর থেকে বের হয়ে পার্কেটার্কে কোথা বসে সময় কাটাচ্ছে হয়তো।

নীলু হতভম্ব হয়ে গেল। অনেকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারল না।

যা বলছ ঠিক বলছ?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

...জিনিস নিয়ে কি ভাবী রসিকতা করা যায়?

...বড় একটা ঘটনা সে আমাকে বলবে না?

...করবে বলো স্বভাব।

স্বভাব টভাব কিছু না, এতদিন হয়েছে আমাদের বিয়ের এখনো সে আমাকে দূরে রেখেছে। কেন আমি কি এতই তুচ্ছ, এতই ফেলনা?

নীলু ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। ক্যান্টিনের বয়গুলি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। শারমিন বিরক্ত হয়ে বলল, কি শুরু করলে এসব? তোমাদের এই জিনিসটা দু'চোখে দেখতে পারি না। এটার মধ্যে কেঁদে ফেলবার কি আছে?

নীলু চোখ মুছে বলল, না কাঁদবার তো কিছুই নেই। খুব আনন্দের সংবাদ। মনিপুরী চা শুরু করলে তুমি বোধ হয় খুশি হও।

শারমিন হেসে ফেলল। লাঞ্চের আগেই নীলু ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে এলো। সফিক নেই। হোসেন সাহেব মনোয়ারাকে নিয়ে খিলগাঁয়ে গিয়েছেন। টুনী, বাবলু স্কুল থেকে ফেরেনি। বাড়ি খাঁ খাঁ করছে। বিকেল পর্যন্ত নীলু বিছানায় শুয়ে রইল। মাঝখানে শারমিন একবার এসে জিজ্ঞেস করল, তোমার কি শরীর খারাপ ভাবী?

নীলু সে কথার জবাব দিল না। তার আজ কথা বলতেই ইচ্ছা করছে না। শারমিন আবার বলল, কি হয়েছে ভাবী? নীলু তিক্ত গলায় বলল, প্লিজ আমাকে বিরক্ত করবে না। বড্ড মাথা ধরেছে।

ও স্যরি। তোমার কার্ডটা নাও।

কিসের কার্ড?

শাহানা পাঠিয়েছে। ভিউকার্ড।

টেবিলের উপর রেখে দাও।

শারমিন চলে যেতে গিয়ে আরেক বার জিজ্ঞেস করল, তোমার কি হয়েছে বলো? ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই।

ডাক্তারের কাছে নেয়ার মতো কিছু হয়নি।

এ বাড়িতে শরীর খারাপ অজুহাতে বেশিক্ষণ শুয়ে থাকার কোনো উপায় নেই। হোসেন সাহেব তার হোমিপ্যাথিক বাক্স নিয়ে এসে পড়লেন।

মা দেখি উঠে বসো তো।

আমার তেমন কিছু হয়নি বাবা। মনটা শুধু খারাপ। হোসেন সাহেব বিজ্ঞের হাসি হাসলেন।

মন খারাপও একটা অসুখ। সব অসুখের মূলে হচ্ছে এই অসুখ। ইংরেজিতে একে বলে ম্যালাংকলি। মন খারাপ সারাতে পারলে সব অসুখই সারানো যায়। মাথাব্যথা আছে?

আছে অল্প।

চাপা ব্যথা নাকি সুচের মতো ব্যথা?

চাপা ব্যথা।

দেখি মা জিভ দেখি। হজমেরও অসুবিধা হচ্ছে। হাতের তালু কি খুব ঘামে?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

একটু একটু ঘামে।

যা ভেবেছি তাই। তোমার কি মৃত্যু চিন্তা হয়? চট করে উত্তর দিও না, ভালো [redacted] ভেবে বলো।

এত দুঃখেও নীলু হেসে ফেলল। হোসেন সাহেব গম্ভীর হয়ে বললেন, বিচারটাই হচ্ছে আসল। ঠিকমত লক্ষণ বিচার করে একটা ডোজ দিতে পারলেই ফতে। এই যে দেখো তোমার শাশুড়ির মেজাজ। এরও অষুধ আছে। তিনটা ডোজ পারলে মেজাজ কন্ট্রোল হয়ে যাবে। মিষ্টি মিষ্টি কথা বলবে।

দিচ্ছেন না কেন তিনটা ডোজ?

দিলেই কি সে খাবে? তাকে চিনো না তুমি? সকাল থেকে হৈচৈ করছে। দুপুরে কিছু খায়নি।

কেন?

জানি না কেন। তুমি একটু চেষ্টা করে দেখো তো মা। আমি এই ফাঁকে [redacted] অসুখটা নিয়ে একটু ভাবি। এটা তো আর এ্যালোপ্যাথি না যে চোখ বন্ধ করে স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দিব। লক্ষণ বিচার করতেই দুই-তিন ঘণ্টা লাগে। বইপত্র দেখতে হবে। বড় কঠিন জিনিস মা হোমিওপ্যাথি। বড় কঠিন।

মনোয়ারার আজকের রাগের কারণ হচ্ছে–শাহানা সবাইকে কার্ড পাঠিয়েছে [redacted] পাঠায়নি। নিজের পেটের মেয়ে এই কাণ্ড কি করে করল? তিনি কি তাকে অন্যদের [redacted] কম ভালোবাসেন? সবাই তাঁকে অপছন্দ করে কেন? অপছন্দ করার মতো কি আছে [redacted] মধ্যে?

নীলু দরজার কাছে এসে বলল,

মা আসব?

আসতে ইচ্ছে হলে আসো।

আপনি নাকি দুপুরে কিছু খাননি?

তাতে কি তোমাদের কোনো অসুবিধা হয়েছে? আমি খেলেই কি না খেলেই কি? খাবার গরম করে টেবিলে দিয়েছি মা।

খামাখা আগবাড়িয়ে কাজ করতে যাও কেন? কে তোমাকে টেবিলে খাবার দি[redacted] বলেছে?

নীলু বেশ কড়া করে বলল, আপনি মা শুধু শুধু অশান্তি করেন। সবাইকে বির[redacted] করেন।

মনোয়ারা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। এই মেয়ে তাঁর মুখের উপর এসব [redacted] বলছে। এত সাহস এই মেয়ে পেল কোথায়? তিনি রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, নী[redacted] এই ঘর থেকে বের হয়ে যাও।

এই প্রথম তিনি বৌমা না বলে নীলু বললেন। তাঁর মনে হলো তাঁর চারপাশে ঘরবাড়ি থরথর করে কাঁপছে। চোখে তেমন কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। নীলু ছুটে গিয়ে তাঁকে ধরে ফেলল। হোসেন সাহেব ডাক্তার আনতে ছুটলেন। ডাক্তার বলল, প্রেসার খুবই হাই। একবার সোহরাওয়ার্দীতে নিয়ে যাওয়া উচিত।

সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে ভর্তি করিয়ে নিল। এতগুলি ঘটনা

Nirjoy

www.BanglaBook.org

খুব দ্রুত। নীলু বলল, বাবা রাতে আমি থাকব হাসপাতালে, আপনি শারমিনকে নিয়ে চলে যান। ডাক্তার তো বলেছেন ভয়ের কিছু নেই।

হোসেন সাহেব বিড়বিড় করে বললেন, এত বড় একটা ঝামেলা রফিক-সফিকের খোঁজ নেই, রাগে আমার গা জ্বলে যাচ্ছে মা।

ওরা বোধহয় এতক্ষণে এসে পড়েছে। ওদের গিয়ে খবর দিন।

যাচ্ছি। তোমার একা একা খারাপ লাগবেনা তো?

একা কোথায়? মা আছেন। তাছাড়া হাসপাতাল ভর্তি রুগী।

রাতে তুমি ঘুমুবে কোথায়?

এক রাত না ঘুমুলে কিছু হবে না। বাবা আপনারা একটা বেবিট্যাক্সি নিয়ে চলে যান।

মনোয়ারা বেশ খুশি, তাকে নিয়ে যে এত বড় একটা হৈচৈ হচ্ছে এই আনন্দে তিনি টগবগ। নীলুকে ডেকে একবার বললেন, আত্মীয়স্বজন সবাইকে তো খবরটা দেয়া দরকার। কখন কি হয়। হার্টের ব্যাপার।

হার্টের আপনার কিছু হয়নি মা। খুব প্রেসার ছিল তাতেই...

তুমি কি ডাক্তারদের চেয়ে বেশি জানো? যা করতে বলেছি করো। সবাইকে খবর দাও। ঢাকার বাইরে যারা তাদের চিঠি দিয়ে দিও।

জ্বি আচ্ছা।

রফিক সফিকের কাণ্ডটা দেখো তো। নিজের মা মরে যাচ্ছে কোনো খেয়াল নেই।

এখনো খবর পায়নি।

তোমার কি ধারণা খবর পেলেই ছুটতে ছুটতে চলে আসবে? নিজের ছেলেদের আমি চিনি না? খুব চিনি।

নীলু তার শাশুড়ির পাশে বসে মৃদুস্বরে বলল, মা আপনি আমার কথায় রাগ করে এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন। আমার কি যে খারাপ লাগছে।

বলতে বলতে নীলুর চোখ ভিজে উঠল। গলা ভার ভার হলো। মনোয়ারা বিরক্ত গলায় বললেন, বলেছ ভালো করেছ। আমি দিনে এক হাজার কড়া কথা বলি আর তুমি একটা বলতে পারবে না? কাঁদতে শুরু করবে না তো মা। গায়ের মধ্যে কুটকুট করছে। বিছানায় ছারপোকা আছে কিনা কে জানে। মা তুমি ঐ নার্সটাকে জিজ্ঞেস করে আসো তো বিছনায় ছারপোকা আছে কি না।

নীলু বাধ্য মেয়ের মতো উঠে গেল। মনোয়ারা মনে মনে বললেন, আল্লাহ তুমি আমার এই লক্ষ্মী বৌটাকে সুখে রেখো। কোনো রকম দুঃখ তাকে দিও না।

রফিক এলো রাত ন'টার দিকে। নীলু অবাক হয়ে বলল, তুমি একা? তোমার ভাই আসেনি?

সকালে আসবে।

বলো কি তুমি? সকালে আসবে মানে? অসুস্থ মাকে দেখতে আসবে না?

রফিক চুপ করে গেল। সে টিফিন কেরিয়ারে করে খাবার নিয়ে এসেছে। ভাত, কৈ মাছ ভাজা, ফুল কপির ভাজি।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

খেয়ে নাও ভাবী। ক্ষিদে লেগেছে নিশ্চয়ই।

ক্ষিদে লেগেছে কিন্তু খেতে ইচ্ছা করছে না। তোমার ভাইয়ের কি মনটন বলে কিছু নেই?

সেটা ভাইয়াকে জিজ্ঞেস করো আমাকে জিজ্ঞেস করে তো লাভ নেই।

তুমি এখানে আর রত করে কি করবে? মাকে দেখে চলে যাও।

আমিও আছি তোমার সঙ্গে। হাসপাতালের বারান্দায় বসে থাকব। তুমি একা একা রাত জাগবে তা হয় নাকি? একটা চায়ের দোকান দেখে এসেছি সারারাত খোলা থাকে। ঐখানে গিয়ে এক ঘন্টা পর পর চা খাব আর হাসপাতালের বারান্দায় বসে মশার কামড় খাব।

রাতটা ভালোই কাটবে।

নীলু হেসে ফেলল। রফিক সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে বলল, হাসপাতাল নিয়ে একটা জোক শুনবে? খুব হাসির।

ঘটনার উত্তেজনায় মনোয়ারা এখন খানিকটা ক্লান্ত। ডাক্তাররা ঘুমের অষুধ দিয়েছে। তাতে ঘুম ঠিক আসছে না। ঝিমুনির মতো আসছে। নীলুকে তিনি তাঁর সঙ্গে নিয়ে শুয়েছেন। জেগে আছে নীলুও। কিছুতেই তার মনের গ্লানি কাটছে না। একসময় মনোয়ারা বললেন, বৌমা ঘুমিয়ে পড়েছ?

জ্বি না।

তোমার শ্বশুরের কাণ্ডটা দেখেছ? তার উচিত ছিল না হাসপাতালে থাকা? একটা মানুষ মরে যাচ্ছে আর সে আরাম করে ঘুমাচ্ছে। ছিঃ ছিঃ। বৌমা ঘুমিয়ে পড়লে?

জ্বি না।

রফিক আছে তো?

জ্বি বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করছে।

ব্যাটা ছেলে একজন থাকা ভালো। কখন কি দরকার হয়। তাই না? হার্টের অসুখ।

জ্বি। আপনি ঘুমান মা। মাথায় হাত বুলিয়ে দেই?

দাও।

নীলু মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। অনেকদিন পর গভীর তৃপ্তি নিয়ে মনোয়ারা ঘুমুতে গেলেন।

সাতদিন হাসপাতালে কাটিয়ে মনোয়ারা আজ বাড়ি ফিরবেন। এই উপলক্ষে রফিকের ইচ্ছা ছিল একটা নাটকের মতো করা। দরজার বাইরে লেখা থাকবে শুভ প্রত্যাবর্তন। ফুলটুল দিয়ে ঘর সাজানো হবে। রাতে ছোট্ট একটা ঘরোয়া গানের আসর। রফিক তার এক বন্ধুকে খবর দিয়েছে সে সন্ধ্যাবেলায় এসে গজল গাইবে। এই জিনিসটির আজকাল বেশ প্রচলন হয়েছে। ঘরে ঘরে গজল।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

।।ু অবস্থা গতিকে মনে হচ্ছে সেটা সম্ভব হবে না। ভোরবেলায় ভাবী এবং
।।। মধ্যে তুমুল ঝগড়া। এরা দু'জন যে এভাবে ঝগড়া করতে পারে তা রফিক
।।ও করেনি। একবার ভেবেছিল ঝগড়ার ধাক্কাটা কমানোর জন্যে সে কিছু বলবে।
।।ন তাকে বেরুতে দেয়নি। ব্যাপারটি শুরু হয়েছে এভাবে–অফিসের সময় সফিক
।।তি কাপড় পরছে। কাপড় পরতে পরতে বলল, এক কাপ চা দিতে পারো নীলু।

নীলু চা এনে দিয়ে শান্ত গলায় বলল, আজ মা হাসপাতাল থেকে ফিরবেন জানো
।। হয়।

হ্যাঁ জানি। আমিও সকাল সকাল ফিরব।

কোথায় যাচ্ছ তা জানতে পারি কি?

তোমার কথা বুঝতে পারছি না। রোজ যেখানে যাই সেখানে যাচ্ছি।

অফিসে যাচ্ছ?

সফিক এই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে জুতা ব্রাশে অতিরিক্ত মনোযোগী হয়ে পড়ল।

নীলু বলল, কি কথা বলছ না কেন? অফিসে যাচ্ছ?

না।

কোথায় গিয়ে বসে থাকো জানতে পারি?

আস্তে কথা বলো, চেঁচাচ্ছে কেন?

তোমার চাকরি নেই এই খবরটা আমাকে কেন অন্যের কাছ থেকে শুনতে হলো? কেন তুমি বলতে পারলে না?

চাকরি নেই এই কথাটা তো ঠিক না। তদন্ত হচ্ছে। তদন্ত শেষ হলেই আমি আগের জায়গায় ফিরে যাব।

ফিরে যাবে ভালো কথা। আমাকে কেন বলবে না?

কি মুশকিল, তুমি চেঁচাচ্ছ কেন?

চেঁচাব। চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় তুলব।

ঝগড়ার এই পর্যায়ে শারমিনের আপত্তি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে রফিক এসে বলল, ভাবী একটু শুনে যাও তো, খুব দরকার।

নীলু মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিল। শান্ত মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। রফিক বলল, তোমার অফিসের গাড়ি অনেকক্ষণ হলো দাঁড়িয়ে আছে। হর্ন দিচ্ছে। যাও অফিসে যাও। এইসব কি হচ্ছে?

আজ অফিসে যাব না।

সেই খবরটা গাড়িতে যারা আছে তাদের দিয়ে আসতে হবে তো। নাকি তোমার একার জন্যে সবাইকে লেট করাবে?

নীলু খবর দিতে গেল কিন্তু ফিরে এলো না। শেষ মুহূর্তে মনে হলো বাসায় ফিরে কি হবে? এরচে' অফিসে সময় কাটানোই ভালো। তার শাশুড়ি সন্ধ্যার আগে আগে বাসায় আসবেন। তার আগে ফিরে গেলেই হবে।

সফিক আজ প্রথম অফিসে গেল। বিনা প্রয়োজনে নয়। প্রোভিডেন্ট ফান্ড থেকে টাকা তুলতে হবে। বাড়ি ভাড়া, হাসপাতালের খরচ, নানান ফ্যাকরা। অফিসে ঢুকতে

Nirjoy

www.BanglaBook.org

তার লজ্জা লজ্জা লাগছে। নিজের অফিস অথচ নিজের মনে করে আসতে পারছে না। অফিসের কর্মচারীরাও কেউ এই ক'দিন তার সঙ্গে দেখা করতে আসেনি। সিঁড়ির মাথায় সিদ্দিক সাহেবের সঙ্গে দেখা।

আরে সফিক সাহেব আপনি? আসুন আসুন। আজ কেন জানি মনে হচ্ছিল আপনি আসবেন।

তাই নাকি! আপনার যে সিক্সথ সেন্স ডেভেলপ করছে তা তো জানতাম না সিদ্দিক সাহেব।

আমার কথা বিশ্বাস করলেন না তাই না? আপনার সামনেই আমি মুজিবুরকে ফোনে জিজ্ঞেস করছি। আধ ঘণ্টা আগে আমি মুজিবুরকে বলেছি যে আপনি আজ আসবেন। আসুন আমার ঘরে আসুন। প্লিজ?

আমি একটু ক্যাশ সেকশনে যাব কিছু টাকা তুলব।

ক্যাশ সেকশনের পাখা গজায়নি। পালিয়ে যাচ্ছে না। তাছাড়া টাকা আপনি আমার ঘরে বসেও তুলতে পারবেন।

অফিসের খবর কি?

তদন্তের খবর জানতে চাচ্ছেন তো?

হ্যাঁ।

তদন্ত পরশু শেষ হয়েছে। সাহেবদের তদন্ত একটা দেখবার জিনিসরে ভাই। চা খেতে খেতে চার-পাঁচ জন লোককে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করল, ব্যস তদন্ত শেষ।

ফলাফল কি?

তাও তো জানি না। ব্যাটা কিছু বলে না। আমি গতকাল জিজ্ঞেস করলাম সে বলে মতো ঠোঁট সরু করে বলল, এই খবরের জন্যে তোমার এত আগ্রহ কেন? ব্যাটার কথা গা জ্বলে যায়। অফিসের খবরে আমার আগ্রহ থাকবে না? আপনি কি খাবেন চা না কফি?

আমি কিছুই খাব না।

এসব বলে কোনো লাভ হবে না। খেতেই হবে। ক্যাশিয়ারকে ডাকাচ্ছি টাকা পয়সার ব্যাপার সেরে নিন; ইন্টারকমের ব্যবস্থা হয়েছে দেখেছেন? টলম্যান ব্যাটা দারুণ একটিভ। ছ' কোটি টাকার একটা নতুন প্লান্ট হচ্ছে। ব্যাটার এক চিঠিতে হে অফিস প্ল্যান স্যাংশন করে দিয়েছে।

কিসের প্লান্ট?

সালফিউরিক এ্যাসিড প্লান্ট। বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের সঙ্গে জয়েন্ট কোলাবরেশন সিক্সটি-ফোর্টি শেয়ার। সিক্সটি কোম্পানি অর ফোর্টি লোকাল গভর্নমেন্ট।

ভালোই তো।

আমাদের জন্যে ভালো। কোম্পানি গ্রো করবে আমরাও গ্রো করব।

সিদ্দিক সাহেব ইন্টারকমের বোতাম টিপে ক্যাশিয়ারকে আসতে বললেন। তার এক মিনিট পরই টলম্যান খবর পাঠাল-সফিককে যেন তার ঘরে পাঠানো হয়। সিদ্দিক সাহেব মুখ বিকৃত করে বললেন, আপনি এসেছেন ব্যাটার কাছে খবর চলে গেছে। নাৎসি জার্মানির অবস্থা হয়েছে বুঝলেন। জীবন অতিষ্ঠ। চারদিকে ব্যাটার স্পাই।

টলম্যান হাসি মুখে বলল, কেমন আছ সফিক?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

ভালো আছি স্যার।

কিসে এসেছিলে কেন?

স্টুডেন্ট ফান্ডের টাকা কিছু তুলব।

তুলেছ?

না এখনো তোলা হয়নি।

বসো। আরাম করে বসো। অফিসের খোঁজ-খবর কিছু রাখো?

না। তবে আজ শুনেছি। কোম্পানি বড় হচ্ছে।

হ্যাঁ বড় হচ্ছে। বিগ প্রজেক্ট হাতে নিয়েছে। কিন্তু তোমাদের সরকারি অফিস গুলোর মতো হাঁ করে আছে। সারাক্ষণ এদের মুখে কিছু না কিছু দিতে হচ্ছে। হা হা হা। চা খাবে?

না।

তদন্তের রিপোর্ট জানতে চাও?

হ্যাঁ চাই।

তোমার কি ধারণা বলো? তুমি কি মনে করো তদন্তে তোমাকে নির্দোষ বলা হবে?

আমার তাই ধারণা। আমি কোনো অন্যায় করিনি। এসবের কিছুই আমি জানি না।

যে এসবের কিছু জানে না অথচ যার সিগনেচার নিয়ে এত চুরি-জুয়াচুরি হয় সে কি বড় রকমের একজন অপদার্থ নয়?

হ্যাঁ ঠিক।

তদন্তে তোমাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। যদিও আমি এবং তদন্ত কমিটির মেম্বাররা ভালোই জানি অন্যায়টা তোমার করা নয়।

তদন্ত কমিটি দোষী ব্যক্তিদের বের করতে পারেনি এটা কি কমিটির একটা বড় রকমের ব্যর্থতা নয়?

হ্যাঁ ব্যর্থতা তো বটেই। বিগ ফেইলিয়ুর।

স্যার আমি কি এখন উঠব?

না একটু বসো। আমি হাতের কাজ সেরে নেই। ধরো দশ মিনিট।

ঠিক আছে স্যার বসছি।

কিংবা আরেকটা কাজ করতে পারো। যে কাজে এসেছিল সেটা শেষ করে আমার সঙ্গে দেখা করবে।

আর দেখা করে কি হবে?

কথাবার্তা বলব। আজ আমার কাজ করার মুড নেই। কথা বলতে ইচ্ছে করছে।

সফিক বের হয়ে গেল। টলম্যান দু'টি অর্ডারে সই করল। একটি হচ্ছে সালফিউরিক এ্যাসিড প্লান্টের প্রজেক্ট ডাইরেক্টর হিসেবে সফিকের নিয়োগ পত্র। দ্বিতীয়টি হচ্ছে ঢাকা জোনাল অফিসের জি. এম. পদে সফিকের পদোন্নতি।

তদন্ত কমিটি সফিকের কোনো ত্রুটি ধরতে পারেনি। তদন্ত কমিটির প্রধান হিসেবে টলম্যান তার রিপোর্টে লিখেছে-সৎ এবং দক্ষ এই দুই ধরনের গুণের সমন্বয় সাধারণত হয় না। সফিকের মধ্যে তা লক্ষ্য করেছি। বড় রকমের দায়িত্বপূর্ণ কাজ একে দেয়া যেতে পারে। তা ছাড়া সফিক আহমদের বিপুল জনপ্রিয়তাও আমি সর্বশ্রেণীর কর্মচারীদের

Nirjoy

www.BanglaBook.org

মধ্যে লক্ষ করেছি। কোম্পানির স্বার্থেই এই জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগানো উচিত।

সফিক বাড়ি ফিরে যাবার আগে টলম্যানের সঙ্গে দেখা করতে গেল। সে [illegible] করতে চলে গিয়েছে। টলম্যানের পি.এ. দু'টি খাম এগিয়ে দিল। নরম গলায় বলল

বড় সাহেব আপনাকে দিতে বলেছেন। আর আপনার জন্যে এই চিঠি লিখে [illegible] গেছেন। চিঠিটা আগে পড়তে বলেছেন।

সফিক চিঠি পড়ল। চিঠির বক্তব্য হচ্ছে "আজ রাতে অবশ্যই তুমি তোমার [illegible] নিয়ে কোনো একটা ভালো রেস্তোরাঁয় খেতে যাবে। খাবার এবং পানীয়ের অর্ডার দেয়া পর খাম দু'টি খুলে পড়বে। আশা করি এর অন্যথা হবে না।"

সফিক অফিসে বসেই খাম খুলে পড়ল। তার বেশ মন খারাপ হলো। টলম্যান ভদ্রভাবে বলেছিল কাজটা সেভাবেই করা উচিত ছিল। নীলু কত খুশি হতো। আনন্দ ভাগ ভোগ করা যায় না।

সিদ্দিক সাহেব বললেন, কি ব্যাপার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি করছেন? স্যারের [illegible] দেখা হয় নি?

হয়েছে।

ব্যাটা কি বলল?

তেমন কিছু না।

সফিক একটা রিকশা নিল। যাবে মতিঝিল। নীলুর অফিসে। নীলুর অফিস এখনো দেখা হয়নি। নীলু আজ অফিসে গিয়েছে কি না কে জানে। হয়তো অফিসেই যায়নি, ঝগড়া-টগড়া করে বাসায় বসে আছে।

নীলু অফিসেই ছিল। সফিককে ঢুকতে দেখে সে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

কি ব্যাপার তুমি?

দেখতে এলাম তুমি কি করো না করো। নিজের কিছু করার নেই, সময়টা কি কাটাতে হবে।

সফিক নীলুর সামনে চেয়ার টেনে বসল। পকেটে হাত দিয়ে হাসি মুখে বলল সিগারেট খেতে কোনো বাধা নেই তো?

অফিসের অনেকেই কৌতূহলী হয়ে তাকাচ্ছে। নীলুর কেন জানি খুব লজ্জা লাগছে। সফিকের হঠাৎ এখানে আসার কারণটা ধরতে পারছে না। সে চাপা গলায় বলল, সংক্ষেপে করে বল কি জন্যে এসেছ।

তোমার যখন কাজ কর্ম ছিল না তখন তুমি আসতে না আমার অফিসে?

অকারণে যেতাম না কোন একটা কাজ নিয়ে যেতাম।

বেশিরভাগ সময়ই যেতে টাকার জন্যে হঠাৎ টাকার দরকার হয়ে পড়ল তখন...

তুমি নিশ্চয়ই সেই উদ্দেশ্যে আসোনি।

সফিক গম্ভীর হয়ে বলল, আমার উদ্দেশ্যও তাই। গোটা পাঁচেক টাকা দিতে পারবে?

সফিক হাসছে। সমস্ত রহস্য নীলুর কাছে এখন পরিষ্কার হতে শুরু করেছে। ভালো খবর আছে। নিশ্চয়ই খুব ভালো খবর। আজ সকালে এই নাটকটা সে যদি না করত। বেচারা জানাতে চায়নি কেন সে জোর করে জানল? জানাতে চায়নি লজ্জায় এবং অপমানে, সে স্ত্রী হয়ে স্বামীর লজ্জা এবং অপমানকে সবার সামনে প্রকাশ করে দিল।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

রাশেদও এই লোকটি রাগ করেনি। ভালো খবরটি নিয়ে হাসিমুখে এসেছে তার কাছে। রসিকতা করার চেষ্টা করছে। রহস্য করার তার ক্ষমতা নেই। মোটেই জমাতে পারছে না। রফিকের চোখ ভিজে উঠল।

নীলু বলল, কিছু খাবে? আমাদের এখানে খুব ভালো ক্যান্টিন আছে। সফিক হাসতে হাসতে বলল,

এক কাজ করলে কেমন হয় চলো না বাইরে কোথাও খেয়ে বাসায় চলে যাই। আজ সকাল সকাল বাসায় ফেরা দরকার।

একটু বসো আমি স্যারকে বলে আসি।

নীলু কিছুদূর গিয়েই আবার ফিরে এলো। নরম স্বরে বলল, তুমি একটু আসবে আমার সঙ্গে?

কেন?

স্যারের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিতাম।

কি পরিচয় দেবে, বেকার স্বামী?

হ্যাঁ তাই। প্লিজ আসো।

সফিক হাসি মুখে উঠে দাঁড়াল।

মনোয়ারা সন্ধ্যার আগেই ফিরলেন। ডাক্তার বলে দিয়েছে, ইনাকে নিজের মত থাকতে দিতে হবে। মেজাজ ঠাণ্ডা রাখতে হবে। সিড়ি দিয়ে উঠানামা করা একেবারেই চলবে না। মনোয়ারার মন ভালো নেই। তিনি আরো কিছুদিন হাসপাতালে থাকতে চেয়েছিলেন–

গৃহ প্রবেশের আয়োজন মোটামুটি ভালোই। রফিক সত্যি সত্যি একটা কাগজে লিখেছে–'শুভ প্রত্যাবর্তন'। সেটা টানানো হয়েছে দরজার সামনে। ফুলের একটি তোড়া টুনীর হাতে। সেই ফুলের তোড়া টুনী তার দাদির হাতে তুলে দিল। মনোয়ারা গম্ভীর হয়ে ফুলের তোড়া নিলেন। মনে হচ্ছে তিনি জানতেন এরকম একটা কিছু হতে যাচ্ছে।

আশেপাশের বাড়ির মেয়েরা তাঁকে দেখতে আসছে। তিনি সবার সঙ্গেই হাসপাতালের ভয়াবহ গল্প করছেন–

"বাঁচার কোনো আশাই ছিল না। ডাক্তাররা আশা ছেড়ে দিয়েছিল। নেহায়েৎ ভাগ্য গুণে ফিরে এসেছি।"

কথা পুরোপুরি মিথ্যা। কিন্তু সবাই বিশ্বাস করছে।

রফিকের বন্ধু সেই গজল গায়ক সন্ধ্যা থেকেই বসে আছে। মনোয়ারা শুনলেন তাঁর ফিরে আসা উপলক্ষে গান-বাজানার আয়োজনও আছে। তাঁর বেশ আনন্দ হলো। শাহানা যায় তার বর এখনো আসেনি। এইটি তাঁকে পীড়া দিচ্ছে। এরা দু'জন তাঁকে দেখতে হাসপাতালেও যায়নি। নেপাল থেকে ফিরেছে তো বেশ কিছুদিন হলো। তিনি উঁচু গলায় ডাকলেন, বৌমা ও বৌমা।

শারমিন এসে ঢুলকল। তিনি বিরক্ত স্বরে বললেন, তোমাকে তো ডাকিনি, তুমি এসেছ কেন? বড় বৌমাকে আসতে বলো।

নীলু ঘরে ঢুকতেই তিনি বললেন, শাহানাদের খবর দেয়া হয়েছে?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

জ্বি হয়েছে।

ওরা আসছে না কেন?

কোনো কাজ পড়েছে বোধ হয়।

যমে-মানুষে টানাটানি হচ্ছে আর তার কাজ পড়ে গেল? বড় কামের মেয়ে হয়ে গেছে দেখি। রফিককে বলো ওদের নিয়ে আসুক।

ওকে বললে এখন যাবে না মা। বন্ধুবান্ধব এসেছে, ওদের নিয়ে হৈচৈ করছে।

তোমাকে বলতে বললাম তুমি বলো। তোমরা সবাই মিলে আমাকে রাগিয়ে দিচ্ছ। ডাক্তার কি বলেছে মনে নেই?

রফিক নীলুর কথার কোনো পাত্তাই দিল না পাত্তা দেবার প্রশ্নও ওঠে না। তার গায়ক বন্ধু মাথা দুলিয়ে মেয়েলী গলায় গান ধরেছে-"মেরা বালাম না আয়ে।"

বালাম না আসার কারণে তাকে খুবই চিন্তিত মনে হচ্ছে।

হোসেন সাহেবের এই গান খুবই পছন্দ হচ্ছে। তিনি চোখ বন্ধ করে হাতে তাল দিচ্ছেন। টুনী এবং বাবলু একটু পর পর হেসে উঠছে। তিনি এতে খুব বিরক্ত হচ্ছেন। গজল গায়কও বিরক্ত হচ্ছে।



কবির মাস্টারের ঘুম ভাঙে সূর্য ওঠার আগে। কিন্তু গত ক'দিন ধরে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হচ্ছে। তিনি আটটা-ন'টার আগে বিছানা থেকে নামতে পারছেন না। সকাল বেলা গাঢ় ঘুমে চোখের পাতা বন্ধ হয়ে থাকে। শরীরে কোনোরকম জোর পান না। ঘুম ভাঙার পরও অনেকক্ষণ তাঁকে বিছানার উপর বসে থাকতে হয়। নড়াচড়া করতে পারেন না। তাঁর মনে ভয় ঢুকে গেছে হয়তো বা এক সময় পুরোপুরি বিছানা নিতে হবে। জীবন কাটাবে অন্যের করুণার। এরচে দুঃখের ব্যাপার আর কি হতে পারে? চট করে মরে যাওয়া ভালো। কিন্তু দীর্ঘদিন বিছানায় শুয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করা ভয়াবহ ব্যাপার। এটা তিনি চান না।

আজ অবশ্যি তাঁর ঘুম সূর্য ওঠার আগেই ভেঙেছে। শওকত তাঁকে ডেকে তুলছে। শওকতের মুখ গম্ভীর। বড় রকমের কোনো ঝামেলা হয়েছে বোধ হয়। কিন্তু শওকত তাঁকে কিছু বলছে না। ঘুম ভাঙিয়ে চা বানাতে গিয়েছে। একেক সময় শওকতের উপর রাগে তাঁর গা জ্বলে যায়।

হয়েছে কি রে শওকত? ব্যাপারটা বল।

রান্নাঘর থেকে শওকত বলল, চা খান তারপরে কইতাছি। খবর খারাপ।

চা খাবার পরও শওকত কিছু বলল না। কবির মাস্টার বড় বিরক্ত হলেন।

ব্যাপারটা কি?

আসেন আমার সাথে। নিজের চউক্ষে দেখেন। মুখের কথায় কাম কি?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

এর সঙ্গে বাক্যালাপ করা অর্থহীন। কবির মাস্টার গায়ে চাদর জড়ালেন। ছাতা নিলেন। কতদূর যেতে হবে কে জানে।

শেষপর্যন্ত যেতে হলো না। স্কুলের পুকুরের কাছে এসে শওকত বলল, দেখেন নিজের চোখে দেখেন।

কবির মাস্টার কয়েক মুহূর্ত কোনো কথা বলতে পারলেন না। পুকুরের সব মাছ মরে ভেসে উঠেছে। দুধের সরের মতো মাছের সর পড়ে গেছে। অনেক লোকজন জড়ো হয়েছে এর মধ্যেই। তারা কবির মাস্টারের দিকে এগিয়ে এলো কিন্তু কেউ কিছু বলল না।

কবির মাস্টার বসে পড়লেন। তাঁর মাথা ঘুরছে। বহু যত্নে তিনি এই পুকুর তৈরি করেছেন। মাটি ভরাট হয়ে গিয়েছিল। মাটি কাটিয়েছেন। পোনা মাছের চারা ছেড়েছেন। ফিশারি ডিপার্টমেন্টের লোক এনে পানিতে সার দিয়েছেন। শ্যাওলা পরিষ্কার করিয়েছেন। কিন্তু তাঁর নিজের জন্যে তো এটা তিনি করেননি? করেছেন সুখী নীলগঞ্জের জন্যে। মাছের আয় পুরোটা যেত স্কুলে। স্কুল নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যেত। কিন্তু এটা কি হলো?

শওকত বলল, স্যার উঠেন বাড়িত যাই। বইস্যা থাইক্যা কি করবেন? কার জন্যে করবেন?

তিনি উঠলেন, বাড়ি গেলেন না পুকুরের ঘাটে গিয়ে বসলেন। এই বছরই ঘাট পাকা করেছেন। ছেলেবুড়ো এখন পুকুর পাড়ে ভেঙে পড়েছে। কেউ কেউ বড় বড় মাছ তুলে নিচ্ছে। ভয়ে ভয়ে রান্না করবে। খাবে। মাছের শরীরে বিষ কতটুকু গিয়েছে কে জানে। বিষাক্ত মাছ খেয়ে হয়তো অসুস্থ হবে অনেকে। তাঁর ইচ্ছা হলো একবার বলেন, এই মাছ খেয়ো না। কিন্তু বললেন না। বলতে ইচ্ছা হলো না। কেনইবা বলবেন?

বেশ কিছু সাপ মরে ভেসে উঠেছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সেই সব সাপ কঞ্চির মাথায় নিয়ে মহানন্দে ছোটাছুটি করছে। মাঝে মাঝে এ-ওর গায়ে ফেলে দিচ্ছে। কবির মাস্টার ঘাটে বসে শিশুদের খেলা দেখতে লাগলেন। শওকত বেশ কয়েকবার চেষ্টা করল স্যারকে বাসায় নিয়ে যেতে। পারল না। তিনি মূর্তির মতো বসে রইলেন। রোদ বাড়তে লাগল।

দুপুর এগারটায় থানার ওসি সাহেব তদন্তে এলেন। দু'জন কনস্টেবল নিয়ে পুকুরের চারদিকে কয়েকবার ঘুরলেন। স্কুলে হেড-মাস্টার সাহেবের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বলে কবির মাস্টারের পাশে এসে বসলেন। আশেপাশের সবাইকে অবাক করে দিয়ে কবির মাস্টারের পা ছুঁয়ে সালাম করলেন। খাকি পোশাক পরা কেউ সাধারণত পা ছুঁয়ে সালাম করে না। কবির মাস্টার বললেন, ভালো আছ বাবা?

জি স্যার। আপনার দোয়া।

তাহলে তো ভালো থাকার কথা না কারণ দোয়া আমি তোমার জন্যে করিনি।

এখন করবেন। রোদের মধ্যে বসে আছেন কেন? বাড়ি চলে যান।

বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছে না। রোদে বসে থাকতে ভালোই লাগছে।

এনড্রিন দিয়ে মেরেছে। আপনার সঙ্গে কি স্যার কারো শত্রুতা আছে। চট করে কিছু বলবেন না স্যার। ভালো করে ভেবে বলুন।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

ভেবেই বললাম। শত্রুতা থাকবে কেন?

স্যার আপনি ঘরে গিয়ে কিছু মুখে দিন। শীতকালের রোদই গায়ে লাগে বেশি।

হ্যাঁ যাব। খানিকক্ষণ পরেই যাব। শুধু শুধু বসে থেকে লাভ কি? কেনইবা গরম।

তিনি কিন্তু উঠলেন না। সন্ধ্যা পর্যন্ত একই জায়গায় একইভাবে বসে রইলেন। ছি হচ্ছে তিনি একটা ঘোরের মধ্যে আছেন। নীলগঞ্জ স্কুলের হেডমাস্টার অন্য স্যারদের ডেকে নিয়ে অনেকক্ষণ বোঝালেন, কি জন্যে বসে আছেন? নিজেকে কষ্ট দিয়ে লাভটা কি হচ্ছে? সারাদিন কিছু মুখে দেননি। হিম পড়তে শুরু করেছে। বড় রকমের একটা অসুখ না বাধিয়ে আপনি ছাড়বেন না মনে হচ্ছে। তাতে লাভটা হচ্ছে কার?

কবির মাস্টার ক্লান্ত গলায় বললেন, লাভ-লোকসান নিয়ে ভাবি না।

আপনি না ভাবলেন আমরা তো ভাবি। কেন আপনি শুধু শুধু বসে আছেন?

একটা প্রতিবাদ করছি বুঝলে। একটা প্রতিবাদ। যে এই কাজ করেছে সে এসে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে। তখন আমি উঠব। তার আগে আমি উঠব না। সারা রাত বসে থাকব। সন্ধ্যার পর শওকত বলল—কাজটা সেই করেছে। ক্ষমা চায়। সে কোনোদিন করবে না।

শুধু শওকত নয় একের পর এক অনেকেই আসতে লাগল। সবাই বলছে কাজটা তারই করা। পাশের দু'একটি গ্রাম থেকেও লোকজন এসে বলল কাজটা তারা করেছে।

তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বাড়ি পর্যন্ত যেতে পারলেন না। অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেলেন। তাঁকে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় ময়মনসিংহ সদর হাসপাতালে। সেখানে তিন দিন রেখে ঢাকার পিজিতে। ঢাকায় পঞ্চম দিনের বিকেলে তিনি চোখ মেললেন। শুনলেন কে যেন বলছে—বুড়ো মনে হচ্ছে এই যাত্রায় টিকে গেল।

কথা বলছে রফিক। তিনি ভাবতে চেষ্টা করলেন রফিক এখানে এলো কি করে। মাথা ঘুরাতে চেষ্টা করলেন, পারলেন না, শরীর সিসার টুকরার মতো ভারী হয়ে আছে।

মামা, কথাবার্তা কিছু শুনতে পারছ? তাকাও দেখি আমার দিকে। বলো তো কে?

রফিক।

মনে হচ্ছে আরো কিছুদিন আমাদের যন্ত্রণা দেবে।

তুই এখানে কোত্থেকে?

আমি যেখানকার সেখানেই আছি। তুমি বর্তমানে আছ ঢাকায়। পিজিতে। বেঁচে উঠবে এরকম কোনো আশা ডাক্তারদের ছিল না। তুমি তাদের বোকা বানিয়ে বেঁচে উঠেছ। বুঝতে পারছ?

পারছি।

রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা আমরা পালা করে তোমাকে পাহারা দিচ্ছি। বিকাল চারটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত আমার ডিউটি।

তোর সঙ্গে উনি কে?

ইনি হচ্ছেন বাবলুর বাবা। সোবাহান সাহেব। বিখ্যাত জ্যোতিষী। তুমি আরেকটু সুস্থ হলেই তোমার হাত দেখে ভূত ভবিষ্যৎ, বর্তমান সব বলে দিবে। এমন কি তোমার পুকুরের মাছ কে মারল সেই খবরও বলে দিবে।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

সোবাহান বলল, রফিক সাহেব উনাকে ঘুমুতে দিন বিরক্ত করবেন না। আসুন আমরা বারান্দায় গিয়ে বসি।

নবীর মাস্টার কিছু বলতে চেষ্টা করলেন। গভীর ঘুমে তাঁর চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। তবুও তিনি জেগে থাকতে পারছেন না।

রফিক বলল, বুড়োতো মনে হয় গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়েছে। এখন আর পাহারা দেয়া কোনো মানে নেই। চলুন বাড়ি চলে যাই।

বাড়ি গিয়ে কি করবেন?

তাহলে চলুন আপনার আস্তানায় যাই। আপনি কি ভাবে জীবনযাপন করেন দেখে আসি।

দেখার মতো কিছু না। বস্তির মতো একটা জায়গায় বাস করি। ওখানে গেলে আপনার দম বন্ধ হয়ে যাবে।

বন্ধ হলে হবে, চলুন যাই।

সত্যি যাবেন?

আরে কি মুশকিল। আমি কি ভদ্রতা করে যাবার কথা বলছি?

কি করবেন আমার ওখানে গিয়ে?

গল্প করব। যদি চা খাওয়ান চা খাব।

আমার কেন জানি মনে হচ্ছে আপনার অন্য উদ্দেশ্য আছে।

তা আছে। আপনি খুব ভালো করে আরেকবার আমার হাত দেখবেন। ঐদিন তেমন মনোযোগ দেননি। ভাসা ভাসা কথা বলেছেন।

ব্যাপারটা তো ভাই ভাসা ভাসা।

ভাসা ভাসা হলেও যতদূর সম্ভব আপনি একটু তলিয়ে দেখবেন। আপনার কাছে হাত দেখার ম্যাগনিফাইং গ্লাস আছে না?

সোবাহান হেসে ফেলল। রফিক বিরক্ত হয়ে বলল, হাসবেন না। ব্যাপারটা বেশ সিরিয়াস। আপনার হাত দেখার উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। বাসায় চলুন সেখানে আমি সব বলব।

বেশ তো চলুন। কিন্তু তার আগে আপনি কি একটা খবর দেবেন না?

কি খবর?

আপনার মামার যে জ্ঞান ফিরেছে সেই খবর।

খবর দেবার দরকার নেই। আটটার সময় নীলু ভাবী এসে নিজের থেকেই জানবে। মা'র খবর চট চট দিতে হয়। বাঁচার খবর না দিলেও চলে।

সোবাহান যেখানে থাকে তাকে ঠিক বস্তি বলা যাবে না। কাঁচা ঘর নয়। হাফ বিল্ডিং। দু'টি কামরা। আসবাবপত্র যা আছে তা বেশ গোছানো। হাত দেখা, কোষ্ঠি গণনার প্রচুর বইপত্র। রফিক বলল, এইসব বই পড়েছেন নাকি?

হ্যাঁ পড়েছি।

তার পরেও বলেন আপনি এসব বিশ্বাস করেন না?

জ্বি না করি না।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

অদ্ভুত লোক ভাই আপনি। দেখি চায়ের ব্যবস্থা করুন।

সোবাহান কেরোসিনের চুলা ধরাল। চায়ের কাপ সাজাল। সহজ গলায় ডাকল, রফিক সাহেব চায়ের সঙ্গে আর কিছু খাবেন?

ক্ষিদে ক্ষিদে অবিশ্যি লাগছে। কি আছে ঘরে?

মুড়ি খাবেন। তেল মরিচ দিয়ে মেখে দেই?

দিন। লোকজন আসে কেমন আপনার কাছে?

বেশি আসে না। তবে আসে কিছু কিছু। টাকা যা পাই তার থেকে বাড়ি ভাড়া [illegible] খাবার খরচ ওঠে।

জমে না কিছু?

না। সঞ্চয়ের ব্যাপারটা আমার মধ্যে নেই। কার জন্য সঞ্চয় করব বলুন। [illegible] নগ্ন হয়ে পৃথিবীতে এসেছিলাম নগ্ন হয়ে ফিরে যেতে হবে।

কিন্তু যতদিন বাঁচবেন নগ্ন হয়ে বাঁচতে পারবেন না। কিছু একটা গায়ে দিতে [illegible] দিতেই হবে এমন কোনো কথা কিন্তু নেই। কেউ কেউ জীবনও নগ্ন গাত্র [illegible] দেন।

কাইন্ডলি আপনার হাই সিলসফি রেখে আমার হাতটা দেখুন। আপনি বলেন [illegible] আমি প্রচুর পয়সা করব।

তা বলেছিলাম।

সে রকম লক্ষণ অবিশ্যি দেখা যাচ্ছে কিন্তু স্ত্রী ভাগ্যে ধন তা তো মনে হচ্ছে না। [illegible] হচ্ছে বন্ধু ভাগ্যে হচ্ছে।

তাই নাকি?

জ্বি তাই। আজ একটু সময় নিয়ে হাতটা দেখুন। ম্যাগনিফাইং গ্লাসফ্লাস যা [illegible] বের করুন। বিনা পয়সায় হাত দেখাব না রীতিমত ফি দেব। কত নেন আপনি? কত?

বাঁধা কোন রেট নেই। যার যেমন খুশি দেয়।

আমার কাছে কুড়িটা টাকা আছে, এর অর্ধেক আপনাকে দিয়ে দেব। দেরি লাভ নেই। এখনই নিয়ে নিন।

সোবাহান হাসল। চায়ের পানি ফুটছে। কেতলিতে চায়ের পাতা ছাড়ল। রা [illegible] ছেলেটিকে তার বেশ পছন্দ হয়েছে। চমৎকার ছেলে।

রফিকের ভাগ্য পরিবর্তনের একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ব্যাপারটা অনে [illegible] গুপ্তধন পাওয়ার মতো। ঢাকা কলেজে তার সঙ্গে ইদরিস বলে একটা ছেলে পড় [illegible] মহাহারামি। সবার সঙ্গে ফাজলামি করত। ফিজিক্স-এর নবী স্যারের মতো কড়া লোক [illegible] ক্লাসে ও একদিন বাষের একটা মুখোশ পরে হাজির। নবী স্যার বেশ অনেকক্ষণ হত [illegible] হয়ে তাকিয়ে রইলেন। সবার নিশ্বাস বন্ধ। না জানি কি হয়। নবী স্যার খুব ঠাণ্ডা গল [illegible] বললেন, কি ব্যাপার?

ইদরিস বলল, কোনো ব্যাপার না স্যার। ছোট ভাইয়ের জন্যে কিনেছিলাম। এক [illegible] পরে দেখলাম। এখন খুলে ফেলব।

খুব ভালো কথা। নাম কি তোমার?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

আমার নাম ইদরিস।

ক্লাসের শেষে আমার সঙ্গে দেখা করবে।

জ্বি আচ্ছা স্যার।

বাবা স্যার ইদরিসকে পঁচিশ টাকা ফাইন করে দিলেন।

সেই ইদরিস একদিন বাসায় এসে উপস্থিত। গলায় মাইক লাগিয়ে চিৎকার-তুই নাকি ব্যাটা দাড়ি-গোঁফ জ্বালিয়ে রবীন্দ্রনাথ হয়ে গেছিস।

চেষ্টা করছি।

শুনলাম বেকার।

আগে তো শুনেছিস এবার স্বচক্ষে দেখ।

হা হা হা। ব্যাটা তোর রস কমেনি দেখি। চল আমার সঙ্গে।

কোথায়?

একটা ব্যবস্থা করে দেই।

কি ব্যবস্থা করবি?

বিজনেসে লাগিয়ে দেই। একটা ইনডেনটিং ফার্ম খুলে ফেল।

সেটা আবার কি?

কাগজে-কলমে ব্যবসা। দালালি যাকে বলে।

করতে হয় কি?

কিছুই করতে হয় না। বড় বড় কানেকশন থাকতে হয়। তোর তা আছে। তোর শ্বশুর তো বিরাট মালদার পার্টি। চল তোকে নিয়ে বের হই।

রফিক বের হলো। সারাদিন ঘুরল। ব্যবসার কথাটথা বলল।

বুঝলি রফিক, তোর ব্রেইন আছে, তুই এই লাইনে উন্নতি করবি। ব্যবসা বুঝে নিতে মাস ছয়েক লাগবে, তারপর দেখবি আঙুল ফুলে বটগাছ। মানুষের বেলায় সাধারণত কলাগাছ হয় আমার ধারণা তোর বেলা হবে বটগাছ। যাকে বলে বটবৃক্ষ।

ক্যাপিটেল লাগবে না?

তা তো লাগবেই। লাখ তিনেক টাকা শুরুতে লাগবে।

সর্বনাশ। নয় মণ তেলও হবে না রাধাও নাচবে না। তিন লাখ টাকা কে দেবে আমাকে?

ব্যাংক দেবে।

ব্যাংক কেন দেবে?

কেনর প্রশ্ন তুলিস না। ব্যাংকের লক্ষ লক্ষ টাকা দশ ভূতে লুটে খাচ্ছে। ব্যাংকগুলি হচ্ছে কিছু সুবিধাবাদী লোকের টাকা মারার যন্ত্র, তোকে আমি লোন পাইয়ে দেব।

তোর স্বার্থ কি?

আছে, স্বার্থ আছে। বিনা স্বার্থে আমি কিছু করব নাকি? ইদরিস সেই ইদরিস নয়। এখনই সেটা বলব না। তুই আগে মনস্থির কর বিজনেস করবি না আদর্শ বাঙালি ছেলের মতো দশটা-পাঁচটা অফিস করবি। তোকে সাতদিন সময় দিলাম। সাতদিন বসে বসে ভাব। এই সাতদিন আমার অফিসের কাজকর্ম দেখ। লোকজনের সঙ্গে কথাটথা বল। তারপর এসে বল-ইয়েস অর নো।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

আজ রফিকের সেই সাতদিনের শেষ দিন। সন্ধ্যা বেলায় ইদরিসকে [illegible] বলতে হবে। রফিক ঠিক করেছে সোবাহানের এখান থেকে বের হয়েই সে সো[illegible] ইদরিসের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হবে। হ্যাঁ বলবে। না বলার কোনো অর্থ হয় না।

সোবাহান দীর্ঘ সময় হাতের দিকে তাকিয়ে রইল। এক সময় বলল, আ[illegible] ব্যবসা হবে। লেগে যান।

সত্যি বলছেন?

যা দেখছি তাই বললাম। আপনার হবে।

মেনি থ্যাংকস। তাহলে উঠি?

উঠবেন?

আমার একটা অত্যন্ত জরুরি কাজ আছে। একজনের কাছে যাব।

ইদরিসের বাসা কলাবাগানে লেক সার্কাসে। বিশাল তিনতলা দালান। স[illegible] সামনে ফুলের বাগান। ফোয়ারা, কালো পাথরের কি একটা মূর্তি অনেকটা ময়ূরের [illegible] দেখতে। যদিও এটা ময়ূর না। ইদরিস বাসায় ছিল না। সে এলো রাত এগারো[illegible] অসীম ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে রফিক। যায়নি। এখনো বসে আছে। ক্ষিদের যন্ত্রণায় [illegible] যাবার মতো অবস্থা। এক ফাঁকে রাস্তার এক রেস্টুরেন্ট থেকে দুটো পরোটা এবং [illegible] টাকার ভাজি কিনে খেয়েছে। এইসব জিনিস সহজে হজম হতে চায় না। তাও হজম [illegible] দ্বিতীয়বার যখন ক্ষিদে পেল তখন ইদরিসের গাড়ি গেট দিয়ে ঢুকল। গাড়ি থেকে [illegible] নামার সামর্থ নেই। দু'তিন জন ধরে ধরে নামাল। রফিক বিস্মিত হয়ে বলল, তোর [illegible] হয়েছে?

ইদরিস হাসি মুখে বলল, কিছুই হয় নাই দোস্ত। মদিরা পান করেছি। স[illegible] একদিন মোটে খাই। আজ হচ্ছে সেই দিন। তোর কি ব্যাপার?

আজ থাক অন্য একদিন বলব।

অন্যদিন বলার দরকার কি আজ বল। আমি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছি না [illegible] মাথা পরিষ্কার আছে। হ্যাঁ নাকি না?

হ্যাঁ।

গুড। কাল অফিসে আসবি। এগারোটার আগে আসবি।

ঠিক আছে আসব।

মুনির মিয়া আমার দোস্তকে বাড়ি পৌঁছে দাও।

বলতে বলতেই ইদরিস হড় হড় করে বমি করল। যে দু'জন তাকে ধরে রেখেছি[illegible] তাদের একজন লোংরায় মাখামাখি হয়ে গেল। কিন্তু মুখ বিকৃত করল না। এই দৃ[illegible] সম্ভবত এদের কাছে নতুন নয়।

রফিক আছিস এখনো?

আছি।

জিনিসটা সহ্য হয় না তবু খাই। তোর কাছে মিথ্যা বলেছিলাম, সপ্তাহে একদিন না[illegible] রোজই খাই। রোজই এই অবস্থা।

তাহলে তো চিন্তার কথা।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

ড্রাইভার কথা তো ঠিকই। মদ খেয়ে কোম্পানি লাটে তুলে দিয়েছি। তোর কাছে মিথ্যা বলব নারে ভাই, লাখ লাখ টাকা আমর দেনা। ডুবে যাচ্ছি বুঝলি। তোর লেজ ধরে এখন ভেসে উঠতে চাই।

হুইস্কি আবার বমি করতে লাগল। গেটের দারোয়ান এগিয়ে এসে রফিককে বলল, স্যার আপনি চলে যান। একটা রিকশা নিয়ে চলে যান।

রফিক যেতে পারছে না। মাতালরা বমি করতে করতে সত্যি কথা বলতে থাকে এই দৃশ্য সে কোনো ছবিতেও দেখেনি। বড় অবাক লাগছে।

রফিক আছিস?

আছি।

আমার জীবন নষ্ট হয়ে গেলরে দোস্ত। এক বেশ্যা মেয়ের জন্য নষ্ট হয়ে গেল।

তাই নাকি?

হ্যাঁ মাগীর নাম কাঞ্চন। বুঝলি আমি এক নরাধম। আচ্ছা দোস্ত 'নরাধম' কি সন্ধি না সমাস? সব ভুল মেরে বসে আছি।

দারোয়ান আরেকবার রফিকের কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, বাড়ি যান স্যার। আপনি থাকলে সমস্যা।

রফিক নড়ল না। দৃশ্যের শেষটা তার দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে।



আজ শাহানা এসেছে। বিয়ের পর এই তার তৃতীয়বার আসা। বাড়িটা তার এখন কিছুতেই আগের মতো লাগে না। এটা যেন অচেনা কোনো মানুষের বাড়ি। নিজের বাড়ি নয়। অথচ সব আগের মতোই আছে। শাহানার লাগানো টবের গাছগুলি আগের চেয়েও সুন্দর হয়েছে। সে এ বাড়িতে নেই তাতে এদের যেন কিছু যায় আসে না। সে যদি এসে দেখ তো তার অনুপস্থিতে এ বাড়ির সবাই পানি দিতে ভুলে গেছে। গাছগুলি শুকিয়ে মরা মরা হয়েছে তাহলে তার ভালো লাগতো।

সুন্দর সতেজ গোলাপ গাছগুলি দেখে তার রীতিমত কান্না পাচ্ছে। কত ফুল ফুটেছে। বিরাট বিরাট ফুল। সে প্রতিটি গাছেই হাত দিয়ে স্পর্শ করতে লাগল। গোলাপের দু'টি কচি পাতা নিয়ে দু'আঙুলে পিষে নাকের সামনে ধরল। ফুলের ঘ্রাণের চেয়ে তার পাতার ঘ্রাণ ভালো লাগে। টুনী এবং বাবলু কৌতূহলী হয়ে দেখছে। টুনী বলল, কি করছ ফুপু?

গাছগুলিকে আদর করছি।

আদর করছ কেন?

অনেক দিন পরে এসেছি তো তাই। বাবলু সাহেবের কি খবর?

বাবলু জবাব দিল না। পর্দার আড়ালে সরে গেল। তার লজ্জা বড় বেশি। তা ছাড়া শাড়ি-গয়নায় এখন শাহনাকে অপরিচিত লাগছে। টুনী বলল–ফুপু, বাবলুর বাবা এসেছিল।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

তাই নাকি?

হুঁ। মা খুব বকা দিয়ে দিয়েছে।

বকা দিয়েছে?

হুঁ। মা একদিন আব্বুকেও বকা দিল।

ভাবী মনে হচ্ছে বকা দেয়ায় ওস্তাদ হয়ে যাচ্ছে।

হ্যাঁ হচ্ছে। দাদিকেও বকা দিল এই জন্যে দাদীর অসুখ হয়ে গেল।

আমি থাকলে হয়তো আমাকেও বকা দিত। কি দিত না?

হ্যাঁ দিত।

টুনী মুগ্ধ হয়ে শাহানাকে দেখছে। তার খুব ভালো লাগছে। এত সুন্দর [illegible] ফুপুমণি। শুধু তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

এমন ড্যাব ড্যাব করে কি দেখছিস রে টুনী।

তোমাকে দেখছি। তুমি কত সুন্দর হয়েছ।

নতুন করে আবার হব কিরে বোকা? আমি তো আগে থেকেই সুন্দর তাই না?

হুঁ।

আচ্ছা টুনী, আনিস ভাই আর ফুল নিতে আসে না? গোলাপের ম্যাজিক দেখাতে তার ফুল লাগে না?

ম্যাজিক দেখায় না তো।

সে কি! কি করে এখন?

মাস্টারী করে।

বলিস কি?

শাহানা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। যেন কথাটা সে বিশ্বাস করতে পারছে না। তার চেহারাটা কেমন দুঃখী হয়ে গেল। সে মৃদু গলায় বলল, চট করে ছাদে গিয়ে দেখে আয় তো আনিস ভাই আছে কি না। আমার কথা কিছু বলবি না খবরদার। বললে চড় খাবি।

শাহানা মা'র ঘরে ঢুকল। মনোয়ারা গম্ভীর মুখে শুয়ে আছেন। গলা পর্যন্ত চাদর টানা। শাহানাকে ঢুকতে দেখেও কিছু বললেন না। শাহানা বলল, অসময়ে শুয়ে আছ যে মা, জ্বর নাকি?

মনোয়ারা জবাব দিলেন না। মেয়ের মুখের উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিলেন। আমার উপর রাগ করেছ নাকি মা?

না রাগ করব কেন?

তাহলে এমন রাগী রাগী মুখ করে রেখেছ কেন?

বিয়ে হয়ে যাওয়া মেয়ের উপর রাগ করব কোন সাহসে?

তার মানে?

পরের বাড়ির মেয়ে রাতের পর রাত হাসপাতালে থেকে আমার সেবা করে। আর নিজের পেটের মেয়ে একবার খোঁজ নিতেও আসে না।

শাহানা লজ্জিত স্বরে বলল, আমরা চিটাগাং চলে গিয়েছিলাম মা। আমার একেবারেই যাবার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু ও এমন করে বলল।

গিয়েছ ভালো করেছ। শুধু চিটাগাং কেন? হিল্লি যাও দিল্লি যাও। কাশ্মির যাও।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

বাবা-মা পাশ ফিরলেন। শাহানা কিছু সময় বসে রইল তাঁর বিছানায়। মা'র রাগ এই মুহূর্তে চট করে ভাঙানো যাবে না। মাকে জড়িয়ে ধরে কিছুক্ষণ কান্নাকাটি করতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু কেন জানি তার কাঁদতে ইচ্ছে করছে না। সে যে মাকে দেখতেও যায়নি তার জন্যে খুব অনুশোচনাও বোধ হচ্ছে না। সে এমন বদলে গেল কেন?

শাহানা মা'র ঘর থেকে বের হয়ে আবার বারান্দায় তার টবের গাছগুলির কাছে গেল। সেখান থেকে বসার ঘরে। তার কিছু করার নেই।

বসার ঘরে জহির চুপচাপ বসে আছে। হোসেন সাহেব অতি উৎসাহে হোমিওপ্যাথিক গল্প করছেন।

বুঝলে জহির যাকে বলে মিরাকল। কিডনি ভর্তি গজগজ করছিল পাথর। সবচেয়ে বড়টার সাইজ পায়রার ডিমের মতো। দাস বাবু রোগীকে দিলেন থ্রি হানড্রেড পাওয়ারের কেলিফস। মজার ব্যাপার কি জানো?

কিডনির পাথরের জন্যে কিন্তু ফনা।

কাজ হলো কেলিফসে?

হবে না মানে? বললাম না মিরাকল। দু'টা মাত্র ডোজ, প্রথম ডোজের আটচল্লিশ ঘণ্টা পর সেকেন্ড ডোজ। অল ক্লিয়ার।

বাহ্ খুব আশ্চর্য।

আশ্চর্য তো বটেই। এক্সরে করে দেখা গেল পাথরের বংশটাও নেই (ভ্যানিশ) অল খালি।

শাহানা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ বাবার বক্তৃতা শুনল। এমন মজা লাগছে শুনতে। কেমন শিশুর মতো ভঙ্গিতে বাবা কথা বলেন। বিস্মিত হবার কি অসাধারণ ক্ষমতা এই মানুষটির।

হোসেন সাহেব মেয়ের দিকে একপলক তাকিয়েই ছোট ধমক দিলেন, জহিরকে চা-টা কিছু দে। তোর কাণ্ডজ্ঞান নেই নাকি?

শাহানার কাছে এই ধমক বড় মধুর লাগল। ঠিক আগের মতো বাবা তাকে ধমক দিলেন। যেন এখনো তার বিয়ে হয়নি। সে বাড়িরই একটি আদুরে মেয়ে যে কোনো কাজ কর্ম শিখেনি। শুধু গল্প শুনে।

আবেগে শাহানার চোখ ভিজে উঠল। সে এগিয়ে গেল রান্নাঘরের দিকে।

রান্নাঘরে নীলু খুব ব্যস্ত। একটি চুলায় সে ফুলকপির বড়া ভাজছে। অন্যটিতে চায়ের পানি ফুটছে।

বাবা চা চাচ্ছেন ভাবী।

দিচ্ছি। বড়াগুলি হয়ে যাক।

চা-টা আমি বানাই?

তোমাকে কিছু করতে হবে না। মা'র সঙ্গে গিয়ে গল্প করো।

তুমি আজ অফিসে যাওনি?

না আমি দশ দিনের ছুটি নিয়েছি।

কেন?

অনেক ঝামেলার মধ্যে আছি। কবির মামার জন্যে হাসপাতালে যাবার

Nirjoy

www.BanglaBook.org

পাঠাতে হয়। এদিকে মা'র অসুখ। তোমার কিন্তু একবার কবির মামাকে দেখতে যাওয়া উচিত শাহানা।

যাব। কাল-পরশুর মধ্যে যাব।

কবির মামা তোমার কথা আর জহিরের কথা জিজ্ঞেস করছিলেন। নাও একটা খেয়ে দেখো তা কেমন হয়েছে। সস দিয়ে মাখিয়ে খাও। কি ভালো?

খুব ভালো হয়নি ভাবী। কেমন যেন ঘাসের মতো লাগছে।

নীলুর মুখ কালো হয়ে গেল। সে খুব যত্ন করে বানিয়েছে। শাহানা বলল, মজা করছিলাম ভাবী। খুব চমৎকার হয়েছে।

সত্যি। এই যে তোমার গা ছুঁয়ে বলছি। ছোট ভাবী কোথায়?

নিউ মার্কেটে গিয়েছে, এসে পড়বে। যাও তো শাহানা এগুলি দিয়ে আস। আমি চা নিয়ে আসছি।

শাহানা ট্রেতে খাবার সাজাতে সাজাতে বলল, এ বাড়ির কেউ আমাকে পছন্দ করে না ভাবী।

নীলু চুপ করে রইল। লক্ষ বার শাহানার মুখে এই কথা তার শুনতে হয়েছে। জবাব দিতে হয়েছে। জবাব শাহানার পছন্দ হয়নি। যে কোনো কারণেই হোক ব্যাপারটা শাহানার মনে গেঁথে গিয়েছে। এই কাঁটা সহজে তোলা যাবে না।

ভাবী।

শুনছি। বলো কি বলবে।

মা'র অসুখ হয়েছে, তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে, এই খবর কেউ আমাকে দেয় নি।

সঙ্গে সঙ্গে দেয়নি কিন্তু দিয়েছে। তৎক্ষণাৎ দেয়ার উপায় ছিল না। তোমার ভাই এবং রফিক কেউ বাসায় ছিল না। ওরা ফিরেছে অনেক রাতে।

ইচ্ছে করলে কিন্তু দেয়া যেত ভাবী। হাসপাতাল থেকে সহজেই টেলিফোন করতে পারতে। আমার টেলিফোন নাম্বার তোমরা জানো।

ঝামেলার মধ্যে এটা মনে আসেনি।

আমাকে যদি তোমরা পছন্দ করতে তাহলে ঠিকই মনে আসত।

নীলু হেসে ফেলল। শাহানা শুকনো গলায় বললো, ভাইয়া এত বড় প্রমোশন পেয়েছে। এই খবরও কিন্তু দাওনি।

দিতে চেয়েছিলাম। তোমার ভাইয়া নিষেধ করল। তার স্বভাব তো তুমি জানো। কাউকেই কিছু জানাতে চায় না।

নীলুর কথা শেষ হবার আগেই শাহানা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তার রীতিমত কান্না পাচ্ছে। মনে হচ্ছে কেন সে এ বাড়িতে এসেছে। কোনো দরকার ছিল না। কেউ তাকে নিয়ে ভাবে না। সে কেন ভাববে? তার এমন কি গরজ? টুনীকে আনিস ভাইয়ের খবর আনতে পাঠিয়েছিল। সেও ফিরে আসেনি। কেনইবা আসবে? সে তাদের কে? কেউ না।

শাহানা খাবার কিছুই মুখে দিল না। দু'চুমুক চা খেয়ে ছাদে গেল। আনিসের ঘর

Nirjoy

www.BanglaBook.org

খালা। সে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হালকা স্বরে বলল, আসব আনিস ভাই? আনিস সাহেব বিস্ময় চাপা দিয়ে হাসি মুখে বলল, আরে কি মুশকিল, এসো।

করছেন কি?

তেমন কিছু না। বসো শাহানা।

বসবার সময় নেই। দাঁড়িয়ে চলে যাব। ম্যাজিক নাকি ছেড়ে দিয়েছেন?

কে বলল?

টুনী। এখন নাকি মাস্টারী করেন?

পাগল হয়েছ? মাস্টারী করব কোথায়? দু'টা প্রাইভেট টিউশ্যানি জোগাড় করেছি। সময়মতো তাই করি। খাদ্য জোগাড় করতে হবে না? ম্যাজিক দিয়ে পেটে ভাত আসছে না। একটু বসো না শাহানা।

শাহানা বসল। আনিস বলল, চা খাবে? চা বানাব?

হুঁ খেতে পারি। আচ্ছা আনিস ভাই, আপনাকে একটা কার্ড পাঠিয়েছিলাম পেয়েছিলেন?

পেয়েছি।

একবার তো জিজ্ঞেস করলেন না আমার কি অসুখ হয়েছিল।

চোখের সামনে তোমাকে এত সুস্থ দেখছি যে অসুখের কথা আর মনে এল না।

এখন অন্তত জিজ্ঞেস করুন।

কি হয়েছিল?

খুব খারাপ ধরনের অসুখ। আমি বোধহয় বেশি দিন বাঁচব না।

কি বলছ তুমি?

সত্যি বলছি। বিশ্বাস করুন। এই খবরটা আর কাউকে বলিনি। শুধু আপনাকে বললাম।

অসুখটা কি?

তা আমি জানি না।

শাহানা তার মুখ খুব করুণ করতে চেষ্টা করল। যেন তার সত্যি সত্যি খুব খারাপ একটা অসুখ হয়েছে। মৃত্যু অবধারিত। আর মাত্র অল্প ক'দিন সে বাঁচবে। পৃথিবীর চমৎকার সব দৃশ্য আগের মতোই থাকবে। বর্ষা রাতে বৃষ্টি পড়বে ঝমঝম করে। চৈত্র মাসে উথালপাথাল জোছনা হবে। শুধু সে দেখতে পাবে না। ভাবতে ভাবতে তার চোখে পানি এসে গেল। গাল বেয়ে টপ টপ করে পানি পড়ছে কিন্তু আনিস সেটা দেখছে না। সে চা বানানোয় ব্যস্ত। অথচ শাহানার খুব ইচ্ছা আনিস দৃশ্যটা দেখুক।

আনিস না দেখলেও জহির দৃশ্যটি দেখল। সে ছাদে এসেছিল সিগারেট খাবার জন্যে। আনিসের ঘর খোলা দেখে উঁকি দিয়েই চট করে সরে গেল। ছাদের এক কোনায় দাঁড়িয়ে পর পর দু'টি সিগারেট শেষ করে নিঃশব্দে নেমে গেল। আনিসের খোলা দরজা দিয়ে তার আরেকবার তাকানোর ইচ্ছে ছিল কিন্তু তাকাল না। সব ইচ্ছেকে প্রশ্রয় দিতে নেই। সে নিচে নেমে এলো।

বসার ঘরে দ্বিতীয়বার ঢুকতে ইচ্ছে করছে না। হোসেন সাহেবের হোমিওপ্যাথিক গল্প তাকে কখনো আকর্ষণ করেনি আজ আরো করছে না। ঘরে ঢুকলেই তিনি আবার

Nirjoy

www.BanglaBook.org

শুরু করবেন। হাসি হাসি মুখে গল্প শুনতে হবে। মাঝে মাঝে প্রশ্ন করতে হবে [redacted] মনে হয় খুব আগ্রহ নিয়েই শুনছে।

এই যে জহির তুমি এখানে?

জ্বি।

হোসেন সাহেবের হাতে মোটা একটা বই। তিনি দ্রুত বইয়ের পাতা ওল্টা[redacted] লাগলেন, তোমাকে খুব ইন্টারেস্টিং একটা কেইস হিস্ট্রি পড়ে শুনাই।

জ্বি আচ্ছা।

বিরক্ত হচ্ছ না তো আবার?

জ্বি না বিরক্ত হব কেন?

আসো ঘরে আসো।

তারা ভেতরে গিয়ে বসল। জহির প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল মুখ হাসি [redacted] রাখতে। হোসেন সাহেব কি বলছেন তা শুনতে। কিন্তু মন বসছে না। হোসেন সা[redacted] চোখ বড় বড় করে বলছেন–

বিমলা নামের একটা মেয়ের কেইস হিস্ট্রি। বয়স একুশ, বিবাহিতা, গাত্র বর্ণ গৌ[redacted] একহারা গড়ন, মৃদুভাষী, ভোগী স্বভাব, কিছুটা অলস। পয়েন্টগুলি মন দিয়ে শুনছ তো[redacted] প্রতিটি পয়েন্ট কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। ডায়াগনোসিস এই পয়েন্টগুলির উপর হবে।

আমি মন দিয়েই শুনছি।

আরেক কাপ চা খেয়ে শুরু করা যাক। কি বলো তুমি?

না থাক।

থাকবে কেন? খাও আরেক কাপ। আমি বৌমাকে বলে আসছি। তোমাকে পে[redacted] ভালোই হলো। কারো সঙ্গে ডিসকাস করতে পারি না। কেউ উৎসাহ দেখায় না। তোমা[redacted] ভালো লাগছে না শুনতে?

জ্বি লাগছে।

লাগতেই হবে। গল্প-উপন্যাসের চেয়ে এগুলি অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং।

হোসেন সাহেব চায়ের কথা বলতে গেলেন।

জহিরদের রাতে এ বাড়িতে খাওয়ার কথা ছিল না, নীলুর পীড়াপীড়িতে খেয়ে যে[redacted] হলো। অল্প সময়েই ভালো আয়োজন হয়েছে। রফিক নিউ মার্কেট থেকে বিশা[redacted] সাইজের কৈ মাছ নিয়ে এসেছে। মটরপোলাও, কৈ মাছ ভাজা এবং ভুনা গোশ্ত। খে[redacted] বসে শাহানা বলল, আনিস ভাইকে ডেকে নিয়ে এলে কেমন হয়? বেচারা বোধ হয় আলু ভর্তা দিয়ে ভাত খাবে।

নীলু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার তাকাল শাহানার দিকে। শাহানা সেই দৃষ্টির অর্থ বুঝল না। সে হাসি মুখে বলল, ভাবী আনিস ভাইকে আমি ডেকে নিয়ে আসি? তোমাদের খাবারে কম পড়বে না তো আবার?

নীলু কিছু বলার আগেই জহির বলল, কম পড়বে কেন? তোমরা খাওয়া শুরু করো আমি ডেকে নিয়ে আসছি।

শাহানা বলল, তোমার যেতে হবে না, আমি যাচ্ছি। যাব আর আসব।

শাহানা বের হয়ে গেল। জহির তাকিয়ে আছে নীলুর দিকে। নীলু কি তা বুঝতে

Nirjoy

www.BanglaBook.org

খাচ্ছে সে একবারও জহিরের দিকে তাকাচ্ছে না। হোসেন সাহেব বললেন, হাত গুটিয়ে বসে আছ কেন, খাওয়া শুরু করো।

জহির বলল, আনিস সাহেব এলেই শুরু করব।

আনিসকে পাওয়া গেল না। সে প্রাইভেট টিউশনিতে গিয়েছে। শাহানাকে দেখে মনে হলো সে খুব মন খারাপ করেছে। তার মুখ শুকনো। চোখ দু'টি ছায়াচ্ছন্ন।

হোসেন সাহেব বললেন, অপূর্ব রান্না হয়েছে বৌমা। অপূর্ব! কৈ মাছ কি আরেকটা দেয়া যাবে?



রফিকের ধারণা ছিল মাতাল অবস্থায় লোকজন সত্যি কথা বলে। সে অবশ্যি মাতাল দেখেছে খুব কম। যাদের দেখেছে তাদের সবই কুলি বা রিকশাওয়ালা শ্রেণীর। এদের একজন কাপড়-চোপড় খুলে মেয়েদের দিকে অশ্লীর ভঙ্গি করছিল। এতে পাশের পাবলিক ক্ষেপে গিয়ে তাকে ধোলাই দিতে শুরু করে। সে হাত জোড় করে বার বার বলতে থাকে–ভাই মাফ করেন। আর জীবনে মদ খামু না। এই কানে ধরলাম ভাই। দ্বিতীয় মাতালটি একটি ঠেলাগাড়ির উপর বসে বেশ করুণ সুরে গান গাচ্ছিল। ঠেলাওয়ালা সবাইকে হাসি মুখে বলতে বলতে যাচ্ছে–ব্যাটা মদ খাইছে। ঠেলাওয়ালাকে খুব হাসি-খুশি মনে হচ্ছিল। একজন মাতাল আর গাড়িতে বসে সবার চিত্ত বিনোদনের চেষ্টা করছে এটা বোধহয় তাকে খুব আনন্দ দিচ্ছিল। পাবলিকও দৃশ্যটিতে মজাই পাচ্ছিল।

মাতালরা সত্যবাদী হয় এরকম ধারণা হবার মতো কোনো কারণ রফিকের জানা ছিল না। তবু কেন জানি সে একটা স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে ধরেই নিয়েছিল। ইদরিসের ব্যাপারটা সেই কারণে তাকে চিন্তায় ফেলে দিল। ব্যাটার মতলবটা কি?

বেশ কয়েকবার যাওয়া-আসা করেও তার মতলব পরিষ্কার হলো না। বরং মনে হলো সত্যি সত্যি ইদরিস রফিকের জন্যে কিছু করতে চায়। ব্যাংক লোনের জন্যে ক্লান্তিহীন ছোটাছুটিও সে বেশ আগ্রহ নিয়ে করছে। তার চেয়েও অদ্ভুত কথা মাতাল অবস্থায় ঐ রাতে সে যা বলেছে তার কোনোটিই দেখা গেল সত্যিই নয়। ধার-দেনা তার একেবারেই নেই। মদ সে সপ্তাহে একদিনই খায় তাও নিজের পয়সায় নয়। অন্যদের পয়সায়।

কাঞ্চন বলে একটা মেয়ের অস্তিত্ব অবশ্যি আছে। কলগার্ল ধরনের মেয়ে। ইদরিস তার ব্যবসায়িক প্রয়োজনে মেয়েটিকে প্রায়ই ক্লায়েন্টের কাছে পাঠায়। কাঞ্চন সেই উপলক্ষে মোটা কমিশন পায়। ব্যাপার এইটুকুই।

রফিক একদিন বেশ অবাক হয়েই বলল, মাতাল অবস্থায় তুই তাহা মিথ্যা কথাগুলি বললি?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

ইদরিস হাসি মুখে বলল, সত্যি কথা বলব আমি? পাগল হয়েছিস? ব্যবসা করে সত্যি কথা বলা যায় না। সত্যি কথা বললে ভাত জুটবে?

ব্যবসায়ী হলেই সারাক্ষণ মিথ্যা কথা বলতে হবে?

তা তো হবেই সত্যি কথাগুলি এমনভাবে বলতে হবে যাতে শুনলে মনে হয় মিথ্যা। হা হা হা। তারপর যখন ব্যবসা ফুলে-ফেঁপে বিশাল হয়ে যাবে তখন কথাবার্তা বলা একেবারেই বন্ধ করে দিতে হবে।

তখন কথা বলবে ভাড়া করা লোক। বুঝতে পারছিস?

এখনো পারছি না তবে চেষ্টা করছি।

বিরাট ব্যবসায়ীরা দেখবি ব্যবসা নিয়ে একেবারেই কথাবার্তা বলে না। তারা কথাবার্তা বলে শিল্প-সাহিত্য নিয়ে।

তাই নাকি?

তোকে একদিন এরকম একজনের কাছে নিয়ে যাব। বিড়ির বিজনেস করে লাল হয়ে গেছে। এখন রবীন্দ্রচর্চা করে। বিরাট এক প্রবন্ধও লিখেছে–রবীন্দ্র কাব্যে মুসলমানী শব্দ।

পয়সা হয়েছে বলেই সে রবীন্দ্রচর্চা করতে পারবে না এমনতো কোনো কথা নেই।

তা নেই। রবীন্দ্রচর্চা, পিকাসোচর্চা সব চর্চার মূল হচ্ছে টাকা। এইটা থাকলে সব কলার চর্চা করা যায়।

ইদরিসের যোগাযোগ এবং কাজ করবার, কাজ গোছাবার কায়দা দেখে দেখে রফিক সত্যিকার অর্থেই মুগ্ধ। একটি পয়সা এডভান্স না দিয়ে সে মতিঝিলে রফিকের জন্যে দু'কামরার এক অফিস জোগাড় করে ফেলল। টিএন্ডটির বড় বড় কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে সে কি বলল কে জানে তাঁরা আশ্বাস দিলেন এক মাসের মধ্যে টেলিফোন লাইন পাওয়া যাবে। ফার্নিচারের দোকান থেকে বাকিতে ফার্নিচার চলে এলো। রফিক মুখ শুকনো করে বলল, আমার তো ভাই ভয় ভয় লাগছে। সামাল দেব কিভাবে?

সামাল দেয়ার লোকও তোর জন্যে ব্যবস্থা করেছি। এই লাইনের মহাঘাগু লোক। তোর নতুন ম্যানেজার। নাম হলো সাদেক আলি। তবে ব্যাটাকে বিশ্বাস করবি না। তোর বিশ্বাস অর্জনের সব চেষ্টা করবে। তুইও ভাব দেখাবি যে বিশ্বাস করছিস কিন্তু আসলে না।

এ রকম একটা লোককে তুই আমার সঙ্গে গেঁথে দিচ্ছিস কেন?

তোর ভালোর জন্যেই দিচ্ছি। সাদেক আলি তোর ফার্মকে দাঁড়া করিয়ে দেবে। যখন দেখবি তুই নিজে মোটামুটি দাঁড়া হয়ে গেছিস তখন ব্যাটাকে লাথি দিয়ে বের করে দিবি।

এটা কেমন কথা?

খুবই জরুরি কথা। নয়তো ব্যাটা সর্বনাশ করে ভাগবে।

রফিক খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ল। সব কিছুই হচ্ছে ঝড়ের গতিতে। এটা কি ঠিক হচ্ছে? শেষ পর্যন্ত বড় রকমের ঝামেলায় পড়তে হবে না তো? আমও যাবে ছালাও যবে? তার ভরাডুবি কি আসন্ন?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

এইসব কথাবার্তা সে অবশ্যি বাসায় কিছুই বলেনি। শারমিনের সঙ্গেও নয়। শারমিনের সঙ্গে তার একটা ঠাণ্ডা যুদ্ধ চলছে। সন্ধির কোনোরকম ইশারাও পাওয়া যাচ্ছে না। তাতে দু'জন দু'দিকে ফিরে ঘুমায়। এই অবস্থায় ব্যবসা সংক্রান্ত কথাবার্তা জমে না। তা ছাড়া শারমিনের সন্দেহবাতিক আছে। এক লক্ষ প্রশ্ন করবে–কেন তোমার এই বন্ধু তোমার জন্যে এত কিছু করছে? তার স্বার্থ কি? তোমার কতদিনের বন্ধু? কই আগে তো তার নাম শুনিনি। তার আসল মতলবটা কি?

এই জাতীয় প্রশ্ন রফিকের মনেও আছে বলেই সে অন্য কারো মুখ থেকে শুনতে চায় না। তারচে যেভাবে আগাচ্ছে আগাক।

নীলুর সঙ্গে একবার অবিশ্য কিছু কথা হয়েছে। তাও ভাসা ভাসা কথা। যেমন গতকাল রফিক বলল– Arron International নামটা তোমার কেমন লাগে ভাবী?

ভালোই লাগে।

এটা হচ্ছে আমার ফার্মের নাম।

ফার্ম আবার কবে দিলে?

দেইনি এখনো। দেব।

ও তাই বলো। এখনো পরিকল্পনার স্টেজে আছে।

হুঁ তবে খুব শিগগিরই ড্রামাটিক একটা ডিক্লেরেশন আমার কাছ থেকে শুনতে পারবে। তখন আকাশ থেকে পড়বে।

তোমার সব ডিক্লেরেশনেই তো ড্রামাটিক।

রফিক আর কিছু বলল না। বেশি কিছু বলতে সাহসও হলো না। যদি ব্যাংক লোন শেষ পর্যন্ত না পাওয়া যায়? তরী সাধারণত তীরে এসেই ডুবে। মাঝনদীতে ডুবে না।

রফিক চিহ্নিত মুখে ঘুরে বেড়ায়। ব্যাংক লোন নিয়ে ছোটাছুটি করতে থাকে। তার নতুন ম্যানেজার–সাদেক আলি। ভালো মানুষের মতো চেহারা। মনে হয় বুদ্ধিবৃত্তি পুরোপুরি বিকশিত হয়নি। অথচ রফিক এর মধ্যেই বুঝেছে–এ মহাধুরন্ধর।

সাদেক আলিকে নিয়েও রফিক সারাক্ষণ দুশ্চিন্তায় ভোগে। তার রাতে ঘুম হয় না। বিকট সব দুঃস্বপ্ন দেখে। সেই দুঃস্বপ্নগুলিরও কোনো আগামাথা নেই। একটা স্বপ্ন ছিল এ রকম–সে এবং সাদেক আলি প্রাণপণে ছুটছে। দু'জনের গায়েই কোনো কাপড় নেই। তাদের তাড়া করছে বাবলুর বয়েসি এক দল ছেলে। সাদেক আলি বারবার বলছে–এরা বড় যন্ত্রণা করছে। স্যার, বন্দুক দিয়ে একটা গুলি করেন। এই জাতীয় স্বপ্নের কোনো মানে হয়?

হোসেন সাহেব কসার ঘরে ঢুকে দেখলেন মাঝবয়েসি একজন পরিচিত লোক বসে আছে। লোকটি খুব কায়দা করে সিগারেট টানছে এবং পা নাচাচ্ছে। হোসেন সাহেব বললেন, জনাব আপনার নাম?

স্যার আমার নাম সাদেক আলি।

বলতে বলতে লোকটি এগিয়ে এসে পা ছুঁয়ে সালাম করল। তিনি হকচকিয়ে গেলেন। বিব্রত কণ্ঠে বললেন, আপনাকে তো চিনতে পারলাম না।

আমি দি এ্যারন ইন্টারন্যাশনালের জেনারেল ম্যানেজার।

ও আচ্ছা আচ্ছা।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

স্যার কি আছেন?

সফিক তো চিটাগাং গিয়েছে।

আমি রফিক স্যারের কাছে এসেছিলাম।

ওর কাছে কি জন্যে?

দি এ্যারন ইন্টারন্যাশনালের ব্যাংক লোন পাওয়া গেছে এই সুখবরটা স্যারকে দেবার জন্যে এসেছিলাম।

হোসেন সাহেব কিছুই বুঝলেন না। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

বেশিক্ষণ বসতে পারব না। স্যারকে খবরটা দিয়ে দেবেন। স্যার এটা নিয়ে পড়াশুনা করছিলেন।

কি খবর দেব?

বলবেন ব্যাংক লোনটা হয়েছে।

জ্বি আচ্ছা বলব। একটু চা খান।

চা আমি খাই না, তবে আপনি মুরুব্বি মানুষ বলছেন। এই জন্যই খাব।

সাদেক আলি কিছুক্ষণের মধ্যেই জমিয়ে ফেলল। হোসেন সাহেবের সঙ্গে পুরো একমত হলো যে দেশ থেকে এলোপ্যাথি চিকিৎসা তুলে দেয়া দরকার। প্রতি ডিস্ট্রিক্টে থাকা দরকার একটা করে হোমিও হাসপাতাল। দরকার একটি হোমিও ইউনিভার্সিটি। হোসেন সাহেব লোকটির আদব-কায়দা ও ভদ্রতায় মুগ্ধ হলেন। রাতে ভাত খাবার সময় নীলুকে বললেন, ম্যানেজার সাহেব বিশিষ্ট ভদ্রলোক।

কোন ম্যানেজার?

সাদেক আলি সাহেব। রফিকের কাছে ব্যাংকের কি একটা কাজে এসেছে। আমার তো মা মনে থাকবে না। তুমি রফিককে বলে দিও।

কি বলব?

ম্যানেজার সাহেব এসেছেন। এটা বললেই হবে।

রফিক এলো রাত এগারোটার দিকে। সে হাসপাতালের কবির মামাকে দেখতে গিয়ে আটকা পড়ে গিয়েছিল। কবির মামার জ্বর হঠাৎ বেড়ে গেছে। আবোলতাবোল কথা বলছেন। অনেকটা বক্তৃতার ঢং। সাধু ভাষায় বক্তৃতা–সুধী সমাজের নিকট আকুল আবেদন। হে বন্ধু হে প্রিয়। সংযত হোন। যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ করুন। শরৎকালের এই সুন্দর মেঘমুক্ত প্রভাত ...।

রফিক ঘাবড়ে গিয়ে বলল, ব্যাপার কি? মাঝবয়েসি একজন ডাক্তার শুকনো মুখে বললেন, বুঝতে পারছি না ডিলেরিয়াম মনে হচ্ছে। ডিলেরিয়াম হবার মতো জ্বর তো নয়। একশ দুই।

কিছু একটা করুন। মামার এই কুৎসিত বক্তৃতা শোনা যাচ্ছে না। হাসি এসে যাচ্ছে। এখানে হাসা ঠিক হবে না।

ডাক্তার বিরক্ত মুখে তাকালেন।

আপনি রুগীর কে হন?

ভাগ্নে হই।

আমার মনে হয় রুগীকে বাড়ি নিয়ে ফ্যামিলির কেয়ারে রাখাই ভালো।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

শেষ অবস্থা নাকি?

কি ধরনের কথা বলছেন? শেষ অবস্থা হবে কেন?

আপনি বাড়ি নিয়ে চলে যেতে বলছেন। এই জন্যেই জিজ্ঞেস করছি।

কাল-পরশু নিয়ে যান।

সেখানে যদি এ রকম বক্তৃতা শুরু করেন তখন কি করব?

ডাক্তার সাহেব বেশ কিছু সময় কঠিন চোখে তাকিয়ে থেকে বললেন, দয়া করে আমার সঙ্গে রসিকতা করবেন না। আপনি বাইরে গিয়ে বসুন।

বাইরে তো বসার কোনো ব্যবস্থা নেই।

বসার ব্যবস্থা না থাকলে হাঁটাহাঁটি করুন।

রফিক আর কথা বাড়াল না। হাসপাতালের বারান্দায় রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইল। ফেরার আগে দেখে এলো কবির মামা শান্ত হয়ে ঘুমুচ্ছেন। এখন সে বাসায় চলে গেলে দোষ হবে না।

দরজা খুলে দিল শারমিন। শারমিনের মুখ গম্ভীর। ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। সে হাই চাপতে চাপতে বলল, খাবে? না খেয়ে এসেছ?

রফিক তার জবাব না দিয়ে বাথরুমে ঢুকল। তাদের দু'জনের মধ্যে এখন কথাবার্তা বন্ধ নেই বললেই হয়। প্রায় রাতেই রফিক বাড়ি ফিরে দেখে শারমিন ঘুমিয়ে পড়েছে। আজই ব্যতিক্রমী ঘটনা ঘটল। এখনো জেগে আছে।

শারমিন তোয়ালে হাতে দাঁড়িয়ে ছিল। রফিককে তোয়ালে এগিয়ে দিতে দিতে বলল, ভাত খাবে?

হ্যাঁ খাব। তোমার থাকার দরকার নেই ঘুমিয়ে পড়ো। যা হয় আমিই ব্যবস্থা করব।

তোমাকে একটি কথা বলার জন্যে জেগে আছি।

বলো।

খেতে বস বলছি।

সিরিয়াস কিছু?

না খুবই সাধারণ। তোমার সঙ্গে সিরিয়াস কথা কি বলব?

খুবই সাধারণ কথাগুলি রফিক শুনল। হ্যাঁ-না কিছুই বলল না। শারমিনের বক্তব্যের সারমর্ম হচ্ছে সে পিএইচডি করার জন্যে দেশের বাইরে যাবে। খাওয়া এবং ঘুমানোর এই রুটিন তার আর ভালো লাগছে না।

রফিক হাত ধুতে ধুতে বলল। যাবে কি ভাবে?

শারমিন বলল, অন্য সবাই যে ভাবে যায় সেই ভাবেই যাব। প্লেনে করে। হেঁটে হেঁটে যাওয়া তো সম্ভব নয়।

সব ঠিকঠাক নাকি?

মোটামুটি ঠিকঠাক বলতে পারো। ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটনের ফরেন স্টুডেন্ট এ্যাডভাইজার আমাকে একটা চিঠি দিয়েছেন। তাতে লিখেছেন আমার একটা টিচিং এ্যাসিসটেন্টশিপ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

চিঠি কবে এসেছে?

সপ্তাহ খানেক আগে।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

এই এক সপ্তাহ বসে বসে ভাবলে?

হ্যাঁ। আমি ঘুমুতে গেলাম। তুমি বাতি নিভিয়ে এসো।

রফিক বসার ঘরে দীর্ঘ সময় বসে রইল। একবার ভাবছিল জিজ্ঞেস করবে- কে করে দিলেন সাব্বির সাহেব? শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল। সাব্বির সে কোনোদিন কিছু বলবে না এ রকম প্রতিজ্ঞা একবার করেছে। প্রতিজ্ঞা প্রতিজ্ঞা ভাঙার জন্যেই। কিন্তু এই প্রতিজ্ঞা সে ভাঙবে না। তার চা খেতে ইচ্ছে রান্নাঘরে গিয়ে নিজেই বানিয়ে নিতে পারে কিন্তু আলসী লাগছে। ঘুম ঘুমও পাচ্ছে, সে জানে বিছানায় শোয়া মাত্র ঘুম পালিয়ে যাবে। তার পাশে নিশ্চিন্তে ঘুমুবে শা তার গায়ে হাত রাখলে ঘুমের ঘোরেই সে হাত সরিয়ে নিয়ে বিরক্ত গলায় বলবে- তারচে এখানে বসে বসে মশার কামড় খাওয়াই ভালো।

অনেক রাতে নীলু টুনীকে বাথরুম করাবার জন্যে দরজা খুলল।

কি ব্যাপার রফিক জেগে আছ যে?

ঘুম আসছে না ভাবী।

তোমার কাছে কে যেন এসেছিল। কি এক ম্যানেজার। বাবার সঙ্গে গল্প কর

রফিক কোনো রকম উৎসাহ দেখাল না। ক্লান্ত গলায় বলল, শারমিন তোমাকে কিছু বলেছে ভাবী?

কোন প্রসঙ্গে?

বাইরে যাবার ব্যাপারে।

না তো। কোথায় যাচ্ছে?

রফিক জবাব না দিয়ে উঠে পড়ল। বাতি নেভাতে নেভাতে বলল, সকালে বলব বা ভাবা গিয়েছিল তাই। ঘুম আসছে না। পাশেই শারমিন।

গায়ের সঙ্গে গা লেগে আছে তবুও দু'জনের মধ্যে অসীম দূরত্ব। এই দূর কমানোর কোনোই কি উপায় নেই? রফিক ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে চোখ বুজল। মামার কথাটা ভাবীকে বলা হয়নি। তাঁকে বাড়িতে নিয়ে আসতে হবে। ঝামেলার ঝামেলা।

রফিক একটু লজ্জিত বোধ করল। নিজের সমস্যাই প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে, অন্য এখন ঝামেলা।

নীলুও জেগে আছে। সফিক বাড়িতে না থাকলে তার এ রকম হয়। সারাক্ষণ চাপা ভয় বুকের উপর বসে থাকে। মনে হয় এ বাড়িতে যেন কোনো পুরুষ মানুষ বড় কোনো বিপদ-আপদ হলে কে সামলাবে? হয়তো আগুন লেগে গেল, চোর বাড়িতে, কিংবা ডাকাত পড়ল। তখন কি হবে?

নীলু মাঝে মাঝে ভাবে সব মেয়েরাই কি তার মতো ভাবে? এই নির্ভরশীল কারণটা কি?

টুনী শক্ত করে তার গলা চেপে ধরে আছে। ফাঁসের মতো লাগছে? বিশ্রী অভ্য মেয়েটার। ঘুমের সময় হাতের কাছে যা পাবে তাই শক্ত করে ধরবে। নীলু ক্ষীণ বলল, টুনী ঘুমাচ্ছিস?

টুনী জবাব দিল না।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

হাতটা একটু আলগা কর মা। দম বন্ধ হয়ে আসছে।

টুনী আরো শক্ত করে গলা চেপে ধরল। ঘুমের ঘোরেই বলল, কমলা খাব না। কমলা তো খাব না।



কবির মামা বাড়ি ফিরে এসেছেন। বাড়ি মানে নিজের বাড়ি নয়–নীলুদের ভাড়াটে বাসা। এ বাসায় কত অসংখ্যবার তিনি এসেছেন, এমনও হয়েছে টানা এক মাস কেটে গেছে–নড়ার নাম নেই। কিন্তু এ বারে এসে কিছুটা অদ্ভুত আচরণ করছেন। যেন তিনি অপরিচিত একটা জায়গায় এসেছেন–লোকজন ভালো চেনা নেই, শারমিনকে জিজ্ঞেস করলেন, মা বাথরুমটা কোন দিকে? বাথরুম কোন দিকে তাঁর না জানার কথা নয়। কিন্তু প্রশ্নের ভঙ্গিতে মনে হচ্ছে তিনি জানেন না।

রাতে খাবার টেবিলে বসলেন কিন্তু কিছু মুখে দিলেন না। মনোয়ারা বললেন, ভাইজান আপনাকে দুটো রুটি বানিয়ে দেবে? তিনি বললেন–জি না। আপনাদের কষ্ট দিতে চাই না।

মনোয়ারার বিস্ময়ের সীমা রইল না। ভাইজান তার সঙ্গে আপনি আপনি করছেন কেন? তিনি তাকালেন নীলুর দিকে। নীলু বলল, মামা আপনার শরীর কি খারাপ লাগছে?

না। আমি ভালো।

মামা আসুন আপনাকে শুইয়ে দি। দুধ গরম করে দিচ্ছি। দুধ খেয়ে শুয়ে পড়ুন।

কবির মামা নিঃশব্দে উঠে পড়লেন। তাঁর খুব খারাপ লাগছে। তিনি এ রকম করছেন কেন? তাঁর গায়ে জ্বর নেই। এ রকম করার তো কথা নয়।

মাখন লাগানো দু'স্লাইস রুটি আর এক গ্লাস দুধ নিয়ে নীলু কবির মামার ঘরে ঢুকল। মৃদু স্বরে ডাকল,

মামা।

আয় বেটি। আয়।

আপনার জন্যে রুটি আর দুধ এনেছি।

রেখে দাও মা। ক্ষিধে পেলে খাব।

না আপনাকে এখনই খেতে হবে। আপনাকে খাইয়ে তারপর আমি যাব।

কবির মামা একটু হাসলেন তারপর নেহায়েৎ যেন নীলুকে খুশি করবার জন্যেই পাউরুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে দুধে ডুবিয়ে মুখে দিতে লাগলেন।

মাখন দেয়া রুটি মামা দুধে ডুবাচ্ছেন কেন?

নরম হয়, খেতে সুবিধা।

আপনার খেতে ইচ্ছা না হলে খাবেন না মামা। শুধু দুধটা চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেলুন।

তিনি বাধ্য ছেলের মতো দুধ খেয়ে ফেললেন।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

পান খাবেন মামা? একটু পান এনে দেই। মুখের মিষ্টি মিষ্টি ভাবটা যাবে।

তিনি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, পান তো আমি খাই না। ঠি[illegible] তোমার যখন ইচ্ছা দাও।

পান এনে নীলু দেখল মামা চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন। চোখ বন্ধ। [illegible] পড়েছেন বোধ হয়। সে চাপা গলায় বলল, মামা ঘুমিয়ে পড়েছেন?

না জেগে আছি। দাও পান দাও। আর একটু বসো আমার পাশে।

নীলু বসল। তিনিও উঠে বসলেন। নরম গলায় বললেন, আচ্ছা মা তোমার বি[illegible] কি আমি কিছু দিয়েছিলাম? নিলু বিস্মিত হয়ে বলল, হঠাৎ এই কথা কেন মামা?

না মানে হঠাৎ মনে হলো। এ জীবনে তোমার কাছ থেকে শুধু সেবাই নিয়েছি। কি[illegible] ফেরত দেয়া হয়নি।

আপনার ভালোবাসা যা পেয়েছি সেটা বুঝি কিছু না মামা? তাছাড়া আপনার [illegible] শান্তির জন্যেই বলছি আপনি বিয়েতে খুব দামী একটা শাড়ি দিয়েছিলেন। নীল [illegible] একটা কাতান। চারশ টাকা দাম ছিল শাড়িটার। তখন চারশ টাকায় একটা গয়না [illegible] যেত।

তাই নাকি?

হ্যাঁ মামা। আমার বিয়ের শাড়ির দাম ছিল তিনশ টাকা। আমার বড় বোন বলে[illegible] বিয়ের শাড়িটা থাক এইটা দিয়েই বৌ সাজিয়ে দেই।

কবির মামা গভীর আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তাই করা হলো বুঝি?

না মামা। বিয়েতে নাকি লাল শাড়ি পরতে হয় তাই সবাই মিলে আমাকে লাল [illegible] পরাল কিন্তু আমার খুব ইচ্ছা করছিল নীলটা পরতে।

কবির মামা হাসতে লাগলেন। কোনো এক বিচিত্র কারণে এই গল্পে তিনি [illegible] আনন্দ পাচ্ছেন। তাঁর চোখেও পানি এসে যাচ্ছে। যদিও চোখে পানি আসার মতো [illegible] এটা না।

মামা।

বলো মা।

তখন তো আপনার নীলগঞ্জ ছিল না। টাকা পয়সা যা পেতেন আমাদের পে[illegible] খরচ করে ফেলতেন। শুয়ে পড়ুন মামা।

রফিক কি বাসায় আছে মা?

জি আছে। এই কিছুক্ষণ আগে এসেছে।

ওকে কি একটু আমার কাছে পাঠাবে?

পাঠাচ্ছি।

রফিক খেতে বসেছে। কবির মামা ডেকেছেন শুনে মুখ বাঁকা করে বলল, ওঁ [illegible] আমার কাছে কি চায়? এখন যেতে পারব না।

নীলু বলল, চট করে "না" বলে ফেলো কেন? একজন অসুস্থ মানুষ ডাকছে, [illegible] যাবে না?

শুধু ভ্যাজরভ্যাজর করবে।

যদি করে, হাসি মুখে শুনবে সেই ভ্যাজরভ্যাজর।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

তুমি এত রেগে যাচ্ছ কেন ভাবী? আমি তো জাস্ট কথার কথা হিসেবে বলেছি। তুমি খুব ভালো করে জানো আমি মুখে 'না' বললেও কবির মামাকে দেখতে ঠিকই যাব। হাসি মুখে তাঁর সব ফালতু কথা শুনব। যে ক'দিন উনি হাসপাতালে ছিলেন আমি কি রোজ তাকে দেখতে যাইনি?

নীলু লজ্জা পেয়ে গেল। রফিক ভাত শেষ না করেই উঠে পড়েছে। নীলু বলল, তুমি কি আমার উপর রাগ করলে রফিক?

না তা করিনি। আমি তো মেয়ে মানুষ না যে কথায় কথায় রাগ করব। আর যদি করিও তাতে কার কি যায় আসে?

রফিক কবির মামার ঘরে ঢুকল।

মামা জেগে আছ?

বস রফিক।

বসব না। যা শুনবার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনব। বলো কি বলবে?

তুই আমাকে একটা জায়গায় নিয়ে যাবি?

কোন জায়গায়?

আগে বল নিয়ে যাবি কি না?

নিয়ে যাব।

বারাসাতে যাব। ঐখানে আমাকে নিয়ে যা।

সেটা আবার কোথায়?

চব্বিশ পরগনা জেলা।

ইন্ডিয়া?

হ্যাঁ, বেনাপোল বর্ডার দিয়ে...

তুমি কি পাগল টাগল হয়ে গেলে নাকি মামা?

জন্মস্থান দেখতে ইচ্ছা করছে। আমি আর বাঁচব না।

তুমি একা কেন, আমরা কেউ বাঁচব না। জন্মস্থান দেখলে হবেটা কি? ঐখানে গিয়ে মরতে চাও?

তিনি জবাব দিলেন না। রফিক খাটে বসল। নরম স্বরে বলল, জন্মস্থানে মরতে যেমন কষ্ট বিদেশে মরতেও ঠিক সে রকম কষ্ট। মরার কষ্ট সব জায়গায় সমান।

তুই তাহলে নিতে পারবি না?

না মামা পারব না। পাসপোর্ট-ফাসপোর্টের অনেক ঝামেলা। আমার মনে হয় মরতে চাইলে তুমি তোমার সুন্দরী নীলগঞ্জেই মরো। সেটাই ভালো হবে।

তিনি হেসে ফেললেন। রফিকও হাসল। হাসতে হাসতেই বলল, তুমি আবার আমার উপর রাগ করলে না তো?

না তোর কোনো কথায় আমি রাগ করি না।

খুব ফালতু কথা বলি এই জন্যে?

তাও না। তোর কথাবার্তা ঠিকই আছে। তোর কথাবার্তা আমার পছন্দ। যা শুয়ে পড়।

বারাসাতে যেতে চাচ্ছ কেন?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

মনটা হঠাৎ টানছে। হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে অনেক ভেবেছি। বারাসাতে শৈশব কেটেছে। একটা বিরাট পুকুর ছিল, নাম হলো গিয়ে ভূতের পুকুর। ছোটবেলায় দেখার জন্যে এর পাড়ে বসে থাকতাম।

দেখেছ?

না দেখিনি।

মামা আমার কথা শোনো-এখন যদি যাও তোমার খুবই খারাপ লাগবে। দেখা সব বদলে গেছে। ভূতের পুকুর হয়তো ভরাট করে দালান তুলছে। এরচে' শৈশবের স্মৃতিটাই থাকুক।

কবির মামা শুয়ে পড়লেন। রফিক মশারি গুঁজে দিতে দিতে বলল, এর পরেও যদি তোমার যেতে ইচ্ছে করে তাহলে কি আর করা, নিয়ে যাব। কি ইচ্ছা করে?

তিনি গাঢ় স্বরে বললেন, হ্যাঁ করে।

রফিক নিশ্বাস ফেলে বলল, মাস তিনেক তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে মামা। আমি একটা কাজ শুরু করেছি। একটু গুছিয়ে নেই।

কি কাজ?

ব্যবসা। মতিঝিলে রুম নিয়েছি। কাউকে কিছু বলিনি। বুধবারে বলব। সবাইকে অফিস দেখিয়ে আনব। তুমি থাকছ তো বুধবার পর্যন্ত?

থাকব। দেখে যাই তোর কাণ্ডকারখানা।

মামা এখন যাই?

আচ্ছা যা। বাতি নিভিয়ে যা।

শারমিন জেগে আছে। আয়নার সামনে বসে চুল আঁচড়াচ্ছে। মেয়েদের চুল বাঁধার দৃশ্যটি বেশ সুন্দর। দেখতে ভালো লাগে। রফিক খানিকক্ষণ দেখল। ছন্দোবদ্ধ ব্যাপার। চিরুনি উঠছে-নামছে। উঠানামা হচ্ছে নির্দিষ্ট তালে। রফিক সিগারেট ধরাল। শারমিন বলল, দয়া করে সিগারেটটা বাইরে গিয়ে খাও।

কেন?

ঘরে কুৎসিত গন্ধ হয় আমার ভালো লাগে না।

গন্ধ তো আগেও হতো তখন তো কিছু বলো নি।

তখন বলিনি বলে কখনো বলতে পারব না এমন তো কোনো কথা নেই। এখন বলছি।

রফিক সিগারেট ফেলে দিল। যেন কিছুই হয় নি এমন ভঙ্গিতে শারমিন চুল বাঁধা শেষ করে উঠল। দরজা বন্ধ করে বাতি নেভালো। মশারি ফেলে হালকা গলায় বলল, তুমি কি ঘুমুবে না আরো কিছুক্ষণ জেগে বসে থাকবে?

ঘুমুব।

বিছানায় উঠতে উঠতে শারমিন বলল, তোমার মতিঝিলের অফিস স্টার্ট হচ্ছে কবে?

রফিক বিস্মিত হয়ে বলল, অফিসের খবর তুমি কোথায় পেলে?

কেন এটা কি গোপন কিছু?

না গোপন কিছু না। কাউকে তো বলিনি। তুমি জানলে কিভাবে? কে বলল?

আজ বাবার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। বাবা বললেন।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

তিনি জানলেন কোত্থেকে?

তিনি জানবেন না কেন! সব তো তাঁরই করা। বেকার জামাই বোধ হয় সহ্য হচ্ছিল ।।। দূর থেকে কলকাঠি নাড়লেন।

রফিক স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। এই সম্ভাবনা তার মাথায় আসেনি। রহস্য পরিষ্কার ৩ শুরু করেছে। কেন সব এমন ঘড়ির কাঁটার মতো সহজ হচ্ছিল এটা বোঝা গেল।

শারমিন বলল, দেখে মনে হচ্ছে অধিক শোকে পাথর। শ্বশুরের সাহায্য নিতে চাও ...?

রফিক সে প্রশ্নের জবাব দিল না। বারান্দায় চলে এলো। বারান্দায় দাঁড়িয়ে সে সিগারেট টানবে। মাথা পরিষ্কার করার চেষ্টা করবে। ঘুমুতে যাবে অনেক রাতে। যখন যাবে তখন দেখবে শারমিন পরম তৃপ্তিতে ঘুমুচ্ছে। তার অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম আসবে না। নানা আজেবাজে চিন্তা তার মাথায় ভিড় করবে। একেক দিন একেক জিনিস নিয়ে সে ভাবে। আজ ভাববে শারমিন হঠাৎ করে বাবার কাছে কেন গেল? পিতা-কন্যার মিলন তাহলে হয়েছে। কিভাবে হলো কে জানে। শারমিন নিশ্চয়ই কাঁদতে কাঁদতে বলেছে, খুব ভুল করেছি বাবা। তুমি আমাকে ক্ষমা করো। আর কোনোদিন তোমার অবাধ্য হব না। তুমি যা বলবে তাই শুনব। এবারকার মতো আমাকে ক্ষমা করো।

কবির মামার জ্বর পুরোপুরি ছাড়ল না। সকালের দিকে সুস্থ থাকেন। বিকেল থেকেই কাতর। গা কাঁপিয়ে জ্বর আসে। ম্যালেরিয়ার রুগীর মতো লেপ জড়িয়েও শীত মানানো যায় না। যদিও অসুখটা ম্যালেরিয়া নয়। ডাক্তাররা নিঃসন্দেহ জীবাণু ঘটিত কিছু নয়। হোসেন সাহেব এই জ্বর নিয়ে খুব উত্তেজিত। তাঁর ধারণা এক সপ্তাহ চিকিৎসা করবার সুযোগ দিলে তিনি হোমিওপ্যাথি যে কি তা প্রমাণ করে দেবেন। এই সুযোগ তিনি পাচ্ছেন না। কবির মাস্টার পরিষ্কার বলেছেন, সারা জীবন যে কয়েকটা জিনিস অবিশ্বাস করে এসেছি হোমিওপ্যাথি হচ্ছে তার একটা। এখন শেষ সময়ে যদি হোমিওপ্যাথিতে সেরে উঠি সেটা খুব দুঃখজনক হবে। আমাকে অবিশ্বাস নিয়েই মরতে দাও।

হোসেন সাহেব হাল ছাড়লেন না। নীলুর সঙ্গে পরামর্শ করে গোপনে কবির মাস্টারের খাবার পানিতে এক পুরিয়া 'কেলিফস' মিশিয়ে দিলেন। নীলুকে বললেন-এক ডোজেই কাজ হবে। দেখবে আজ আর জ্বর আসবে না। একশ টাকা তোমার সঙ্গে বাজি।

খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার সত্যি সত্যি জ্বর এলো না। আনন্দে ও উত্তেজনায় হোসেন সাহেব অন্য রকম হয়ে গেলেন। রান্নাঘরে ঢুকে নীলুকে বললেন-কি যা বলেছিলাম তা হলো? বিশ্বাস হলো আমার কথা? এত যে তোমাদের অবিশ্বাস। আশ্চর্য! নীলু হেসে ফেলল।

আমার অবিশ্বাস নেই তো।

আছে আছে, তোমারও আছে, সবই বুঝি। টুনীর মাথাব্যথা হচ্ছিল সেই চিকিৎসা

Nirjoy

www.BanglaBook.org

কি করিয়েছ আমাকে দিয়ে? অবিশ্বাস করো আর যাই করো চিকিৎসাটা একবার [illegible] করিয়ে দেখবে? দেখা উচিত নয়?

জ্বি বাবা উচিত।

আমি যা চিন্তা করছি একটা ঘর ভাড়া করে প্রফেশন্যাল চিকিৎসা শুরু করব। ফার্মেসি দেব। তুমি একটা নাম ঠিক করো ফার্মেসির।

হোসেন সাহেব হৃষ্ট চিত্তে রান্নাঘর থেকে বেরুলেন। টুনী ও বাবলু বইপত্র নিয়ে অপেক্ষা করছে। তাদের বললেন-তোরা নিজে নিজে পড় আজ আমি ব্যস্ত। কাজ আছে। তিনি হোমিওপ্যাথির বই খুলে বসলেন।

তাঁর আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী হলো না। ভোররাতে কবির মামার প্রচণ্ড জ্বর এলো। জ্বরের ঘোরে তিনি ছটফট করতে লাগলেন। অসংলগ্ন কথাবার্তা বলতে লাগলেন। মাঝেমাঝে উঠে বসে শূন্য দৃষ্টিতে সবার দিকে তাকান, গম্ভীর গলায় বলেন, "হে বন্ধু হে প্রিয়। দেশের দরিদ্র বন্ধু আমার। হে আমার প্রিয় বন্ধু। আজ এই শরতের মেঘমুক্ত প্রভাত...".

কিছুক্ষণ প্রলাপ বকেন তারপর আবার সহজ-স্বাভাবিক কথাবার্তা। যেন কিছুই হয়নি। নীলুকে বললেন, বৌমা আমার জ্বরটা একটু কমলেই কিন্তু আমি নীলগঞ্জ রওনা হব। সেখানে বড় কোনো ঝামেলা হয়েছে।

নীলু বলল, কোনো ঝামেলা হয়নি মামা। আপনি চুপচাপ শুয়ে থাকুন। মাথায় পানি ঢালছি।

ঝামেলা হয়েছে মা। খুব ঝামেলা নয়তো শওকত আসত। এতদিন হয়ে গেছে ঢাকায় আছি কিন্তু শওকতের কোন খোঁজ নাই।

আপনি এখন কথা বলবেন না তো মামা। প্লিজ।

কবির মামা চোখ বন্ধ করে আবার তাঁর বক্তৃতা শুরু করলেন, "হে বন্ধু হে প্রিয়। 'হে দেশবাসী। হে আমার দরিদ্র বন্ধু।

রফিক ডাক্তার আনতে গেল।

হোসেন সাহেব হতভম্ব হয়ে বিছানার পাশে বসে রইলেন। টুনী খুব ভয় পেয়েছে। সে দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছে।

দুপুরের আগেই জ্বর নেমে গেল। কবির মামা শিং মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেয়ে বারান্দায় এসে বসলেন। নীলু অফিসে গিয়েছে। অফিসে জরুরি মিটিং, না গেলেই না। দায়িত্ব দিয়ে গেছে শারমিনের উপর। শারমিন তার দায়িত্ব পালন করছে চমৎকারভাবে। কবির মামা বারান্দায় আছেন, সেও আছে বারান্দায়।

মামা আপনার মাথায় হাত বুলিয়ে দেব?

না মা লাগবে না। তুমি খাওয়া-দাওয়া করে বিশ্রাম করো। আমার শরীর এখন ভালো। বেশ ভালো। ইনশাল্লাহ কাল রওনা হব।

অসম্ভব। কাল কিভাবে রওনা হবেন?

রওনা হতেই হবে মা। উপায় নেই। তোমার বাবা একবার বলেছিলেন নীলগঞ্জ যাবেন। আমারও খুব শখ ছিল তাঁকে নিয়ে যাবার। আর সম্ভব হলো না।

সম্ভব হবে না কেন?

কবির মামা ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন- মৃত্যু এখন আমার পাশে।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

অপেক্ষা করছে। মাঝে মাঝে সে হাত দিয়ে আমাকে ছুঁয়ে দেয়। আমি বুঝতে পারি। আমার সময় কোথায় মা? সময় শেষ মা।

আমি বাবাকে বলব যেন তিনি তাড়াতাড়ি নীলগঞ্জ চলে যান। আমি আজই বলব।

কবির মামা হেসে ফেললেন। বারান্দায় বসে থাকতে থাকতে তাঁর ঝিমুনি ধরে গেল। শীত শীত করছে। আবার হয়তো জ্বর আসবে। তার বড় লজ্জা লাগছে। এ বাড়ির প্রতিটি মানুষকে তিনি বিব্রত করছেন। সেই অধিকার তাঁর কি সত্যি আছে?

পরদিন তিনি অসুস্থ শরীরেই নীলগঞ্জে রওনা হলেন। তাঁর সঙ্গে গেল সোবাহান। রফিকের যাবার কথা ছিল-তার অফিস উদ্বোধন হবে সে যেতে পারল না। জুটিয়ে দিল সোবাহানকে। এই লোকটি কোনো রকম আপত্তি করল না।

স্টেশন থেকে বাড়ি অনেকটা দূর। কবির মাস্টারের হেঁটে যাবার সামর্থ্য নেই। আবার আকাশ-পাতাল জ্বর। সোবাহান গরুর গাড়ি জোগাড় করে আনল। রওনা হবার আগে একজন ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলা দরকার। আশেপাশে কোথাও ডাক্তার নেই, নবীনগরে একজন ডাক্তার আছেন-এলএমএফ। কবির মাস্টার বললেন-নিজের চোখে দেখো গ্রামগুলির কি খারাপ অবস্থা। ডাক্তাররা কি এই গণ্ডগ্রামে আসবে? তারা যাবে শহরে।

সোবাহান বলল, আপনি এইখানে বসে বিশ্রাম করতে থাকুন, আমি নবীনগর থেকে ডাক্তার নিয়ে আসব।

পাগল নাকি তুমি? বহু দূরের পথ।

কোনো অসুবিধা নেই। এই অবস্থায় আপনাকে নিয়ে রওনা হব না। গরুর গাড়িতে বিছানা করে দিচ্ছি শুয়ে থাকুন। আমি যাব আর আসব।

নবীনগরে ডাক্তার সাহেবকেও পাওয়া গেল না। তিনি বিরামপুর কলে গিয়েছেন। কখন ফিরবেন ঠিক নেই। নাও ফিরতে পারেন। বিরামপুরের কাছেই তাঁর শ্বশুরবাড়ি। রাতটা হয়তা শ্বশুরবাড়িতেই কাটাবেন।

সোবাহান ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে ফিরে এসে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখল-গরুর গাড়ির চারপাশে অসংখ্য মানুষ।

চারদিকে খবর রটে গিয়েছে অসুস্থ হয়ে কবির মাস্টার গ্রামে ফিরেছে। দলে দলে লোক আসছে। ভীড় ক্রমেই বাড়ছে। বিশাল একদল মানুষ নিয়ে গরুর গাড়ি রওনা হলো।

আশেপাশের মানুষ জিজ্ঞেস করে কে যায় গো?

কবির মাস্টার যায়।

কি হয়েছে মাস্টার সাবের?

শইল খুব খারাপ। উল্টাপাল্টা কথা কইতাছে।

কও কি? কি সর্বনাশের কথা!

ক্ষেতের কাজ ফেলে রেখে চাষীরা উঠে আসে রাস্তায়। তারা এক পলক দেখতে চায় মাস্টার সাহেবকে। দু'টি কথা শুনতে চায়।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

সূর্যের তেজ বাড়তে থাকে। চলমান মানুষগুলির ছায়া ছোট হয়ে আসে। কবির মাস্টার চোখ মেলে একবার জিজ্ঞেস করেন–আর কত দূর সোবাহান? আর যে কতদূর সোবাহান নিজেও জানে না। এই অঞ্চল তার অপরিচিত। তবু সে বলে–এসে পড়েছি। ঐ তো দেখা যাচ্ছে।

সুখী নীলগঞ্জ সাইন বোর্ড দেখা যায়? বিরাট সাইন বোর্ড লাগিয়ে দিয়েছি।

কবির মাস্টার টেনে টেনে হাসেন। সোবাহান কোনো সাইনবোর্ড দেখতে পায় না। শুধু দেখে মানুষ আসছে পিল পিল করে। চিৎকার নেই। হৈ চৈ নেই। নিঃশব্দ মানুষ। মাথা নিচু করে এরা হাঁটছে।

সোবাহানা।

জি মামা।

শুধু সাইনবোর্ডটাই আছে। নীলগঞ্জকে সুখী নীলগঞ্জ করতে পারলাম না। আফসোস রয়ে গেল।

এক জীবনে তো হয় না মামা। আপনি শুরু করেছেন অন্যরা শেষ করবে। শুরু করাটাই কঠিন। শুরু তো হয়েছে।

আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে মামা?

হচ্ছে। আবার আনন্দও হচ্ছে। কত লোক এসেছে দেখলে।

জ্বি দেখলাম।

কিছুই করতে পারি নাই এদের জন্যে। তবু এরা আসছে। বড় আনন্দ লাগছে সোবাহান। জীবনটা তাহলে একেবারে নষ্ট হয়নি। কি বলো?

জ্বি না। অসাধারণ জীবন আপনার।

পানি খাওয়াতে পারো? বুক শুকিয়ে আসছে।

বট গাছের ছায়ার নিচে গরুর গাড়ি রাখা হলো। চার-পাঁচ জন ছুটে গেল পানির খোঁজে। আশেপাশের বাড়ির বৌ-ঝিরা সব বেরিয়ে আসছে। এদের মধ্যে অল্প বয়স্ক একটা মেয়ে খুব কাঁদছে। সে নীলগঞ্জের মেয়ে। এই গ্রামে বিয়ে হয়েছে। বিয়ের দিন খুব গণ্ডগোল হচ্ছিল। জামাইকে সাইকেল দেয়ার কথা সেই সাইকেল দেয়া হয়নি। বিয়ে ভেঙে বরযাত্রীর দল উঠে যাবে। বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেছে। খবর পেয়ে ছুটতে ছুটতে এলেন কবির মাস্টার। থমথমে গলায় বললেন–সাইকেল আমি দিব। বিয়ে হোক।

কবির মাস্টারের কথাই যথেষ্ট। বিয়ে হয়ে গেল। তার পনেরো দিন পর নতুন সাইকেল নিয়ে কবির মাস্টার এসে উপস্থিত। তিনি সাইকেল নতুন জামাইয়ের হাতে দিয়েই আচমকা প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে দিয়ে বললেন, হারামজাদা ছোটলোক। সাইকেলটা তোর কাছে বড় হলো? তুই একটা মেয়েকে বিয়ের দিন লজ্জা দিলি? তোর এত বড় সাহস?

ছেলেটা ভালো ছিল। সাত দিন পর সাইকেল ফিরিয়ে দিয়ে গেল। লাজুক গলায় বলল, আপনারে দোয়া চাই মাস্টার সাব। আর কিছু চাই না। আপনে খাস দিলে আমার জন্যে দোয়া করেন।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

কবির মাষ্টার গম্ভীর হয়ে বললেন–দোয়া লাগবে না। সৎ মানুষের জন্যে দোয়া লাগে না। দোয়া দরকার অসৎ মানুষের জন্যে। তোর বৌটাকে আদর-যত্ন করিস। ভালো মেয়ে।

সেই মেয়েটাই এখন চিৎকার করে কাঁদছে। কয়েকজন বৃদ্ধা মহিলা তাকে শান্ত করার চেষ্টা করছেন। পারছেন না। কবির মাষ্টার বিরক্ত গলায় বললেন–তুই এরকম করছিস কেন? সালাম করেছিস আমাকে? আদব-কায়দা কিছুই শিখিস নাই। নীলগঞ্জের মেয়ে না তুই? গ্রামের বদনাম। আয় সালাম কর। তোর জামাই কই? ব্যাটাকে ধরে নিয়ে আয়।

নীলগঞ্জে ঢোকার ঠিক আগে আগে কবির মাষ্টার মারা গেলেন। নিঃশব্দে মৃত্যু। কেউ কিছুই টের পেল না। সবাই ভাবল বোধ হয় ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। সেটাই স্বাভাবিক। সোবাহান তাঁর হাত ধরে বসে ছিল। শুধু সে টের পেল। হাত নামিয়ে দিয়ে চলন্ত গাড়ি থেকে নেমে এলো। অসংখ্য লোকজন চারপাশে। সবাই নিঃশব্দে হাঁটছে। সেও হাঁটছে তাদের সঙ্গে। এই মানুষগুলিকে মৃত্যুর খবর দিতে তার মন চাচ্ছে না।

গরুর গাড়ি নীলগঞ্জের সীমানায় এসে এক মুহূর্তের জন্যে থমকে দাড়াল। নীলগঞ্জের সীমানায় বিশাল এক রেন্টি গাছ। সেই গাছে সাইন বোর্ড ঝুলছে। সেখানে লেখা–

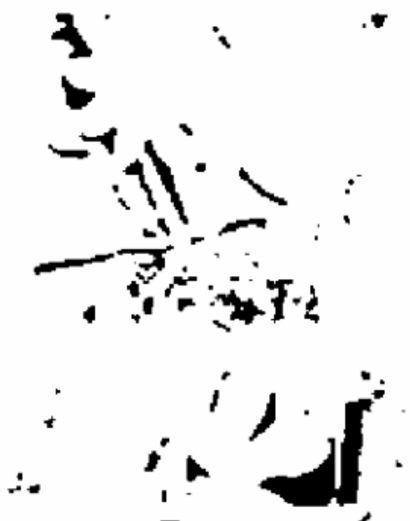
"আপনারা সুখী নীলগঞ্জে প্রবেশ করেছেন। স্বাগতম!"

নীলগঞ্জের সমস্ত বৌ-ঝিরা জড়ো হয়েছে সেখানে। ছুটতে ছুটতে আসছে শওকত। আজ সকালেই সে থানা হাজত থেকে ছাড়া পেয়েছে। নীলগঞ্জের চেয়ারম্যান তাকে একটা ডাকাতি মামলায় আসামি দিয়েছিল। ওসি সাহেব নিজ দায়িত্বে তাকে জামিন দিয়েছেন। শওকত চেঁচাতে চেঁচাতে আসছে–"কি হইল? আমার স্যারের কি হইল?"

দুপুর বেলার শান্ত-নিস্তব্ধ গ্রাম। করুণ সুরে ঘুঘু ডাকছে। ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে এগিয়ে চলছে গরুর গাড়ি। সোবাহান দাঁড়িয়ে আছে রেন্টি গাছের কাছে। তার দৃষ্টি সাইন বোর্ডের দিকে।

"আপনারা সুখী নীলগঞ্জে প্রবেশ করছেন। স্বাগতম!"

সোবাহানের মনে হচ্ছে সুখী নীলগঞ্জ জায়গাটা বড় পবিত্র। এরকম একটা পবিত্র জায়গায় প্রবেশ করবার মতো যোগ্যতা তার নেই। তার উচিত এই সীমানা থেকেই বিদেয় নেয়া।



খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার কবির মাষ্টারের মৃত্যু এ বাড়ির কাউকে তেমন স্পর্শ করল না। রফিক তার নতুন অফিস, নতুন ব্যবসা নিয়ে অসম্ভব ব্যস্ত। ভোরবেলা বেরিয়ে যায় ফিরে অনেক রাতে। সফিকেরও এই অবস্থা। তার দায়িত্ব দিন দিন বাড়ছে। সালফিউরিক এ্যাসিড প্লান্টের কাজ এগুচ্ছে দ্রুত গতিতে। সফিকের বেশিরভাগ সময়ই

Nirjoy

www.BanglaBook.org

চলে যাচ্ছে সেখানে। যখন বাসায় ফিরে এমন ক্লান্ত থাকে যে ভাত খেয়ে বিছানায় গেতে না যেতেই ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে।

দায়িত্ব বেড়েছে নীলুরও। সে একটি প্রমোশন পেয়েছে। অফিসে তার এখন ঘর আলাদা। ঘরের সামনে টুল পেতে একজন বেয়ারা বসে থাকে। অফিসের নানান সমস্যা নিয়ে তাকে প্রতিদিনই মিটিং করতে হয়। এতসব ঝামেলা তাঁর আগে ছিল না।

হোসেন সাহেবও ব্যস্ত। তিনি একটি বই লেখার কাজে হাত দিয়েছেন। বইটির নাম-সহজ হোমিওপ্যাথি। যেসব ডাক্তার গ্রামে চিকিৎসা করেন বইটি লেখা হচ্ছে তাঁদের উদ্দেশ্য করে। কাজেই লিখতে হচ্ছে খুব সহজ ভাষায়। তিনি জোর দিচ্ছে কেইস হিস্ট্রিতে। প্রতিটি রোগের জন্যে বেশ কয়েকটা কেইস হিস্ট্রি দিতে হচ্ছে। যেসব খুঁজে বের করতে সময় নিচ্ছে। বেশ কিছু হোমিওপ্যাথি ডাক্তারদের সঙ্গেও তিনি যোগাযোগ করছেন। তাদের এ ব্যাপারে তেমন আগ্রহ নেই। এতে হোসেন সাহেবের উৎসাহে ভাটা পড়ছে না।

মনোয়ারা আগের তুলনায় খানিকটা শান্ত। কাজের একটি মেয়ে রাখা হয়েছে, নাম নাজমা। তাঁর বেশিরভাগ সময়ই কাটছে নাজমার খুঁত ধরে। এই মেয়েটার কোনো কিছুই তাঁর পছন্দ নয়। নামটাও অপছন্দ। তাঁর ধারণা নাজমা হচ্ছে ভদ্রলোকের নাম। কাজের মেয়ের এ রকম নাম থাকবে কেন? নাজমা মেয়েটির বয়স আঠারো-উনিশ। এইটিও তার পছন্দ নয়। এই বয়সের মেয়ে ঘরে রাখা মানে আগুন ঘরে রাখা। কোন দিন কি এক ঝামেলা বাধাবে, ছি ছি পড়ে যাবে চারদিকে। মনোয়ারার বেশিরভাগ সময় এখন কাটছে কি করে মেয়েটিকে তাড়ানো যায় এই বুদ্ধির সন্ধানে। তেমন কোনো পথ পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ নাজমা মেয়েটি খুবই কাজের। অতি অল্প সময়েই সে নিজেকে অপরিহার্য করে তুলেছে। তবু মনোয়ারা চেষ্টার ত্রুটি করছেন না। আজ ভোরবেলা তিনি রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, এই তুই ঘর মুছলি কেন? সকালবেলা পানি দিয়ে ঘর ভাসিয়ে ফেলেছিস।

নাজমা সহজ স্বরে বলল, আইনেই তো কইছিলেন দাদি।

আমি কখন বললাম?

আপনে কইছিলেন সপ্তাহে একদিন ঘর ধুইতে।

এই তোর ঘর ধোয়ার নমুনা? পানিতে চারদিক সয়লাব।

কই দাদি পানি তো নাই। শীতের দিনে পানি শুকায় তাড়াতাড়ি।

আসলেই তাই, ইতিমধ্যেই চারদিক শুকনো খট খট করছে। মনোয়ারা কিছুতেই মেয়েটিকে জব্দ করতে পারেন না। কিন্তু তিনি হাল ছাড়েন না। তীক্ষ্ণ নজর রাখেন যদি বেচাল কিছু চোখে পড়ে।

এই তুই কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

ছাদে গেছিলাম দাদি।

তোকে না বললাম ছাদে যাবি না। ব্যাটা ছেলে থাকে।

কাপড় শুকাতে গিছিলাম।

কাপড় শুকাতে সারাদিন লাগে?

গেলাম আর আসলাম দাদি বেশিক্ষণ তো থাকি নাই।

আবার মুখে মুখে কথা! তুই কি মনে করিস তোর মতলব আমি বুঝি না? আমি কচি খুকি?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

বিশ্বাস করেন দাদি আমার কোনো মতলব নাই।

তুই কাল সকালেই বিছানা-বালিশ নিয়ে বিদায় হবি। আমার পরিষ্কার কথা।

সত্যি যাইতে বলেন দাদি?

আমি কি তোর সাথে মশকরা করছি? ফাজিল কোথাকার। বড় বৌমা আসুক তোকে আমি আজই বিদায় করব। পাখা উঠেছে।

নীলু এই মেয়েটির বিদায়ের কথা শুনতেই পারে না। নাজমা তাকে অনেকভাবে নিশ্চিন্ত করেছে নীলু এই সুখ হারাতে রাজী নয়। উল্টো মেয়েটার কাছে তার নিজেকে কেমন অপরাধী মনে হয়। যে সংসার তার দেখার কথা তা দেখছে সংসারের বাইরের একজন মানুষ। মমতা এবং ভালোবাসা নিয়েই দেখছে। এটা যেন ঠিক নয়। অন্যায়। আগে সংসারের অনেকখানি দায়িত্ব শারমিন পালন করত। তার দায়িত্বও কমেছে। সে এখন পুরো সময় দিচ্ছে পড়াশোনায়।

ওয়াশিংটন স্টেট ইউনিভার্সিটির এ্যাসিসটেনশিপের চিঠি এসেছে। ভিসার জন্যে আই টুয়েন্টি তারা পাঠিয়েছে এখনো এসে পৌছায়নি। এখন আর সময় নষ্ট করার উপায় নেই। শারমিন রাতদিন পড়ে। রফিক দেখে কিছু বলে না। তারা দু'জন এমনভাবে জীবনযাপন করে যেন কেউ কাউকে চেনে না।

পরিবারের সবক'টি মানুষকে অস্বস্তিতে ফেলে দিল শওকতের একটা চিঠি-কবির মাস্টারের কুলখানি। সবাই যেন আসে। সে থাকার ব্যবস্থা গরিবি হালতে করে রেখেছে।

কারোই যাওয়ার ইচ্ছা নেই। অনিচ্ছার বিষয়টাও তারা চেপে রাখতে চায়। এই ব্যাপারটা নীলুর মন খারাপ করে দিল। এ রকম কেন হবে? যে মানুষটি এ পরিবারের প্রতিটি সদস্যের জন্যে গাঢ় ভালোবাসা পোষণ করেছেন তাঁর মৃত্যু উপলক্ষে করেও এরা কেউ সামান্য ত্যাগ স্বীকার কেন করবে না?

একদিন সে রফিককে কথায় কথায় জিজ্ঞেস করল, কবে যাচ্ছ রফিক? রফিক খুব অবাক হয়ে বলল-কোথায় যাব?

মামার কুলখানিতে যাবে না?

মামার কুলখানি তো দূরের কথা আমার নিজের কুলখানি হলেও যেতে পারব না।

তোমার কি মনে হয় না, যাওয়া উচিত?

না। এসব লোক দেখানো ব্যাপার। মারা গেল ফুরিয়ে গেল। আর কি?

তাই বুঝি?

হ্যাঁ তাই। তাছাড়া এসব কুলখানি হচ্ছে হিন্দুয়ানী ব্যাপার। হিন্দুরা যেমন মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধ করে ওদের দেখাদেখি আমরা করি কুলখানি।

ধর্মজ্ঞানও তোমার হয়েছে মনে হয়।

তুমি এমন করে তাকাচ্ছ কেন ভাবী? আমার শতেক ঝামেলা। আমি পারছি না।

সফিকও যাবে না। সে ছুটির চেষ্টা করেছিল। টলম্যান ছুটি দেয়নি। বলেছে-অসম্ভব। আগামী দু'মাস কোনো ছুটি নেই। সামনের মাস থেকে শুক্রবারেও তোমাকে কাজ করতে হবে।

সফিক মনে হলো এতে খুশিই হয়েছে। অন্তত তার না যাওয়ার একটা কঠিন অজুহাত আছে। ঠিক হলো হোসেন সাহেব সোবাহানকে নিয়ে যাবেন। হোসেন সাহেব শেষ পর্যন্ত যেতে পারলেন না। ঢাকা থেকে গেল শুধু সোবাহান। বাবলুকে সঙ্গে নিয়ে গেল।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

কুলখানির দিন রাতে সফিক হঠাৎ বলল, অন্যায় হয়েছে নীলু। আমাদের সবার যাওয়া উচিত ছিল। আমার খারাপ লাগছে।

এখন খারাপ লাগলেও তো কিছু করার নেই।

তুমি কল্পনাও করতে পারবে না নীলু ছেলেবেলায় মামার কি পরিমাণ আদর আমরা পেয়েছি।

নীলু চুপ করে রইল। সে এ বাড়ির সবার উপর খুব বিরক্ত হয়েছে। সফিক বলল আজ অফিসে বসে ভাবছিলাম-কোনোদিন মামাকে আমরা কিছু দেইনি।

তিনি কিছু ফেরত পাবার আশায় নিশ্চয়ই তোমাদের ভালোবাসেননি?

কিন্তু আমাদের এটা দায়িত্ব ছিল।

হ্যাঁ ছিল।

এবার দেখলাম তাঁর সুয়েটারটা ছেঁড়া। আমি কি পারতাম না একটা নতুন সুয়েটার কিনে মামাকে বলতে-মামা তোমার জন্যে এনেছি।

নিশ্চয়ই পারতে।

তাহলে কেন এটা বললাম না?

এখন আর এসব চিন্তা করে লাভ নেই, এসো শুয়ে পড়ো।

তারা বাতি নিভিয়ে দু'জনই শুয়ে পড়ল। কিন্তু কেউই ঘুমুতে পারল না। রাত একটার দিকে অদ্ভুত একটা ব্যাপার হলো। প্রচণ্ড শব্দে তাদের দরজায় ধাক্কা পড়তে লাগল।

দরজা খুলে দেখা গেল-রফিক। সে থরথর করে কাঁপছে। সফিক বলল, কি হয়েছে রে?

রফিক কাঁপা গলায় বলল-সাংঘাতিক ভয় পেয়েছি। বসার ঘরে হঠাৎ দেখি কবির মামা বসে আছেন। আমাকে দেখে হাসলেন। আমি চিৎকার দিয়ে উঠতেই দেখি কেউ নেই।

দরজা খুলে সবাই বের হয়ে এসেছে। রফিক লজ্জা পাচ্ছে।

কিন্তু তার ভয় এখনো কাটেনি, সে মৃদু গলায় বলল-আমি সত্যি দেখেছি স্পষ্ট দেখলাম। মনের ভুল না।

নীলু বলল, তোমার মনে অপরাধ বোধ কাজ করেছিল তাই এসব দেখেছ। যাও শুয়ে পড়ো।

ভাবী আমি সত্যি দেখেছি।

এসো তোমাকে চা বানিয়ে দিচ্ছি। চা খেয়ে ঘুমাও।

মনোয়ারা বললেন-চা না ওকে এক গ্লাস লবণ পানি দাও। এটা খাওয়া দরকার। দেখো না কেমন ঘামছে।

রফিক ভালোই ভয় পেয়েছে কারণ তার জ্বর এসে গেল। বেশ ভালো জ্বর- একশ দুই পয়েন্ট পাঁচ। শারমিনকে অনেক রাত পর্যন্ত মাথায় পানি ঢালতে হলো। রফিক ক্ষীণস্বরে বলল, কেমন ছেলেমানুষী কাণ্ড করলাম বলো তো। দিনের বেলা সবাই এটা নিয়ে হাসাহাসি করবে।

করলে করবে তুমি চুপ করে থাকো।

আমি কিন্তু সত্যি দেখেছি। বিশ্বাস করো।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

তুমি কিছুই দেখ নি। ভাবী যা বলেছে সেটাই সত্যি।

স্পষ্ট দেখলাম শারমিন। কমলা রঙের সুয়েটার গায়ে। আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

ঠিক আছে থাক। এখন গল্প করতে হবে না। তোমার ভয় লাগছে?

না। ভয় লাগছে না। ভয় কেন লাগবে? তাঁকে যদি দেখেই থাকো তাতে ভয়ের কি?

রফিক জবাব দিল না। চোখ বন্ধ করে শুয়ে রইল। শারমিন অনেক দিন পর তাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমুতে গেল। রফিক বলল, ভয় পেয়ে একটা লাভ হয়েছে। তুমি কাছে এসেছ। কবির মামাকে ধন্যবাদ।

বসার ঘরে বাকি সবাই গোল হয়ে বসে আছে। তাদের কেউই সেই রাতে ঘুমাল না। সবাই যেন কবির মামার উপস্থিতি অনুভব করছে। যেন এক্ষুণি ছায়াময় কোনো জগৎ থেকে তিনি দৃশ্যমান হবেন। এক সময় ভোর হলো। গাছে গাছে পাখি ডাকতে লাগল।



নীলু হাঁ করে তাকিয়ে আছে। তার চোখে গভীর বিস্ময়।

কি রে এমন করে দেখছিস কেন? চিনতে পারছিস না?

পারছি, পারব না কেন? তোর এ কি হাল হয়েছে?

বন্যা হাসল। হাসি আর থামেই না। আশপাশের সবাই তাকাচ্ছে। অফিসে এসে কেউ এমন করে হাসে? নীলু বলল–এই তোর কি হয়েছে?

কিছু হয়নি।

এত হাসছিস কেন?

জানি না কেন হাসছি। পাগলটাগল হয়ে যাচ্ছি বোধহয়। তুই আমাকে কিছু টাকা ধার দিতে পারবি?

নীলু বন্যাকে ক্যান্টিনে নিয়ে গেল। তার মনে হলো বন্যা ঠিক প্রকৃতস্থ নয়। চেহারা ভীষণ খারাপ হয়েছে। মাথার সামনের দিকে চুল উঠে কপাল অনেক বড় বড় লাগছে। শাড়িতে ইস্ত্রি নেই। ইস্ত্রি ছাড়া শাড়িতে বন্যাকে কল্পনাও করা যায় না। নীলু বলল, তোর কি হয়েছে বল তো?

কিছুই হয়নি।

চাকরি ছেড়ে দিয়েছিস?

হুঁ সে তো এক বছর আগে। তুই কোনো খোঁজখবর নিতি না। কাজেই জানিস না। কেউ আমার খবর রাখে না।

নীলু লজ্জিত বোধ করল। সে সত্যিই কোনো খোঁজ নেয়নি। অথচ তার আজকের এই চাকরি বন্যাই জোগাড় করে দিয়েছে। কত উৎসাহে সে ছুটাছুটি করেছে। কত ঝামেলা করেছে।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

নীলু, আমাকে হাজার খানেক টাকা দিতে পারবি?

পারব। কাল আসতে হবে। কাল আমি টাকা জোগাড় করে রাখব।

এখন তোর কাছে কত আছে।

পঞ্চাশ টাকার মতো আছে।

পঞ্চাশ টাকাই দে। কাল আবার আসব।

নীলু ব্যাগ খুলে টাকা বের করল। নিচু গলায় বলল, তোর আর সব খবর বল। কর্তা কেমন আছে?

জানি না কেমন আছে। আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।

বলছিস কি তুই?

ডিভোর্স হয়েছে তিন মাস হলো।

নীলু ভয়ে ভয়ে বলল, তোর বাচ্চাটা কার কাছে থাকে? তোর কাছে?

না।

উনার সঙ্গে থাকে?

না। কারো সঙ্গেই থাকে না। চা খাওয়া তো নীলু। চায়ের সঙ্গে আর কিছু থাকলে তাও দিতে বল। ক্ষিদে লেগেছে।

ভাত খাবি?

না ভাত খাব না।

বন্যা চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে নিতান্ত স্বাভাবিক গলায় বলতে লাগল-বাচ্চাটা মরে গেল বুঝলি। চার মাস হবার আগেই শেষ। ওর ধারণা হলো আমার জন্যেই মরেছে। আমি যত্ন নেইনি, অফিস নিয়ে থেকেছি। কি যে কুৎসিত ঝগড়া। শেষ পর্যন্ত চাকরি ছেড়ে দিলাম। তাতেও কিছু লাভ হয় না। রোজ ঝগড়া। রোজ হৈচৈ, চিৎকার। একদিন কি হয়েছে জানিস? লোকজনের সামনে হঠাৎ আমাকে ধাক্কা দিয়ে মেঝেতে ফেলে দিয়ে বলল...

থাক শুনতে চাই না। এখন কি করছিস তুই?

কিছু করছি না। বড় ভাইয়ের বাসায় থাকি আর ভাবীর সঙ্গে ঝগড়া করি। ভাবী কি যে ঝগড়া করতে পারে তুই কল্পনাও করতে পারবি না। ঝগড়ায় কোনো ডিগ্রি থাকলে ভাবী পি এইচ ডি পেয়ে যেত।

বন্যা আবার হাসতে শুরু করল। হাসতে হাসতে তার চোখে পানি এসে গেল। নীলু তাকিয়ে রইল অবাক হয়ে। বন্যা বলল, আমার হাসি রোগ হয়েছে বুঝলি। গতকাল ভাবী আমাকে কালনাগিনী বলে গাল দিয়েছে। রাগ ওঠার বদলে আমার হাসি উঠে গেল। হাসি দেখে ভাবী মনে করল আমি পাগল হয়ে গেছি। ভয়ে তার চোখ ছোট ছোট হয়ে গেল। হি হি হি।

নীলু বলল, এই বন্যা। চুপ কর তো।

তোরও কি ধারণা আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে?

না হলেও শিগিগীরই হবে তুই একটা চাকরিটাকরি কর। কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাক।

হ্যাঁ তাই করব।

বন্যা উঠে দাঁড়াল। সহজ স্বরে বলল, যাই রে নীলু। কাল আবার আসব, টাকাটা জোগাড় করে রাখবি।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

নিশ্চয়ই রাখব।

কবে ফেরত দেব তা কিন্তু জানি না। নাও দিতে পারি।

টাকা ফেরত দিতে হবে না।

তাহলে তো আরও ভালো।

নীলু বন্যাকে এগিয়ে দিতে গেল। তার খুবই খারাপ লাগছে। ইচ্ছা হচ্ছে বন্যার সঙ্গে চলে যেতে। দু'জনে মিলে সারাদিন ঘুরে বেড়াতে পারে। বন্যার ঠিক এই মুহূর্তে একজন বন্ধু দরকার। যে তাকে সাহস দেবে, ভরসা দেবে। মাঝে মাঝে জীবন ভিন্ন খাতে বইতে থাকে। সব কেমন জট পাকিয়ে যায় তখন একজন প্রিয়জনকে কাছে থাকতে হয়।

নীলু যাই রে।

কাল আসিস।

আসব। একটা কথা নীলু, আচ্ছা তোর কি মনে হয় আমি যদি চাকরি না করতাম যদি বাসায় থেকে বাচ্চার দেখাশোনা করতাম তাহলে সে বাঁচত?

এখন আর এসব নিয়ে কেন ভাবছিস?

ভাবছি না তো। এমনি মনে হলো তাই বললাম।

আর ভাবিস না।

না ভাবব না। বাচ্চাটার জন্যে বড় কষ্ট হয় নীলু ওর নাম রেখেছিলাম অভীক? নামটা সুন্দর না?

হ্যাঁ সুন্দর।

নামের মানে বলত?

নীলু তাকিয়ে রইল।

সারাদিন তার আর অফিসের কাজে মন বসল না। বন্যার মতো প্রাণময় মেয়ের আজ কি অবস্থা! কি কঠিন দুঃসময়। সন্তানের মৃত্যুর পুরো দায়ভাগ চাপিয়ে দেয়া হয়েছে তার উপর। বন্যা নিজেও তা বিশ্বাস করতে শুরু করেছে।

নিলু ঠিক করল আগামীকাল সে ছুটি নেবে। বন্যা এলেই তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়বে। দূরে কোথাও যাবে বেড়াতে। বোটানিক্যাল গার্ডেনে কিংবা বলধা গার্ডেনে। কোথায় যেন সে পড়েছিল গাছপালা মানুষের বিক্ষিপ্ত মনকে শান্ত করতে পারে।

বন্যা পর দিন এলো না। অফিস চারটায় ছুটি হয় নীলু পাঁচটা পর্যন্ত তার জন্যে অপেক্ষা করল। অফিসের গাড়ি চলে গিয়েছে। সে একা একা বাসায় রওনা হলো। রিকশা নিতে ইচ্ছা করছে না। হাঁটতে ভালো লাগছে। সন্ধ্যা নামছে। সন্ধ্যার বিষণ্ন আলোয় তার মন কেমন করতে থাকে। জগৎ সংসার তুচ্ছ মনে হয়।

নীলুর হাতব্যাগে এক হাজার টাকা। তার কেন যেন মনে হলো এই টাকা নিতে বন্যা কোনোদিনই আর আসবে না।

শাহানা অসময়ে শুয়ে আছে।

এখন বাজছে সন্ধ্যা সাতটা। অথচ শাহানা মশারি খাটিয়ে শুয়ে আছে। জহির বিস্মিত হয়ে বলল, ঘুমুচ্ছ নাকি? শাহানা বলল, হ্যাঁ।

একটু মনে হয় সকাল সকাল শুয়ে পড়লে।

ভালো লাগছে না।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

ভালো না লাগলে শুয়ে পড়তে হয় নাকি?

কি করব তাহলে?

কত কিছু করার আছে-এই পড়ো, টিভি দেখো, মেয়েদের বাসা থেকে ঘোরা আসো, শপিং-এ যাও।

শাহানা তার মাথার উপর লেপ টেনে দিল। সে আর কোনো কথাবার্তায় উৎসাহী নয়। এখন সে ঘুমুবে। জহির বলল

শাহানা বাতি নিভিয়ে দেব?

দাও। রাতে কিছু খাবে না?

না।

আমার উপর কি কোনো কারণে রাগ করেছ?

শাহানা জবাব না দিয়ে পাশ ফিরল। এর মানে পরিষ্কার বোঝা গেল না। হয়তো রাগ করেছে। অনেক চিন্তা করেও রাগের কারণ কি জহির বের করতে পারল না। সে বাতি নিভিয়ে বসার ঘরে চলে গেল। টিভি চলছে। পর্দায় নানান ছবি কিন্তু শব্দ নেই। এও শাহানার কাণ্ড। সে সন্ধ্যা হতেই টিভি ছেড়ে সামনে বসে থাকে। শব্দ ছাড়া টিভি দেখে। এর কি মানে কে জানে। চেনা-জানা কোনো সাইকিয়াট্রিস্ট থাকলে আলাপ করা যেত। তেমন কেউ নেই। জহিরের মনে হয় যে কোনো কারণেই হোক শাহানার মন বিক্ষিপ্ত। প্রচুর কাজে তাকে ডুবিয়ে রাখতে পারলে মানসিক এই অবস্থাটা হয়তো কাটত। তাও করা যাচ্ছে না। শাহানা আর পড়াশোনা করতে রাজি নয়। সে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছে কিন্তু ক্লাসে যাচ্ছে না। আর পড়াশোনা করবে না এ রকম একটা ঘোষণা গত সপ্তাহে দিয়েছে। জহির বলেছে-কেন পড়াশোনা করবে না?

ভালো লাগে না। তাই করব না।

সময় কাটবে কি করে?

যে ভাবে কাটছে সেই ভাবে কাটবে। আমাকে নিয়ে তোমার এত ভাবতে হবে না।

কেন ভাবতে হবে না?

জানি না। আমি এত সব প্রশ্নের উত্তর জানি না।

এই বলেই শাহানা উঠে গিয়ে শব্দহীন টিভির সামনে বসেছে। বসার ভঙ্গি দেখে মন হয় পর্দার ছবিগুলির নড়াচড়া দেখে সে খুব মজা পাচ্ছে। জহির তার পেছনে এসে বসল তার পাশেই। শাহানা তা যেন লক্ষই করল না। জহির বলল, সাউন্ড দাও। বিনা শব্দের ছবিতে কি আছে?

শাহানা ক্লান্ত গলায় বলল, আমার এইভাবেই দেখতে ভালো লাগে।

শব্দ তোমার ভালো লাগে না?

না।

আগে লাগত? যখন তুমি তোমাদের বাড়িতে থাকতে?

জানি না। তোমাকে তো বলেছি আমি এত সব প্রশ্নের উত্তর জানি না।

জহির চুপ করে গেল। সে বুঝতে পারছে তাদের দু'জনের ভেতর দূরত্ব বেড়ে যাচ্ছে।

এটাকে আর বাড়তে দেয়া উচিত নয়। কি ভাবে দূরত্ব কমানো যায় তাও তার জানা নেই।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

একদিন সে বলল, গান শিখবে শাহানা? গানের মাস্টার রেখে দেই? শাহানা হাঁ-না কিছুই বলল না। গানের মাস্টার একজন এলেন। হারমোনিয়াম, তবলা, সেতার এলো। হুলস্থুল ব্যাপার। শাহানা দু'দিন মাস্টারের কাছে বসে তৃতীয় দিনে বলল, উনার কাছে গান শিখব না।

জহির বিস্মিত হয়ে বলল, কেন?

উনি কথা বলার সময় মুখ থেকে থুথু বের হয়। আমার গায়ে থুথু লেগে যায়।

নতুন একজনকে রেখে দেব?

দাও।

তোমার উৎসাহ আছে তো নাকি আমাকে খুশি করবার জন্যে...

শাহানা উত্তর দিল না। দ্বিতীয় মাস্টারও এক সপ্তাহের বেশি টিকলেন না। উনি খুব সিগারেট খান। সিগারেটের গন্ধে শাহানার মাথা ধরে যায়। তৃতীয় একজন এলেন। ইনি কি করছেন না করছেন জহির জানে না। গান শেখার সময়টাতে সে থাকে না। শাহানা রেয়াজ করে কিনা তাও জহিরের জানা নেই। রেয়াজ করতে তাকে সে কখনো শুনেনি। জহির গানটাকে দেখছে সময় কাটানোর একটা পথ হিসেবে। কিছু একটা নিয়ে শাহানা ব্যস্ত থাকুক। মনের অস্থিরতা কমুক। কিন্তু তা কি সত্যিই কমছে?

রফিকের অফিস শুরু হয়েছে গত মাসের গোড়ায়।

শুরুর পনেরো দিন কিছু করার ছিল না। রফিকের কাজ ছিল সকালে এসে অফিসে বসে থাকা। দুপুরবেলা ঘণ্টা খানিকের জন্যে ছুটি। হোটেল থেকে খেয়ে এসে আবার বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত একনাগাড়ে বসে থাকা। কথা বলার দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই কারণ সাদেক আলি নানান জায়গায় ছুটাছুটি করছে। টাইপিষ্ট হিসেবে একটি মেয়েকে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয়া হয়েছে। সেও আসছে না। সাদেক আলিকে এই প্রসঙ্গে কিছু বলতেই বিচিত্র একটা ভঙ্গি করে বলেছে-সময় হলেই সে আসবে। কাজ নেই কোনো এসে করবেটা কি? রফিক বিস্মিত হয়ে বলছে, কাজ না থাকলে অফিসে আসবে না?

আসবে স্যার আসবে। ওর কাজ তো স্যার অফিসে না। কাজ অন্য জায়গায়।

তার মানে?

এইসব স্যার এখন আপনার জানার দরকার নেই। তাহলে খারাপ লাগবে।

রফিক আর কিছু জিজ্ঞেস করেনি। জিজ্ঞেস করবার ইচ্ছেও হয়নি। দু'দিন মেয়েটির সঙ্গে তার কথা হয়েছে। তার কাছে মনে হয়েছে বেশ ভালো মেয়ে। চেহারা ভালো। স্মার্ট। কথায় কথায় হাসে। এবং বেশ রসিক। রফিকের দু'একটা রসিকতায় সে বেশ শব্দ করে হাসল। একটু গায়ে পড়া ধরনের স্বভাব আছে। এই স্বভাব রফিকের কাছ খুব খারাপ লাগে নি। প্রথম দিনেই সে রফিককে বলেছে-আমার ডাকনাম হলো কুসুম। আপনি স্যার আমাকে কুসুম ডাকবেন। আমার ভালো নাম নিজের কাছেই সহ্য হয় না। ভবিষ্যি কুসুমও খুব বাজে নাম।

আপনি টাইপ কেমন জানেন?

কাজ চালাবার মতো জানি। এইসব অফিসে তো স্যার মিনিটে পঞ্চাশ ওয়ার্ড টাইপ করার দরকার নেই। সমস্ত দিনে হয়তো তিন থেকে চারটা চিঠি টাইপ করা হয়।

তাই নাকি?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

জ্বি স্যার। কাজকর্ম হয় টেলিফোনে এবং টেলেক্সে। এই জাতীয় কাজের সঙ্গে আমি অনেক দিন থেকেই আছি। সবই জানি।

অনেক দিন মানে কত দিন?

প্রায় ছ'বছর।

আগের চাকরিটা ছাড়লেন কেন?

খাটুনি বেশি ছিল সেই তুলনায় রোজগার ছিল না। নতুন ফার্মগুলিতে খাটুনি খানিক কম রোজগার হয়ে বেশি। স্যার আপনি কিন্তু আমাকে তুমি করে বলবেন।

কেন?

ছোট ফার্ম, সবাই বলতে গেলে ফ্যামিলি মেম্বারের মতো। তাই নয় কি স্যার?

হ্যাঁ তা তো বটেই।

একা একা অফিসে বসে থাকার মতো যন্ত্রণা অন্য কিছুতেই নেই। টেলিফোন লাইন এসেছে গত সপ্তাহে ইদরিসের সঙ্গে কথাবার্তা বলে কিছু সময় কাটছে। তবে ইদরিস ব্যস্ত মানুষ। বকবক করার সময় কোথায় তার? টেলিফোন করলেই দু'একটা কথা বলার পরই বলে-দোস্ত তাহলে রাখলাম। রফিক সহজে রাখতে দেয় না।

ইদরিস বসে থাকতে থাকতে তো শিকড় গজিয়ে গেল। কাজকর্ম কিছু নেই।

হবে দোস্ত হবে। ধৈর্য ধর ধৈর্য ধর-বাঁধ বাঁধ বুক।

আর কত ধৈর্য ধরব।

এইসব অফিসের কর্তাদের হতে হয় মাকড়সার মতো। জাল ফেলে লুকিয়ে বসে থাকতে হয়। জালে কিছু একটু পড়লে সঙ্গে সঙ্গে সুতা দিয়ে পেঁচিয়ে ফেলতে হয়। একবার তো পড়েছিল, তুই তো পেঁচাতে পারলি না, অন্য পার্টি নিয়ে নিল। চিন্তা করিস না, আমি সাদেক আলিকে একটা বড় টিপস দিয়েছি। হতে পারে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ হবার সম্ভাবনা আশি ভাগ তবে এইসব লাইনে কিছুই বলা যায় না, শেষ মুহূর্তে দেখবি ডাইস উল্টে গেল। রাখলাম দোস্ত।

ব্যাপারটা কি বল? কাজটা কি?

কাজ শুনে তুই করবিটা কি? বসে মাছি মারছিস মাছি মার। যা করবার সাদেক আলি করবে। ও টাকা-পয়সা যা চায় সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিবি। কি জন্যে চাচ্ছে জিজ্ঞেস করবি না।

রহস্যময় ব্যাপার মনে হচ্ছে।

রহস্য কিছু না। দোস্ত রাখলাম।

ইদরিসের সঙ্গে টেলিফোনে কথা হয়েছে চারদিন আগে। এই চারদিনে কাজের অগ্রগতি কি হচ্ছে রফিক কিছুই জানে না। সাদেক আলিকে যে কিছু জিজ্ঞেস করবে তারও উপায় নেই। তার দেখাই পাওয়া যায় না।

আজ রফিক অফিস এসে খুব বিরক্তি বোধ করল। গাদা খানিক ম্যাগাজিন জোগাড় করে রেখেছিল। অফিসে নিয়ে আসবে। পড়ে সময় কাটাবে। আসার সময় ভুলে ফেলে এসেছে। আবার ফিরে যেতে ইচ্ছা করছে না। অফিসে কোনো লোকও নেই যাকে পাঠানো যাবে।

রফিকের ইচ্ছা ছিল একজন অফিস এ্যাসিসটেন্ট রাখার। সাদেক আলি রাজী

Nirjoy

www.BanglaBook.org

যনি। দাঁত বের করে বলেছে, এখনো সময় হয়নি স্যার। সময় হলে সব হবে। অফিস এ্যাসিসটেন্ট হবে, পি.এ. হবে, ক্যাশিয়ার হবে, হেডক্লার্ক হবে, কয়টা দিন ধৈর্য ধরেন।

রফিক ধৈর্য ধরেই আছে। ধৈর্যেরও সীমা আছে। এখন একেবারে সীমা অতিক্রম করার মতো অবস্থা। রফিক ইলেকট্রিক হিটার বসিয়ে দিল। আপাতত চমৎকার জাপানি গপে চা খাওয়া যাক। চা খেতে খেতে জীবন সম্পর্কে কিছু ফিলসফিক চিন্তাভাবনা করা যেতে পারে। লেখার অভ্যাস থাকলে সময়টা কাজে লাগত। দারুণ রোমান্টিক একটা গল্প ফাঁদা যেত। যেখানে তিনটি মেয়ে ভালোবাসে একটি ছেলেকে। ছেলেটি আবার চতুর্থ একটি মেয়েকে ভালোবাসে। কিন্তু সেই মেয়ে বিবাহিতা। স্বামী-সন্তান নিয়ে সুখেই আছে জটিল পঞ্চভুজ প্রেম। সবচে' ভালো হয় নিজেকে নিয়ে গল্প শুরু করলে। ধনী বাবার কন্যা ভালোবাসত প্রবাসী এক ছেলেকে। হঠাৎ কি মতিভ্রম হলো বিয়ে করে বসল চালচুলা নেই এক বেকার যুবককে। সেই বেকার যুবক হচ্ছে একজন আদর্শবান, অনুভূতিপ্রবণ, কোমল হৃদয় পুরুষ।

রফিক বসে আছে চুপচাপ। গল্প তরতর করে এগুচ্ছে। মনে মনে গল্প লেখার কাজটা এত সহজ তার ধারণা ছিল না। নিতান্ত অনিচ্ছায় সে টেলিফোন ধরল।

হ্যালো।

স্যার আমি সাদেক।

কি খবর সাদেক সাহেব?

হাজার পাঁচেক টাকা দরকার স্যার। আধঘণ্টার মধ্যে।

কেন?

ব্যাপার আছে স্যার। একটা মেয়ে আসবে আপনার কাছে। তাকে টাকাটা দেবেন। নাম হচ্ছে নমিতা। নমিতা নাম বললেই টাকাটা দিয়ে দেবেন। আমি আসতে পারছি না। অন্য জোগাড়যন্ত্র করতে হচ্ছে।

ক্যাশ টাকা তো নেই।

ব্যাংক থেকে তুলে নিয়ে আসেন স্যার। যাবেন আর আসবেন। মেয়েটা যেন আবার চলে না যায়।

মেয়েটা কে?

তা দিয়ে আমাদের দরকার নেই। কাজ হওয়া নিয়ে কথা। বহু কষ্টে একে জোগাড় করা হয়েছে।

ব্যাপারটা কি একটু বলুন।

একটা ঘরোয়া ধরনের পার্টির মতো হবে। ঐ সব পার্টির শোভা, দু'জন মেয়ে যাবে শোভা হিসেবে। একজন হচ্ছে আমাদের কুসুম সরকার অন্যজন নমিতা। রাস্তার মেয়ে তো আর পাঠানো যায় না। সবটা নির্ভর করছে ওদের উপর। স্যার আমি টেলিফোন রাখলাম আপনি টাকাটার জোগাড় দেখেন।

নমিতা কোনোরকম কথা ছাড়া টাকাটা তার ব্যাগে ভরল। কি মিষ্টি চেহারা মেয়েটির। চোখ দু'টি বিষণ্ন। ছায়াময় চোখ বোধহয় একেই বলে। বড় বড় পল্লব ছায়া ফেলেছে চোখে।

মেয়েটির গায়ে গাঢ় নীল রঙের একটা চাদর। এই নীল রঙের জন্যেই কি তাকে এত বিষণ্ন দেখাচ্ছে?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

নমিতা বলল, আমি আপনার অফিসে খানিকক্ষণ বসব। সাদেক আলি সাহেব এসে আমাকে নিয়ে যাবেন।

বসুন।

উনি কি আমার ড্রেস সম্পর্কে কিছু বলেছেন?

না কিছু বলেনি। যা পরে এসেছেন তাতেই আপনাকে খুব চমৎকার লাগছে।

মেয়েটি এক পলক তাকাল রফিকের দিকে।

বরফের মতো শীতল চোখ। কোনো রকম আবেগ-উত্তেজনা সেখানে নেই। রফিক বলল, আপনি কি চা খাবেন?

না।

আমি খাব। আমার সঙ্গে এক কাপ চা খান।

মেয়েটি হ্যাঁ-না কিছুই বলল না। রফিক দু'কাপ চা বানাল। এক কাপ রাখল মেয়েটির সামনে। সে এই চা ছুঁয়েও দেখল না। ক্লান্ত গলায় বলল, দু'টা প্যারাসিটামল এনে দিতে পারেন?

এক্ষুণি এনে দিচ্ছি। যাব আর আসব।

আপনি নিজেই খাবেন।

মেয়েটি হেসে ফেলল। কি সুন্দর হাসি। রফিকের ইচ্ছা হল বলে-আপনার কোথাও যেতে হবে না। আপনি বাড়ি যান। আমরা অধিকাংশ কথাই বলতে পারি না।

শারমিন ছাদে একা একা হাঁটছিল। এ বাড়ির ছাদে সে খুব কম আসে। কেন জানি ছাদটা তার ভালো লাগে না। ছাদে উঠলেই নিজেদের বাড়ির বিশাল ছাদের কথা মনে হয়। উঁচু রেলিং ঘেরা ছোটখাটো ফুটবল মাঠ। সেখানে যখন শারমিন গিয়ে দাঁড়াত আশেপাশের কেউ তাকে দেখতে পেত না। কত সহজেই একা হওয়া যেত। এখানে সে সুযোগ নেই। চিলেকোঠার ঘরে থাকে আনিস। আশেপাশের বাড়ির কয়েকজন ছেলেমেয়েও এখানে খেলতে আসে। চেঁচিয়ে মাথা ধরিয়ে দেয়।

আজ অবশ্যি কেউ নেই। আনিসের ঘর তালাবন্ধ। দরজার উপর একটা কাগজে বড় বড় করে লেখা-"আমি এক সপ্তাহের জন্যে বাইরে গেলাম।" সেই এক সপ্তাহ কবে শুরু হবে আবার কবেইবা শেষ হবে কে জানে। শারমিনের খুব ইচ্ছা করল ছোট ছোট করে লেখে-আপনার এই সপ্তাহ কবে থেকে শুরু?

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। শারমিনের মন খারাপ হয়ে গেল। ভেবেছিল সন্ধ্যা মিলানোর আগ পর্যন্ত ছাদে থাকবে। সূর্য ডোবা দেখবে। সেটা আর সম্ভব হলো না। পৃথিবীটা এমন, যারা একা থাকতে চায় তারা একা থাকতে পারে না। রাজ্যের মানুষ এসে তাদের চারপাশে ভিড় করে।

শারমিন।

আরে ভাবী তুমি!

নাও চা নাও।

বুঝলে কি করে আমি ছাদে?

নীলু হাসতে হাসতে বলল, আমি হচ্ছি মহিলা শার্লকহোমস। ছাদে কি করছ?

তেমন কিছু না। এবার শীত তেমন পড়ল না ভাবী?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

হুঁ। ফাল্গুন চলে এসেছে নাকি?

কি জানি। আমি এখন আর দিন-তারিখের হিসাব রাখি না।

শারমিন রেলিং-এ হেলান দিয়ে দাঁড়াল। নীলু বলল, তোমার কি হয়েছে শারমিন বলো তো?

কই কিছু হয়নি তো।

কেমন যেন চুপচাপ হয়ে গেছ। রফিকের সঙ্গে কি কোনো কিছু নিয়ে বাক্যালাপ বন্ধ?

না।

ও কি সব অফিসটফিস খুলেছে, তুমি তো দেখতেও যাওনি।

যাব একদিন, দেখে আসব।

তুমি বাইরে চলে যাবে এরকম একটা কথা শুনতে পাচ্ছি। এটা কি গুজব না সত্যি?

সত্যি।

রফিক এক জায়গায় তুমি এক জায়গায়?

হ্যাঁ।

এটা কি ভালো হবে?

শারমিন অল্প হাসল। খুব সহজেই সেই হাসি ঠোঁট থেকে মুছে ফেলে বলল, কত ছেলেই তো বৌকে ফেলে পিএইচডি করতে যায়। আমি গেলে সেটা দোষের হবে কেন?

দোষের হবে না। এখন তোমাদের দু'জনেরই ভালোবাসাবাসির সময়। এ সময় আলাদা হওয়াটা ঠিক হবে না। তুমি আরো ভালো করে ভেবে দেখো।

দিনরাতই ভাবছি।

বরং একটা কাজ করো, তুমি তোমাদের বাড়িতে গিয়ে থাকো। একটা বৈচিত্র্য আসুক। দিনের পর দিন এক জায়গায় থেকে তুমি হাঁপিয়ে উঠেছ। কিছুদিন ওখানে থাকলে তোমার ভালো লাগবে।

শারমিন সঙ্গে সঙ্গে বলল, আমিও তাই ভাবছি ভাবী।

এত ভাবাভাবির কিছু নেই। বেশ কিছুদিন থেকে আসো। এখানে দিন-রাত কেমন গম্ভীর হয়ে থাকো আমার ভয় ভয় লাগে। রফিকের না জানি কি অবস্থা।

নীলু তরল গলায় হেসে উঠল। শারমিন বলল, আমি আজ সন্ধ্যায় চলে গেলে কেমন হয় ভাবী?

আজই যাবে?

বাড়িওয়ালার বাসা থেকে টেলিফোন করলেই গাড়ি চলে আসবে। ভাবী যাব?

বেশ তো যাও। রফিককেও আমি পাঠিয়ে দেব।

নীলু লক্ষ করল শারমিনের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। দিনের শেষ আলো পড়েছে শারমিনের চুলে। চুলগুলি কেমন লালচে দেখাচ্ছে। সুন্দর লাগছে শারমিনকে।

রফিক বাসায় ফিরল রাত ন'টায়। তাকে দেখেই টুনী বলল, ছোট চাচি চলে গিয়েছে। রফিক বিস্মিত হয়ে বলল, কোথায় গেছে?

উনার নিজের বাড়িতে। সব জিনিসপত্র নিয়ে গেছে। মনে হয় আর আসবে না।

রফিক গম্ভীর হয়ে গেল। রাত এগারোটায় ম্যানেজার সাদেক আলি এসে পাংশু মুখে বলল, স্যার কাজটা হয়নি।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

রফিক শান্ত স্বরে বলল, না হলে কি আর করা যাবে। আপনি আপনার সাধ্যমত চেষ্টা করেছেন। বাড়ি যান বিশ্রাম করুন। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যে মারা যাবেন।

সাদেক আলি মৃদুস্বরে বলল, ওরা স্যার আগেই অন্য পার্টির সঙ্গে সব ঠিকঠাক করে আমাকে বলেছে একটু আমোদ-আহ্লাদের ব্যবস্থা করতে। বলেছে–আমাদের খুশি করে দিন তারপর দেখুন আপনাদের খুশি করতে পারি কি না।

ঠিক আছে বাদ দিন। যা হবার হয়েছে।

আমি বাদ দেব? বলেন কি স্যার? আমার নাম সাদেক আলি না? আমার সাথে মামদোবাজি করবে আমি চুপ করে থাকব?

কি করবেন আপনি?

আমি যে কি পরিমাণ শয়তান আপনি তা জানেন না স্যার।

সাদেক আলি সাহেব।

জ্বি।

কাজটা না হওয়ায় আমি খুশিই হয়েছি। সামান্য একটা কাজের জন্যে আমি মেয়ে মানুষ পাঠাব এটা তো হয় না। আমি ভদ্রলোকের ছেলে। আমার বাবা জীবনে কোনোদিন মিথ্যা কথা বলেননি। আমার এক মামা–কবির মামা, তিনি তাঁর নিজের জীবনটা দিয়ে দিয়েছিলেন অন্যের জন্যে। সাদেক আলি সাহেব আমার সারাটা দিন খুব মন খারাপ ছিল। কাজটা হয়নি শুনে মনটা ভালো হয়েছে।

আপনি তো স্যার ব্যবসা করতে পারবেন না।

বোধহয় পারব না। বসুন, এক কাপ চা খেয়ে তারপর যান।

সাদেক আলি বলল, আপনার মন ভালো হয়েছে খুব ভালো কথা। আমার মনটা এখনো খারাপ, ঐ শালাকে শিক্ষা দিতে না পারলে স্যার আমার মন ভালো হবে না। চা খাব না স্যার। আমি যাই। স্লামালিকুম।



নীলগঞ্জ থেক বাবলুর একটা চিঠি এসেছে। চিঠি কার কাছে লেখা বোঝা যাচ্ছে না কারণ কোনো সম্বোধন নেই। চিঠির বক্তব্যও সার্বজনীন, আমি ভালো আছি। তুমি কেমন আছ? ইতি বাবলু। চিঠি যেমনই হোক চিঠির সঙ্গের শিল্পকর্মটি অসাধারণ–একটি তিন মাথাওয়ালা গরু ঘাস খাচ্ছে। মনোয়ারা ছবি দেখে আঁৎকে উঠে বললেন–তোমাকে কত বার বলেছি বৌমা ছোঁড়াটার মাথা খারাপ। তুমি তো বিশ্বাস করো না। দেখো একটা গরু এঁকেছে, মাথা তিনটা। নীলু হাসতে হাসতে বলল, ছেলেমানুষ।

ছেলেমানুষ হলেই তিন মাথার গরু আঁকতে হবে? ছি ছি কি ঘেন্নার কথা

ছবি দেখে টুনী বেশ মন খারাপ করল। বাবলু যে ছবি আঁকতে পারে তাই তার জানা ছিল না। তাও এমন সুন্দর ছবি যা সবাই কত আগ্রহ নিয়ে দেখছে। টুনী তার মাকে ধরল–মা গরু আঁকা শিখিয়ে দাও। নীলু বিরক্ত হয়ে বলল,

Nirjoy

www.BanglaBook.org

গরু আঁকা আমি জানি না মা, তোমার দাদুর কাছে যাও।

না তুমি শিখিয়ে দাও।

দেখছ না আমি একটা চিঠি পড়ছি। কেন বিরক্ত করছ টুনী?

না তুমি শিখিয়ে দিবে। তুমি...

নীলু মেয়ের গালে একটা চড় বসিয়ে দিল। টুনী ইদানীং খুব বিরক্ত করছে। যা একবার বলবে তাই করতে হবে। গত রাতেও তাই করেছে। রাতে খাবার টেবিলে বলে বসল-পোলাও খাব মা। নীলু বলল, পোলাও তো রান্না হয়নি খাবে কি করে?

এখন রাঁধ।

কি বলছ টুনী। এখন পোলাও রাঁধব কি?

না রাঁধতে হবে। এখনই রাঁধ।

কাল পোলাও হবে। এখন খেয়ে নাও।

তাহলে আমি খাব না।

টুনী টেবিল ছেড়ে উঠে গেল। কিছুতেই তাকে খেতে বসানো গেল না। সত্যি সত্যি রাত দশটায় রান্না চড়াতে হলো। মনোয়ারা গজগজ করতে লাগলেন কি আর করা যাবে। সবাই হয়েছে আধুনিক। একটা মাত্র বাচ্চা। ছেলে হলেও একটা কথা ছিল। মেয়ে পরের বাড়ি চলে যাবে।

কিছুদিন থেকেই মনোয়ারা এই লাইনে কথাবার্তা বলছেন। কথার সারমর্ম হচ্ছে আরো ছেলেপুলে দরকার। বংশ রক্ষার জন্যে হলেও ছেলে দরকার। তাছাড়া এক সন্তান সংসারে অলক্ষ্মী ডেকে আনে। এইসব কথাবার্তা হয় কাজের মেয়েটির সঙ্গে কিন্তু উদ্দেশ্য নীলু। সেদিন নীলু অফিসে যাবার সময় শুনল মনোয়ারা কাজের মেয়েটিকে বলছেন-এক সন্তান সংসারে থাকলে কি হয় জানিস? একা একা থাকে তো কাজেই অলক্ষ্মীকে ডাকে। তখন অলক্ষ্মী এসে সংসারে ঢুকে পড়ে। আর অলক্ষ্মী একবার সংসারে ঢুকলে উপায় আছে? সব ছাড়খাড় হয়ে যায়।

নীলু শুনেও না শোনার ভান করে। মাঝে মাঝে বড় বিরক্ত হয়। তাঁর শাশুড়ির মাথায় একবার কোনো জিনিস ঢুকে পড়লে খুব মুশকিল। তিনি সেটা নিয়ে দিনের পর দিন কথা বলবেন। অন্যে কি ভাবছে না ভাবছে তা নিয়ে মোটেও মাথা ঘামাবেন না। মানুষ এরকম একচোখা হয় কি ভাবে?

তবে টুনী যে বেশ নিঃসঙ্গ তা নীলু বুঝতে পারে। নিঃসঙ্গ মানুষ খুব জেদী হয়। টুনী যেমন হয়েছে। একটু আগে সে চড় খেয়েছে। চোখে পানি আসেনি। মুখ শক্ত করে দাঁড়িয়ে আছে। নীলু বলল, কি হলো এখনো দাঁড়িয়ে আছ কেন? আমি গরু আঁকতে পারি না। একবার তো বললাম।

তুমি পারো।

তুমি বললেই তো হবে না। আমাকে আঁকা জানতে হবে।

তুমি জানো।

নীলু দ্বিতীয় চড়টা বসাল। টুনী এতেও কাঁদল না। কিছুক্ষণ চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থেকে চলে গেল। মনোয়ারা পুরো দৃশ্যটি দূর থেকে দেখছিলেন তিনি বললেন-বেশ করেছ, ভালো করেছ। শুধু যন্ত্রণা করে।

নীলুর বেশ মন খারাপ হলো। তার শাশুড়ি এ রকম কেন বলবেন? দাদু-নানুরা

Nirjoy

www.BanglaBook.org

সংসারে থাকেন কেন? নীলু নিজে যখন টুনীর মতো বয়েসি তখন তার দাদি থাকতেন তাদের সঙ্গে। চোখে ভাল দেখতেন না। হাঁটা চলাতেও কষ্ট হতো। অথচ কেউ গালি নীলুকে কড়া কোনো কথা বলেছে উনি ছুটে এসে চিলের মতো ছোঁ দিয়ে নীলুকে নিয়ে গেছেন। আর কি রাগ। একবার নীলু একটা কানের দুল হারিয়ে ফেলেছে। নীলুর মা তাকে খুব মার দিলেন। নীলুর দাদি এসে বললেন-বৌমা তোমার এত সাহস। তুমি আমার সামনে মেয়েটাকে মারলে? কানের দুল হারিয়েছে তো কি হয়েছে? জিনিস হারা না? তুমি বুঝি সারাজীবনে কিছু হারাওনি?

নীলুর মা বললেন,

আমার ভুল হয়ে গেছে মা। এ রকম আর হবে না।

নীলুর দাদি সেদিন ভাত খেলেন না। সবার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিলেন। নীলুর মা অনেক কান্নাকাটি করে হাত-পা ধরে তাঁর রাগ ভাঙালেন।

সংসারে দাদি-নানিরা এরকম হবেন। টুনীর দাদির মতো মুখ কুঁচকে বলবেন না মেরেছ বেশ করেছ। ভালো করেছ। শুধু যন্ত্রণা করে।

নীলুর মনে হলো চাকরি করতে গিয়ে সে অফিসের সঙ্গে বড় বেশি জড়িয়ে পড়েছে। অবহেলা করছে তার মেয়েকে। মা'রা বাচ্চাদের হাত ধরে ধরে স্কুলে নিয়ে যান ফিরিয়ে আনেন। সারা পথে বাচ্চারা মনের আনন্দে কত গল্প করে মা'র সঙ্গে। স্কুলের গল্প, বন্ধুবান্ধবদের গল্প। টুনীর সে সুযোগ নেই।

নীলু ঠিক করল আজ অফিসে দেরি করে যাবে। টুনীকে নিজেই স্কুলে পৌঁছে দেবে। বিকেলে তাকে নিয়ে কেনাকাটা করতে যাবে। কয়েকটা গল্পের বই, একটা স্কুল ব্যাগ এক বাক্স ভালো চকলেট। বাবলু না থাকায় মেয়েটা খুব একা হয়ে গেছে। মামার কুলখানি তো কবেই হয়েছে, এখনো তারা আসছে না কেন কে জানে। দুলাভাই মানুষটা কাণ্ডজ্ঞানহীন, কে জানে হয়তো নীলগঞ্জেই খুঁটি গেড়ে বসে গেছে। ছেলের স্কুলের কি হবে কিছুই ভাবছে না।

টুনী তার মা'র সঙ্গে স্কুলে যাবার কোনো আগ্রহ দেখাল না। কঠিন মুখে বলল-আমি তোমার সঙ্গে স্কুলে যাব না।

কেন আমি কি দোষ করেছি?

আমি যাব না।

দু'জনে গল্প করতে করতে যাব।

বললাম তো যাব না।

বিকেলে তোমাকে নতুন স্কুল ব্যাগ কিনে দেব।

না না না।

তুমি খুব অবাধ্য হয়েছ টুনী।

হয়েছি ভালো করেছি।

মনোয়ারা ভেতর থেকে বললেন-বৌমা একটা চড় দাও। তেজ বেশি হয়ে গেছে। তেজ কমুক।

নীলু অফিসে চলে গেল। তার মন বিষণ্ন। মেয়েটা অনেকটা দূরে সরে গেছে। সে বুঝতে পারেনি। আজ মেয়েটাকে নিয়ে বেরুতে হবে। সারা সন্ধ্যা ঘুরবে।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

অফিসে পৌঁছতেই শরিফ সাহেব বললেন-আপা আপনাকে বড় সাহেব আর্জেন্ট মেসেজ দিয়ে রেখেছেন। আপনি যেন আসামাত্র তাঁর সঙ্গে দেখা করেন, খুব জরুরি।

ব্যাপার কি?

আপনাকে চিটাগাং যেতে হবে।

কেন?

আছে অনেক ব্যাপার।

কবে যেতে হবে?

আজই। আজ দুপুরের মধ্যেই রওনা হতে হবে।

সে কি?

বড় সাহেব নিজেও যাবেন, আমিও যাচ্ছি। দু'দিনের মামলা। কোম্পানির মাইক্রোবাস যাবে।

নীলু ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল। দুপুরে রওনা হতে হলে হাতে একেবারেই সময় নেই। বাসায় যেতে হবে। জিনিসপত্র গোছগাছ করতে হবে। সফিককে খবর দিতে হবে। আচ্ছা টুনীকে সঙ্গে নিয়ে গেলে হয় না? না তা কি আর হয়। সে থাকবে অফিসের কাজে ব্যস্ত, টুনী গিয়ে কি করবে? কি বিশ্রী ঝামেলা।

নীলু রওনা হলো একটার সময়। সে সফিকের সঙ্গে দেখা করে গেল। কিন্তু টুনীর সঙ্গে দেখা হলো না, টুনীর পড়ার টেবিলে একটা চিঠি লিখে গেল-

"মাগো, আমার দশটা নয় পাঁচটা নয় একটা মাত্র মেয়ে। সেই মেয়ে যদি আমার উপর রাগ করে তাহলে আমার খুব কষ্ট হয়।"



আনিস গিয়েছিল দিনাজপুরের পঞ্চগড়ে। সেখানে হাত সাফাইয়ের একজন বড় ওস্তাদ থাকেন। ঠিকানা জানা ছিল না। স্টার ফার্মেসির উল্টো দিকে তার বাসা। নাম-ইনাম শেখ।

স্টার ফার্মেসি নামে কোনো ফার্মেসির সন্ধান পাওয়া গেল না। ইনাম শেখের নামও কেউ শুনেনি। এতগুলি টাকা খরচ করে আসা। আনিসের ইচ্ছা করছে ডাক ছেড়ে কাঁদে। যাদের কাছ থেকে খবর নিয়ে এসেছে তারা ভুল খবর দেবে এটা বিশ্বাস্য নয়। ইনাম শেখ আছে নিশ্চয়ই-কেউ খোঁজ জানে না। ম্যাজিশিয়ানদের খোঁজখবর কে আর রাখবে? এককালে মুগ্ধ ও বিস্মিত হবার জন্যে মানুষ ম্যাজিক দেখত। আজকাল মানুষকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করবার আয়োজনের কোনো অভাব নেই।

আনিস হাল ছাড়ল না। রিকশাওয়ালা, ঠেলাওয়ালা, চায়ের দোকানের মালিক, সিনেমা হলের গেট কিপার সবাইকে জিজ্ঞেস করে-ভাই আপনারা একটা খোঁজ দিতে পারেন? ইনাম শেখ। ম্যাজিক দেখায়। হাত সাফাইয়ের খেলা জানে।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

উত্তরে সবাই বলে–উনার বাসা কোথায়? মানুষের নির্বুদ্ধিতায় তার গা জ্বালা করে। বাসা কোথায় জানা থাকলে সে জনে জনে জিজ্ঞেস করে বেড়াচ্ছে কেন? নিজেই উপস্থিত হতো সেখানে।

আনিস ঠিক করল সে সব মিলিয়ে একশ' জনকে জিজ্ঞেস করবে। তারপর মাইক ভাড়া করে হারানো বিজ্ঞপ্তি দেবে–ভাইসব। ইনাম শেখ নামে একজন ম্যাজিশিয়ানের সন্ধান-প্রার্থী। বয়স পঞ্চাশ। মুখে দাড়ি আছে– রোগা, লম্বা। পরনে নীল লুঙ্গি।

আনিস অবশ্যি জানে না ইনাম শেখের বয়স পঞ্চাশ কি না। মুখে দাড়ি, রোগা, লম্বা এসব তার কল্পনা। দরিদ্র মানুষ এরকমই হয়।

শেষ পর্যন্ত মাইকে বিজ্ঞপ্তি দেয়ার দরকার হলো না। ইনাম শেখকে পাওয়া গেল। বয়স ষাটের উপরে। দু'টি চোখেই ছানি পড়েছে। চলাফেরার সামর্থ্য নেই। ছেলের বাড়িতে থাকে। ছেলে মটর মেকানিক। বাসা মেয়েদের হাই স্কুলের পেছনে। দু'কামরার একটা টিনের ঘর। চট দিয়ে ঘেরা বারান্দায় ইনাম শেখের জন্যে খাটিয়া পাতা। বিশ্রী দুর্গন্ধ আসছে লোকটির গা থেকে। কিছুক্ষণ পরপরই সে প্রবল বেগে মাথা চুলকাচ্ছে এবং বিড়বিড় করে বলছে–শালার উকুন।

ঢাকা থেকে একজন লোক তার কাছে হাত সাফাইয়ের কাজ শিখতে এসেছে শুনে সে বলল–"যা শালা ভাগ।"

বাড়ির ভেতর থেকে দশ-এগারো বছরের একটি বালিকা বের হয়ে বলল, দাদার মাথা খারাপ। আপনে যান গিয়া। আপনেরে মারব। আনিস বিস্মিত হয়ে বলল,

সবাইকে মারে নাকি?

হ মারে। থুক দেয়। খুব বজ্জাত।

বুড়ো ছানি পড়া চোখে তাকিয়ে আছে। যেভাবে তাকিয়ে আছে তাতে মনে হয় কিছু একটা করে বসতে পারে।

তোমার দাদা ম্যাজিক জানে?

না। খালি মানুষের শইলে থুক দেয়। খুব বজ্জাত। আফনে যান গিয়া। আপনেরে থুক দিব।

আনিস একটু সরে দাঁড়াল। এ বুড়োর কাছ থেকে কিছু পাওয়া যাবে না। এত দূর এসে চলে যেতেও মন সরছে না। আনিস অনুনয়ের স্বরে বলল, চাচা মিয়া হাতের কাজ কিছু জানেন?

বুড়ো কুৎসিত একটা গাল দিয়ে আনিসের দিকে সত্যি থুথু ফেলল। অদ্ভুত নিশানা। সেই থুথু এসে পড়ল আনিসের প্যান্টে। ছোট মেয়েটা মজা পেয়েছে খুব! হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ছে। হাসি থামিয়ে বলল, আপনেরে কইলাম না বুড়া খুব বজ্জাত। বিশ্বাস হইল?

তোমার নাম কি খুকি?

ময়না।

স্কুলে পড়ো?

না।

বুড়া আবার থুথু দেবার জন্যে তৈরি হচ্ছে। আনিস দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে চলে এলো। শুধু শুধু এতগুলি টাকা নষ্ট হল। ঢাকায় ফিরে গেলেও সমস্যা হবে। যে দু'টি বাচ্চাকে

Nirjoy

www.BanglaBook.org

প্রাইভেট পড়ায় তাদের মা কাঁটা কাঁটা স্বরে কথা শুনাবেন-কোথায় ছিলেন এই দিন?

বাচ্চাদের পরীক্ষার সময় আপনি যদি এ রকম ডুব মারেন তাহলে কি ভাবে হবে। একটা কাজ করছেন দায়িত্ব নিয়ে করবেন না? আপনাকে তো রেগুলার বেতন দিচ্ছি। দিচ্ছি না?

এইসব কথা অবশ্যি সে গায়ে মাখে না। কোনো কথাই আজকাল সে গায়ে মাখে না। কেউ যদি গায়ে থুথু ফেলে তাও সে অগ্রাহ্য করতে পারে। এসব সহ্য হয়ে গেছে। তবে টিউশনী দু'টি চলে গেলে তার কষ্ট হবে। রাস্তায় রাস্তায় ম্যাজিক দেখিয়ে বেড়াতে হবে।

ঢাকায় ফিরবার পথে জাপানি এক ভদ্রলোকের সঙ্গে তার আলাপ হলো। ভদ্রলোকের নাম 'কাওয়ানা'। বাসে তিনি বসেছেন আনিসের পাশে। টেকনিক্যাল টিমের সঙ্গে বাংলাদেশে এসেছিলেন। তিন বছর কাটিয়ে দেশে ফিরবেন। দেশে যাবার আগে বাংলাদেশ ঘুরতে বের হয়েছেন। হাসি-খুশি ধরনের মানুষ। বয়স পঞ্চাশ কিন্তু দেখায় ত্রিশের মতো। ভালো বাংলা বলতে পারেন। শুধু ক্রিয়াপদগুলি একটু উলটপালট হয়ে যায়। আনিস একজন ম্যাজিশিয়ান শুনে তিনি খুবই অবাক হলেন।

আপনি কি একজন পেশাদার ম্যাজিশিয়ান?

শখের ম্যাজিশিয়ান। পেশাদার ম্যাজিশিয়ান হবার মতো সুযোগ নেই।

সুযোগ থাকলে হতেন?

হ্যাঁ হতাম।

ম্যাজিকের ব্যাপারে আমার নিজেরও আগ্রহ। আমি দেশের একটা ম্যাজিক ক্লাবের সদস্য।

আপনি নিজে ম্যাজিক জানেন?

না আমি জানি না, আমার দেখতে ভালো লাগে। আপনি কি ধরনের ম্যাজিক দেখান? যন্ত্রনির্ভর?

জ্বি না। যন্ত্রপাতি কোথায় পাব? বেশিরভাগই পামিংয়ের কৌশল।

পামিং কেমন জানেন?

ভালোই জানি। এই সিগারেটের প্যাকেটটা হাতে লুকাতে পারবেন?

হ্যাঁ পারব।

আনিস মুহূর্তের মধ্যেই সিগারেটের প্যাকেট লুকিয়ে ফেলল। প্রথম ডান হাতে সেখান থেকে অতি দ্রুত বাঁ হাতে। বাঁ হাত থেকে আবার ডান হাতে। জাপানি ভদ্রলোক মুগ্ধ হয়ে দেখলেন। এতটা তিনি আশা করেননি।

দয়া করে আরেকবার করুন।

আনিস দ্বিতীয় বার করল। বাসের অনেকেই কৌতূহলী হয়ে দেখছে। দু'টি ছোট বাচ্চা উঠে এসেছে আনিসের কাছে। জাপানি ভদ্রলোক বললেন-অপূর্ব। আমি এত চমৎকার পামিং এর আগে দেখিনি। পামিংয়ের কৌশলে সবচে' ভালো খেলা আপনার কোনটি?

গোলাপ ফুলের একটি খেলা আমি দেখাই। শূন্য থেকে গোলাপ তৈরি করি। ঐটি চমৎকার খেলা।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

ক'টি গোলাপ বের করতে পারেন?

গোটা দশেক পারি।

ভদ্রলোক আনিসের ঠিকানা রাখলেন। বললেন, আমি দেশে যাবার আগে আপনার খেলা দেখে যাব।

ভদ্রলোক তাঁর কথা রাখলেন না তবে কিছুদিন পর আনিস 'জাপান ম্যাজিশিয়ান সোসাইটি'র সম্পাদকের কাছ থেকে একটা চিঠি পেল। যার হচ্ছে–তারা তাদের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে আনিসকে নিমন্ত্রণ করছে তার গোলাপের দেখানোর জন্যে। আনিসের যাওয়া-আসার খরচ এবং এক সপ্তাহ জাপানে থাকার সোসাইটি বহন করবে। আনিসের সম্মতি পেলেই তারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ক

আনিস দরজা বন্ধ করে অনেকক্ষণ শুয়ে রইল। কত আনন্দের খবর। কিন্তু কষ্ট হচ্ছে কেন? সত্যি সত্যি তার চোখে পানি এসে গেছে।

পৃথিবী বড়ই রহস্যময়। সে যদি ইনাম শেখ বলে এক বুড়োর খোঁজে না তাহলে হৃদয়বান ঐ জাপানি ভদ্রলোকের সাথে তার দেখা হতো না। এই যোগাযো পেছনে কারো অদৃশ্য হাত সত্যি কি আছে? কেউ কি আড়ালে বসে লক্ষ্য আমাদের? অসীম করুণাময় কেউ?

টুকটুক করে দরজায় টোকা পড়ছে। শাহানা যেমন করে টোকা দিত। আ বলল, কে? বীণা বলল, আমি।

আনিস দরজা খুলল। বীণার মুখ গম্ভীর। মনে হচ্ছে কিছুক্ষণ আগেই সে কেঁদে চোখ ফোলা ফোলা।

কি খবর বীণা?

দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? ভেতরে আসতে দিন। আনিস সরে দাঁড়াল। ভেতরে ঢুকল। ক্লান্ত ভঙ্গিতে চেয়ারে বসল। আনিস বলল, কি হয়েছে বলো তো?

আপনাকে কি মা কিছু বলেছেন?

না কিছু বলেননি।

সত্যি করে বলুন।

সত্যি বলছি।

মা কিছুই বলেননি?

না।

আনিস ভাই আপনি এই বাসা ছেড়ে চলে যান।

আনিস বিস্মিত হয়ে বলল, কোথায় যাব?

জানি না কোথায় যাবেন। মোটকথা আপনি এখানে থাকবেন না। কাল ভোরে আপনাকে আর না দেখি।

কি হয়েছে বলো তো বীণা।

কিছু হয়নি। কাল ভোরে চলে যাবেন।

আমার যাবার তো কোনো জায়গা নেই।

জায়গা না থাকলে রাস্তায় থাকবেন। ফুটপাতে ঘুমুবেন। এই শহরে হাজার হাজার লোক ফুটপাতে ঘুমায়। আপনিও ঘুমুবেন। যখন খাওয়া জুটবে না ভিক্ষা করবেন।

বীণা উঠে দাঁড়াল। আনিসকে কোনো কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ছুটে বেরিয়ে

Nirjoy

www.BanglaBook.org

গেল। আনিস বীণার অদ্ভুত কথাবার্তার কিছুই বুঝল না। বোঝার কথাও নয়। বীণা কখনো পরিষ্কার করে কিছু বলে না। অর্ধেক কথা বলে অর্ধেক নিজের মধ্যে রেখে দেয়।

গত রাতে মার সঙ্গে তার বড় রকমের একটা ঝগড়া হয়েছে। ঝগড়ার শুরুটা এ রকম, রাতে ঘুমুতে যাবার আগে লতিফা একটা ছবি আঁচলে লুকিয়ে বীণার ঘরে ঢুকে নানান কথাবার্তা বলতে লাগলেন। এক পর্যায়ে বিরক্ত হয়ে বীণা বলল, কি বলতে এসেছ বলে ফেলো, আমি ঘুমুব। আঁচলে ওটা কি? কার ছবি?

লতিফা বললেন, ছেলেটার নাম ইমতিয়াজ। ইন্টার্নি ডাক্তার।

ইন্টার্নি ডাক্তারের ছবি আঁচলে নিয়ে ঘুরছ কেন?

কি জন্যে ঘুরছি তুই ভালোই জানিস। এমন করে আমার সঙ্গে কথা বলছিস কেন? আমি তোর মা না?

মা, তুমি ছবি নিয়ে বিদেয় হও, এই ঘোড়ামুখী ছেলে আমার পছন্দ না। ছবি দেখলেই ইচ্ছা করে ব্যাটার গালে একটা খামচি দেই।

লতিফা স্তম্ভিত। কি ধরনের কথাবার্তা বলছে মেয়ে? সামান্য ভদ্রতা, আদব-কায়দাও কি সে জানে না? অশিক্ষিত মূর্খ মেয়েও তো নয়। লতিফা হিসহিস করে বললেন, তোর সমস্যাটা কি আমি জানি।

জানলে বলো?

তোর গলার দড়ি বাঁধা আছে দু'তলার ছাদে। ঐ দড়ি না কাটলে তোর মুক্তি হবে না।

দড়ি কেটে মুক্তি দিয়ে দাও। দেরি করছ কেন?

তাই করব। হারামজাদাকে লাথি দিয়ে বের করব।

গালাগালি করছ কেন?

গালাগালি করব না তো কি করব? কোলে নিয়ে বসে থাকব? হারামজাদা ছোটলোক। সকাল হোক কানে ধরে বের করে দেব। ফুটপাতের ছোকরা ফুটপাতে থাকবে। ভিক্ষা করবে।

সকাল হলে বের করে দেবে?

হ্যাঁ দেবই তো।

বেশ দাও।

বীণা হাই তুলল। মশারি ফেলতে ফেলতে বলল, সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করার দরকার কি? এখনি বিদেয় করে দাও। অপ্রিয় কাজ যত তাড়াতাড়ি করা যায় ততই ভালো। তুমি মা দয়া করে এখন উঠো। আমি এখন ঘুমুব।

লতিফা উঠলেন। সেই রাতে তার ঘুম হলো না। অজানা আশংকায় বুক কাঁপতে লাগল। আনিস ছেলেটি শনিগ্রহের মতো এ বাড়িতে ঢুকেছে। বড় কোনো সর্বনাশ সে করবে এটা তিনি অনুভব করছেন। যে করেই হোক একে বিদেয় করতে হবে। হাতে শ' পাঁচেক টাকা ধরিয়ে দিয়ে বলা যায়–এখানে আমার কিছু অসুবিধা আছে– তুমি অন্য কোথাও যাও।

না এরকম বলা ঠিক হবে না। 'অসুবিধা আছে' বলার দরকার কি? কোনোই অসুবিধা নেই। বলতে হবে ছাদের ঘরটা আমাদের দরকার, কাজেই তুমি কোনো মেসেটেসে গিয়ে উঠো।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা গলায় বলতে হবে যাতে সে বুঝতে পারে যে এবার তাকে আসর ছেড়ে উঠতে হবে।

লতিফা গভীর রাতে বাথরুমে গিয়ে মাথায় পানি ঢাললেন। কপালের দু'পাশের শিরা দপদপ করছে। মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে। ঠাণ্ডা পানি ঢেলেও সে যন্ত্রণার আরাম হলো না। বসার ঘরে একা জেগে বসে রইলেন। আনিসকে কি করে অতি ভদ্রভাবে অথচ শক্ত ভাষায় বাড়ি ছাড়ার কথা বলা যায় তাই ভাবতে লাগলেন।

তাঁকে কিছু বলতে হলো না। বীণার কথাতেই কাজ হলো। পরদিন সন্ধ্যাবেলা আনিস তার বিছানা ও সুটকেস গুছিয়ে বিদায় নিতে এলো।

লতিফাকে বলল–বীণা কোথায় মামি?

পড়ছে।

ওকে একটু ডেকে দিন না।

পড়াশোনার মধ্যে ডাকাডাকি করলে ও খুব বিরক্ত হয়। যা বলবার আমাকে বলো ওকে আমি বলে দেব।

আমি চলে যাচ্ছি মামি। অনেক দিন আপনাদের বিরক্ত করলাম। লতিফা বিব্রত স্বরে বলল, না না বিরক্ত কিসের? নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছ খুব ভালো কথা।

যদি অজান্তে কোনো অন্যায় করে থাকি ক্ষমা করবেন। কিছু মনে রাখবেন না।

লতিফা কি বলবেন ভেবে পেলেন না। অতিদ্রুত চিন্তা করেও এই ছেলেটির বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ দাঁড়া করাতে পারলেন না।

মামি আপনি কি কোনো কারণে আমার উপর অসন্তুষ্ট?

না না অসন্তুষ্ট হব কেন?

তাহলে যাই মামি। স্লামালিকুম।

লতিফা প্রায় জিজ্ঞেস করে ফেলছিলেন-কোথায় যাচ্ছ? শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলালেন। বাড়তি খাতির দেখানোর কোনো প্রয়োজন নেই। যাক যেখানে ইচ্ছা। আবার উদয় না হলেই হলো।

আনিস চলে গিয়েছে এই খবর বীণা সহজভাবেই গ্রহণ করল। কখন গিয়েছে, যাবার সময় কি বলেছে এইসব নিয়ে কোন আগ্রহ দেখাল না। অবহেলার ভঙ্গি করে বলল– গিয়েছে ভালো হয়েছে। আপদ বিদেয় হয়েছে। তুমি এখন এক কাজ করো তো মা, চিলেকোঠার ঘরটা আমাকে পরিষ্কার করে দাও।

লতিফা বিস্মিত হয়ে বললেন ঐ ঘর নিয়ে তুই কি করবি?

ওখানে পড়াশোনা করব। ওটা হবে আমার রিডিংরুম, বেশ নিরিবিলি।

লতিফা আর কথা বাড়ালেন না। এই প্রসঙ্গ নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করার কোনো দরকার নেই। চাপা পড়ে থাকুক। চোখের আড়াল মানেই মনের আড়াল।

নীলু চিটাগাং গিয়েছিল দু'দিনের জন্যে। তাকে থাকতে হলো ছ'দিন। অফিসের কাজকর্মে এমন এক জট তারা পাকিয়ে রেখেছে যা খোলার কোনোরকম লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। ছত্রিশ লক্ষ টাকার হিসেবের গরমিল। একবার অডিট হওয়ার পর দ্বিতীয়বার অন্য একটি কোম্পানিকে দিয়ে অডিট করানো হলো। তারা আবার সব ঠিকঠাক পেল। কোম্পানির আরেকটি মাইক্রোবাস হরতালের দিন পুড়ে গেছে এমন রিপোর্ট আছে।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

আবার গোপন চিঠিও আছে যে বাসটি বিক্রি করে দেয়া হয়েছে। রং বদলে সেটা এখন চট্টগ্রাম-নাজিরহাট লাইনে ট্রিপ দেয়। চিঠিতে চেসিস-এর নম্বর পর্যন্ত দেয়া।

অফিসে বিভিন্ন লোকদের ইন্টারভ্যু নেয়ার সময় মনে হয় কেউ সত্যি কথা বলছে না। এটাও বিশ্বাস্য নয়, এতগুলি লোকের সবাই মিথ্যা কথা বলবে কেন?

নীলু অস্থির হয়ে পড়ল। অফিসের এই ঝামেলা তার সহ্য হচ্ছে না। সন্ধ্যাবেলা ডাকবাংলায় ফিরে তার কাঁদতে ইচ্ছে করে। চলে যাবে-সে উপায়ও নেই। তদন্তের দায়িত্ব অস্বীকার করার সাহস তার নেই।

রাতে তার ভালো ঘুম হয় না, এক রাতে ভয়াবহ একটা স্বপ্ন দেখল, উলের কাঁটা নিয়ে টুনী খেলছে হঠাৎ খোঁচা লাগল চোখে। রক্তারক্তি কাণ্ড। ডাক্তার এলো এবং গম্ভীর মুখে বলল- একটা চোখে খোঁচা লাগলেও দু'টি চোখই নষ্ট। তবে চিন্তার কিছু নেই, পাথরের চোখ লাগিয়ে দেব। আসল-নকল কেউ বুঝতে পারবে না। নীলু স্বপ্নের মধ্যেই চেঁচিয়ে বলল, এসব আপনি কি বলছেন?

ডাক্তার তার দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে বলল, পাথরের চোখ আপনার পছন্দ না হলে দু'টি মার্বেল বসিয়ে দিতে পারি। মার্বেলেও খারাপ হবে না। অনেক রকমের রঙ আছে, আপনি নিজে পছন্দ করে নিতে পারেন।

ঘুম ভেঙে গেল। নীলুর গা দিয়ে টপ টপ করে ঘাম পড়ছে, এ রকম কুৎসিত স্বপ্ন মানুষ দেখে? এরকম স্বপ্ন দেখার পরও কি কেউ বাসায় ফিরে না গিয়ে থাকতে পারে? নীলুকে থাকতে হলো।

ঢাকায় যেদিন রওনা হলো সেদিন তার মনে হলো যেন কত দীর্ঘকাল বাইরে কাটিয়ে ফিরছে। ঢাকা পৌঁছেই দেখবে সব বদলে গেছে। সবাইকে অচেনা লাগবে। টুনী সম্ভবতঃ লজ্জা লজ্জা মুখে পর্দার আড়ালে থাকবে। লজ্জা ভাঙতে সময় লাগবে। ইস কতদিন যে সে মেয়েটাকে দেখে না।

কল্পনার সঙ্গে বাস্তব বোধ হয় কখনোই মিলে না। নীলু ঢাকায় পৌঁছল বিকেলে। কিছুই বদলায়নি। সব আগের মতো আছে। টুনীর হাতে একটা চকবার আইসক্রিম। আইসক্রিমে তার জামা মাখামাখি হয়ে আছে। নীলু ভেবেছিল তাকে দেখেই টুনী ছুটে আসবে তা হলো না। ঠিক সেই মুহূর্তে টুনীর আইসক্রিমের একটা বড় অংশ ভেঙে পড়ে যাচ্ছে। সে তার ভাঙা টুকরো সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

কেমন আছ মা?

ভালো। তুমি আজ আসবে আমরা জানতাম।

কিভাবে জানতে?

আব্বু টেলিফোন করেছিল।

তোমাদের আর সব খবর কি?

দাদির একটা দাঁত পড়ে গেছে।

তাই নাকি?

হুঁ দাদিকে পেত্নীর মতো লাগছে।

ছিঃ এসব বলতে নেই।

বললে কি হয়?

আল্লাহ পাপ দেন। কাছে আসো মা, আমাকে একটু আদর দাও।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

উঁহু তোমার গায়ে আইসক্রিমের রস লেগে যাবে।

লাগুক। এসো আমাকে একটু চুমু দাও।

টুনী লজ্জিত মুখে মাকে চুমু খেয়ে ফিসফিস করে বলল-জানো মা বাবলু এখনো আসেনি।

সে কি? কেন?

কি জানি!

বাসার আর সব লোকজন কোথায়? মনে হচ্ছে তুমি ছাড়া কেউ নেই।

বুয়া আছে। দাদা-দাদিকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে গেছে। আব্বু অফিসে। চাচা অফিসে।

তোমাকে একা ফেলে গেছে?

একা কোথায় বুয়া তো আছে।

নীলু গোসল করতে ঢুকল। টুনীকে বলল- দরজার পাশে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে। টুনী বলল- কেন মা? নীলু হেসে বলল, অনেক দিন পর তোমার সঙ্গে দেখা তো তাই। তোমার কথা শুনতে ভালো লাগছে।

আমি খুব সুন্দর করে কথা বলা শিখেছি তাই না মা?

হ্যাঁ।

বাবলু কি আমার মতো সুন্দর করে কথা বলতে পারে?

না। সে তো কথাই বলে না।

ছোট চাচি কি আর আসবে না মা?

নিশ্চয় আসবে।

বীণা খালার মা বলেছে আর আসবে না।

তাই বলেছে বুঝি?

হ্যাঁ।

গোসলের পানি কনকনে ঠাণ্ডা। তবু নীলু মাথায় মগের পর মগ ঠাণ্ডা পানি ঢালছে। বন্ধ দরজার ওপাশে টুনী দাঁড়িয়ে ছেলেমানুষি সব কথা বলছে। বড় ভালো লাগছে শুনতে।

তুমি আমার কথা ভেবেছিলে টুনী?

হ্যাঁ ভেবেছি।

কেঁদেছিলে আমার জন্যে?

না।

কাঁদনি কেন?

আমি বড় হয়েছি যে তাই।

বড়রা বুঝি কাঁদে না?

না।

বড় বড় মেয়েরা যখন বিয়ে করে বাপের বাড়ি ছেড়ে চলে যায় তখন তো কাঁদে।

কাঁদে না?

হ্যাঁ কাঁদে।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

তুমি কাঁদবে না?

হ্যাঁ কাঁদব।

মনোয়ারা ফিরলেন সন্ধ্যা মিলাবার পর। নীলুকে দেখেও কিছু বললেন না। তাঁর মুখ গম্ভীর। রাগী রাগী চোখ। হোসেন সাহেবও কেমন যেমন বিপর্যস্ত। নীলু বলল,

ঝামেলায় এত দেরি হলো মা · আপনারা ভালো ছিলেন তো?

তিনি জবাব না দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলেন। হোসেন সাহেব বললেন, আজ আর তোমার শাশুড়িকে কিছু জিজ্ঞেস করো না মা। জবাব পাবে না।

নীলু বিস্মিত হয়ে তাকাল। হোসেন সাহেব দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন, তোমার শাশুড়ির সামনের দুটা দাঁত ডাক্তার ফেলে দিয়েছেন। আগে পড়েছে একটা। বিশ্রী দেখাচ্ছে। তাকানো যাচ্ছে না।

হোসেন সাহেবের মুখ করুণ হয়ে গেল। যেন তাঁর নিজেরই সামনের দু'টি দাঁত নেই।

মেয়েদের সৌন্দর্যই হচ্ছে দাঁত বুঝলে মা।

বাঁধিয়ে নিলেই হবে বাবা।

বাঁধানো দাঁত কি আগের মতো হয়। তুমি ভালো ছিলে তো মা?

জ্বি ভালোই ছিলাম।

তুমি দূরে থেকে বেঁচে গেছ, তোমার শাশুড়ি দাঁতের যন্ত্রণায় চিৎকার-চেঁচামেচি করে সবার মাথা খারাপ করিয়ে দিয়েছে।

সফিক এবং রফিক দু'জন একই সঙ্গে এলো। রাত এগারোটায়। নীলুর চোখ ঘুমে বন্ধ হয়ে আসছে। তবু সে জেগে আছে। মনোয়ারাও জেগে। ডেনটিস্ট যে তাঁকে কি পরিমাণ কষ্ট দিয়েছে এটা তিনি চতুর্থবারের মতো বলছেন।

ব্যাটা গর্দভ কিছুই জানে না। আমার মনে হয় নকল করে পাস করেছে। অবশ না করেই দাঁত তুলে ফেলেছে।

বলেন কি মা!

মহাহারামজাদা। উল্টা আমাকে ধমক দেয়।

সে কি!

হ্যাঁ, বলে কি-আপনি শুধু শুধু এত হৈচৈ করছেন কেন?

খুব অন্যায়।

ইচ্ছা করছিল ছোকরার কানটা টেনে ছিঁড়ে দেই।

আপনি শুয়ে পড়ুন মা। দাঁতের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছেন।

মনোয়ারা ঘুমুতে যেতে রাজি নন। তিনি আজকের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা তাঁর দুই ছেলেকে না শুনিয়ে ঘুমতে যেতে রাজি নন। সেই সুযোগ তাঁর হলো না। রফিক ঘরে ঢুকেই বলল, বাহ্ মা তোমাকে তো সুন্দর লাগছে। কেমন যেন ড্রাকুলার মতো দেখাচ্ছে।

মনোয়ারা কিছুক্ষণ অগ্নি দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। রফিক বলল, ভাবী তাড়াতাড়ি ভাত দাও। ক্ষিধে লেগেছে।

এত দিন পর এলাম প্রথম কথাটাই এই? কেমন ছিলাম কি জিজ্ঞেস করো। সাধারণ ভদ্রতাটা দেখাও।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

কেমন ছিলে ভাবী?

প্রশ্ন করে রফিক উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করল না। বাথরুমে ঢুকে গেল।

রাতে ঘুমুতে যাবার আগে সফিক তার অভ্যাসমত এক কাপ চা খেতে চাইল, বলল- তোমার যাবার দরকার নেই। কাজের মেয়েটাকে বলো ও দেবে।

আমিই বানিয়ে আনি।

নীলু রাতে শোবার আগে কখনো চা খায় না। আজ সে নিজের জন্যেও এক কাপ বানাল। সফিককে চায়ের কাপ এগিয়ে দিতে দিতে বলল, তুমি কি আমার উপর রাগ করেছ?

রাগ করব কেন?

দু'দিনের কথা বলে ছ'দিন কাটিয়ে এলাম এই জন্যে।

প্রয়োজন হয়েছে থেকেছ, এই নিয়ে রাগ করব কেন? তোমার কথা শুনে মনে হয় আমার স্বভাব হচ্ছে অকারণে রাগ করা। আমি কি সে রকম?

না।

সফিক হাতের সিগারেট ফেলে দিয়ে বলল, একবার ভাবছিলাম তোমাকে কোনো খবর না দিয়ে হঠাৎ টুনীকে নিয়ে চিটাগাং উপস্থিত হব। দেখব তুমি কি করো।

এলে না কেন? তোমরা এলে আমার কত ভালো লাগত। বলতে বলতে কি যে হলো নীলু ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। সফিক অবাক হয়ে বলল, কি ব্যাপার?

কি যে ব্যাপারতা কি নীলু নিজেও জানে? আমরা আমাদের কতটুকুইবা জানি?

সফিক আবার বলল, কি হয়েছে নীলু? তার গলার স্বর আশ্চর্য কোমল শোনাল। নীলু বলল, কিছু হয়নি, এসো ঘুমুতে যাই।

বিছানার মাঝামাঝি টুনী শুয়ে আছে। নীলু নিজেই তাকে এক পাশে সরিয়ে দিল। সরিয়ে দিতে গিয়ে লক্ষ করল টুনীর বাঁ চোখের নিচে ছোট একটা কালো বিন্দু উঁচু হয়ে আছে। নীলু বলল, ওর এখানেই কি হয়েছে?

উলের কাঁটা দিয়ে খোঁচা লাগিয়েছে। আরেকটু হলে চোখে লাগত।

নীলু গা দিয়ে ঠাণ্ডা একটা স্রোত বয়ে গেল। সে তার মেয়ের কপালে হাত রাখল। গা কেমন যেন গরম গরম লাগছে। নীলু বলল, দেখো তো ওর শরীরটা কি গরম?

সফিক গা করল না। সহজ স্বরে বলল, এই ঠাণ্ডায় পাতলা একটা জামা গায়ে দিয়ে ঘুরে জ্বরজারি হয়েছে আর কি। বাচ্চাদের মাঝে মাঝে অসুখ-বিসুখ হওয়া ভালো এতে শরীরে এন্টি বডি হয়।

কে বলেছে তোমাকে?

কেউ বলেনি। কোথায় যেন পড়েছি।

এসো ঘুমুতে এসো।

নীলু আবার মেয়ের কপালে হাত রাখল। গা গরম। নাকের উপর বিন্দু বিন্দু ঘাম। বাচ্চাদের জ্বরজারি সব সময়ই হয়। কত বার এমন হয়েছে কিন্তু আজ নীলুর এ রকম লাগছে কেন?

Nirjoy

www.BanglaBook.org



শারমিন বিকেলে বাগানে হাঁটছিল।

তার গায়ে আকাশী রঙের একটা চাদর। এই মাত্র ঘুম থেকে উঠেছে বলে চোখ-মুখ ফোলা ফোলা। তার দুপুরে ঘুমানোর অভ্যেস নেই। আজ কেন জানি ঘুমিয়ে পড়েছিল। বিকেলে ঘুম থেকে উঠলে মন কেমন করে। অজানা এক ধরনের কষ্ট হয়। কেন হয় কে জানে।

সে হাঁটতে হাঁটতে কুল গাছের নিচে এসে দাঁড়াল। পেকে সব টসটস করছে। খাওয়ার মানুষ নেই।

আপা বরই পেড়ে দেই খান।

না। তোমার নাম কি?

আমার নাম কুদ্দুস।

এই ছেলেটিকে সে আগে দেখেনি। সতেরো-আঠারো বছর বয়স। দেখলে মনে হয় কলেজ টলেজে পড়ে। ঝকঝকে পরিষ্কার দাঁত।

টুথপেস্টের সুন্দর একটা বিজ্ঞাপন হয় একে দিয়ে।

কুদ্দুস তুমি আমাকে চা খাওয়াতে পারবে?

এক্ষুণি আনছি আপা। বড় সাহেবের সঙ্গে চা খাবেন না?

বাবা কি বাসায় নাকি?

জ্বি দোতলার বারান্দায়।

না আমি বাগানে হাঁটতে হাঁটতে চা খাব। তুমি এখানে নিয়ে এসো।

চেয়ার দেই আপা?

চেয়ার দিতে হবে না। হাঁটতে ভালো লাগছে।

ছেলেটি প্রায় দৌড়াতে দৌড়াতে গেল। নতুন যারা আসে প্রথম দিকে তাদের কাজের উৎসাহের কোনো সীমা থাকে না। কিছুদিন পার হলেই উৎসাহে ভাটা পড়ে। তখন আর ডাকাডাকি করেও পাওয়া যায় না। অবশ্যি এবার সবাই তার দিকে একটু বেশি নজর দিচ্ছে। কেউ না কেউ পাশে আছেই। এত যত্ন না করলেই সে ভালো থাকত। নিজের মতো থাকতে ইচ্ছে করে। নিজের মত থাকা সম্ভব হয় না।

মালী খুনতি দিয়ে মাটি ঠিক করছিল। খুনতি রেখে সে শারমিনের দিকে আসছে। সেও এখন দীর্ঘ সময় ধরে নানান কথা বলবে। অপ্রয়োজনীয় অর্থহীন কথা।

গোলাপের গাছের কি অবস্থা হইছে দেখছেন আপা?

না দেখিনি। কি অবস্থা?

ছোট ফুল। একদিনের বেশি থাকে না।

এরকম হলো কেন?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

সেইটাই তো আফা বুঝি না। সার দেই। পোকা-মারা অষুধ দেই।

শারমিন চুপ করে রইল। মালী খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, মানুষজন বাগানে না আসলে ফুল হয় না আফা।

তাই নাকি?

জ্বি আফা। মানুষের মায়া-মুহব্বত গাছ পছন্দ করে। যে বাড়িতে দেখবেন মানুষজন নাই সেই বাড়িত ফুলও নাই।

বেশ মজা তো।

অখন আপনি আইছেন দেখেন কেমুন ফুল ফোটে।

ঠিক আছে দেখব।

কয়দিন থাকবেন আফা?

শারমিন জবাব দিল না। সে ক'দিন থাকবে এটা নিয়ে সবাই বেশ উদ্বিগ্ন। সরাসরি কিংবা একটু বাঁকা পথে এ বাড়ির সবাই কিছু একটা সন্দেহ করছে। সন্দেহ করা স্বাভাবিক। এ বাড়িতে সে একা এসেছে। রফিক তার সঙ্গে আসেনি। প্রায় ন'দিন হয়ে গেল এর মধ্যে একবার দেখা করতেও আসেনি।

রহমান সাহেব ডাইনিং টেবিলে রফিকের প্রসঙ্গ একবার তুলেছিলেন। শারমিন কোনো আগ্রহ দেখায়নি। ঠাণ্ডাস্বরে বলেছে–কাজটাজ নিয়ে থাকে তাই আসে না।

রহমান সাহেব বললেন, এমন কোনো কাজ তো থাকার কথা নয়। শারমিন বলল, তাহলে হয়তো এ বাড়িতে আসতে লজ্জা পায়।

এ বাড়ির মেয়ে বিয়ে করতে লজ্জা নেই এ বাড়িতে আসতে লজ্জা? অন্য কোনো ব্যাপার কি আছে?

তা আমি কি করে জানব বাবা। আমি আমার নিজের কথা বলতে পারি? ওর কথা কি করে বলব?

তোর কথাই না হয় শুনি।

কোন কথাটা শুনতে চাও?

are you happy?

আমি জানি না বাবা।

জানো না মানে?

সত্যি জানি না। আমার মনে হয় আমার মধ্যে সুখী হবার তেমন কোনো ক্ষমতা নেই। যারা সুখী হয় তাদের মধ্যে সুখী হবার বীজ থাকে। জল, হাওয়া এবং ভালোবাসায় সেই বীজ থেকে গাছ হয়।

এই পর্যন্ত বলেই শারমিন থেমে গেলে। উঁচুদরের ফিলসফিক হয়ে যাচ্ছে। খাবার টেবিলে যা মানাচ্ছে না। প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্যে রহমান সাহেব বললেন, তোর শ্বশুর বাড়ির অন্য লোকদের সম্পর্কে বল।

কি বলব?

কে কেমন মানুষ।

জানতে চাও কেন?

পরিবেশটা কেমন জানতে চাচ্ছি।

পরিবেশ চমৎকার।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

এক কথায় সারছিস কেন? প্রত্যেকের সম্বন্ধে আলাদা করে বল।

এখন থাক বাবা।

থাকবে কেন? এখনি বল। তোর শ্বশুর সাহেব কেমন মানুষ?

ঐ বাড়ির সবচে' ভালো মানুষ। পাগলা ধরনের কিছু লোক থাকে না বাবা, যারা মনে করে পৃথিবী খুবই সুন্দর জায়গা। উনি সেই রকম একজন মানুষ। খুব সুখী মানুষ। এবং তাঁর ধারণা পৃথিবীর সবাই তাঁর মতো সুখী।

আর তোর শাশুড়ি?

খিটখিটে ধরনের মহিলা। চেঁচামেচি না করলে তাঁর ভালো লাগে না। অকারণে চেঁচান। কেউ তাঁকে বিশেষ গুরুত্ব দেয় না বলে আরো রেগে যান। তাঁর ধারণা সবাই তাঁকে অগ্রাহ্য করছে। সংসারের কর্তৃত্ব তাঁর থেকে চলে যাচ্ছে।

সংসারের কর্তৃত্ব কার কাছে?

ভাবীর কাছে। পুরো সংসার তার মুঠোয় অথচ আমার শাশুড়ি তা জানেন না। কারণ ভাবী যে কি চালাক তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। রোজ জিজ্ঞেস করবে-মা আজ কি রান্না হবে? আমার শাশুড়ি হয়তো একটা কিছু বলবেন কিন্তু রান্না হয়তো তার আগেই হয়ে গেছে, শুধু শাশুড়িকে খুশি করার জন্যে বলা।

মেয়েটার নাম কি যেন?

নীলু। নীলু ভাবী

তোর সঙ্গে ভাব আছে?

উনার সঙ্গে আমার খুব একটা ভাব নেই। উনি অতিরিক্ত রকমের বুদ্ধিমতী। এত বুদ্ধিমতী কাউকে আমার ভালো লাগে না। তবে তাঁর বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই।

মেয়েটি বুদ্ধিমতী শুধু এই কারণেই তুই তাকে পছন্দ করিস না, নাকি অন্য কোনো কারণ আছে?

অন্য কোনো কারণ নেই। তাছাড়া উনাকে পছন্দ করি না এই কথা কিন্তু আমি বলিনি। উনাকে পছন্দ না করে উপায় নেই।

মেয়েটির হাসবেন্ড সম্পর্কে বল। সফিক বোধ হয় ছেলেটির নাম তাই না?

হ্যাঁ। উনার সঙ্গে আমার কথাই হয় না।

কেন?

উনি কথা খুব কম বলবেন। বাবলু বলে একটা ছেলে ছিল, ওর সঙ্গে মাঝে মাঝে কথা বলতেন। এখন বাবলু নেই উনারও মুখ বন্ধ।

দু'ভাই তাহলে দু'রকম?

হ্যাঁ উত্তর মেরু আর দক্ষিণ মেরু। বাবা আমি উঠি?

খাওয়া শেষ?

হ্যাঁ শেষ।

শারমিন উঠে গেল। রহমান সাহেবের সঙ্গে বেশিক্ষণ বসতে তার ভালো লাগে না। একটা অস্বস্তি মনের উপর চাপ ফেলতে থাকে। মনে হয় এই বুঝি বাবা তাদের দু'জনেক নিয়ে এমন এক প্রশ্ন করবেন যার জবাব দেয়া যাবে না।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

এই যে একা একা বাগানে হাঁটছে সে জানে রহমান সাহেব তাকে লক্ষ্য করছেন। হয়তো নিজেই বাগানে নেমে আসবেন।

আপা চা।

কুদ্দুস এ বাড়ির নিয়মকানুন জানে না। চা খাবার জন্যে শারমিনের আলাদা কাপ আছে। নিজের কাপ ছাড়া শারমিন খেতে পারে না। কুদ্দুস পেটমোটা একটা কাপে চা এনেছে। দেখেই রাগ লাগছে।

মিষ্টি হয়েছে আপা?

হ্যাঁ হয়েছে, তুমি এখন যাও।

কুদ্দুস গেল না। দূর থেকে শারমিনকে লক্ষ করতে লাগল। শারমিন ছোট্ট নিশ্বাস ফেলল। কিছু ভালো লাগছে না। জীবন যদি নতুন ভাবে শুরু করা যেত তাহলে সে কি করত? রফিককে কি বিয়ে করত?

রহমান সাহেব নেমে এসেছেন। হাতের ইশারায় শারমিনকে ডাকছেন। শারমিন এগিয়ে গেল।

টেলিফোন এসেছে।

কে বাবা?

জিজ্ঞেস করিনি মনে হচ্ছে রফিক।

শারমিন টেলিফোনের কাছে এগিয়ে গেল। হ্যাঁ রফিকই তবে গলার স্বরটা কেমন অন্য রকম। ঠাণ্ডা লেগেছে হয়তো।

হ্যালো–শারমিন?

হ্যাঁ।

সুখে আছ কি না জানার জন্যে টেলিফোন করলাম।

তার মানে?

আছ কেমন?

ভালোই আছি।

বাড়ি ফিরে আসার কোনো পরিকল্পনা কি আছে?

বাড়িতেই তো আছি।

এই বাড়ি নয় তোমার নিজের বাড়ির কথা বলছি।

শারমিন ঠাণ্ডা গলায় বলল, আমার তো মনে হয় এটা আমার নিজেরই বাড়ি। অন্য কারোর নয়।

আজকাল তাহলে জীবন সম্পর্কে নতুনভাবে চিন্তাভাবনা শুরু করেছ।

যা বলতে চাও সহজ করে বলো এত পেঁচিও না। কি বলতে চাও তুমি?

কিছু বলতে চাই না।

বেশ তাহলে টেলিফোন রেখে দেই।

তুমি কবে আসবে?

জানি না কবে আসব। ইচ্ছে হলেই আসব।

মনে হচ্ছে খুব সহজে ইচ্ছে হবে না।

শারমিন কথা বলল না। রফিক বলল, তোমার বিদেশ যাত্রার কত দূর?

বেশ অনেকদূর।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

যাচ্ছই তাহলে।

সে তো তুমি জানো। তোমাকে আগেই বলেছি।

আমার ইচ্ছে নয় তুমি যাও।

তোমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা এখানে উঠছে কেন? যাচ্ছি তো আমি। তুমি তো যাচ্ছ না।

তোমার যাবার ব্যাপারে আমার কিছু বলার থাকবে না?

না থাকবে না।

তুমি বোধ হয় ভুলে যাচ্ছে তুমি আমার স্ত্রী।

না ভুলিনি। তুমি আমাকে ভুলতে দিচ্ছ না। সারাক্ষণই মনে করিয়ে দেবার চেষ্টা করছ।

মনে হচ্ছে তুমি আমাকে ভুলে যেতে চাও।

শারমিন জবাব না দিয়ে টেলিফোন নামিয়ে রাখল। তার মনে হলো সামনের সময়টা খুব খারাপ। এই সময় পার করা সহজ হবে না। সে নিঃশব্দে ছাদে উঠে গেল। নিজেকে খুব একা লাগছে। এরকম কখনো লাগে না। আজ মনে হচ্ছে এই বিরাট বাড়িতে সে ছাড়া আর কেউ নেই।



নীলগঞ্জ থেকে সোবাহানের চিঠি এসেছে। দীর্ঘ চিঠি। নীলুর কাছে লেখা। চিঠি পড়ে নীলু হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারছে না। এই লোকটির নির্বুদ্ধিতার কোনো সীমা নেই। একটা মানুষ এতটা নির্বোধ হয় কেন? গুটি গুটি হরফে লিখেছে–

কল্যাণীয়াষু নীলু/

আশা করি সবাইকে নিয়ে তুমি তোমার স্বভাবমতো ভালো আছ। ক'দিন থেকেই ভাবছি এখানকার পরিস্থিতি নিয়ে তোমাকে লিখব। বাবলু প্রসঙ্গে যাতে কোনো দুশ্চিন্তা করতে না পারো।

বাবলু ভালো আছে এবং বলা যেতে পারে সুখে আছে। গ্রাম তাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছে। খোলা মাঠ, নদী, বনজঙ্গল এসব তো সে কখনো দেখেনি। সে দেখছে মানুষ– মানুষের মধ্যে যেসব খারাপ ব্যাপার আছে সেই সব। মানুষের বাইরেও যে আরেকটি সুন্দর শান্ত জগৎ আছে তা সে জানত না। এখন জানল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দেখি নদীর ধারে দাঁড়িয়ে আছে। বনের ভেতর থেকেও কয়েকবার তাকে লোক পাঠিয়ে খুঁজে আনতে হয়েছে। ও তার নিজের একটি পৃথিবী খুঁজে পেয়েছে। সেই পৃথিবী থেকে তাকে সরিয়ে আনতে মন চাচ্ছে না। আমি তাকে এখানের একটি স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়েছি।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

আমি জানি তুমি আমার নির্বুদ্ধিতায় হাসছ। আমি সামনে থাকলে হয়তো খুব কড়া কড়া কিছু কথা শুনিয়ে দিতে তবু তুমি একটু ভাবলেই বুঝবে আমি যা করছি তার ফল শুভ হবার সম্ভাবনা আছে। আমি নিজেও এখানে থেকে গেলাম। নীলগঞ্জ স্কুলে একটা মাষ্টারি জুটে গেছে। সুখী নীলগঞ্জের যে কাজ শুরু হয়েছিল তা শেষ করা যায় কিনা তাও দেখছি। দূর থেকে যে কাজটি অসম্ভব বলে মনে হতো এখন তেমন অসম্ভব বলে হচ্ছে না।

মজার ব্যাপার কি জানো নীলগঞ্জের লোকজন কেন জানি আমাকে বেশ পছন্দ করছে। আমাকে আড়ালে ডাকে 'পাগলা মাষ্টার'। যদিও পাগলামির কিছুই আমি করছি না। নামটা আমার পছন্দ হয়েছে কারণ এরা কবির মামাকেও পাগলা মাষ্টার ডাকত। যে কোনোভাবেই হোক গ্রামের মানুষদের উপর আমি কিছুটা প্রভাব ফেলেছি বলে মনে হয়। গত শুক্রবার বড় রকমের একটা গ্রাম্য বিবাদ হলো। সবাই দল বেঁধে এলো আমার কাছে। আমি যেন একটা মীমাংসা করে দেই। আমি যা বলব তাই নাকি তারা শুনবে। আমার কি মনে হয় জানো? আমার মনে হয় ওরা আমার মধ্যে কবির মামার ছায়া দেখতে চায়। কিন্তু এত বড় যোগ্যতা কি আমার আছে? আমি নিতান্তই ক্ষুদ্র মানুষ।

তোমরা কবির মামার কুলখানিতে কেন এলে না বলো তো? শওকত পর পর দু'দিন স্টেশনে কাটাল। কখন তোমরা আসো। এসে কষ্টেই পড়ো কি না। তোমরা না আসায় তার কষ্ট দেখে আমি কষ্ট পেয়েছি। চলে এসো না একবার। দেখে যাও আমরা কেমন আছি। পিকনিক করতেও তো মানুষ আসে।

কবির মামা প্রসঙ্গে মজার কথা শোনো। মাঝে মাঝে দূর দূর থেকে লোকজন আসে পীর সাহেবের কবর জিয়ারত করতে। পীর কে বুঝতে পারছ তো? কবির মামা। কি মুশকিল বলো দেখি। একজন নাস্তিক মানুষকে এরা মনে হয় পীর বানিয়ে ছাড়বেই। দূর দূর গ্রামের লোকজন মোমবাতি আগরবাতি এইসব নিয়ে যায়। আজ থেকে পাঁচ বছর পর যদি দেখো এখানে বিরাট মাজার শরীফ বসে গেছে। উরস হচ্ছে। আমি সেই মাজার শরীফের প্রধান খাদেম, তাহলে অবাক হয়ো না। এ দেশে সবই সম্ভব।

আচ্ছা নীলু, তোমার শরীর ভালো আছে তো? কোনো কারণে তোমার মনটন খারাপ না তো? পরশু রাতে স্বপ্ন দেখলাম তুমি মাটিতে গড়াগড়ি করে কাঁদছ। স্বপ্ন স্বপ্নই। তবু কেমন যেন লাগছে! তুমি ভালো আছ এই খবর জানিও, যদি সময় পাও। যা ব্যস্ত থাকো সময় পাওয়ার কথা নয়। বিশাল এই চিঠি কেঁদে নিজেই বিব্রত বোধ করছি। কিছু মনে করো না। ভালো থাকো।

তোমার দুলাভাই,

সোবাহান।

পুনশ্চঃ বাবলুর আর একটি শিল্পকর্ম পাঠালাম। দু'মাথাওয়ালা ছাগল।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

নীলু তার দুলাইভায়ের চিঠি বেশ কয়েকবার পড়ল। প্রথমে পড়বার সময় লোকটিকে যতটা নির্বোধ মনে হচ্ছিল এখন ততটা মনে হচ্ছে না। হয়তোবা খুব গুছিয়ে লেখা চিঠির কারণে। এই লোকটি যে এত গুছিয়ে লিখতে পারে তা নীলু জানত না। চিঠির ভেতর খুব সহজ-সরল একটা ভঙ্গি ঢুকে গেছে। অথচ এই মানুষটির জীবন খুব সহজ-সরল নয়।

কোনো রকম আদর্শবাদ, মহৎ চিন্তা, উচ্চস্তরের ভাবালুতা নীলু তার মধ্যে কখনো দেখেনি। এই লোক হঠাৎ বদলে গিয়ে গ্রাম উন্নয়ন শুরু করবে এটা বিশ্বাস করা কঠিন। হয়তো দু'দিন পরই দেখা যাবে গ্রাম আর তার ভালো লাগছে না। সব ছেড়েছুড়ে আবার অন্য কোথাও চলে যাবে। যাবার আগে বাবলুকে এ বাড়িতে ফেলে যাবে। মাস দুই পর চোরের মতো আসবে। দীন ভঙ্গিতে চেয়ারে বসে থাকবে। তার কাপড়ের ব্যাগে থাকবে বাবলুর জন্যে আনা কোনো সস্তা খেলনা। অক্ষম বাবার ভালোবাসা সেই খেলনায় থাকবে কিন্তু তা বাবলুর মনোহরণ করবে না। আজকাল শিশুরাও সস্তা খেলনা এবং দামি খেলনার তফাৎটা ভালোই বুঝে।

সন্ধ্যায় নীলু সফিককে চিঠি পড়তে দিল। সফিক হাই তুলে বলল, এত লম্বা চিঠি আমি পড়তে পারব না। বিষয়বস্তু কি আমাকে বল।

বিষয়বস্তু কিছু নেই। পড়ো না। কতক্ষণ আর লাগবে।

সফিক চিঠি শেষ করে আশ্চর্য হয়েই বলল, সুন্দর চিঠি তো! নীলু বলল, কোন জিনিসটা সুন্দর?

ঘরোয়া ভঙ্গিটা। মনে হয় ভদ্রলোক যেন গল্প করছেন। তোমরা এক কাজ করো না কেন-ঘুরে আসো নীলগঞ্জ থেকে। কয়েকটা দিন কাটিয়ে আসে।

নীলু বিস্মিত হয়ে বলল, কেন?

টুনীর ভালো লাগবে। গ্রামে গিয়ে নদী, বন, এইসব দেখবে বেচারি একা একা থাকে।

সত্যি যেতে বলছ?

হ্যাঁ যাও। আমিও টলম্যানকে বলে দেখি যদি ছুটি পাই। সম্ভাবনা অবশ্যি কম তবু দু'একদিনের জন্যে হয়ত ছাড়বে।

সত্যি সত্যি তুমি যাবে?

হ্যাঁ মানে চেষ্টা করব। বিদেশে ছুটির দিনগুলোতে সবাই বাইরে টাইরে যায়। আমাদের তো এসব বালাই নেই। কাল আমি টলম্যানের সঙ্গে কথা বলে দেখব ব্যাটাকে ভেজানো যায় কি না।

হঠাৎ তোমার এত উৎসাহের কারণ ঠিক বুঝতে পারছি না।

তেমন জোরালো কোনো কারণ নেই। যেতে ইচ্ছে করছে। তুমি বাবা-মার সঙ্গেও কথা বলো। ওরা যদি যেতে চান।

মনোয়ারা নীলগঞ্জে যাবার কথায় বেশ বিরক্ত হলেন। তাঁর বিরক্তির কারণ স্পষ্ট নয়। তিনি শুকনো গলায় বললেন-এইসব এখন বাদ দাও। আম-কাঁঠালের সিজনে গেলেই হবে।

টুনীর আব্বা সবাইকে নিয়ে যেতে চাচ্ছে।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

দল বেঁধে গেলে থাকবে কোথায় শুনি? শীতের দিন। এতগুলি মানুষের লেপ-কাঁথা কে দিবে। হুট করে একটা কিছু করলেই তো হয় না।

শীতের লেপ-কাঁথা সঙ্গে নিয়ে করে গেলে হয় না মা?

যদি হয় তাহলে সঙ্গে করে নিয়ে যাও। মুখ দিয়ে একবার যখন বের করেছ তখন তো এটা করবেই। যাও নিউমোনিয়া বাঁধিয়ে আসো।

হোসেন সাহেব যাবার ব্যাপারে খুবই উৎসাহ দেখালেন। মনোয়ারার অনাগ্রহ যেমন চোখে লাগে তাঁর অতিরিক্ত আগ্রহও তেমনি চোখে লাগে। তিনি নানান রকম নির্দেশ করতে লাগলেন। সময়ে-অসময়ে নীলুর সঙ্গে বসে পরামর্শ-হারিকেন নিতে হবে বুঝলে বৌমা। এটা খুবই দরকার।

ওখানে নিশ্চয়ই হারিকেন আছে বাবা।

তা তো আছেই। হয়তো একটা বড়জোর দু'টা। এতগুলি মানুষ আমরা যাচ্ছি। দু'টা হারিকেনে আমাদের কি হবে বলো? টর্চ লাইট নিতে হবে, মোমবাতি নিতে হবে। একটা কেরোসিনের চুলাও নেয়া দরকার। ধর চট করে এক কাপ চা খাবার দরকার হলো, কোথায় পাবে? সেখানে তো আর গ্যাসের চুলা নেই। কি বলো মা?

তা তো বটেই।

তুমি জহীর আর শাহানাকেও বলো। ওদেরকে নিয়ে যাই।

জ্বি তাদেরও বলব। টুনীর বাবার ছুটি কি না এখনো বুঝতে পারছি না। ছুটি হলে বলব।

না না তুমি মা আগে থেকেই বলো।

শাহানা বেড়াতে যাবার কথায় ঠোঁট উল্টে বলল, তোমাদের ব্যাপারে তোমরা যাও আমাকে টানছ কেন?

নীলু বিস্মিত হয়ে বলল, আমাদের ব্যাপারে মানে? তুমি কি আমাদের কেউ নও?

না ভাবী। আমি তোমাদের কেউ না।

ও তাই নাকি! আমি অবশ্যি এটা আগে জানতাম না। এখন জানলাম। না হয় তুমি বাইরের গেস্ট হিসেবেই আমাদের সঙ্গে চলো। বাইরের গেস্টও কিছু যাচ্ছে।

বাইরের কে যাচ্ছে?

আমাদের বাড়িওয়ালার মেয়ে বীণা।

আনিস ভাই যাচ্ছে না?

না।

দুনিয়াসুদ্ধ লোককে তোমরা নিচ্ছ। তাকে নিচ্ছ না কেন? সে কি দোষ করল? বলেছিলে তাকে?

নীলু গম্ভীর মুখে বলল-না।

বলোনি কেন? এটা তো ভাবী সাধারণ ভদ্রতা। এক বাড়িতে থাকে দিনরাত এটা ওটা ফরমাস করে দেয় আর ....

শাহানা কথা শেষ করল না। নীলুর কঠিন চোখের সামনে থতমত খেয়ে গেল। নীলু কড়া গলায় বলল, ঐ চিন্তা এখনো মাথায় নিয়ে ঘুরছ?

শাহানা টেনে টেনে বলল, কোন চিন্তা?

তুমি ভালোই জানো কোন চিন্তা। অনেক তো হলো শাহানা আর কেন?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

তুমি কি বলছ আমি কিছু বুঝতে পারছি না ভাবী। আমি শুধু বলছি–ভদ্রতা করে হলেও তোমার উচিত ছিল আনিস ভাইকে বলা। সবাই যখন যাচ্ছে।

আনিস এ বাড়িতে এখন থাকে না। থাকলে নিশ্চয়ই বলতাম।

আনিস ভাই তাহলে থাকে কোথায়?

আমি জানি না।

সে কি কথা ভাবী, তুমি জানো না কেন?

আমাকে কিছু বলে যায়নি, কাজেই আমি জানি না।

শাহানাকে দেখে মনে হচ্ছে সে এক্ষুণি কেঁদে ফেলবে। নীলুর বিরক্তির সীমা রইল না। এসব কি শুরু করেছে শাহানা?

আনিসকে নিয়ে বাড়াবাড়িটাই তার অসহ্য লাগছে। নীলুর কেন জানি মনে হচ্ছে এই বাড়াবাড়ির খানিকটা লোক দেখানো।

নীলু বলল, আমি এখন উঠব শাহানা, তুমি জহীরকে নিয়ে আমাদের সঙ্গে গেলে আমাদের ভালো লাগত।

শুধু তোমাদের ভালো লাগলে তো হবে না, আমারো ভালো লাগতে হবে। আমার ভালো লাগবে না।

কি করে বুঝলে ভালো লাগবে না?

জানি না কি করে বুঝলাম।

নীলু উঠে দাঁড়াল। শাহানার এখানে এসে তার মনটাই খারাপ হয়ে গেছে। অনেক রকম ঝামেলা করে আসা। অফিস থেকে এই কারণে তাকে ছুটি নিতে হয়েছে। ভেবেছিল প্রথম আসবে শাহানাদের বাড়ি সেখান থেকে যাবে শারমিনদের বাড়িতে। কিন্তু এখন আর কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না। নীলু অবাক হয়ে লক্ষ করল শাহানা দোতলা থেকে নিচে নামল না। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বলল–ঠিক আছে ভাবী পরে দেখা হবে। সময় পেলে আবার এসো। অবশ্যি যদি তোমার ইচ্ছা করে।

গেটের কাছে জহীরের গাড়ি। ড্রাইভার বলল, আপনি এসেছেন শুনে স্যার পাঠিয়ে দিয়েছেন। যেখানে যেখানে যাবেন নিয়ে যাব। নীলু বলল, আমার গাড়ি লাগবে না, রিকশা নিয়ে চলে যাব।

স্যার তাহলে খুব রাগ করবেন। আপা আসেন।

বাসায় ফিরে দেখে বসার ঘরে আনিস। জড়সড় হয়ে বসে আছে। নীলুর কেন জানি খুব খারাপ লাগছে। ইচ্ছে করছে খুব কড়া কড়া কিছু কথা শুনাতে।

ভাবী ভালো আছেন?

হ্যাঁ ভালো।

আমার নামে কি কোনো চিঠি এসেছে ভাবী?

না কোনো চিঠিফিঠি আসেনি।

যদি আসে একটু রেখে দেবেন, আমি নিয়ে যাব।

ঠিক আছে রাখব।

ভাবী আপনার কি শরীর খারাপ?

শরীর ঠিকই আছে। তুমি এখন যাও। আমি শুয়ে থাকব। প্রচণ্ড মাথা ধরেছে।

আনিস ইতস্তত করে বলল, ভাবী আমাকে কিছু টাকা দিতে পারবেন–শ' দুই।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

নীলু ঠাণ্ডা গলায় বলল, এখন আমার কাছে টাকা-পয়সা নেই।

আনিস চলে গেল। সে প্রচণ্ড লজ্জা পেয়েছে। ঘর থেকে বেরুবার সময় দরজায় একটা ধাক্কা খেল। হাঁটতে গিয়ে লক্ষ্য করল ঠিকমত পা ফেলতে পারছে না। সে ভেবে পেল না নীলু ভাবীর মতো মানুষ তার সঙ্গে এমন খারাপ ব্যবহার কেন করলেন। তার চোখ ভিজে উঠতে শুরু করেছে। নিজেকে সামলাতে না পারলে টপ টপ করে চোখ থেকে পানি পড়বে। রাস্তার লোকরা হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে। রাস্তায় নামবার আগে যে করেই হোক নিজেকে সামলাতে হবে। সে নিঃশব্দে ছাদে উঠে গেল।

ছাদে তার নিজের ঘরটির দরজা খোলা, সুন্দর পর্দা ঝুলছে। কে থাকে এখানে? আনিস কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গেল। পর্দা সরিয়ে উঁকি দিল। বীণা, গভীর মনোযোগে পড়ছে। পিঠময় খোলা চুল। চেয়ারে পা তুলে কি অদ্ভুত ভঙ্গিতে বসা। ঘরটি কি সুন্দর সাজিয়েছে।

এই বীণা।

বীণা চমকে উঠল।

আরে আনিস ভাই। আপনি কোথা থেকে?

আকাশ থেকে।

আসুন ভেতরে আসুন তো।

আনিস ভেতরে ঢুকল। বীণা বলল, আপনার ঘরের দখল নিয়ে নিয়েছি।

তাই তো দেখছি।

নিরিবিলি পড়াশোনার জন্যে এটা করলাম। আপনাকে তাড়িয়েছিও এই কারণে।

ভালো করেছ।

উপায় ছিল না কারণ আমাকে খুব ভালো রেজাল্ট করতে হবে।

সারাজীবন ফার্স্ট-সেকেন্ড হতে হবে। কেন বলুন তো?

বলতে পারছি না।

কারণ আমি এমন একজন পুরুষকে বিয়ে করব যার কাজ হবে দিনরাত ঘরে বসে থাকা। কাজেই চাকরিটাকরি করে এই লোককে খাওয়াতে হবে। তার জন্যেই আমার খুব ভালো রেজাল্ট দরকার। যেন পাস করলেই চাকরি হয়ে যায়। বুঝতে পারছেন?

পারছি।

এখন বলুন তো আমি কেমন মেয়ে?

তুমি খুব জেদী মেয়ে।

ঠিক বলেছেন, আর আপনি হচ্ছেন একজন ভ্যাবদা পুরুষ। এখন বলুন এ বাড়িতে কেন এসেছেন?

এম্নি এসেছি।

না এম্নি না। নিশ্চয়ই কোনো কাজে এসেছেন।

নীলু ভাবীর কাছে এসেছিলাম।

কেন?

আমার কিছু টাকার দরকার হলো মানে ইয়ে...

পেয়েছেন টাকা?

না উনার হাত খালি।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

কত টাকা দরকার?

তোমার ব্যস্ত হতে হবে না, আমি ব্যবস্থা করব।

আহ্ যেটা জিজ্ঞেস করেছি সেটা বলুন-কত টাকা দরকার?

শ' দুই।

বসুন এখানে আমি নিয়ে আসছি। খবরদার পালাবেন না।

বীণা নিচে নেমে গেল। মা-বাবা দু'জনের কেউই বাসায় নেই। এক খালা আছেন স্টিল আলমারীর চাবি তাঁর কাছে নেই। লতিফা তোষকের নিচে ভাংতি টাকা-পয়সা রাখেন, সেখানে দু'টি ময়লা ন্যাতন্যাতে পাঁচ টাকার নোট ছাড়া কিছুই নেই। বীণা খালি হাতেই উপরে উঠে এলো। ক্ষীণ স্বরে বলল, আনিস ভাই আপনি কোথায় থাকেন ঠিকানাটা লিখে যান, আমি সন্ধ্যার আগেই টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা করব।

তুমি শুধু শুধু ব্যস্ত হচ্ছ বীণা।

আমি যা বলছি করুন-এই নিন কাগজ-কলম। পরিষ্কার করে ঠিকানা লিখুন। আমি চা বানিয়ে আনছি, চা খেয়ে তারপর যাবেন।

বীণা আবার নিচে নেমে গেল।

সন্ধ্যেবেলায় আনিসের বিস্ময়ের সীমা রইল না।

তার কেন জানি মনে হচ্ছিল বীণা এ রকম কিছু করে বসতে পারে। সত্যি সত্যি করলও তাই। নিজেই এসে উপস্থিত। নোংরা ঘর। চারপাশের নোনাধরা দেয়াল, আস্তর উঠে আসছে। দীনহীন পরিবেশের কিছুই মেয়েটিকে প্রভাবিত করল না। কিংবা হয়তো করেছে সে তা বুঝতে দিচ্ছে না। সে আনিসের চৌকিতে বসে আছে বেশ সহজ ভঙ্গিতে, যেন এটাই তার ঘরবাড়ি। কথাও বলছে সহজ স্বরে।

পাশের চৌকিটায় কে থাকেন?

আমার রুমমেট।

উনি এখন নেই?

না অফিস শেষ করে টিউশনিতে যান, ফিরতে ফিরতে দশটা-এগারোটা বাজে।

আপনারা কি নিজেরাই রান্না করেন-হাঁড়ি-পাতিল দেখছি।

হ্যাঁ নিজেরাই করি। খরচ কম পড়ে।

রান্না করেন কে?

বেশির ভাগ সময় আমিই করি। আমার অবসর বেশি।

আজ কি রান্না করলেন?

এখনো কিছু করিনি।

আজকের রান্নাটা আমি করে দেই?

আনিস আঁৎকে উঠে বলল, কি বলছ এসব? তুমি কি রান্না করবে?

আপনার কি ধারণা আমি রান্না জানি না?

জানবে না কেন? নিশ্চয়ই জানো। কোনোরকম ঝামেলা না করে তুমি চুপচাপ বসে থাকো তো।

আমি কিন্তু এখানে অনেকক্ষণ থাকব।

অনেকক্ষণ থাকব মানে?

Nirjoy

www.BanglaBook.org

অনেকক্ষণ থাকব মানেও জানেন না? বাংলা ভুলে গেছেন নাকি?

আনিস কি বলবে কি করবে ভেবে পেল না। এই মেয়েটা তাকে মনে হচ্ছে সত্যি। সত্যি বিপদে ফেলবে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। পাশের ঘরগুলির বোর্ডাররা বারবার উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে। আনিস হারিকেন ধরাল। বীণা অবাক হয়ে বলল, হারিকেন কেন আপনাদের ইলেকট্রিসিটি নেই?

ছিল। বাড়িওয়ালা এক বছর যাবৎ ইলেকট্রিসিটির বিল দিচ্ছে না, লাইন কেটে দিয়েছে।

বাড়িওয়ালাও মনে হয় আপনাদের মতো গরিব।

আসলেই তাই। এই এতটুকু বাড়ি এর সাতজন শরিক। শরিকে-শরিকে বিবাদ লেগেই আছে। বিবাদ মানে কঠিন বিবাদ। মারামারি হচ্ছে ভালোভাবে। পরশু একজন আরেকজনকে রামদা নিয়ে তাড়া করেছিল।

বলেন কি?

আজও হয়তো করবে।

করে করুক। এই ঘরে না ঢুকলেই হলো।

রাত দশটা বেজে গেছে। বীণা ফিরছে না। বীণার বাবা থানায় ডায়েরি করতে গিয়েছেন। ওসি সাহেব চোখ মটকে জিজ্ঞেস করেছেন মেয়ের কোন 'লভ' টভ আছে নাকি? তিনি শুকনো গলায় বলেছেন–আমার মেয়ে ঐ রকম না।

আগে ভালো করে খোঁজ নিন। মেয়ের ট্যাংক স্যুটকেস এসব খুলে দেখুন চিঠিপত্র পান কি না। তার ঘনিষ্ঠ বান্ধবীদের জিজ্ঞাসাবাদ করুন। ওরা এইসব ভালো জানবে। টাকা-পয়সা কিছু নিয়ে গেছে?

তার মার কাছ থেকে পাঁচশ টাকা নিয়ে গিয়েছিল। নিউ মার্কেট থেকে কি একটা বই কিনবে। টেক্সট বুক।

ঐটা ফালতু কথা। যাওয়ার ভাড়া নিয়ে গেছে। সপ্তাহে এ রকম তিন-চারটা কেইস আমরা ডিল করি। মেয়ে পালিয়ে যায় পেয়ারের লোকের সঙ্গে। সস্তার একটা হোটেলে উঠে ফুর্তি করে।

এইসব কি বলছেন আপনি?

সত্যি কথা বলছি রে ভাই। তাও তো সবটা বলছি না। রেখে-ঢেকে বলছি। মাঝে মাঝে কি হয় জানেন? ছেলে মেয়েটাকে ভুজুং ভাজুং করে বের করে নেয়। একটা হোটেলে নিয়ে তুলে, সেই হোটেলে আগে থেকেই তার বন্ধুবান্ধব অপেক্ষা করছে। তারপর মচ্ছবটা বুঝতে পারছেন তো? এইসব হারামজাদাদের ধরতেও পারি না। মেয়ে বা মেয়ের আত্মীয়স্বজন কেউ কেইস করে না। সম্মানহানির ভয়। মান-ইজ্জতের ভয়। মেয়ের আবার বিয়ে দেয়ার প্রশ্ন আছে।

ভাই, আপনি এসব কি বলছেন?

যা বলছি সত্য বলছি। একটা শব্দও মিথ্যা না। যান বাড়ি যান। যা করতে বললাম করেন। চিঠিপত্রে কোন নাম-ঠিকানা পেলে আমাদের খবর দিবেন–টাইট দিয়ে দিব।

তিনি বাড়ি ফিরলেন ঘোরের মধ্যে। কয়েকবার এমন হলো যেন–

রিকশা থেকে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছেন। শরীর দিয়ে ঘাম বেরুচ্ছে। তাঁর ধারণা হলো হার্ট এ্যাটাক হয়েছে। হার্ট এ্যাটাকের সময় নাকি খুব ঘাম হয়।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

কি করে বাড়ি পৌছলেন তিনি নিজেই জানেন না।

বারান্দায় একটা মোড়াতে আনিস বসে আছে। বাড়ির ভেতরে বেশ কিছু লোকজন। এদের গোলমাল ছাপিয়েও লতিফার গলা ছেড়ে কান্না শোনা যাচ্ছে। তিনি ফাঁপা গলায় আনিসকে বললেন, এখনো পাওয়া যায়নি? আনিস বিব্রত স্বরে বলল, বীণার কথা বলছেন তো? ওকে নিয়ে এসেছি।

নিয়ে এসেছ? কোথায় ছিল সে?

ইয়ে মানে আমার ওখানে একটা বিশেষ প্রয়োজনে .....

বিশেষ প্রয়োজনে তোমার কাছে? শুয়রের বাচ্চা তুমি মানুষ চেনো না। জুতিয়ে আমি তোমার দাঁত খুলে ফেলব, বেইমান, নিমকহারাম .....

তিনি সত্যি সত্যি তাঁর স্যান্ডেল খুলে ফেললেন। হৈচৈ শুনে ভেতরের বাড়ির সবাই বেরিয়ে এলো। লতিফা এসে স্বামীর হাত ধরে প্রায় টেনে-হেঁচড়ে ভেতরে নিয়ে গেলেন। হিস হিস করে বললেন, কেলেঙ্কারি আর বাড়িও না। যা হবার হয়েছে। এই রাতেই মেয়ের আমি বিয়ে দেব।

কি বলছ এসব? কার সাথে বিয়ে দেবে?

এই হারামজাদাটার সঙ্গেই দেব, উপায় কি? এত রাত পর্যন্ত একসঙ্গে ছিল কি না কি হয়েছে কে জানে। আগুন আর ঘি।

তিনি হতভম্ব হয়ে পড়লেন। লতিফা কাঁদতে কাঁদতেই বললেন, দাঁড়িয়ে থেকো না। কাজির জোগাড় দেখো।

মাথাটা তোমার খারাপ হয়ে গেল নাকি? ঐ হারামজাদাকে আমি জেলের ভাত খাওয়াব। জুতাপেটা করব।

লতিফা কঠিন স্বরে বললেন, আমি কোনো কথা শুনব না। আজ রাতেই বিয়ে হবে। মেয়ে কি না কি করে এসেছে আমার গা ঘিন ঘিন করছে ; বমি এসে যাচ্ছে।

সত্যি সত্যি তিনি হড়হড় করে একগাদা বমি করলেন।

রাত বারোটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে আনিসের বিয়ে হয়ে গেল। লতিফা ট্যাংকে তুলে রাখা তাঁর নিজের বিয়ের শাড়িতে বৌ সাজালেন। সফিকের একটা ধোয়া পাঞ্জাবি আনিসকে পরানো হলো। পাঞ্জাবি একটু বড় হলো। কাঁধের ঝুল অনেকখানি নেমে গেল তবু সেই মাপে বড় ঘিয়া রঙের পাঞ্জাবিতে অপূর্ব দেখাল আনিসকে। লতিফারও এক সময় মনে হলো ছেলেটার চেহারা তো ভালোই। সুন্দরই তো লাগছে। মেয়ে জামাই খারাপ কেউ বলবে না।

শুধু বীণার বাবা কোনো কিছুতেই অংশগ্রহণ করলেন না। অন্ধকার বারান্দায় ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে বসে রইলেন। হোসেন সাহেব গেলেন কথাবার্তা বলে তাঁর মন ভালো করে দিতে। বিভিন্ন দিক তিনি চেষ্টা করলেন। সব শেষে অত্যাশ্চর্য অষুধ পালসেটিলা নিয়ে কথা বলা শুরু করতেই বীণার বাবা বললেন–এত ফালতু কথা বলেন কেন? ভ্যাজর ভ্যাজর করে মাথা ধরিয়ে দিয়েছেন। যান বাড়িতে গিয়ে ঘুমান।

চিলেকোঠার ঘরে তাড়াহুড়া করে বাসর সাজানো হয়েছে। আশেপাশের বাড়ির মেয়েরা এসে জুটেছে। এদের আনন্দের কোনো শেষ নেই। সমস্ত ছাদ জুড়ে ছোটাছুটি। একটি রেডিওগ্রাম আনা হয়েছে ছাদে। বিশাল দু'টি স্পিকারে তারস্বরে গান হচ্ছে। সন্ধ্যা, কিন্নর কণ্ঠে গাইছেন-ও বাক বাক বাকুম বাকুম পায়রা। অপূর্ব সুরঝঙ্কারে

Nirjoy

www.BanglaBook.org

শীতের বাতাসে যেন নেশা ধরে গেছে। আনিসের চোখ বারবার ভিজে উঠছে। সে বাথরুমের এক কোনায় দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। প্রায় শেষ রাতের দিকে নীলু এসে বলল, আনিস তোমার ঘরে যাও। বীণাকে আমরা নিয়ে আসছি।

আনিস কিছু বলল না। নীলু বলল, আজ আমি তোমার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছিলাম। কিছু মনে রেখো না ভাই। অন্য কারণ ছিল। আমি এমন খারাপ মেয়ে না আনিস। আমি তোমাকে খুবই পছন্দ করি।

ভাবী আমিও জানি।

আজ যা হলো তোমার জন্য ভালো হলো। বীণা একটি অসাধারণ মেয়ে। দেখবে ও তোমার জীবনটাই বদলে দেবে।

তাও আমি জানি ভাবী।

এসো ঘরে এসো।

আপনার আঁচলে কি?

গোলাপ। টবের গাছ থেকে ছিঁড়ে এনেছি। ফুল ছাড়া কি বাসর হয়? তোমার খুব ভাগ্য ভালো। আজ অনেকগুলি গোলাপ একসঙ্গে ফুটেছে।

রাত প্রায় শেষ হয়ে এলো। আনিস অপেক্ষা করছে। তাকে ঘিরে আছে গোলাপের সৌরভ। জগতে কত অদ্ভুত ঘটনাই না ঘটে। এই ঘরে এমন একটি নাটক হবে কে জানে।

আনিসের মাথা ঝিমঝিম করছে। মনে হচ্ছে জ্বর এসে যাচ্ছে।

বীণা এসে দাঁড়িয়েছে দরজার ওপাশে। তার সঙ্গে বেশ ক'টি মেয়ে, সবাই চাপা হাসি হাসছে। বীণার মাথা নিচু। তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। সে মাঝে মাঝে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

কাঁদছে নাকি মেয়েটা? কান্নার কি আছে?



শেষ পর্যন্ত নীলগঞ্জ যাবার দিনক্ষণ ঠিক হয়ে গেল। দলটা মোটামুটি বড়ই। রফিক-শারমিন ছাড়া সবাই যাচ্ছে। শাহানা এবং তার বরও যাচ্ছে। শাহানার যাবার ইচ্ছা ছিল না। যাচ্ছে জহীরের কারণে। জহীর কেন জানি যাবার জন্যে উৎসাহী হয়ে পড়েছে। অবশ্যি শেষ সময়ে এই দু'জনও বাদ পড়ল। ট্রেন রাত ন'টায়। জহীর সন্ধ্যাবেলা এসে বলল, একটা সমস্যা হয়েছে ভাবী। নীলু হেসে ফেলল। জহীর বলল, বানানো সমস্যা নয় সত্যি সমস্যা।

তোমরা তাহলে যেতে পারছ না?

না।

সমস্যাটা কি?

জহীর ইতস্তত করে বলল, চলুন ভাবী ছাদে যাই, সেখানে বলব।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

বলতে না চাইলে বলার দরকার নেই।

ভাবী, আমি আপনাকে বলতে চাই। বলা দরকার।

নীলু চিন্তিত মুখে ছাদে উঠে গেল। নির্ঘাত শাহানা খুব ঝামেলা বাধিয়েছে। সেই ঝামেলার প্রকৃতিটি কি কে জানে! নিশ্চয়ই জটিল কিছু। নয়তো জহীর এতটা অস্থির হতো না। সে সহজে অস্থির হবার ছেলে নয়।

কি ব্যাপার বলো?

বুঝতেই পারছেন শাহানাকে নিয়ে একটা সমস্যা। আজ ভোরবেলায় নাস্তা খাবার সময় সামান্য একটু কথা কাটাকাটি হলো। তারপরই সে ছুটে তার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। সেই বন্ধ দরজা এখনো খুলেনি। বেশ অস্বস্তিকর অবস্থা বলতে পারেন। মানে এই জাতীয় অবস্থায় পড়ে আমার অভ্যাস নেই। খুব বিব্রত বোধ করছি।

কথা কাটাকাটি কি নিয়ে হচ্ছিল?

আনিস সাহেবকে নিয়ে। ও বলল আনিস সাহেবকে একদিন দাওয়াত করে খাওয়াতে চায়। আমি বললাম-খুব ভালো কথা। উনাকে এবং উনার স্ত্রীকে বলো। তাতেই ও রেগে আগুন।

আমি বুঝলাম না তাতে রেগে আগুন হবার কি?

আমি বুঝতে পারিনি। শাহানা বলেছিল-তুমি এখানে তার স্ত্রীর কথা কেন বললে? তোমার কি ধারণা আমি শুধু তাকে একা খেতে বলব? তা যদি চাইতাম তাহলে তো অনেক আগেই বলতে পারতাম। তা তো বলিনি। বিশ্রী ব্যাপার ভাবী। কাজের লোকদের সামনে হৈচৈ-চিৎকার। প্রায় হিস্টিরিয়ার মতো অবস্থা।

শাহানার কথা শুনে তুমি কি বললে?

আমি কিছু বলিনি। যা বলার মনে মনে বলেছি। লোকজনের সামনে সিন ক্রিয়েট করতে চাইনি।

চলো তোমার সঙ্গে যাই, ওকে নিয়ে আসি।

বাদ দিন ভাবী। আপনারা ঘুরে আসুন। নীলগঞ্জ গিয়ে আরো ঝামেলা করবে। আপনাদের আনন্দই মাটি করবে।

আমি সব ঠিক করে দেব।

কোনো দরকার নেই ভাবী। এই ব্যাপারটা আমি ঠিক করতে চাই। বিশ্বাস করুন আমি ভালোমতই করব।

ও খুবই ছেলেমানুষ জহীর। ওর বয়সটা দেখো।

আমি জানি। চলুন নিচে যাই। আপনাদের অনেক গোছগাছ বাকি। আমি গাড়ি রেখে যাচ্ছি আপনাদের ট্রেনে তুলে দেবে।

শারমিন না যাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে মনোয়ারা নতুন করে কথা তুললেন। এই প্রসঙ্গ নিয়ে গত ক'দিন ধরেই তিনি চেঁচামেচি করছেন। রফিকের সঙ্গে একদিন তুমুল ঝগড়া হলো। শারমিন এ বাড়িতে আসছে না কেন এর জবাবে রফিক বিরক্ত হয়ে বলেছে-আমি কি করে বলব? সেটা শারমিনকে জিজ্ঞেস করো। ওটা তার ব্যাপার। হয়তো এ বাড়ি তার ভালো লাগছে না।

এ বাড়ি ভালো লাগবে না কেন?

খুব সম্ভব তোমার জন্যেই লাগে না। দিন-রাত ক্যাঁচ ক্যাঁচ করো।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

দিন রাত ক্যাচ ক্যাচ করি?

রফিক এই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে কেটে পড়ল। মনোয়ারা সারাদিন হৈচৈ করে কাটালেন। আজ আবার শুরু হলো। নীলু টিফিন কেরিয়ারে খাবারদাবার ভর্তি করছিল। মনোয়ারা তাকে ধরলেন–বৌমা হচ্ছেটা কি? নিলু বিস্মিত হয়ে বলল, কিসের কথা বলছেন?

ছোট বৌমা এ বাড়িতে আসে না কেন?

নীলু বলল, অনেকদিন পরে বাবার বাড়ি গিয়েছে, ক'টা দিন থাকছে থাকুক না। নীলগঞ্জ থেকে ফিরে এসে আমি ওকে এ বাড়িতে নিয়ে আসব। এখন নিজের বাড়িতেই থাকুক।

নিজের বাড়ি তুমি কি বলছ? বিয়ের পর মেয়েদের বাড়ি থাকে একটাই। সেটা হচ্ছে স্বামির বাড়ি।

আপনাদের সময় তাই ভাবা হতো। এখন দিনকাল পাল্টেছে।

কি রকম পাল্টেছে? এখন বুঝি আর স্ত্রীরা স্বামীদের বাড়িতে থাকে না? তাহলে তুমি এখানে পড়ে আছ কেন?

নীলু কথা ঘুরাবার জন্যে বলল, আপনার কি সব গোছগাছ হয়েছে মা?

গোছগাছ আর কি করব? আমার হলো গিয়ে মাথার ঘায়ে কুত্তা পাগল অবস্থা। সংসারে কি শুরু হয়েছে কিছু বুঝতে পারছি না।

রাত আটটায় স্টেশনের দিকে রওনা হবার কথা। হোসেন সাহেবের দেখা নেই। শেষ মুহূর্তে তাঁর মনে হয়েছে। দু'টি খুবই প্রয়োজনীয় অষুধ তাঁর সঙ্গে নেই একটি হচ্ছে নাকস ভূমিকা অন্যটি পালসেটিলা। গ্রামে যাচ্ছেন দরকারের সময় হাতের কাছে অষুধ পাওয়া যাবে না। বিপদে পড়তে হবে। তিনি কাউকে কিছু না বলে অষুধের খুঁজে গেলেন।

ফিরলেন রাত সাড়ে আটায় যখন সবাই প্রায় নিশ্চিত যাওয়া হবে না। স্টেশনে রওনা হবার সময়ও কেউ জানে না ট্রেন ধরা যাবে কি যাবে না। ট্রেন অবশ্যি ধরা গেল। এবং ট্রেন ছেড়ে দেবার পর জানা গেল তাড়াহুড়ায় মনোয়ারার স্যুটকেসটাই আনা হয়নি। তিনি মুখ হাঁড়ির মতো করে নীলুকে বললেন, আমার জিনিসের দিকে কেউ কি আর লক্ষ রেখেছে? তা রাখবে কেন? আমি কি একটা মানুষ।

ট্রেনে ওঠার উত্তেজনা, নতুন জায়গায় যাওয়ার আনন্দে টুনীর জ্বর এসে গেল। হোসেন সাহেব তাকে এক ফোঁটা পালসেটিলা টু হানড্রেড খাইয়ে হাসিমুখে সফিককে বললেন–অষুধটা সঙ্গে না থাকলে কি অবস্থা হতো চিন্তা করেছিস? তোরা খামখা হৈচৈ করিস, কিছু বুঝিস না।

টুনীর জ্বর এসে যাওয়ায় তাঁকে অত্যন্ত আনন্দিত মনে হলো।

কামরায় গাড়ি ভরা ঘুম। রজনী নিঝুম। ট্রেন ছুটে চলেছে। গফরগায়ে অনেকক্ষণ লেট করেছে সেটা বোধ হয় কাটিয়ে উঠতে চায়। নীলু ছাড়া বাকি সবাই ঘুমিয়ে। নীলুর ঘুম আসছে না। শীতের দিন। জানালার কাচ উঠানো যাচ্ছে না। তার খুব ইচ্ছে করছে কাচ উঠিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখে–অন্ধকার গ্রামের উপর হালকা জোছনা। কে জানে আজ হয়তো জোছনা হয়নি। গাঢ় আঁধারে চারদিক ঢাকা। মাঝে মাঝে দূরে–বহু দূরে কুপি জ্বলছে। কোনো জায়গায় লক্ষ লক্ষ জোনাকি একসঙ্গে জ্বলছে আর নিভছে। বন্ধ ট্রেনের

Nirjoy

www.BanglaBook.org

কামরা থেকে এসব দৃশ্যের কিছুই দেখার উপায় নেই। নীলু মেয়ের কপালে হাত রাখল। জ্বর মনে হয় আরো বেড়েছে। সে তার উপর কম্বলটা ভালোমত টেনে দিল। মাথা কাত হয়ে ছিল-সোজা করে দিল।

সফিক বলল, ফ্লাস্কে কি চা আছে নীলু?

আছে। তুমি ঘুমাওনি?

উঁহু চোখ বন্ধ করে পড়ে ছিলাম। গাড়িতে আমার ঘুম আসে না।

সফিক উঠে নীলুর পাশে বসল। নীলু কাপে চা ঢালতে ঢালতে বলল, মেয়েটা দু'দিন পর পর জ্বরে ভোগে, ওকে একজন ভালো ডাক্তার দেখানো দরকার।

ঢাকায় ফিরেই একজন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব। আমাকে মনে করিয়ে দিও।

নীলু বলল, জানালাটা একটু খুলে দেবে? বাইরের দৃশ্য দেখব।

ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকবে।

অল্প একটু খোলো।

সফিক পুরোটাই খুলে দিল। আকাশে চাঁদ নেই তবু নক্ষত্রের আলোয় আবছাভাবে সব কিছু চোখে পড়ে। নদীর পানি ঝিকমিক করে জ্বলে। খোলা মাঠ থেকে চাপা আলো বিচ্ছুরিত হয়। কি অদ্ভুত লাগে দেখতে। এইসব দৃশ্য যেন পৃথিবীর দৃশ্য নয়। এদের হঠাৎ হঠাৎ দেখা যায়।

তারা চারদিন কাটাল নীলগঞ্জে।

টুনীর আনন্দের সীমা নেই। এক মুহূর্তের জন্যেও তাকে ঘরে পাওয়া যায় না। বাবলুর সঙ্গে সারাদিন রোদে রোদে ঘুরছে। বাবলুও আগের মতো নেই, তার মুখে কথা ফুটেছে। এই ক'দিনেই গ্রামের কথা বলার টান তার গলায় চলে এসেছে। টুনীকে এই ব্যাপারটি খুব অবাক করেছে। সেও টেনে টেনে কথা বলার চেষ্টা করছে। মনোয়ারা যা একেবারেই সহ্য করতে পারছে না। তিনি টুনীকে চোখে চোখে রাখার চেষ্টা করেন। পারেন না। তাঁর সবচে' বড় ভয় কখন এই মেয়ে হুট করে পানিতে নেমে যায়। চোখে চোখে রেখেও কোনো লাভ হয় না।

সুযোগ পেলেই পানিতে নেমে পড়ে। টুনী পানিতে নেমেছে এই খবর শুনলেই তিনি বিশ্রী রকমের হৈচৈ শুরু করেন। নীলুকে বলেন, তুমি হচ্ছ মা, তোমার গায়ে লাগে না? চুপচাপ আছ। মেয়েটাকে ঘরে তালাবন্ধ করে রাখো।

ওর কিছু হবে না মা। ওর সঙ্গে সব সময় একদল ছেলেপুলে থাকে, ওরা দেখবে। গ্রামের ছেলেমেয়ে ওরা হলো পানির পোকা।

কথা সত্যি, টুনীর সঙ্গে থাকে বিরাট এক বাহিনী। শওকত একদিন এক মহিষ ধরে আনল। বিশাল মহিষ। টকটক রক্তবর্ণ চোখ, বাঁকানো শিং। মনোয়ারা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন-কি সর্বনাশ। এই আজরাইল উঠানে কেন? শওকত হাসি মুখে বলল-বড় ঠাণ্ডা জানোয়ার, টুনীর জন্যেই আনলাম।

কি বলছ তুমি? টুনী এটা দিয়ে কি করবে?

উপরে বসব।

পাগল নাকি?

খুব ঠাণ্ডা জানোয়ার।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

বের হও। এক্ষুণি এটা নিয়ে বিদেয় হও। পাগলের কারবার। বলে কি ঠাণ্ডা জানোয়ার।

শওকত মহিষ নিয়ে বের হয়ে যাবার কিছুক্ষণ পরই মনোয়ারা আতংকিত হয়ে লক্ষ করলেন টুনী সেই মহিষের পিঠে। মহিষ গদাইলস্করি চালে ঘুরে বেড়াচ্ছে, পেছনে একদল ছেলেপুলে। নীলু মুগ্ধ হয়ে এই দৃশ্য দেখছে। সে বলল, একটা ক্যামেরা থাকলে ভালো হতো। ছবি তুলে রাখা যেত। সুন্দর লাগছে না মা?

মনোয়ারা চেঁচিয়ে উঠলেন, এর মধ্যে তুমি সুন্দর কি দেখলে? তোমাদের কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? এক্ষুণী ঝাড়া দিয়ে গা থেকে ফেলে দিবে।

নীলুকে তেমন উদ্বিগ্ন মনে হলো না। হোসেন সাহেব এই দৃশ্যে খুব মজা পেলেন। মহিষের পিছনে পিছনে হাঁটতে লাগলেন।

সফিক খুব আগ্রহ নিয়ে সুখী নীলগঞ্জের কর্মকাণ্ড ঘুরে ঘুরে দেখল। এতটা সে আশাই করেনি। এতদিন সে এটাকে একজন বুড়ো মানুষের শখের ব্যাপার বলেই ধরে নিয়েছিল। এখন কাণ্ডকারখানা দেখে হকচকিয়ে গেছে। লাইব্রেরি ঘরে রাজ্যের বই। এত বই শহরের কোনো লাইব্রেরিতেও নেই। দু'টো পত্রিকা আসে এই গণ্ডগ্রামে। সফিক অবাক হয়ে বলল, কে পড়ে এই পত্রিকা? আপনি পড়েন সেটা বুঝতে পারি। আর কে পড়ে?

ডাক্তার বাবু পড়েন। হরিনারায়ণ বাবু।

ডাক্তার আছে নাকি?

ডাক্তার ঠিক না। সরকারি হাসপাতালের কম্পাউন্ডার ছিলেন, এখন রিটায়ার করে এই গ্রামে আছেন।

ও আচ্ছা।

গ্রামের লোকজনও কেউ কেউ পত্রিকা নাড়াচাড়া করে। তাছাড়া সন্ধ্যাবেলা একজন পত্রিকা পড়ে শুনায়। অনেকেই শুনতে আসে।

বলেন কি?

কবির মামা যে কাজ শুরু করেছিলেন তার সুফল দিতে শুরু করেছে।

কি রকম সুফল?

সোবাহান হাসতে হাসতে বলল, নীলগঞ্জের মেয়েদের বিয়ের বাজারে খুব কাটতি। আশেপাশের গ্রামের সবাই মনে করে নীলগঞ্জের মেয়ে মানে আদব-কায়দার মেয়ে। এখানকার কোনো মেয়ের বিয়েতে যৌতুক দেয়া হয় না।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, কবির মামার নিষেধ ছিল। যৌতুক দিয়ে কোনো মেয়ের বিয়ে দেয়া হবে না। কবির মামার জীবদ্দশায় এটা মানা হতো না। এখন মানা হয়।

আমার তো ভাই রূপকথার মত লাগছে।

আসলেই রূপকথা। বেশিরভাগই হয়েছে উনার মৃত্যুর পরে। যেমন গ্রামের ভেতরের রাস্তাগুলি। কেউ নিজের জায়গার এক ইঞ্চি ছাড়তে রাজি নয়। মামা অনেক চেষ্টা করেছিলেন। লাভ হয়নি। তাঁর মৃত্যুর তিন দিনের দিন সবাই ঠিক করল কবির মাষ্টার যেসব রাস্তা চেয়েছিলেন, সেগুলি করে দেয়া হবে। করাও হলো তাই। লোকটি যখন বেঁচে ছিল তার মর্ম কেউ বোঝেনি।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

আপনি কি উনার বাকি কাজ শেষ করতে নেমেছেন?

হ্যাঁ তাই।

কি মনে হয়, পারবেন?

হয়তো পারব। খুবই কঠিন কাজ। দীর্ঘদিনের কুসংস্কার, অজ্ঞতা, অন্ধকার চট করে এগুলি যায় না। সময় লাগে। আমিও হয়তো পারব না, অন্য একজন আসবে। এটা হচ্ছে একটা চেইন রিএকশন। শুরুটাই মুশকিল। একবার শুরু হলে চলতে থাকে।

ঠিক বলেছেন। শুরুটাই ডিফিকাল্ট।

গ্রামের লোকদের বিশ্বাস অর্জনের জন্যে আমি খানিকটা প্রতারণাও করছি। তাও কাজে লাগছে।

আপনার কথা বুঝতে পারলাম না। কি ধরনের প্রতারণা?

নামাজ পড়ছি নিয়মিত। যদিও ধর্ম, বিধাতাপুরুষ এসব জিনিসে আমার বিশ্বাস নেই। কিন্তু যেহেতু ধর্মপ্রাণ মানুষদের জন্যে গ্রামের লোকদের খুব মমতা আমি তার সুযোগ নিচ্ছি।

সফিক হেসে ফেলে বলল, কে জানে একদিন হয়তো দেখা যাবে ভান করতে করতে আপনি ফাঁদে আটকা পড়ে গেছেন। বেরুতে পারছেন না। বিরাট বুজুর্গ ব্যক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

হতে পারে। পৃথিবী বড়ই রহস্যময়। রহস্যের কোনো শেষ নেই।

ঢাকায় ফেরার আগের রাতে পিঠা বানানোর উৎসব হলো। সেই উৎসবে গ্রামের মেয়েরা দলবেঁধে যোগ দিল। টুনী এক ফাঁকে সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগে সবাইকে দাওয়াত করে এসেছে। উঠোনে খড়ের আগুন করা হয়েছে। সেই আগুনে তৈরি হচ্ছে পোড়া-পিঠা। বিশাল আকৃতির কদাকার পিঠা। আগুনে পোড়ার পর পাথরের মতো শক্ত হয়ে যাচ্ছে। তখন তা কেটে দুধে জ্বাল দিয়ে খাওয়া। শওকত কোথা থেকে এক গাতক ধরে এনেছে। সে একটু দূরে তার একতারা নিয়ে বসেছে। তাকে ঘিরে পুরুষদের একটা দল। গাতকের নাম কেরামত মিয়া। তার গলায় সুর তেমন নেই। সুরের অভাব সে পূরণ করেছে আবেগে। একটি চরণে টান দেবার পরই তার চোখ ছলছল করতে থাকে। তৃতীয় চরণে যাবার আগেই চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়ে। গাতক কেরামত মণ্ডলা গান ধরে-

"নিমের পাতা তিতা তিতা
জামের পাতা নীল,
কোথায় আমার প্রাণের মিতা
কোথায় বন কোকিল?"

সবাই স্তব্ধ হয়ে গান শুনে। পুরনো সব দুঃখ হৃদয়ের অতল গহ্বর থেকে ভেসে ওঠে। বড়ই মন খারাপ করে সবাই। তবু ভালো লাগে। হৃদয়ের গহিনে চাপা পড়ে থাকা দুঃখগুলি মাঝে মাঝে দেখতে আমরা ভালোবাসি। সেই সুযোগ বড় একটা হয় না। কেরামত মণ্ডলার মতো গ্রাম্য গাতকরা কখনো কখনো তা পারেন। তাঁদের সাহায্য করে প্রকৃতি।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

উঠোনে আগুন জ্বলছে। তাকে ঘিরে বসে আছে বৌ-ঝিরা। আকাশে ছোট্ট একটা চাঁদ। তার হিম হিম আলো পড়েছে দিগন্ত বিস্তৃত মাঠে। শীতল কনকনে হাওয়া বইছে। দুঃখ জাগানিয়া পরিবেশ তো একেই বলে।



নীলুরা ঢাকায় পৌঁছাল সোমবার ভোরে। নীলুর ইচ্ছা ছিল সোমবারে অফিস ধরা। তা করা গেল না। ন'টা বাজতেই জহীর এসে উপস্থিত। জহীর বলল, আমার সঙ্গে একটু আসতে হবে ভাবী। দশ মিনিটের জন্যে। আমি আপনাকে অফিসে পৌঁছে দেব।

ব্যাপার কি বলো তো?

তেমন কিছু না। আবার কিছুটা আছেও। ভাবী একটু চলুন আমার সঙ্গে।

বেশ চলো। আমি কাপড় বদলে নেই। তোমরা ভালো ছিলে তো?

জহীর শুকনো গলায় বলল, ভালোই ছিলাম। টুনী কোথায় ভাবী?

ওর বাবার সঙ্গে গিয়েছে। ওর শরীরটা ভালো না, জ্বর। যাবার সময়ও জ্বর নিয়ে গিয়েছে। ফেরার পথেও জ্বর নিয়ে ফিরল।

জামাইয়ের খোঁজ পেয়ে হোসেন সাহেব বেরিয়ে এলেন। নীলগঞ্জের বিস্তারিত গল্প জুড়ে দিলেন।

রাস্তাঘাট চেনা যায় না। বড় একটা রাস্তা করে ইট বিছিয়ে দিয়েছে। রিকশা চলে। ইচ্ছা করলে তুমি গাড়ি নিয়েও যেতে পারবে। এইটুকু গ্রামে চারটা টিউবওয়েল। দাতব্য চিকিৎসালয় একটা করেছে, অষুধপত্র অবিশ্য তেমন নেই। আসলে দরকার ছিল একটা হোমিও হাসপাতাল। অষুধ সস্তা, ইচ্ছা করলে বিনামূল্যে দেয়া যায়। তাই না?

জহীর বিরস মুখে হ্যাঁ হুঁ দিয়ে যাচ্ছে। তাকে দেখে যে কেউ বলে দিতে পারবে সে কিছুই শুনছে না। তার মন অন্য কোথাও। হোসেন সাহেব অবশ্যি বুঝতে পারছেন না। তিনি উৎসাহের সঙ্গে একের পর এক গল্প বলে যাচ্ছেন। নীলু কাপড় বদলে তৈরি হয়ে এসেছে তখনো তাঁর গল্প থামেনি। নীলুকে বললেন, পাঁচটা মিনিট দেরি করো মা। জহীরের সঙ্গে একটা দরকারি কথা বলছি। তুমি বরং এর মধ্যে আমাদের জন্যে চট করে চা বানিয়ে আনো। আমারটায় চিনি কম।

নীলু চা আনতে গেল। হোসেন সাহেব শুরু করলেন মহিষের গল্প।

মহিষ দেখেছ নাকি জহীর?

দেখব না কেন?

আরে না। ঐ দেখার কথা বলছি না। কাছ থেকে দেখা। প্রাণী হিসেবে মহিষ অসাধারণ। বড় ঠাণ্ডা প্রাণী। দেখতেই বিশাল কিন্তু এর মনটা শিশুদের মতো।

তাই বুঝি?

আমি অবাক হয়েছি। এই টুনী, পর্বতের মতো এক মহিষের পিঠে বসে থাকত। সে দিব্যি বসে আছে আর মহিষ নিজের মনে হেলেদুলে ঘাস খাচ্ছে।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

বাহ্ চমৎকার তো।

জিনিসটা নিয়ে আমি ট্রেনে আসতে আসতে অনেক চিন্তা করলাম। আমার ধারণা মহিষকে যদি ঠিকমত ট্রেনিং দেয়া যেত তাহলে ঘোড়ার মতো একে ব্যবহার করা যেত। এই জিনিসটা কারোর মাথায় খেলেনি। তুমি কি বলো?

হতে পারে।

মহিষের পিঠে বসাও খুব আরামের। পিঠ অনেক চওড়া। জীন ব্যবহার করার দরকার হতো না।

শেষ পর্যন্ত জহীর বলতে বাধ্য হলো, আমি পরে এসে বাকিটা শুনব। আমার একটা বিশেষ জরুরি কাজ।

সন্ধ্যাবেলা চলে এসো। শাহানাকে নিয়ে এসো, অনেক গল্প বাকি রয়ে গেছে।

আচ্ছা দেখি।

দেখাদেখির কিছু না। নিয়ে আসবে। রাতে আমাদের সঙ্গে খাবে। মনে থাকে যেন।

জি মনে থাকবে।

আসল গল্পগুলিই বলা হয়নি।

জহীরের কথা শুনে নীলু আকাশ থেকে পড়ল। তার মুখ দিয়ে কথাই বেরুচ্ছে না। সে বহু কষ্টে বলল, এসব তুমি কি বলছ?

যা ঘটেছে তাই বললাম।

আমাদের খবর দিলে না কেন?

আপনারা আনন্দ করতে গিয়েছেন, এর মধ্যে হঠাৎ.....তবু খবর নিশ্চয়ই দিতাম। দেখলাম খবর না দিয়ে যদি পারা যায়।

শাহানা এখন আছে কেমন?

এখন ভালো।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে?

হ্যাঁ। গতকাল সন্ধ্যায় বাসায় এনেছি।

কথা হচ্ছিল জহীরদের বাড়ির একতলায়। নীলু বলল, তুমি আবার গোড়া থেকে বলো কি হয়েছে।

আপনারা যেদিন নীলগঞ্জ গেলেন ঐদিনই ঘটনা ঘটল। সারাদিন দরজা বন্ধ করে ছিল। রাত দশটার সময় কাজের মেয়েটা বলল-সে নাকি ধপ করে কি পড়ার শব্দ শুনেছে। আমি দরজা ধাক্কা দিলাম। শেষ পর্যন্ত দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকলাম। তখনো বুঝতে পারিনি ঘুমের অষুধ খেয়েছে। হাসপাতালের ডাক্তাররা সন্দেহ করলেন। যমে-মানুষে টানাটানি কাকে বলে এই প্রথম দেখলাম। ডাক্তারদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেছে ভাবী। ওরা অসাধ্য সাধন করেছে।

নীলু উঠে দাঁড়াল। ক্লান্ত গলায় বলল, আমি শাহানার কাছে যাচ্ছি। জহীর বলল, আমিও কি আসব?

না তোমার আসার দরকার নেই। তুমি এখানেই থাকো।

কড়া কথা কিছু বলবেন না ভাবী, মনের যে অবস্থা।

আমি সেটা দেখব। তোমাকে ভাবতে হবে না।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

শাহানা নীলুকে দেখে হাসি মুখে বলল, কবে ফিরলে ভাবী?

আজই ফিরলাম। তুমি আছ কেমন?

এই আছি। আমার কাছে থাকা না থাকা সমান।

তোমার কোনো লজ্জা লাগছে না?

লজ্জা লাগবে কেন?

ভবিষ্যতে যদি মরার চেষ্টা করো এমনভাবে করবে যেন বেঁচে ফিরে আসতে না হয়।

কি বলছ তুমি ভাবী?

খবরদার আমাকে ভাবী বলবে না। ফাজিল মেয়ে।

শাহানা হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল। নীলুর এই উগ্রমূর্তি সে কখনো দেখেনি। নীলু রুদ্ধ গলায় বলতে লাগল,

এতটুকু মেয়ে ছিলে। চোখের সামনে বড় হয়েছ। কত আদর কত মমতা। আর এই মেয়ে এমন করে? তোমার মরাই উচিত। তুমি উঠে আসো। দোতলা থেকে আমার সামনে নিচে লাফিয়ে পড়ো। এসো বলছি।

এই বলেই সে সত্যি সত্যি শাহানার হাত ধরে খাট থেকে নামল।

শাহানা কিছু বোঝার আগেই নীলু গায়ের সর্বশক্তি দিয়ে তার গালে একটা চড় বসিয়ে দিল। শাহানা কাত হয়ে খাটে পড়ে গেল। সে চোখ বড় বড় করে ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে আছে। তার ফর্সা গালে আঙুলের দাগ ফুটে উঠেছে। যেন সেখানে রক্ত জমে গিয়েছে। নীলু কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে রইল তার দিকে, তারপর একটি কথা না বলে নিচে নেমে গেল। জহীরকে বলল, তুমি এখন শাহানার কাছে যাও। আমি চলে যাচ্ছি।

আসুন আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসছি।

তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে না। তোমাকে যা করতে বললাম করো।

জহীর দোতলায় উঠে এলো। শাহানা চুপচাপ খাটে বসে আছে। মাথায় ঘোমটা। শাড়ির আঁচল এমনভাবে টানা যে মুখ দেখা যাচ্ছে না। জহীরকে দেখে সে বিব্রত ভঙ্গিতে হাসল। হাসিমুখেই বলল, ভাবী আমাকে মেরেছে। জহীর বিস্মিত হয়ে বলল, সে কি?

দেখো না গালে দাগ বসে গেছে।

গালের দাগ দেখাতে গিয়ে শাহানা আবার হাসল। মৃদু স্বরে বলল, ভাবী এর আগে আরো একবার আমাকে চড় দিয়েছিল। তখন আমি ক্লাস এইটে পড়ি। আমার এক বান্ধবী খুব খারাপ একটা বই দিয়েছিল আমাকে। কুৎসিত সব ছবি ছিল সেই বইটাতে। আমি লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ছিলাম। আমার হাতে এই বই দেখে ভাবী কি যে অবাক হলো। কেমন অদ্ভুতভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছিল। তারপর আমি কিছু বোঝার আগেই একটা চড় মারল আমাকে। হাত থেকে বই কেড়ে নিল না বা কিছু বলল না। এই ঘটনার কথা কাউকে বললও না। আমি কি যে লজ্জা পেয়েছিলাম। আজ আবার সেদিনের মতো লজ্জা পেলাম।

জহীর লক্ষ্য করল শাহানা কাঁদছে। খুব সহজেই সেই কান্নাও তার থেমে গেল। চোখ মুছে বলল, আমাকে ভাবীর কাছে নিয়ে চলো।

এখনি যাবে?

হ্যাঁ। আমার এই ব্যাপারে ভাবী খুব কষ্ট পেয়েছে। আরেকটা কথা তোমাকে বলি-আমি আর কোনোদিন এরকম করব না।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

তাই নাকি?

মাঝে মাঝে আমার এ রকম হয়। মনে হয় কেউ আমাকে ভালোবাসে না। তখন অদ্ভুত সব কাণ্ড করি। ক্লাস নাইনে যখন পড়ি তখন একবার বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম। স্কুলে যাবার নাম করে বের হয়ে সোজা হাঁটা। হাঁটতে হাঁটতে যাত্রাবাড়ি বলে একটা জায়গা সেখান পর্যন্ত চলে গিয়েছিলাম।

তার পর।

এখান থেকে ফিরে এসেছি। কেউ জানে না। কাউকে বলিনি। আমি বোধ হয় একটু পাগল।

একটু না। অনেকখানি। তোমাকে আমি খুব ভালো একজন ডাক্তার দেখাব।

দেখিও। তুমি আমার উপর রাগ কর নিতো?

না!

সত্যি না?

হ্যাঁ সত্যি।

আমার গা ছুঁয়ে বলো।

জহীর হেসে ফেলল। তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে হাসল শাহানা। জহীর মুগ্ধ চোখে শাহানার দিকে তাকিয়ে আছে। কি অসম্ভব রূপবতী একটি তরুণী–কুঁচ বরণ কন্যারে তার মেঘ বরণ চুল।

শাহানা।

বলো। তোমার গান কেমন এগুচ্ছে?

মোটেই এগুচ্ছে না। সকালবেলা উঠে ভ্যা ভ্যা করতে আমার ভালোও লাগে না। আমি আর গান শিখব না। আমি পড়াশোনা শুরু করব।

খুব ভালো কথা।

মাস্টার-টাস্টার রাখতে পারবে না। আমি নিজে নিজে পড়ব।

সেতো আরো ভালো।

কিন্তু একটা শর্ত আছে।

কি শর্ত?

আমি যতক্ষণ পড়ব তুমি আমার পাশে বসে থাকবে। চুপচাপ বসে থাকবে।

শর্ত খুব কঠিন বলে তো মনে হচ্ছে না।

জহীর কিছু বোঝার আগেই শাহানা এসে তাকে জড়িয়ে ধরল। ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল। জহীর কিছু বলল না, শাহানার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।



ডাক্তার সাহেবের চেহারা রাশভারী। মাথাভর্তি নজরুল ইসলামের মতো বাবড়ি চুল। কথাও বলেন খুব কম। ঘন ঘন নিজের মাথার চুল টানেন। দেখে মনে হয় কোনো কারণে খুব রেগে আছেন। কণ্ঠস্বরটি খুব সুন্দর। শুনতে ভালো লাগে। এই জন্যেই বোধ হয় নিজের গলার স্বর বেশি শুনাতে চান না।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

তিনি দীর্ঘ সময় নিয়ে টুনীকে দেখলেন। আজকালকার ব্যস্ত ডাক্তাররা এত সময় রুগীদের দেন না। ইনিও ব্যস্ত। ইনার ওয়েটিং রুগী গিজগিজ করছে। তবু প্রতিটি রুগীকে অনেকখানি সময় দিচ্ছেন।

ওর এই জ্বর জ্বর ভাব, এটা প্রায়ই হয় বলছেন?

জ্বি।

এর আগে কোনো ডাক্তার দেখিয়েছেন?

না। বাবা হোমিওপ্যাথি করেন। টুকটাক অষুধ দেন। সেরে যায়।

ও আচ্ছা আপনার মেয়ে তো খুব রূপবতী। পুতুল পুতুল দেখাচ্ছে। কি খুকি তুমি কি পুতুল?

টুনী হেসে ফেলল। ডাক্তার সাহেব কাগজে অতি মনোযোগের সঙ্গে কি যেন লিখতে লাগলেন। আগের মতো সুরেলা মিষ্টি স্বরে বললেন, আমি এখানে কিছু স্পেসিফিক টেস্টের কথা লিখে দিচ্ছি। টেস্টগুলি করাতে হবে। সব জায়গায় টেস্ট ভালো হয় না। কোথায় করাবেন তাও লিখে দিচ্ছি।

আপনার সঙ্গে আবার তাহলে কখন দেখা করব?

আপনি আজ দেখা করবেন। রাত আটটা পর্যন্ত আমি বাসায় থাকব। আপনি রিপোর্টগুলি নিয়ে বাসায় চলে আসবেন।

সফিক অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। ডাক্তার সাহেব বললেন, বাসার ঠিকানা লিখে দিচ্ছি। টেস্টগুলি জরুরি ভিত্তিতে করানোর জন্যে যা প্রয়োজন আপনি অবশ্যই করবেন।

আপনি কি আশংকা করছেন?

কিছুই আশংকা করছি না। যা বলার রিপোর্টগুলি দেখে তারপর বলব।

ওর তো তেমন কিছু না, সামান্য জ্বর-জারি সর্দি।

আমি খুবই আশা করছি ওর কিছু না, সামান্য ব্যাপার। তবু আপনাকে যা করতে বললাম করবেন। মেয়েকে সন্ধ্যাবেলা আনার দরকার নেই।

আপনার কথায় কেমন জানি ভয় ভয় লাগছে।

স্যরি। আপনাকে যা করতে বললাম করবেন।

ডাক্তার সাহেবের বাসায় পৌঁছাতে পৌঁছাতে সাড়ে আটটা বেজে গেল। তিনি তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে কোথায় যেন বেরুচ্ছিলেন। সফিককে দেখে বললেন, আমি ভাবছিলাম আসবেন না বুঝি।

ব্লাড রিপোর্টটা পেতে একটু দেরি হয়ে গেল।

বসুন আপনি।

ডাক্তারের স্ত্রী তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন-কতক্ষণ লাগাবে তুমি?

অল্প কিছুক্ষণ। পাঁচ মিনিট। তুমি গাড়িতে অপেক্ষা করো। ভদ্রমহিলা তিক্ত গলায় বললেন, বাসাতেও যদি তুমি এসব ঝামেলা করো তাহলে আমি যাব কোথায়?

বললাম তো পাঁচ মিনিট।

ডাক্তার সাহেব সব ক'টি রিপোর্ট টেবিলে বিছিয়ে দিলেন। তিনি কিছু দেখছেন বলে মনে হলো না। রিপোর্টগুলি আবার একটির উপর একটি সাজিয়ে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে

Nirjoy

www.BanglaBook.org

মাথার চুল টানলেন। সফিক বলল, কি দেখলেন? ডাক্তার কিছু বললেন না। সফিক আবার বলল, কি দেখলেন?

আপনার মেয়ের একটা খুব খারাপ অসুখ হয়েছে। হজকিনস ডিজিজ। এক ধরনের লিউকোমিয়া। লোহিত রক্তকণিকা গঠিত সমস্যা। অসুখটা খুবই খারাপ। এর বিরুদ্ধে আমাদের হাতে এখনো তেমন কোনো অস্ত্রশস্ত্র নেই। তবে বিদেশে প্রচুর কাজ হচ্ছে ইফেকটিভ কেমিথেরাপি-ডেভেলপ করেছে। এতে লাইফ এক্সপেকটেনসি অনেকখানি বাড়িয়ে দেয়া গেছে। এই ফিল্ডে প্রচুর গবেষণাও হচ্ছে। যে কোনো মুহূর্তে মোক্ষম অসুধ বেরিয়ে আসবে। সেই মুহূর্তটি আগামীকালও হতে পারে।

বাইরে ভদ্রমহিলা ক্রমাগত গাড়ির হর্ন দিচ্ছেন। পাঁচ মিনিট সম্ভবত হয়ে গেছে। তিনি আর দেরি সহ্য করতে পারছেন না। ডাক্তার সাহেব বললেন, আপনাকে এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি এনে দেই?

দিন।

তিনি পানি এনে দিলেন। শান্ত স্বরে বললেন, আপনার যদি টাকা-পয়সা থাকে মেয়েকে জার্মানি পাঠিয়ে দিন। জার্মানির এক হাসপাতালে আমি দীর্ঘদিন পোস্টডক করেছি, আমি সব ব্যবস্থা করব।

আমার মেয়ে ভালো হবে?

হতে পারে। তবে এটা কালান্তক ব্যাধি, এটা আপনাকে মনে রেখেই এগুতে হবে। মেডিক্যাল সায়েন্স প্রাণপণ করছে। আমার মন বলছে খুব শিগগিরই কিছু একটা হবে। আগামীকাল, আগামী পরশু, আগামী মাস কিংবা আগামী বৎসর। আশা হারাবার মতো কিছু নয়।

ডাক্তার সাহেবের স্ত্রী এসে ঢুকলেন। তীব্র গলায় বললেন–তুমি কি যাবে–না যাবে না?

যাব। চলো আমার দায়িত্ব শেষ হয়েছে।

সফিক উঠে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ঠিকমত পা ফেলতে পারছে না। ডাক্তার সাহেব গভীর মমতায় সফিকের হাত ধরলেন। বললেন– আসুন আমি আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দেব।

দরকার নেই। আপনাদের দেরি হয়ে যাবে।

হোক দেরি।

ডাক্তার সাহেবের স্ত্রী বিড়বিড় করে কি বললেন। সফিক তা শুনল না শুধু শুনল ডাক্তার সাহেব বলছেন–আমি প্রথমে ইনাকে বাসায় পৌঁছে দেব। তোমার পছন্দ হোক না হোক আমার কিছু করার নেই।



কিছু কিছু গল্প আছে যা কখনো শেষ হয় না। এইসব দিন-রাত্রির গল্প তেমনি এক শেষ না হওয়া গল্প। এই গল্প দিনের পর দিন বৎসরের পর বৎসর চলতেই থাকে। ঘরের চার দেয়ালে সুখ-দুঃখের কত কাব্যই না রচিত হয়। কত গোপন আনন্দ কত লুকানো

Nirjoy

www.BanglaBook.org

অশ্রু। শিশুরা বড় হয়। বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা যাত্রা করে অনির্দিষ্টের পথে। আবার নতুন শিশুরা জন্মায়।

আজ এই বাড়িতে নতুন একটি শিশু জন্মাবে। সে রহস্যময় এই পৃথিবীতে পা রাখার জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। মাতৃগর্ভের অন্ধকার তার অসহ্য বোধ হয়েছে।

শিশুটি শাহানার। শাহানা এই বিরাট খবরটা এখনো টের পায়নি। তার বোধহয় ধারণা এমনিতেই তার খারাপ লাগছে। তবু সে নীলুকে এসে বলল, ভাবী আমার শরীরটা ভালো লাগছে না। নীলু আৎকে উঠে বলল, ভালো লাগছে না মানে? কেমন লাগছে?

বুঝতে পারছি না ভাবী, কেমন যেন পিপাসা লাগছে। আর...

আর কি?

জানি না ভাবী, বড় ভয় লাগছে।

নীলু পাশের বাড়ি থেকে জহীরকে টেলিফোন করল। সে তার চেম্বারে নেই, বাসায়ও নেই। বাসায় ফিরবে সন্ধ্যার পর। কিংবা কে জানে হয়তো সরাসরি চলে আসবে এ বাড়িতেই। কি সর্বনাশ কাণ্ড! নীলু অস্থির হয়ে পড়ল। হোসেন সাহেব এবং মনোয়ারা দু'জনের কেউই বাসায় নেই। যাত্রাবাড়ি গিয়েছেন। ফিরতে ফিরতে রাত ন'টা।

শাহানা বলল, ভাবী আমার কি সময় হয়ে গেছে?

বুঝতে পারছি না শুয়ে থাকো। এখনো কি আগের মতো খারাপ লাগছে!

না এখন আর আগের মতো খারাপ লাগছে না। তুমি আমার পাশে বসে থাকো।

নীলু বসল তার পাশে। শাহানা লাজুক স্বরে বলল, আমি জানি আজই সেই দিন।

কি করে জানলে?

দেখছ না বাসায় একটা মানুষ নেই, শুধু তুমি আর আমি। টুনীর জন্মের সময়ও তো এরকম হলো। তোমার মনে নেই ভাবী?

নীলু জবাব দিল না। বিকেলের ম্লান আলোয় তার চেহারাটা দ্রুত অন্যরকম হয়ে গেল। টুনীর কোনো কথা সে মনে করতে চায় না। কিন্তু কেউ তা বুঝতে পারে না। কারণে-অকারণে এই প্রসঙ্গ নিয়ে আসে।

টুনি দু'বছর আগে জার্মানীর এক হাসপাতালে মারা গেছে। নিঃসঙ্গ মৃত্যু অবশ্যি হয়নি। রুইনবার্গ শহরের সব ক'টি বাঙালি পরিবার সেদিন হাসপাতালে উপস্থিত হয়েছিলেন। আত্মীয়-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া ছোট্ট বালিকাটিকে ঘিরে বসেছিলেন। টুনী যতবার বলেছে, 'আমার আম্মি', ততবারই তাঁদের চোখে অশ্রুর বন্যা নেমেছে। এইসব প্রবাসী বাঙালিরা চাঁদা তুলে নীলুর জার্মানি আসার টিকিট পাঠিয়েছিলেন, যাতে নীলু তার মেয়েটির পাশে থাকতে পারে। অহংকারী নীলু তাতে রাজি হয়নি। বার বার বলেছে ভিক্ষার টাকায় আমি যাব না। নীলু এবং সফিক এই দু'জনের জার্মানি যাওয়া-আসা এবং থাকার যাবতীয় খরচ শারমিনের বাবা দিতে চেয়েছিলেন। তাতেও কেউ রাজি হয়নি। উনার টাকা কেন নেবে? শারমিন এবং রফিকের ডিভোর্স হয়ে গেছে। এই পরিবারটির সঙ্গে তাদের এখন আর কি সম্পর্ক? কিন্তু একেবারেই কি সম্পর্ক নেই?

শারমিন থাকে আমেরিকায়। টুনীর মৃত্যুর আগের দিন আমেরিকা থেকে সে জার্মানি

Nirjoy

www.BanglaBook.org

চলে এলো। টুনী মারা গেল শারমিনের কোলে মাথা রেখে। তার ছোট ছোট হাতে সে সারাক্ষণই তার ছোট চাচিকে জড়িয়ে ধরে ছিল। যেন হাত ছাড়লেই চাচি কোথাও চলে যাবে। সেইসব হৃদয় ভেঙে দেয়া কাহিনী খুব গুছিয়ে শারমিন লিখেছিল। নীলু প্রায়ই ঐ চিঠি বের করে পড়ে। পড়তে পড়তে তাঁর কাঁদতে ইচ্ছে করে। কিন্তু কান্না আসে না। টুনীর মৃত্যুর পর কি যে হয়েছে সে কাঁদতে পারে না। যদিও প্রায়ই তার কাঁদতে ইচ্ছা করে।

কতদিন হয়ে গেল টুনী নেই। তবু তার ছোট্ট ফুল আঁকা বালিশ প্রতি রাতেই বিছানায় পাতা হয়। বালিশটা মাঝখানে রেখে একপাশে শোয় সফিক অন্য পাশে নীলু। তারা দু'জনই কল্পনা করে মেয়েটি দু'জনের মাঝখানেই শুয়ে আছে। সফিক মেয়ের গায়ে হাত রাখতে যায়। নীলুও হাত বাড়িয়ে দেয়। টুনীকে তারা খুঁজে পায় না। একজন হাত রাখে অন্যজনের হাতে। শব্দহীন ভাষায় দু'জন দু'জনকে সান্ত্বনার কথা বলে।

কত বদলে গেছে সব কিছু। সবচে' বেশি বদলেছে রফিক। প্রায় রাতেই মদ খেয়ে বাড়ি ফেরে। কারো চোখের দিকে তাকায় না। মাথা নীচু করে নিজের ঘরে ঢুকে যায়। সারারাত তার ঘরে বাতি জ্বলে। বাতি নিভালেই সে নাকি কি সব দেখে। কবির মামা নাকি তাঁর ঘরে হাঁটাহাঁটি করেন। একদিন নাকি টুনীকেও দেখেছে। টুনী তাকে বলেছো তুমি এমন হয়ে গেছ কেন, সবাই তোমাকে খারাপ বলে।

কি করব রে মা। আমি মানুষটাই খারাপ।

তোমাকে খারাপ বললে আমার খুব খারাপ লাগে।

না আর খারাপ হব না। তোকে কথা দিলাম। মদ ছেড়ে দিলাম। নো লিকার।

কিন্তু পরদিন আরো বেশি করে খায় ঘোর মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরে ফিসফিস করে বলল, সব বাতি জ্বেলে রাখবে ভাবী। বাতি নেভালেই ওরা আসে। বড় বিরক্ত করে। সবচে' বেশি বিরক্ত করে টুনী। কানের কাছে ঘ্যান ঘ্যান অসহ্য।

টুনীর কথা নীলু মনে করতে চায় না। তবু বারবার সবাই তাকে টুনীর কথা মনে করিয়ে দেয়। হোসেন সাহেব প্রায় রাতেই ঘুমের ঘোরে চেঁচান। ও টুনী টুনী নিজের চিৎকারে তাঁর নিজেরই ঘুম ভেঙে যায়। বাকি রাতটা তিনি ছেলেমানুষের মতো চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কাঁদেন। নীলু ও সফিক সেই কান্না শুনে। আহ্ কি কষ্ট! কি কষ্ট! বেঁচে থাকা বড় কষ্টের।

শাহানা বলল, ও ভাবী আবার যেন কেমন লাগছে। ওরা তো কেউ এলো না। আমার বড় ভয় লাগছে। আমাকে তুমি হাসপাতালে নিয়ে যাও।

নীলু উদ্বিগ্ন হয়ে ঘর থেকে বেরুল। আনিস কোত্থেকে যেন ফিরছে। নীলু বলল, আনিস একটা এম্বুলেন্স নিয়ে আসো তো মনে হচ্ছে শাহানাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

আমি এক্ষুণি নিয়ে আসছি। আপনি ওর কাছে গিয়ে বসুন।

শাহানার কাছে বসতে ইচ্ছা করছে না। নীলু বারান্দায় এসে দাঁড়াল। রফিকের ঘর হাট করে খোলা। এই সময় সে কখনো ঘরে থাকে না। থাকলে ভালো হতো। প্রয়োজনের সময় কাউকেই পাওয়া যায় না।

Nirjoy

www.BanglaBook.org

ভাবী!

নীলু চমকে তাকাল। রফিক দাঁড়িয়ে আছে। কখন যে সে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকেছে।

হচ্ছে কি ভাবী?

শাহানার পেইন উঠেছে উমি সবাইকে খবর দাও।

এম্বুলেন্স নিয়ে আসব?

এম্বুলেন্স লাগবে না। আনিস আনতে গেছে। তুমি জহীরকে খবর দেবার ব্যবস্থা করে যাত্রাবাড়িতে চলে যাও। বাবা-মাকে নিয়ে এসো।

রফিক চলে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে লাজুক গলায় বলল, শারমিন এগারো তারিখে দেশে ফিরছে ভাবী। আমাকে চিঠি লিখেছে।

হঠাৎ তোমাকে চিঠি।

আমার কাছে আবার ফিরে আসবে। চিঠিতে তাই লেখা। আবার সব আগের মতো হয়ে যাবে।

ভালো খুব ভালো।

রফিক হাসছে। কত দীর্ঘদিন পর নীলু ওর মুখে হাসি দেখল। নীলু ভুলেই গিয়েছিল রফিক হাসতে পারে। ভেতর থেকে শাহানা ভয়ার্ত গলায় ডাকছে ভাবী, ভাবী। নীলু নড়ছে না। অবাক হয়ে দেখছে অনেক দিন পর তাদের পাশের জলা জায়গাটায় ঝাঁকে ঝাঁকে বালি হাস নামছে। পাখিরা শহর পছন্দ করে না। এবার কি হলো তাদের? ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি নামছে কেন? বিদ্যুৎ চমকের মতো নীলুর মনে হলো টুনীর জন্মের সময়ও ঝাঁকে ঝাঁকে হাস নেমেছিল।

নীলু ঘরে ঢুকল। নতুন শিশু আসছে। কত দীর্ঘদিন সে এই পৃথিবীতে থাকবে। হাসবে, খেলবে, গাইবে। তার আগমনের সমস্ত প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হওয়া প্রয়োজন। আয়োজনের কোনো ত্রুটি থাকা চলবে না।

শাহানা কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, তুমি বারবার কোথায় চলে যাচ্ছ ভাবী?

আর যাব না। এই বললাম তোমার পাশে।

বড় ভয় লাগছে ভাবী।

নীলু কোমল স্বরে বলল, কোনো ভয় নেই।

ঘরের জানালা খোলা। ঘন হয়ে সন্ধ্যা নামছে। বালি হাঁসের পাখার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। অনেক দিন পর ওরা আবার এলো।

নীলু লক্ষ করল তার চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়ছে। ভুলে যাওয়া কান্না সে আবার ফিরে পেয়েছে। ব্যথায় ছটফট করছে শাহানা। মাতৃগর্ভে বন্দি শিশু মুক্তির জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে। কত না বিস্ময় অপেক্ষা করছে শিশুটির জন্যে।

Nirjoy